Boighar.com

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

পেছনে শত্রু

গোলাম মাওলা নঈম

বইঘর

বইঘর

Boighar.com

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

পেছনে শত্রু

গোলাম মাওলা নঈম

দুটো কোল্টই বেরিয়ে এসেছে জেসনের হাতে। বুড়ো আঙুল স্থির হয়ে আছে ট্রিগারে–তপ্ত সীসা পাঠিয়ে দেয়ার জন্যে তৈরি। আচমকা দরজায় একটা ছায়া দেখতে পেল ও, থেমে গেছে লোকটা। পাশের বাড়ির জানালা দিয়ে ছিটকে আসা আলো ঝিকিয়ে উঠল লোকটার হাতের পিস্তলের নলে, নিমেষেই জেসন বুঝে গেল বিপদে পড়েছে ও–এই বিপদের শুরু আসলে অদ্ভুত এক স্টাড পোকার খেলার পর থেকে, যে খেলা অন্যদের কাছে টার্গেটে পরিণত করেছে ওকে। কুখ্যাত আউট-ল বিল গ্লিসন, জুয়াড়ী ড্যানিয়েল ফিঞ্চ, ফেরারী আসামী জন অরমন্ড… এমনকি ডেপুটি শেরিফ এড লিন্টনও ধরতে চাইছে ওকে।

কিন্তু কারণটা জানা নেই জেসনের। কারণ না জানলে কি হবে, কিভাবে নিজের প্রাণ বাঁচাতে হয়, ঠিকই জানা আছে ওর।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ওয়েস্টার্ন

পেছনে শত্রু

গোলাম মাওলা নঈম

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-8210-9

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

PECHHONEY SHOTRU
A Western Novel
By: Golam Mawla Naeem

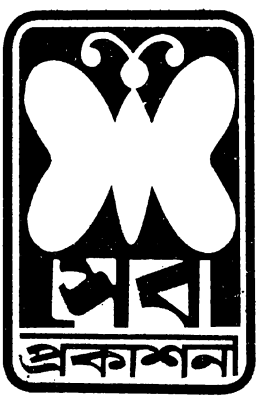

তেত্রিশ টাকা

পেছনে শত্রু

BOIGHAR.COM

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

EXCLUSIVE

বই SCAN EDIT ঘর

Visit Us at boighar.com

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেনঃ আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান। **খোন্দকার আলী আশরাফঃ** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিলঃ** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেনঃ** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিন্স রিজভী তৌহিদঃ** শেষ মার। **আলীমুজ্জামানঃ** মরুসৈনিক। **রকিব হাসানঃ** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমানঃ** শিকারী। **জাহিদ হাসানঃ** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু, **সুস্ময় আচার্য সুমনঃ** অপবাদ।

আসাদুজ্জামানঃ দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজঃ** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমানঃ** বাজি। **খসরু চৌধুরীঃ** ভুল।

আদনান শরীফঃ পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীনঃ** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীনঃ** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজঃ** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেনঃ** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

কাজী মায়মুর হোসেনঃ সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন-১, সমন-২। **ইফতেখার আমিনঃ** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈমঃ** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস। **টিপু কিবরিয়াঃ** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহঃ** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ। **শেখ আবদুল হাকিমঃ** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ারঃ** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ। **আবু মাহদীঃ** পাঞ্চার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্। **সুস্ময় আচার্যঃ** অপবাদ।

বিক্রয়ের শর্তঃ এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে এর প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

ওয়েস্টার্ন

পেছনে শত্রু

গোলাম মাওলা নঈম

SCAN & EDITED BY:

BOIGHAR

WEBSITE:

WWW.BOIGHAR.COM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar-বইঘর

We Always Encourage Buying The Original Book.

এক

মরুভূমির শেষ প্রান্তে না পৌঁছলেও গন্তব্যের কাছাকাছি চলে এসেছে জেসন আরমিন। এটা এমন এক জায়গা যেখানে হতাশার শেষ এবং কিছু প্রত্যাশার জন্ম হতে পারে। সামনের পাহাড় আর অবারিত মরুতে নাচতে থাকা তাপতরঙ্গ দেখে মনে হবে মরুভূমির বোধহয় আদৌ শেষ নেই, কিন্তু যে-পথ পেছনে ফেলে এসেছে ও তার তুলনায় সামনের দূরত্ব কিছুই নয়। ঘাড় ফিরিয়ে ফেলে আসা পথের দিকে তাকাল জেসন। একেবারে হাতের তালুর মত সমান, কোন খাঁজ বা চড়াই-উৎরাই নেই, অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত যেন।

বাস্তবে মানুষের চোখ মস্তিষ্কে এমন একটি বিশালত্বের ধারণাই জন্ম দেয়। সাগরে জাহাজ থেকে নাবিক যেমন চারপাশে কেবল পানির বিশাল চক্র দেখতে পায়, তেমনি মরুভূমিতে অশ্বারোহীর চোখ দিগন্তের সীমানা ছাড়িয়েও ছড়িয়ে পড়তে চায়, কিন্তু কোন শেষ থাকে না সেই দৃষ্টি সীমার; এবং প্রত্যাশারও শেষ থাকে না।

হঠাৎ করেই ক্লান্ত বোধ করল জেসন। সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছেছে এখানে, টানা চার দিন চলার মধ্যে আছে। পিছলে স্যাডল ছাড়ল ও, বিশ্রাম নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রথমেই ঘোড়ার দিকে চলে গেল দৃষ্টি, সোরেলের রেশমী পশমে ঘামের ফোঁটা চিকচিক করছে। *বিশ্রাম আর খাওয়ার অধিকার জন্মেছে ওর*, ভাবল জেসন, *আমার চেয়ে অনেক বেশি খাটতে হয়েছে বেচারাকে।* গতকাল ভোরে যাত্রা করার পর থেকে বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ হয়নি, ক্ষণিকের জন্যে থেমেছিল দু'বার, এমনকি রাতেও রাইড করেছে। শরীর আর কাপড়ে শুকনো খরখরে বালি, চোখের পাতাগুলো পর্যন্ত ভারী হয়ে গেছে।

বুনো ঝোপের পাশ দিয়ে পানির উৎসের দিকে এগোল ক্লান্ত ঘোড়াটা, তাড়া প্রকাশ পেল চলাফেরায়। একঘেয়ে পথচলার ক্লান্তি আর অবসাদ কিছুটা অনীহা তৈরি করেছে জেসনের মনে, কিন্তু ঘোড়াটা সওয়ারীর বিশেষ যত্ন আর মনোযোগ পাওয়ার দাবি রাখে ভেবে অনুসরণ করল ও।

উইলো ঝোপের পাশ দিয়ে কয়েক গজ এগোতে ওঅটর হোলটা দেখতে পেল ও। উল্টোদিকের উপত্যকা থেকে সরু নালার মত নেমে এসে খাদে জমা হয়েছে স্বচ্ছ টলটলে পানি। পানির কাছে নেমে গেল জেসন, তেষ্টা এতটাই যে ইচ্ছে করছে পুরো পেট ভরে ফেলে পানিতে। কিন্তু অধীর

হলো না ও, দাঁড়িয়ে থেকে ঘোড়ার পানি পান করা দেখল। সোরেলের তেষ্টা মিটে যেতে ক্যান্টিন ভরে নিল। হ্যাটে পানি তুলে স্যাডল সরিয়ে ঘোড়ার গা মুছে শেষে দলাই-মলাই করে দিল। চোখ বুজে যত্ন উপভোগ করল ঘোড়াটা, তারপর সরে গেল একপাশে।

পানির আরও উজানে সরে এল জেসন, কাচের মত স্বচ্ছ পানি দেখে পান করল এবার; শুরুতে কয়েকবারে অল্পটুকু করে, জানে দ্রুত তেষ্টা মেটাতে গেলে দেহে পানির ঘাটতি তো পূরণ হবেই না, বরং বিপদ হবে। নরকতুল্য তাপ শরীর থেকে পানি শুষে নিয়েছে, ধীরে ধীরে তা পূরণ করতে হবে; ঘোড়াটার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। জিভ থেকে খরখরে বালি সরে যেতে পানির স্বাদ উপভোগ করতে পারল ও। হুইস্কি হলে ভাল হত, ভাবল জেসন, খরখরে গলা আর মুখ পরিষ্কার করতে জিনিসটার জুড়ি নেই।

কাপড় খুলে পানিতে নেমে পড়ল ও, সময় নিয়ে গোসল সারল। টের পেল ঝরঝরে লাগছে এবার–সারা শরীরের বালি সরে গেছে, ঘাম আর বালির জন্যে দায়ী চটচটে অনুভূতিটাও নেই। ঘোড়াকে ফের পানি পান করার সুযোগ দিল ও, এবার ওটার ইচ্ছেমত, একবারে বেশি পরিমাণে। একটু পর ট্রেইলের কাছে ফিরে এল জেসন, ঘোড়াকে ছেড়ে দিয়ে চারপাশে অনুসন্ধানী দৃষ্টি চালাল। খোলা একটা জায়গায় কিছু ঘাস আছে, সোরেলের জন্যে যথেষ্ট হবে।

নিজের কথা ভাবল জেসন, কেবল তৃষ্ণার্তই নয় ও, ক্ষুধার্তও। চারপাশে এমন কিছু চোখে পড়েনি যা দিয়ে খিদে মেটাবে–বুনো ফল কিংবা শিকার। কিন্তু খিদে বা ক্লান্তি ছাড়াও ভিন্ন একটা চিন্তা এল মাথায়–ফের কখন লস ক্যাভালসের উদ্দেশে রওনা দিতে পারবে।

পাঁচ দিন আগে রেডরক থেকে যাত্রা শুরু করেছিল ও। বন্ধুর ট্রেইল পেরিয়ে মরুভূমির পথ ধরেছে, সবচেয়ে কম সময়ে লস ক্যাভালসে পৌঁছতে হলে এটাই সংক্ষিপ্ত পথ। দেখতে নিতান্ত সাধারণ একটা ঘোড়ায় চড়ছে, কিন্তু বহু বছর ধরে এটাই ওর প্রিয় ঘোড়া। ওটার ছোটখাট শরীর দেখে সামর্থ্যের হিসেব পাওয়া কঠিন, এই যেমন গত পাঁচ দিন টানা চলার মধ্যে রয়েছে, পাড়ি দিয়েছে প্রায় শত মাইল পথ; কিন্তু কখনোই জেসনের মনে হয়নি গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে না।

একটা সিগারেট রোল করার ফাঁকে ঘোড়াটাকে দেখল ও। ওটার সামনের পায়ের গিঁটের কাছে বাঁকা হয়ে আছে এখনও, মাঝে মধ্যেই মৃদু কেঁপে উঠছে। বোঝা যাচ্ছে দারুণ ক্লান্ত হয়ে আছে সোরেলটা। ফের যাত্রা করার আগে পর্যাপ্ত বিশ্রামের সুযোগ দিতে হবে। অন্তত বিকেলের আগে যাত্রা করা ঠিক হবে না। ঠাণ্ডা পড়তে পড়তে অবশ্য সন্ধ্যা হয়ে যাবে তারমানে আরও কয়েক ঘণ্টা ক্ষুধার্ত অবস্থায় থাকতে হবে ওকে, এবং

Boighar.com

এখানে তীব্র গরমের মধ্যে সিদ্ধ হতে হবে পুরো সময়টা।

হঠাৎ করেই দিগন্তে তপ্ত বালির মাঝে মৃদু কাঁপন চোখে পড়ল ওর। মনে হলো ভুল দেখেছে, কিন্তু খানিক অপেক্ষা করেও যখন কাঁপনটা দৃষ্টি সীমা থেকে হারিয়ে না গিয়ে বরং আরও স্পষ্ট হলো, অজান্তে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জেসন। উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়ল, চোখে রাজ্যের কৌতূহল ফুটে উঠেছে। 'বুনো ঘোড়া!' চাপা স্বরে স্বগতোক্তি করল ও। 'নিশ্চই একটা বুনো ঘোড়া!'

একটু পরেই ধারণাটা পরিবর্তন করতে হলো ওকে, কারণ স্যাডলে এক রাইডারকে দেখতে পাচ্ছে এখন। ওর কৌতূহল আরও বেড়ে গেল, কেমন ধরনের ঘোড়া ওটা যা বিস্তৃত মরুভূমিতে এত স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ছুটছে?

ওর প্রত্যাশার চেয়ে কম সময়ে কাছে চলে এল অশ্বারোহী। ঘোড়াটার ওপর লেগে আছে জেসনের চোখ। বাদামী একটা চেস্টনাট মেয়ার, কিন্তু মরুভূমির বালির অত্যাচারে রঙ ধূসর হয়ে গেছে এখন। এক নজর দেখেই বোঝা গেল ঘোড়াটা একাধারে তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধার্ত এবং ক্লান্ত; কিন্তু তারপরও মাথা উঁচু করে এগিয়ে আসছে, চোখেও ঢুলুঢুলু ভাব নেই–ক্লান্ত ঘোড়ার চোখে সচরাচর যা থাকে। দীর্ঘ দিন ঘোড়াটার যত্ন নেয়া হয়নি, অন্তত গত ক'দিন পরিশ্রমের তুলনায় ঠিকমত বিশ্রাম আর খাবার জোটেনি ওটার কপালে–ঘোড়াটার ভেতরের দিকে দেবে যাওয়া পেট ধরা পড়ল জেসনের অভিজ্ঞ চোখে। কিন্তু তারপরও, যে কোন বুদ্ধিমান লোক একটা ঘোড়াকে যাচাই করতে যেহেতু গায়ের মাংসের চেয়ে তেজী ভাবটা আগে বিচার করে, সে-কারণে চেস্টনাট মেয়ারটাকে রাজকীয়, অতুলনীয় মনে হলো ওর কাছে। ওটার মাথা উঁচু করে চলার ভঙ্গি, স্বতঃস্ফূর্ত অনায়াস দৌড়···সবকিছুই রেখাপাত করল জেসনের মনে। আড়ালে থেকে তাই কেবল ঘোড়াটাকে দেখছে ও, একবারের জন্যেও সওয়ারীর দিকে মনোযোগ দেয়নি।

অশ্বারোহী স্যাডল ত্যাগ করতে এবার তার দিকে মনোযোগ দিল জেসন। লোকটির আচরণে একটু আগে নিজের কাজের প্রায় হুবহু অনুকরণ দেখতে পেয়ে কিছুটা বিস্মিত হলো। ঘোড়াকে ছেড়ে দিয়ে পানির কিনারায় গেল সে, তবে মেয়ারটাকে প্রথমেই ইচ্ছেমত পান করতে দিল না, সময় নিয়ে শেষে পর্যাপ্ত পরিমাণে পান করার সুযোগ দিল। তবে কিছু পার্থক্যও ধরা পড়ল জেসনের চোখে। নিজের ঘোড়া সম্পর্কে খুব একটা সচেতন নয় লোকটি, অন্তত আচরণে তাই মনে হচ্ছে। প্রথম চুমুক পান করার পর মাথা নাড়ল ঘোড়াটা, মুখ তুলে গাছের আড়ালের দিকে তাকাল যেখানে দাঁড়িয়ে আছে জেসন। ঘোড়ার দৃষ্টি অনুসরণ করে সন্দিগ্ধ, সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাল আগন্তুক, হাতে একটা সিক্সশূটার চলে এসেছে। অন্যটা আগের মতই নিচু করে বাঁধা রইল উরুর হোলস্টারে।

বইঘর.কম

কিছু বলল না জেসন, নড়লও না। মেয়ারটার সৌন্দর্য আর বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ, এবং রীতিমত উত্তেজিত।

'ঠিক আছে, মলি!' চাপা স্বরে ঘোড়াটাকে আশ্বস্ত করল আগন্তুক। 'দুশ্চিন্তার কিছু নেই। এবার ইচ্ছেমত পানি খা।'

কিন্তু দ্বিধা দেখা গেল ঘোড়াটার মধ্যে। পানির দিকে মনোযোগ দিল না, বরং স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল পাইনের ঝাড়ের দিকে, যেখানে লুকিয়ে আছে জেসন। ঘোড়া বা সওয়ার কেউই ওকে দেখতে পাচ্ছে না, নিশ্চিত ও, হয়তো শব্দ শুনেছে কিংবা ওর গায়ের গন্ধ পেয়েছে মেয়ারটা। প্রকৃতি কিছু কিছু ঘোড়ার মধ্যে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা দিয়েছে, যার দ্বারা আগাম বিপদ টের পায় ওগুলো। মেয়ারটার সহজাত এই ক্ষমতায় চমৎকৃত জেসন। এর আগে এমন কোন ঘোড়া চোখে পড়েনি ওর, এমনকি মরুভূমি কিংবা পাহাড়েও, যেখানকার ঘোড়াগুলো সমতল অঞ্চলের ঘোড়া থেকে একটু ভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। সবল পেশী কিলবিল করছে চেস্টনাট মেয়ারটার শক্তিশালী দেহে, সূর্যের আলোয় রেশমী লোম ঝিলিক মারছে রীতিমত। নিঃসন্দেহে অসাধারণ একটা ঘোড়া, এরকম দ্বিতীয়টি সারা টেরিটরি খুঁজলেও পাওয়া যাবে না বোধহয়।

আগন্তুক সম্পর্কেও প্রায় একই অনুভূতি হচ্ছে ওর। দীর্ঘদেহী সুদর্শন এক যুবক। বোঝা যায় পরিশ্রমী সে, রোদপোড়া মুখে কাঠিন্য। পরনে দামী পোশাক যদিও বালির অত্যাচারে এ মুহূর্তে ফ্যাকাসে এবং মলিন দেখাচ্ছে। সহজে যে কারও সমীহ কাড়বে লোকটি—চেহারা, পোশাক বা আচরণেও, নিঃসঙ্কোচে ভাবল জেসন। আগন্তুকের স্পারজোড়ার ওপর আটকে থাকল ওর দৃষ্টি। *সোনার স্পার!* চামচের হাতলের মত নিখুঁত ভাবে বাঁকানো, এতটাই জ্বলজ্বলে ঠিক যেন আগুনের আভা বেরোচ্ছে। মেয়ারের ব্রিডল, হোলস্টার···অসাধারণ। সবকিছুতে আভিজাত্য আর উৎকর্ষতার ছাপ। সচরাচর এমন দেখা যায় না। জেসন আরমিন ওর দীর্ঘ জীবনে এমন চৌকস লোক সত্যিই দেখেনি।

মেয়ারটাকে ফের তাড়া দিলেও তৃষ্ণা মেটাতে আগ্রহী মনে হলো না ওটাকে। এবার কিছুটা হলেও চিন্তিত হয়ে পড়ল আগন্তুক। সতর্ক দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল সে, ধীরে ধীরে উইলোর পেছনে চলে এল, জেসনের কাছ থেকে ঠিক দশ হাত দূরে এসে থামল। মুখোমুখি। সহজ, কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল সে, কোন রকম উদ্বেগ বা বিদ্বেষ নেই চাহনিতে; যেন ওর উপস্থিতির ব্যাপারে আদৌ কোন মাথা-ব্যথা নেই তার। কিন্তু কিছুটা হলেও অস্বস্তি বোধ করল জেসন।

'ঠিক আছে, মলি,' নিচু স্বরে ঘোড়াকে তাগাদা দিল আগন্তুক। 'সব ঠিক আছে।' কিন্তু ঘোড়ার দিকে তাকায়নি সে, স্থির দৃষ্টিতে দেখছে ওকে।

Boighar.com

'অসাধারণ ঘোড়া!' জেসনের মুখ থেকে শুধু এ কথাটাই বেরোল।

'পছন্দ হয়েছে তোমার?'

মাথা ঝাঁকাল ও।

'আমারও খুব পছন্দ,' মৃদু হাসল আগন্তুক। '...মনে হচ্ছে কেবল আমরাই আছি এখানে, তাই না?'

'আমারও তাই ধারণা,' নড করল জেসন, যে কোন ক্যাম্পের রীতি অনুযায়ী আমন্ত্রণ জানাল আগন্তুককে, 'এখানে বিশ্রাম নিতে পারো তুমি। কিন্তু তোমাকে পরিবেশন করার মত কিছুই নেই আমার কাছে।'

'আমার কাছেও নেই।'

পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। চার চোখ মিলিত হলো, নীরবে একে অন্যকে খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে–সযত্নে, সকৌতূহলে।

একটু পর গাছের ছায়ার নিচে পাশাপাশি বসল ওরা, সিগারেট ধরিয়ে টানতে শুরু করল। পেটে খিদে চাগিয়ে উঠছে, কিন্তু কেউই সে-সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করল না।

'বোঝা যাচ্ছে ঘোড়া সম্পর্কে অনেক জানো তুমি,' মন্তব্য করল আগন্তুক।

নিজের সোরেলের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ হাসল জেসন।

'এরকম ঘোড়া নিয়ে মরুভূমি পার হওয়া সত্যিই কঠিন। আমার ঘোড়াটাকে দেখো, বলতে গেলে মলির কোন কষ্টই হচ্ছে না।'

'এবং আমার ঘোড়াকে কেবল একটা প্যাক বইতে হচ্ছে,' যোগ করল ও।

'অদ্ভুত কিছু ক্ষমতা আছে মলির,' প্রসন্ন সুরে বলল আগন্তুক। 'দূর থেকে ইনজুনদের গন্ধ পায় ও, কিংবা যে কোন আগন্তুকের উপস্থিতি বুঝতে পারে। তোমার কথাই ধরো, আমি কিন্তু কিছুই টের পাইনি, অথচ প্রথম থেকেই তোমার উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল ও। মোকাসিন পরা যে কোন গাইডের চেয়ে ওর ওপর আস্থা বেশি আমার। ...ক'দিন ধরে রাইড করছ তুমি?'

'পাঁচ দিন। তুমি?'

'চার দিন।'

'মেয়ারটাকে দেখে মনেই হয় না এত পথ পাড়ি দিয়েছে।'

নীরবতা নেমে এল। কেউই আর কথা বলছে না, বলার তেমন কোন বিষয়ও নেই। তাছাড়া জেসনের মনে হচ্ছে লোকটি মৃদুভাষী। পুরো দশ মিনিট চলে গেল এভাবে। সহসা উইলোর কিনারে বড়সড় একটা খরগোশ দেখা গেল, পানির দিকে এগোচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা, হাতে সিক্সশূটার বেরিয়ে এসেছে।

বইঘর.কম

'লাগাও!' আহ্বান করল জেসন।

দ্বিতীয়বার আমন্ত্রণের জন্যে অপেক্ষা করল না আগন্তুক। জেসনের কথাটা তার কাছে চ্যালেঞ্জের মত মনে হয়নি বলেই হয়তো, নিশানা ছাড়াই কোমরের কাছ থেকে গুলি করল। খরগোশটা মাত্র বিশ গজ দূরে, মিস্ করার সম্ভাবনা কম। কিন্তু ওটার পেটের কাছে ধুলো উড়াল গুলিটা। মরুভূমির যে কোন লোকই জানে এখানকার খরগোশগুলো কেমন দ্রুত গতিতে ছুটতে পারে, এবার তাই করল খরগোশটা; দু'জন মানুষের উপস্থিতি সম্পর্কে এতক্ষণ সচেতন না থাকলেও এবার প্রাণের মায়ায় পড়ল, তীর বেগে সামনের আড়ালের দিকে ছুটতে শুরু করেছে।

তাড়াহুড়ো করল না জেসন, তবে ঠিকমত নিশানাও করল না। সেকেন্ড খানেকের জন্যে সিক্সশূটারের মাজল দিয়ে ছুটন্ত প্রাণীটাকে অনুসরণ করল ও, তারপর গুলি করল। আচমকা আছড়ে পড়ল খরগোশটা, উঠেই দৌড় দিল আবার, কিন্তু গতি শ্লথ হয়ে গেছে। ছোট্ট একটা গড়ান খেয়ে পড়ে গেল ঝোপের কিনারে।

এগিয়ে গিয়ে খরগোশটাকে তুলে নিল আগন্তুক। মাথা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে ওটার। বলতে হলো না, নিজ থেকেই আগুন জ্বালাল সে, যেন জেসন যেহেতু ওটাকে শিকার করেছে এবার রান্নার দায়িত্ব তার ওপরই বর্তেছে। নিপুণ ভাবে আগুন জ্বালাল সে, ছোট কিন্তু উষ্ণ এবং যথেষ্ট তাপ জোগাবে এমন ভাবে, আবার ধোঁয়াও হবে না তেমন। মরুভূমিতে চলাফেরায় অভ্যস্ত সে, ওর কাজ দেখে ভাবল জেসন, জানে কিভাবে আগুনের উৎস ছোট রাখতে হয় যাতে দূর থেকে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করে। রাত নয় এখন, তবু মরুভূমিতে চলাচলে অভ্যস্ত লোকজন রাতের বেলায় যা করে দিনের বেলায় ঝুঁকি না থাকলেও অভ্যাসটা বজায় রাখে, এটাই নিয়ম। এই সতর্কতা কাজে দেয়। খুব বেশি হলে আধ-মাইল দূর থেকে চোখে পড়বে আগুনটা, তা-ও অভিজ্ঞ কোন লোক যদি ঠিক এই জিনিস দেখার উদ্দেশ্য নিয়ে তাকায়, তবেই তার চোখে পড়বে।

বিস্ময় আর সমীহের সাথে আগন্তুককে দেখছে জেসন। লোকটির পোশাক, স্যাড্ল-ব্রিডল, অস্ত্র, ঘোড়া···সবই অসাধারণ। চলাফেরার মধ্যে আত্মবিশ্বাস ঠিকরে পড়ছে। জেসন যে তাকে খেয়াল করছে, সেটা না দেখেও বুঝতে পারছে। চারপাশের কোন কিছুই তার অজান্তে থাকছে না। বিদ্যুৎ গতিতে গুলি ছুঁড়তে পারে, সেজন্যে কি ওই অসাধারণ জিনিসগুলো থাকা দরকার?

মাংস ঝলসানো শেষ হতে খাওয়া শুরু করল ওরা। সমান ভাগে ভাগ করেছে খরগোশটাকে। কেউই তাড়াহুড়ো করল না যদিও দু'জনেই ক্ষুধার্ত। আগন্তুক আগে শুরু করবে সেই অপেক্ষায় থাকল জেসন, কিন্তু বিস্ময়ের

Boighar.com

সাথে দেখল একেবারে হাড়সুদ্ধ ঝলসানো না হওয়া পর্যন্ত মাংস স্পর্শ করল না সে। ধীরে ধীরে খাওয়া সারল ওরা। ক্রীকের কাছে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে এসে ফের পাশাপাশি বসে সিগারেট ধরাল।

'লস ক্যাভালসের খনির ব্যাপারে আগ্রহ আছে নাকি তোমার?' হালকা সুরে জানতে চাইল আগন্তুক।

'আরে নাহ্, একজনের খোঁজে যাচ্ছি ওখানে।'

'আগে কখনও গেছ?'

'না। তুমি?'

'কিছু দিন ছিলাম ওখানে।'

'লোকজন ওখানে সময় কাটায় কিভাবে, শুনেছি লস ক্যাভালসের ড্যান্স হল আর জুয়ার আড্ডাগুলো খুবই জমজমাট?'

'ইদানীং ফারো চালু করেছে উইলসন, চুরি করে বলে মনে হয় না। নিজের ভাগ্য যাচাই করতে পারো ওর সেলুনে।'

'ফারোতে আসক্তি নেই আমার। চাক-এ-লাক কিংবা পোকারই পছন্দ করি।'

'উইলসনের আড্ডায় চাক-এ-লাক আছে। কিন্তু সবচেয়ে ভাল পোকার জমে স্ট্র্যাংহেমের সেলুনে।'

'ফেয়ার?'

'একেবারে নির্ভেজাল খেলা পাবে কোথায়? যদ্দূর সম্ভব আর কি! তারপরও মাঝে মধ্যে গণ্ডগোল বেধে যায়।'

'নিজে না জড়ালে ঝামেলা দেখতে খারাপ লাগে না। জুয়া জিনিসটা আমার পেশা নয়, তবে পছন্দ করি।'

সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল আগন্তুক। 'সময় কাটানোর জন্যে কয়েক ডীল খেলতে পারি আমরা, মজাও পাওয়া যাবে,' আচমকা প্রস্তাব করল সে। 'দেয়াশলাইয়ের কাঠিকে চিপ্‌স্ বানানো যাক। রওনা দিতে দেরি হবে আমাদের, ঠাণ্ডা পড়ার আগে যাত্রা করছি না কেউ। কি বলো?'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছোট সাইজের এক প্যাকেট তাস বেরিয়ে এসেছে তার হাতে। স্যাডল ব্ল্যাঙ্কেট বিছিয়ে খেলা শুরু করল ওরা, পা ক্রস করে বসেছে দু'জনে। শুরুতেই দেখা গেল সুবিধা করতে পারছে না জেসন, পুরো একটা দেয়াশলাইয়ের কাঠি চলে গেল আগন্তুকের পকেটে। 'মনে হচ্ছে লস ক্যাভালস যেতে হলে শেষপর্যন্ত তোমার কাছ থেকে একটা দেয়াশলাই ধার করতে হবে!' অসন্তোষের সাথে বলল জেসন।

'মাইনিং করার ইচ্ছে নেই তো তোমার? লস ক্যাভালসে কিন্তু সুবিধা করতে পারবে না,' পরামর্শ দিল সে। 'প্রচুর লোক জমায়েত হয়েছে ওখানে। হুজুগে পড়ে চারপাশ থেকে ছুটে এসেছে, কিন্তু সুবিধা করতে পারছে না

বইঘর.কম

কেউ। তবে আশপাশে কয়েকটা বাথান আছে, কাউহ্যান্ডের কাজ জোটাতে অসুবিধা হবে না। গোল্ড-রাশ শুরু হওয়ার পর বাথানে কাজ করার মত লোকের অভাব পড়ে গেছে।'

থেমে গেল জেসনের হাত, তাস শাফল করছে ও। 'কাজের খোঁজে যাচ্ছি না। এক লোককে খুঁজতে বেরিয়েছি।'

'ওখানকার বেশ কিছু লোককে চিনি আমি। হয়তো তোমার কাঙ্ক্ষিত লোকটাকেও চিনতে পারি।'

'বেশ কিছু টাকা নিয়ে এদিকে এসেছিল আমার ছোট ভাই, শহরের দক্ষিণের পাহাড়ে ক্লেইম করার কথা ওর। কিন্তু পোকার খেলতে গিয়ে সব টাকা তো খুইয়েছে, উপরন্তু শেষে পিটুনিও খেয়েছে।'

'পিটুনি?'

'ওখানকার কয়েকটা সেলুন আছে যেখানে কিছু লোক এমন সুযোগের অপেক্ষায় সবসময়ই থাকে, শুনেছি আমি।'

'তারপর?'

'লোকটার সাথে ডুয়েল লড়ে ও। একটা বুলেট ওর বাহুর হাড় ছেঁদা করে ফেলেছে। আদৌ কখনও হাতটা ব্যবহার করতে পারবে কিনা কে জানে, ডাক্তারও তেমন কোন নিশ্চয়তা দিতে পারেনি।'

'ক'দিন আগের ঘটনা?'

'দশ দিন।'

'তারপর? তোমার ভাইয়ের কি হলো?'

'কি আর! ভাঙা হাত নিয়ে কি করতে পারত সে? বাম হাতে ভরসা করে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ওর চেয়ে দ্রুত আর ঠাণ্ডা মাথার লোক ছিল সে। সহজে ওকে খুন করতে পারত লোকটা, কিন্তু করেনি। মাথায় পিস্তলের বাঁট চালিয়ে ওকে অজ্ঞান করে সেলুনের বাইরে ফেলে রেখে গেছে সে। কেউ দয়া করে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় ওকে, একটা জায়গায় আশ্রয় পায় ও। ওখান থেকেই চিঠি লিখেছে আমাকে, সই-ও নিজের হাতে নয়। অন্য কেউ লিখে দিয়েছিল।'

'দুর্ভাগ্য!' নির্লিপ্ত স্বরে মন্তব্য করল আগন্তুক। 'আবার সৌভাগ্যও বলা যেতে পারে, মাথায় বা বুকে একটা গুলি ঢোকার চেয়ে বরং এই ভাল, কি বলো?'

'ঘটনাটা নিয়ে অবশ্য খুব বেশি ভাবছি না, সামান্য কৌতূহল হচ্ছে কেবল। ওই লোকের সাথে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছে আছে। হয়তো ওকে ধন্যবাদ দিয়েই শুরু করতে হবে, কিন্তু তারপর আমার কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তাকে।'

ক্ষীণ হাসল সে। 'লোকটা দেখতে কেমন, জানায়নি তোমার ভাই?'

'পরিষ্কার কিছু জানায়নি। সুদর্শন, সুঠামদেহী। লোকটার থুতনিতে

Boighar.com

একটা দাগ আছে, ছুরির আঘাত বোধহয়।'

মাথা নিচু করে তাসের দিকে তাকাল আগন্তুক। জেসনের মনে হলো আগন্তুকের চোখে ক্ষীণ ঔজ্জ্বল্য দেখতে পেয়েছে যা ঢেকে রাখার চেষ্টা করছে সে, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারল না কারণ ব্যাপারটা ওর দেখার ভুলও হতে পারে। হয়তো ওর সন্দিহান দৃষ্টি আঁচ করতে পেরেই, চোখ তুলে সরাসরি ওর দিকে তাকাল আগন্তুক, নিস্পৃহ চাহনি।

'তুমি কি ওর কথা শুনেছ, কিংবা দেখেছ এমন কাউকে?'

'ভাবছি,' দৃষ্টি সরিয়ে অবারিত মরুভূমির দিকে তাকাল সে, কপাল কুঁচকে উঠেছে। 'দাগটা বাদ দিলে···এ ধরনের লোক হয়তো হাজারজন মিলবে লস ক্যাভালসে···'

দারুণ গরম পড়ছে। দুপুর বলেই হয়তো, দিনের অন্য সময়ের চেয়ে গরমটা বেশি মনে হচ্ছে। বালির ওপর উজ্জ্বল দীপ্তি তৈরি করেছে সূর্যকিরণ, বেশি দূর দৃষ্টি যায় না। মরুভূমিতে এ সময়টাই সবচেয়ে খারাপ। বেশি দূর চোখে পড়ে না বলে পথ ভুল করার সম্ভাবনা থাকে। বেশিরভাগ রাইডার তাই এই সময়ে বিশ্রাম নিয়ে কাটিয়ে দেয়। দক্ষিণে মাইল দশেক দূরে ফ্লো মাউন্টেনের চিরুনির খাঁজের মত চূড়াগুলো আবছা ভাবে চোখে পড়ছে, তাপ-তরঙ্গের সাথে কাঁপছে ওগুলো। বাতাসের সাথে গরম ভাপ এসে লাগছে ওদের চোখে-মুখে। মেঘহীন উজ্জ্বল আকাশের দিকে তাকাল আগন্তুক, চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে। জেসন বুঝতে পারল স্মৃতি হাতড়াচ্ছে লোকটা, চোখে চাপা অসন্তোষ; হয়তো যা মনে করতে চাইছে, পারছে না বলেই।

'মনে পড়ছে পড়ছে করেও মনে করতে পারছি না,' একসময় ঘোষণা করল আগন্তুক। 'কেবলই মনে হচ্ছে এমন কারও সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, হয়তো···কিন্তু নিশ্চিত বলতে পারব না। আরও ভাবতে হবে।'

'তাড়াহুড়োর কিছু নেই, ব্যাপারটা মাথায় চেপে রেখো না। এসো, আরেক হাত খেলি। লোকটাকে মনে করার চেষ্টা বাদ দাও। এমনও হতে পারে একটু পরেই মনে পড়ে যাবে।'

নড করল আগন্তুক। 'মস্তিষ্ক একটা মজার জিনিস।' ব্ল্যাঙ্কেটের ওপর বিছানো কার্ড তুলে দেখল সে, তারপর গুছিয়ে রেখে দিল আগের জায়গায়। 'লোকটাকে এখনও মনে করতে পারছি না! হয়তো পরে মনে করতে পারব। হতে পারে এমন কোন লোকের সঙ্গে আদপে দেখাই হয়নি। এমন অনেক জিনিস আমরা দেখেছি বলে ভাবি যার সাথে আদৌ আমাদের পরিচয় হয়নি, কখনও এরকম মনে হয়েছে তোমার?'

'মরুভূমির মত? মরীচিকার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা খুব খেটে যায়!'

'ঠিক বলেছ!'

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা, অনুভব করছে দু'জনের

মধ্যে আরেকটি মিল খুঁজে পেল এইমাত্র।

'আসার পথে বালি তো কম খেলাম না,' হালকা সুরে বলল জেসন।

'নিঃশ্বাসের সাথে এক টন বালি ঢুকে গেছে আমার ফুসফুসে,' একই সুরে উত্তর দিল আগন্তুক। 'তাস দাও! চলো, স্টাড খেলি।'

জেসনের ভাগ্য খুলে গেল এবার। মনে হচ্ছে কার্ডগুলো একেবারে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি। টেক্কা কিংবা বড়সড় কার্ডের জোড়া লেগেই থাকল, এবং দেয়াশলাইয়ের কাঠিগুলো ক্রমশ ফেরত আসতে থাকল। প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর দ্রুত। ওর পাশে ব্ল্যাঙ্কেটের ওপর স্তূপাকারে জমা হচ্ছে কাঠিগুলো। এতক্ষণ পর্যন্ত মনে হচ্ছিল খেলাটা উপভোগ করছে আগন্তুক, কিন্তু অবস্থা পাল্টে যেতে বিরক্তি দেখা গেল সুদর্শন মুখে। 'বেচারা!' মনে মনে স্বগতোক্তি করল জেসন, অনুভব করল লোকটির প্রতি যে সমীহ বোধ করছিল এতক্ষণ, তার বেশিরভাগই হারিয়ে গেছে।

'খেলাটাকে আসল পর্যায়ে নিয়ে গেলে কেমন হয়?' হঠাৎ বলল সে, চাপা অসন্তোষ প্রকাশ পেল কণ্ঠে। 'দেয়াশলাইয়ের কাঠির ওপর বিরক্তি ধরে গেছে আমার!'

'আমার কাছে মাত্র সোয়া চার ডলার আছে।'

'তাহলে,' খানিকটা বিস্ময়ের সুরে বলল আগন্তুক। 'তোমাকে বোধহয় লস ক্যাভালসে হেঁটেই যেতে হবে। পারবে?'

খানিক দ্বিধার পর নড করল ও। 'ঠিক আছে, খেলা যাক।'

সত্যিকার খেলা শুরু হলো এবার। কিন্তু ভাগ্য জেসনের পক্ষেই থাকল। দুই রাউন্ড খেলার পর প্রায় দু'শো ডলার চলে এল ওর পকেটে, এদিকে আগন্তুকের বিরক্তি আরও বেড়ে গেছে।

'নগদ যা ছিল সবই শেষ,' হতাশ সুরে বলল সে। 'কিন্তু আমার জামা-কাপড় নিয়ে খেলব এবার। ওগুলোর দাম কমপক্ষে দু'শো ডলার হবে।'

খেলল ওরা। আগন্তুক জিতল এবার। কিন্তু পরের দানে, যখন টাকার অঙ্ক দ্বিগুণ করল সে, হেরে গেল। চরম বিরক্তি দেখা গেল মুখে, উঠে দাঁড়িয়ে তখনই কাপড় খুলে ফেলল এবং জেসনের কাপড় পরল।

'খেলাটা ভাল লাগছে না আর!' অসন্তোষের সাথে বলল জেসন। 'কিন্তু তুমিই বাধ্য করেছ আমাকে। সত্যিই এটা করতে চাইনি আমি। আমার মনে হয় যথেষ্ট হয়েছে, এবার...'

'উঁহুঁ,' হাত তুলে বাধা দিল আগন্তুক, পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করেছে। 'লস ক্যাভালসে হীরার একটা স্টিক পিন বন্ধক রেখেছি আমি, এটা তারই রসিদ। কাগজটা পড়ে দেখো–পিনে দুটো বড় হীরা লাগানো আছে। ওটার দাম কমপক্ষে পনেরোশো ডলার হবে। বিশ্বাস হচ্ছে না? ঠিক আছে, পাঁচশোই ধরা যাক। এবার নিশ্চই মূল্যটা ন্যায্য মনে হচ্ছে? আমার

Boighar.com

অস্ত্র, স্যাডল সহ···সব নিয়ে খেলব আমরা, তুমি যা জিতেছ তার বিপরীতে।'

'কাপড় এবং···আর সব?'

'ঠিক।'

দ্বিধা করল জেসন। 'পার্টনার,' ধীরে ধীরে, প্রায় আবেদনের সুরে বলল ও। 'মনে হচ্ছে ভাগ্য তোমার পক্ষে নেই। তাছাড়া যাত্রা করার সময়ও হয়ে গেছে। আমার মনে হয় খেলাটা বন্ধ করা উচিত।'

'জিতছ বলে বড়াই করছ—কথাটা বলতে চাই না আমি!' উত্তর এল।

অস্বস্তি বোধ করছে জেসন। 'ঠিক আছে, তোমার সৌভাগ্য কামনা করছি। তোমার এসব জিনিসের চেয়ে নিজের কাপড় পরতে ভাল লাগবে আমার। এমনকি হীরার পিনের প্রতিও আগ্রহ বোধ করছি না। বিশ্বাস করো, বন্ধু, আজকের আগে একসঙ্গে কখনও বিশ ডলারের বেশি জিততে পারিনি আমি।'

এবার স্ট্রেইট পোকার খেলল ওরা। ট্রে-র জোড়া পেল জেসন, প্রায় অসম্ভব হলেও পরে আরও দুটো এল।

নিজের কার্ড ব্ল্যাঙ্কেটের ওপর ছুঁড়ে ফেলল আগন্তুক, চরম বিরক্তি দেখা যাচ্ছে চোখে-মুখে। চাপা স্বরে নিজের উদ্দেশেই গাল বকল। 'সারা জীবনেও এমন সৌভাগ্য কারও হতে দেখিনি,' তিক্ত স্বরে বলল সে, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জেসনের দিকে।

'ঠিক কি ঘটেছে আমি নিজেও বুঝতে পারছি না। যাক্‌গে, এখানেই শেষ হোক।'

প্রথমে জেসনের দিকে তাকাল সে, তারপর মরুভূমির দিকে। অস্বস্তির আভা দেখা যাচ্ছে মুখে, ঠোঁট জোড়া পরস্পরের সাথে চেপে বসায় ফ্যাকাসে হয়ে গেল। 'মলি ম্যালোন আছে এখনও!' কাঁপা স্বরে ঘোষণা করল সে।

ঢোক গিলল জেসন। 'তুমি কি মেয়ারেটার কথা বলছ?' প্রায় অবিশ্বাসের সাথে জানতে চাইল ও।

'মলি!' ঘোড়াটাকে ডাকল আগন্তুক।

ডাক শুনে কান খাড়া করল ঘোড়াটা, পোষা কুকুরের মত প্রভুর পাশে এসে দাঁড়াল। আগন্তুক হাত বাড়িয়ে দিতে গন্ধ শুঁকল। 'মলি সম্পর্কে কি ধারণা তোমার, কত হতে পারে ওর মূল্য?'

শ্বাস নিতে ভুলে গেল জেসন। 'জানি না, মাথায় আসছে না কিছু! তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?' রীতিমত চিৎকার করে উঠল ও, ধৈর্য হারিয়েছে। 'এরকম একটা ঘোড়া যদি আমার থাকত, নিশ্চিত ভাবেই বলতে পারি পৃথিবীতে এমন কোন ছাপা কার্ড নেই যার জন্যে ঘোড়াটাকে বাজি ধরতে পারতাম, এমনকি লাখ ডলার হলেও নয়!'

'দুনিয়াতে আরও ঘোড়া আছে,' ম্লান সুরে বলল সে, বোঝা গেল

ধারণাটা তারও পছন্দ নয়। 'এবং একটা ঘোড়া নিয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দেয় না কেউ।'

নিজের সাথে তর্ক করল জেসন, তিক্ত অনুভূতি হচ্ছে ওর। কোন কিছুই এখন আর আটকাতে পারবে না আগন্তুককে, খেলাটার শেষপর্যন্ত সে যাবেই। সম্মানের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যাপারটা। কোন ভাবে একবার যদি ঘোড়াটাকে ও পেয়ে যায়…!

কষে নিজেকে গাল দিল জেসন আরমিন। বরাবর নিজের কাছে সৎ থেকেছে ও, আজও থাকার চিন্তা করল। ওর ধারণা অন্তত ঘোড়াটার ব্যাপারে সৎ থাকা উচিত, দু'জনেরই। কারণ ঘোড়ার কদর এ দেশের প্রতিটি লোক বোঝে। এমন অসাধারণ ঘোড়া নিয়ে কারোই জুয়া খেলা উচিত নয়। ও নিজে হলে কখনোই তা করত না…

ব্ল্যাঙ্কেট ছেড়ে মেয়ারের দিকে এগোল ও, কাছে গিয়ে ওটার পিঠে হাত রাখল। রেশমের মত মসৃণ পশম। লম্বায় কিছুটা ছোট দেখায় বটে, হয়তো পরিসর শরীরের তুলনায় সামনের পাগুলো ছোট বলেই; তারপরও অন্তত ষোলো হাত বা তারচেয়ে কয়েক ইঞ্চি বেশি হবে। 'পুরো এক টন মাল বইতে পারবে ও,' বিড়বিড় করে কথাগুলো বলল জেসন।

'এবং একবারের জন্যেও হোঁচট খাবে না,' যোগ করল আগন্তুক।

প্রভুর কণ্ঠ শুনে ফিরে তাকাল ঘোড়াটা। তারপর জেসনের দিকে ফিরল, মুখ দিয়ে ওর কোটের আস্তিনে খোঁচা মারল।

'ওর বয়স কত?'

'আগামী শীতে ছয়ে পড়বে।'

'দারুণ সময়ে আছে ঘোড়াটা!'

'ঠিক, সেরা সময়ে পড়তে যাচ্ছে মলি। যে কোন ঘোড়ার কাছ থেকে সর্বোচ্চ সেবা পাওয়ার সময় এটাই।'

'এরকম আরেকটা ঘোড়া কোথায় পাবে, পার্ড?' চাপা স্বরে জানতে চাইল জেসন।

'দুনিয়াতে আরও অনেক ঘোড়া আছে!'

'হ্যাঁ, আরও ঘোড়া আছে…মাসট্যাঙ কিংবা রেসের ঘোড়া। কিন্তু মাসট্যাঙ তেমন ছুটতে পারে না, আর রেসের ঘোড়া কখনোই পোষ মানবে না। কিন্তু মেয়ারটা? মরুভূমি পেরিয়ে এসেছে ওটা। ক'দিন লাগল যেন?'

'চার দিন।'

'তুমি একটা বোকা লোক, পার্ড, যদি সত্যিই ওর জন্যে ঝুঁকি নাও!'

পরস্পরকে আঁকড়ে ধরল আগন্তুকের আঙুলগুলো, আড়ষ্ট হয়ে গেছে তার মুখ। 'আমি বরং ওকে চার ভাগে ভাগ করব, এবং পুরোটা নিয়ে খেলব। যত ইচ্ছে রেইজ করব আমরা।'

BanglaBook.org

'তোমাকে সতর্ক করেছি আমি!' কর্কশ সুরে বলল জেসন।

'নিকুচি করি সতর্কতার! তোমার ভাগ্য নিশ্চই এরকমই থাকবে না!'

চিপ্‌সগুলো ভাগ করার পর আবারও খেলা শুরু হলো। মেয়ারের বিপরীতে জেসনের যা আছে সব। 'এসব চিপ্‌সের নিকুচি করি আমি!' তীব্র স্বরে গাল বকল আগন্তুক।

প্রথম দানে সে-ই জিতল, উৎফুল্ল ভাবটা নিমেষে ফিরে এল তার মধ্যে। দ্বিতীয় দানেও জিতল সে, একজোড়া গোলামের বিপরীতে রাজার জোড়া। ওই এক দানেই তিনশো ডলার হেরে গেল জেসন। এরপরই আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল আগন্তুকের, খোশমেজাজে আছে এখন। নিশ্চিত হারবে এমন মানসিকতায় পরের দান খেলা শুরু করল জেসন। ঠিক সেই মুহূর্তে ওর হারের পালা শেষ হলো, তিনটা চার পেয়ে পাঁচশো ডলার জিতল।

বিবির জোড়া ব্ল্যাঙ্কেটের ওপর নামিয়ে রেখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল আগন্তুক। 'ফের শুরু হলো নাকি? ···শেষপর্যন্ত বোধহয় আমিই জিতব।'

তাস বাঁটা হলো, এবার আগন্তুক নিজেই কাজটা করছে। অবাক হয়ে তার হাতের দক্ষতা দেখল জেসন, চোখের নিমেষে তাস শাফল করছে সে। কার্ডের উল্টোপিঠ দেখা যাচ্ছে না, কেবল রঙের একটা ঝিলিক চোখে পড়ছে। এমন আগেও দেখেছে ও, পেশাদার জুয়ার আড্ডায়।

কার্ড তুলে দেখল জেসন, সামান্য নয়ের জোড়া! বিতৃষ্ণার সাথে দেখল এরই মধ্যে পঞ্চাশ ডলার বাড়িয়ে দিয়েছে আগন্তুক। দ্বিধা করল ও। দুটো নয়ে কিছুই হবে না, কিন্তু ওর মনে হলো খেলোয়াড় সুলভ মনোভাব দেখানো উচিত। পঞ্চাশ ডলারে সায় দিয়ে ফের তিনটে তাস নিল–একটা নয় আছে!

'পাঁচশো!' শান্ত স্বরে ঘোষণা করল ও।

অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছে জেসন। খেলার আগে-পরে যাই হোক, খেলার সময় পুরোপুরি ভাবলেশহীন দেখায় আগন্তুককে, মুখ দেখে কিছু বোঝার উপায় থাকে না। একেবারে পেশাদার জুয়াড়ীদের মত। হয়তো সে বাস্তবেও তাই, ভাবল ও। নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে টাকার অঙ্ক বাড়াচ্ছে, মনের ভেতর কি চলছে বুঝতে দিচ্ছে না ওকে। কিন্তু হেরে গেলে ঠিকই বিরক্তি আর বিতৃষ্ণা প্রকাশ করছে। কিন্তু এখন, আচমকা অদ্ভুত একটা ঝিলিক দেখা গেল তার চোখে, জেসনের মনে হলো অশুভ কি যেন আছে সেখানে, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারল না কিংবা সেটার অর্থোদ্ধারও করতে পারল না।

'পাঁচশো?' জানতে চাইল সে। 'দেখা যাক কি আছে তোমার কাছে, পার্ড!' ব্ল্যাঙ্কেটের মাঝখানে দেয়াশলাইয়ের শেষ কাঠিগুলো ঠেলে দিল সে। জেসনের কাছে সেগুলো টাকা নয় বরং আরও বেশি কিছু মনে হলো, কারণ কাঠিগুলো মলি ম্যালোনের প্রতিনিধিত্ব করছে। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াটা, বারবার মুখ তুলে দেখছে ওদের। হয়তো দু'জনকেই করুণা

বইঘর.কম

করছে, কিন্তু একইসঙ্গে পছন্দও করছে।

ঘোড়াটার দিকে তাকিয়ে বুক ভরে শ্বাস নিল জেসন। এরকম সৌন্দর্য ঘোড়ার মধ্যে আগেও দেখেছে, কিন্তু ওর মনের মধ্যে যে ঝড় বইছে সেটা একেবারে নতুন, আনকোরা। দৃষ্টি ফিরিয়ে তাসের দিকে তাকাল। নয়ের ট্রয়, যথেষ্ট বড় তাস, আগন্তুককে তিনটে তাস নিতে দেখে ভাবল ও। সব মিলিয়ে বলা যায়, ওর জেতার সম্ভাবনাই বেশি। একটু আগে তিন চারে বাজিমাৎ করেছে! দেয়াশলাইয়ের কাঠিগুলো গুনল ও, নিজের কাছে প্রায় কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। বাধ্য হয়ে শো করল।

'মনে হচ্ছে ভাগ্য এবার আমার পক্ষে। আর হারছি না!' প্রায় চিৎকার করে উঠল আগন্তুক। 'খোদার কসম, এবার হারছি না! দেখো, তিনটে বুনো সৌন্দর্য–তিন সাত!' তাসগুলো ব্ল্যাঙ্কেটের ওপর বিছিয়ে দিল সে।

দেখল জেসন, নিজের ভাগ্যকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। জিতেছে ও, মলি ম্যালোন এখন ওর!

ব্ল্যাঙ্কেটের ওপর নিজের তিনটা নয় রাখল ও, স্থির দৃষ্টিতে তাকাল প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে। কেউই বলতে পারে না মানুষের মন কখন কিভাবে বদলে যায়। অস্ত্র আছে তার কাছে···এবং একটা বুলেট সবকিছুর কিনারা করে দিতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে সবই সম্ভব।

'অসম্ভব!' মন্তব্য করল আগন্তুক।

আচমকা ঝড়ো বাতাস বয়ে গেল সেখানে। দ্রুত হাত বাড়িয়ে তাস চাপা দিল ওরা, কিন্তু সবগুলো ঢাকতে পারল না। আগন্তুক যেসব কার্ড একপাশে সরিয়ে রেখেছিল, উড়ে গেল সেগুলো। উইলো ঝোপের দিকে চলে গেছে কার্ডগুলো, বাতাসে উড়ছে।

কিন্তু বাকি কার্ড যা থাকল–আগন্তুকের তিন সাতের রিপরীতে জেসনের তিনটা নয়।

শূন্য দৃষ্টিতে ওকে দেখছে আগন্তুক, পরস্পরের সাথে চেপে বসেছে ঠোঁট জোড়া, নিজের দুর্ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছে না যেন। কিন্তু খানিক পরই হোলস্টার খুলে ফেলল। 'তোমার কাছ থেকে একটা পিস্তল ধার করতে হবে,' ক্লান্ত, পরাজিত সুরে বলল সে, 'কারণ লস ক্যাভালসে নিরস্ত্র অবস্থায় ঢোকার ইচ্ছে নেই আমার।'

চুপ করে থাকল জেসন। দিগন্তের কাছে নেমে গেছে সূর্য, রোদ মরে যাওয়ায় স্বস্তিকর ছায়া নেমে এসেছে গোটা জমিনে। বাতাস বইতে শুরু করেছে। যাত্রা করার জন্যে উপযুক্ত সময় বোধহয় এটাই। উঠে মলি ম্যালোনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল ও। 'তুমি কি আমার সাথে যাবে নাকি?'

'এরকম একটা পঙ্গু ঘোড়ায় চড়ে?' বিতৃষ্ণার সাথে জেসনের ব্রঙ্কের দিকে তাকাল সে।

Boighar.com

নিজের ঘোড়াটাকে দেখল জেসন। সত্যিই পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে ওটাকে, বিশ্রামের জন্যে যথেষ্ট সময় পেয়েছে বটে, কিন্তু ক'দিনের টানা পথ চলায় দুর্বল হয়ে পড়েছে ওটা। চোখগুলো আধাআধি খোলা, নিচু কাঁধ আর মুখ। সবকিছুই ক্লান্তি আর দমের ঘাটতির নমুনা। 'পারবে ও, নিশ্চিত থাকতে পারো। ঘোড়াটাকে চিনি আমি, ক্লান্ত হলেও ঠিকই তোমাকে গন্তব্যে পৌঁছে দেবে।'

'বন্ধু, মানছি যথেষ্ট বুদ্ধিমান লোক তুমি এবং ঘোড়া সম্পর্কেও অনেক জ্ঞান রাখো। কিন্তু নিজের পথ দেখতে দাও আমাকে! রাত নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমি, ঠাণ্ডা পড়ার পর যাত্রা করব। প্রার্থনা করছি তোমার কথাই যেন সত্যি হয়, আমাকে যেন মাঝপথে হাঁটতে বাধ্য না করে ব্রঙ্কটা!'

উত্তর দিল না জেসন, যদিও কিছু একটা বলতে চেয়েছিল। মলি ম্যালোনের পিঠে চাপার সময় খেয়াল করল অজান্তে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। ভাবতেই পারেনি কখনও এমন দুর্দান্ত ঘোড়ার পিঠে চাপতে পারবে, কিছুক্ষণ নীরবে পরিস্থিতিটা উপভোগ করল ও। স্বেচ্ছায় এগোল ঘোড়াটা, উইলোর শাখা ছাড়িয়ে কিছু দূর আসার পর নিজ থেকে থামল। ফিরে তাকাল ফেলে আসা পথ আর আগন্তুকের দিকে। নিচু স্বরে মেয়ারের সাথে কথা বলল জেসন। হয়তো নতুন সওয়ারীর উপস্থিতি ধাঁধার মত লাগছে ওটার কাছে, পরিবর্তনটা অপছন্দ না করলেও পরিষ্কার বুঝতে পারছে না বোধহয়।

মাথা নেড়ে ফের এগোল মেয়ারটা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খাড়া হয়ে গেল দুই কান, সরাসরি ট্রেইলের দিকে তাকাল। মৃদু হাসল জেসন, ঘোড়াটার আচরণে সন্তুষ্ট, ওকে সহজ ভাবে নিয়েছে চেস্টনাট মেয়ার।

জীবনে অনেক কঠিন সময় পার করেছে জেসন আরমিন। একটা দুর্দান্ত ঘোড়ার কদর বোঝে ও, ঘোড়ার চরিত্র সম্পর্কেও জানে। স্বল্প সময়ের মধ্যে মেয়ারের ব্যাপারে পরিষ্কার একটা ধারণা পেয়ে গেল। নিজের পাখা গজালে যে অনুভূতি হত ওর, মলি ম্যালোনের পিঠে চেপে তাই অনুভব করছে। জানে দ্রুত ওকে গন্তব্যে পৌঁছে দেবে ঘোড়াটা। সঙ্গী হিসেবেও মেয়ারটা মন্দ হবে না বোধহয়।

ছেড়ে আসা ক্যাম্প থেকে আধ-মাইল দূরে আসতে ফের বাতাস বইল, একটু আগে পোকার খেলার শেষ দিকে যেমন বয়েছিল, বালির ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়ার সময় শোঁ শোঁ শব্দ তুলল। ঠিক সামনেই, কিছুটা বিস্ময়ের সাথে দেখল জেসন, দমকা বাতাস টেনে নিয়ে যাচ্ছে দুটো তাস—আগন্তুকের ফেলে রাখা তাস। মনে পড়ল উইলোর কাছাকাছি চলে গিয়েছিল ওগুলো।

তাসগুলোর দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ হাসল ও, পোকার খেলার কথা মনে পড়ে গেছে। সন্দেহ নেই সুখস্মৃতি হিসেবে চমৎকার। মোচড় খাচ্ছে তাস দুটো, জোরাল বাতাস ওর মাথার ওপর উঠিয়ে নিয়েছে ওগুলোকে। বাতাস

বইঘর.কম

মরে যাওয়ায় পড়তে শুরু করল, কিন্তু আরেক পশলা বাতাস আক্রমণ চালাতে ঘুরতে শুরু করল। সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবার। একই পথ অনুসরণ করল জেসন, তাসগুলো দেখার ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। বাতাসে দোল খেল, ঘুরল, পড়তে গিয়েও ফের উঠে গেল···অদ্ভুত ছন্দময় খেলাটা দেখে হাসি পেল ওর। অবাক হয়ে লক্ষ্য করল ওর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে বুদ্ধিমান ঘোড়াটা, শিকারী কুকুরের মত তাসগুলোর পিছু নিয়েছে। তাস সরলে ওটাও সরে যাচ্ছে। অদ্ভুত এক ধরনের আনন্দ পেল জেসন, মেয়ারের ঘাড়ে মৃদু চাপড় দিল। প্রায় সে-সময়েই বাতাস পড়ে যেতে হাত বাড়িয়ে উড়ন্ত তাসের একটা ধরে ফেলল ও।

ডায়মন্ডের সাত!

প্রবল বিস্ময় বোধ করছে জেসন, বোকার মত তাকিয়ে থাকল তাসের দিকে। *অসম্ভব!* কাঁপা হাতে তাসটি আরও তুলে ধরল চোখের সামনে। ঠিকই আছে, ভুল দেখেনি। ঘুরিয়ে উল্টোপিঠ দেখল ও, একই ছাপার তাস।

মুহূর্তের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা–চারটে সাত পেয়েছিল আগন্তুক, কিন্তু তার একটা সরিয়ে রেখেছিল গুছিয়ে রাখা তাসের সঙ্গে; সেটাই পরে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে এসেছে। চারটে সাত হত তার···কিন্তু চেপে গিয়েছিল আগন্তুক। অনিচ্ছাকৃত ভুল? সেটা বোধহয় আরও অসম্ভব। যেভাবেই হোক ভুল করেছে সে···

জেসন আরমিন আগাগোড়া একজন সৎ মানুষ। ফিরে যেতে উদ্যত হলো ও, লোকটিকে জানাবে অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটেছে–যেভাবেই হোক তাসটি দেখতে ভুল করেছে সে; কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল। বুঝতে পারছে আসলে তেমন কিছু ঘটেনি। পোকারে এমন ভুল কখনও করে না কেউ। আর, লোকটা ছিল পুরোপুরি পেশাদার।

আগন্তুকের সুদর্শন মুখ ভেসে উঠল ওর মানসপটে। উঁহুঁ, এমন স্থির মস্তিষ্কের লোকের পক্ষে এরকম ভুল করা সম্ভব নয়, যেখানে নিজের সর্বস্ব হারানোর প্রশ্ন থাকে। উদাসীনতা বা পাগলামিও নয়, ইচ্ছে করেই কাজটা করেছে সে। কিন্তু কেন?

অজান্তে মেয়ারটাকে থামিয়ে ফেলল ও। উত্তেজিত হয়ে পড়েছে, ঘাম বইছে কপালে। পুরো ব্যাপারটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ভাবল কয়েকবার, কিন্তু খোলসা হলো না। আগের মতই ধাঁধা লাগছে। খেলাটার পর্যালোচনা করলে বোঝা যাচ্ছে অদ্ভুত ভাবে টানা জিতেছে ও, শুরু থেকেই। হঠাৎ করেই ভাগ্য যেন ওর পায়ে এসে পড়েছিল! নিপুণ ভাবে তাস বেঁটেছে আগন্তুক, কোন সন্দেহ করেনি ও, ভেবেছিল পেশাদার এক জুয়াড়ীর সাথে খেলছে; এবং ওর নিজের হাতও চালু।

এমন যদি হত, ভাবছে জেসন, ও যাতে হেরে যায় তাসগুলো যদি

Boighar.com

সেভাবে সাজাত আগন্তুক? তেমন হলে কিছুই করার থাকত না, অসহায় ভাবে সবকিছু বিসর্জন দিতে হত। যতই ভাবল ততই নিশ্চিত হতে শুরু করল জেসন। প্রথমে নগদ টাকা হেরেছে আগন্তুক, তারপর ঘড়ি, কাপড়, অস্ত্রশস্ত্র এবং সবশেষে অমূল্য মেয়ারটা–ইচ্ছে করেই হেরেছে!

ঘুরে ফিরতি পথে দু'কদম এগোল ও। মুখটা দৃঢ় হয়ে উঠেছে, শক্ত দেখাচ্ছে চোয়াল। ওর কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তাকে। কিন্তু পরমুহূর্তে মত বদলে ফেলল, উত্তরগুলো কি হবে অনায়াসে অনুমান করতে পারছে–শপথ আর প্রতিবাদে ফেটে পড়বে সে···পুরোপুরি অস্বীকার করবে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফের লস ক্যাভালসের দিকে মলি ম্যালোনকে ছোটাল ও। আনমনে মাথা নাড়ল, মনে দ্বিধা আর তিক্ততা। লোকটা ঠকিয়েছে ওকে, গূঢ় কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নিজের সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েছে। সেটা কি? সবচেয়ে বড় কথা, ওকে শিকার হিসেবে বেছে নিল কেন?

নিজের অতীত হাতড়ে মনে করার চেষ্টা করল এমন কোন লোকের সাথে পরিচয় হয়েছে কিনা, কিন্তু ব্যর্থ হলো। পরিচয় হলে অবশ্যই মনে থাকত। কারণ লোকটির সাথে নিজের প্রচুর মিল খুঁজে পেয়েছে জেসন। দীর্ঘ পেটা শরীরের অধিকারী, চওড়া কাঁধ, সরু কোমর; নির্বিকার, নিষ্ঠুরতা আর মায়ায় মেশানো রোদপোড়া একটা মুখ। এ ধরনের বৈশিষ্ট্য অন্যদের মধ্যে সবসময়ই রেখাপাত করে, এমন লোকের সাথে পরিচয় হলে অবশ্যই মনে থাকত।

না, এর আগে কখনও পরিচয় হয়নি, বরং হঠাৎ করেই দেখা হয়েছে ওদের। পুরো ঘটনাটা ফের মনে পড়ল জেসনের, দারুণ কৌশলের সাথে নিজের জামা-কাপড়, অস্ত্র, ঘোড়া–সব গছিয়ে দিয়েছে লোকটা!

কিন্তু তার উদ্দেশ্য কি ছিল?

যাত্রার রোমাঞ্চ, মলি ম্যালোনের দুলকি চালে এগিয়ে যাওয়ার ছন্দ অস্থিরতা কাটাতে সাহায্য করল ওকে। সব দুশ্চিন্তা ঝেঁটিয়ে বিদায় করে ট্রেইলের দিকে মনোযোগ দিল জেসন, সামনে কি থাকতে পারে অনুমান করার চেষ্টা করল–জানে না বহু অনিশ্চয়তা আর বিস্ময় অপেক্ষা করছে ওর জন্যে।

দুই

দূর থেকে চোখে পড়ল শহরটা। সরু একটা ক্যানিয়ন পেরিয়ে মাত্র খোলা উপত্যকায় পৌঁছেছে জেসন, সামনে ঢালু পথ পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেছে।

বইঘর.কম

চূড়ায় উঠে আসার পর শহরটা ভেসে উঠল দৃষ্টি সীমায়। ক্ষণিকের জন্যে থামল মলি ম্যালোন, মাথা উঁচিয়ে শহরের দিকে তাকাল, তারপর নিজ থেকে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল। প্রায় বিশ মিনিট পর শহরে পৌঁছে গেল ওরা।

লস ক্যাভালস স্প্যানিশ ধাঁচের পুরানো শহর। এমন এক সময়ে ওটা গড়ে উঠেছিল যখন শহর তৈরি করার সময় ইন্ডিয়ান আক্রমণের সম্ভাবনা মাথায় রেখে শহরের স্থান আর প্রতিরক্ষার কথা বিবেচনা করা হত। ব্রীচ-লোডিং রাইফেল ছিল না তখন, সেকেলে গাদা বন্দুক আর বর্শা দিয়ে ইন্ডিয়ানদের তীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হত। এ কারণে পাহাড়ের কোলে গড়ে উঠেছে লস ক্যাভালস, এবং পাহাড় আর শহরের মাঝখানে একটা দেয়াল শহরটাকে ঘিরে রেখেছে। প্রতি বছর চুনকাম করা হয় বলে দেয়ালটা এখনও সাদা। তাই তারাজ্বলা রাতেও দূর থেকে লস ক্যাভালসকে মনে হয় বড়সড় একটা গ্রাম; কোমরবন্ধের মত যাকে ঘিরে আছে সাদা দেয়ালটা।

সরু গলি ধরে এগোল জেসন, গলিটা এত সরু যে ইচ্ছে করলে হাত বাড়িয়ে দু'পাশের দেয়াল স্পর্শ করতে পারবে। সারিবদ্ধ ভাবে গড়ে উঠেছে অ্যাডোবি দালানগুলো, মাঝখানে অপরিসর গলি। তবে চারপাশ এমনকি রাস্তাগুলোও পরিচ্ছন্ন। আশপাশের বাড়ির দরজা আর জানালা দিয়ে আসা মেক্সিকান খাবারের সুবাস নাকে দোলা দিচ্ছে, অজান্তে পানি এসে গেল ওর মুখে। জেসনের মনে হলো পরিচিত একটা জায়গায় এসেছে, এ কারণে যে এ ধরনের শহর আগেও দেখেছে ও। বেশ কিছু দিন থেকেছে একটায়, এবং যে কোন মেক্সের মত অনর্গল স্প্যানিশে কথা বলতে পারে।

গলির শেষে বাঁক নিয়ে একটা হোটেলের সামনে পৌঁছল ও। কাউকে প্রশ্ন করে হোটেলটা কেমন জানার দরকার হলো না, হিচিং রেইলে বাঁধা ঘোড়ার সারি দেখে প্রশ্নটার উত্তর পেয়ে গেল। নিজের পেট-পূজা করার আগে মেয়ারটার যত্নের ব্যবস্থা করা দরকার, ভাবল জেসন। হোটেল ছাড়িয়ে কয়েক গজ এগোতে লিভারি স্টেবল চোখে পড়ল। পরিচ্ছন্ন একটা বক্স স্টল পেল, আলো-বাতাস চলাচলের সুযোগ আছে, মেঝেটাও স্যাঁতস্যাঁতে নয়। স্টলের খড় কিংবা ওটও পছন্দ হলো ওর।

স্যাডল ত্যাগ করে মলি ম্যালোনকে দলাই-মলাই করে দিল জেসন। ক'দিন বিশ্রাম দিতে হবে ঘোড়াটাকে, ভাবছে ও, নয়তো হারানো শক্তি আর উদ্যম ফিরে পাবে না মলি। স্টল ত্যাগ করার সময় পেছনে মৃদু হ্রেষাধ্বনির শব্দে ফিরে তাকাল ও, দেখল ওর দিকেই তাকিয়ে আছে ঘোড়াটা। অভিভূত হয়ে পড়ল জেসন, অনুভব করছে ঘোড়াটার সাথে পরিচয় খুব অল্প সময়ের হলেও ওকে পছন্দ করে ফেলেছে মেয়ারটা। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মলিকে পর্যবেক্ষণ করল ও। *এমন মূল্যবান কোন সম্পদ কখনও ছিল না আমার,* শেষে সন্তুষ্টির সাথে ভাবল জেসন।

Boighar.com

হসল্যারের দায়িত্বে থাকা মেক্সিকান ছেলেটা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, কৌতূহল আর সমীহ তার চোখে। 'দারুণ ঘোড়া!' মুগ্ধ কণ্ঠে বলল সে। 'একেবারে রাণী যেন!'

'ঠিক বলেছ, আসলেই রাণী ও।'

'তুমি নিজেই পোষ মানিয়েছ ওকে, সেনর?'

'না, বরং বলতে পারো ওকে আবিষ্কার করেছি।'

স্টেবল থেকে বেরিয়ে মূল রাস্তা ধরে এগোল জেসন, প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। একটু আগে দেখা হোটেলে ঢুকল। যা ভেবেছিল, বাইরের তুলনায় ভেতরে বেশ ঠাণ্ডা। চওড়া দেয়ালের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করা বড়সড় জানালাগুলো ভেতরের তাপ বের করে দিচ্ছে। কাউন্টারের কাছে বুড়ো এক মেক্সিকানকে দেখা গেল, থুতনির কাছে ছাগলের মত এক চিলতে দাড়ি। নাম লেখানোর ঝামেলা সেরে ওকে ওপরে নিয়ে এল সে।

কামরাটা পছন্দ হলো জেসনের–একপাশে, নিরিবিলিতে। ঠিক জানালার কাছে পাশের বাড়ির ছাদ, সামনের প্লাজার প্রায় সবটাই চোখে পড়ছে। বিশাল আরামদায়ক কামরা না হলেও চলত, যেহেতু দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আসার পর যেনতেন একটা কামরা পেলেও সন্তুষ্ট হত ও। বাথরুমে গিয়ে নিজেকে পরিষ্কার করে নিল জেসন, তারপর লবিতে নেমে এল বেল্টের নিচে চুপসে যাওয়া পেটের হিল্লে করতে।

ইতোমধ্যে অনেক দেরি করে ফেলেছে ও। বিশাল ডাইনিংরুমের পুরোটাই ফাঁকা। নিশ্চিন্তে একটা টেবিলে বসে পড়ল জেসন, মেক্সিকান এক ওয়েট্রেস এসে ফরমাশ নিয়ে গেল। সুপ, সবুজ সালাদ, মুরগীর রোস্ট আর ডিম দিয়ে তৈরি একটা পদ, গোল-আলুর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, এনচিলাডা, স্প্যানিশ সীম, আপেল পাই এবং চার কাপ কড়া কফি দিয়ে সাপার সারল ও। রোল করা সিগারেট শেষ করে উঠল যখন, অনুভব করল নিজেকে ভরপেট খাওয়া অ্যানাকোন্ডার মত ভারী লাগছে। অবাক হয়ে দেখল অন্য টেবিলের একমাত্র খদ্দের কয়েক জাতের ফল আর মেক্সিকান মদ গিলছে এখনও।

লোকটা বিশালদেহী, চওড়া গোঁফ মানিয়ে গেছে চর্বিবহুল রুক্ষ মুখের সঙ্গে। স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে সে। ঠিক মণিরাজির মত ঘোলাটে নীল চোখজোড়া দেখতে অদ্ভুত লাগছে, কারণটা ব্যাখ্যা করতে পারবে না জেসন কিন্তু অস্বস্তি বোধ হলো ওর। ঘাড়ের পেছনে শীতল শিহরণ অনুভব করছে। খুঁটিয়ে লোকটাকে দেখল, নিশ্চিত হলো আগে কখনও দেখেনি। হয়তো লোকটার অদ্ভুত চোখের কারণেই, শেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছল জেসন। আগ্রহ হারিয়ে দরজার দিকে এগোল। বেরিয়ে যাওয়ার সময় ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল, দেখল এখনও কৌতূহলী চোখে ওকে দেখছে সে।

বইঘর.কম

প্লাজায় চলে এল ও। সেলুনের হৈ-হল্লা আর নিচু লয়ের তালের শব্দ ভেসে আসছে। রাস্তায় প্রচুর লোকজন, কোন কাউ-টাউনে পে-ডের সন্ধের মতই জমজমাট। আশপাশের বাড়ি থেকে ঠিকরে আসা আলোয় আলোকিত হয়ে আছে ক্ষত-বিক্ষত রাস্তা আর বোর্ডের তৈরি সাইডওঅক।

হাঁটার ইচ্ছে নেই ওর, কিছু দূর এগিয়ে সাইড ওঅকের একটা বেঞ্চে বসে সিগারেট ধরাল। আয়েশ করে টান দিল সিগারেটে, মনটা ফুরফুরে লাগছে। এভাবে হয়তো কয়েক ঘণ্টাই থাকতে পারবে, মাথা থেকে সমস্ত দুশ্চিন্তা তাড়িয়ে দিয়েছে। আগ্রহ নিয়ে লোকজনের ব্যস্ততা, ভবঘুরেদের আলসেমি দেখল; বিস্তীর্ণ মরুভূমি পাড়ি দিয়ে আসার ক্লান্তিতে যেন প্রশান্তির পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে নিরবিচ্ছিন্ন অবসরটুকু। লস ক্যাভালসকে পছন্দ হয়েছে ওর—শহরটা শান্ত, একেবারে ঝামেলাহীন নয় অবশ্য; মাঝে মধ্যেই জড়ানো উঁচু কণ্ঠ আর ঝগড়ার আলামত কানে আসছে।

ব্যস্ত প্লাজার স্বাভাবিক গতি বা শব্দ কোনটাই ওর মনঃসংযোগে চিড় ধরাতে না পারলেও আচমকা দশ গজ দূরে সাইডওঅকে দুই মেক্সিকানের জড়ানো কণ্ঠ শুনে বিরক্তি অনুভব করল জেসন। টেকুইলা পেটে পড়ায় সমানে তর্ক করছে লোকগুলো, ওর দিকে এগিয়ে আসছে। ঠিক সামনে আসার পর থেমে গেল, কণ্ঠ চড়া হয়ে গেছে এখন। পথচারীদের অনেকেই কৌতূহলী চোখে দেখল তাদের।

আচমকা, অপ্রত্যাশিত ভাবে এল আক্রমণটা। ভোঁতা একটা শব্দ শোনা গেল প্রথমে, পেটে ওজনদার ঘুসি পড়তে স্খলিত পায়ে পিছিয়ে এল জেসনের কাছের লোকটা। লাফিয়ে আগে বাড়ল অন্যজন, ঝটিতি আঘাত করল আবার। এবার আর খালি হাতে নয়, ম্লান আলোয় ছুরির ফলার ঝিলিক চোখে পড়ল জেসনের।

অপ্রত্যাশিত হলেও আক্রমণের লক্ষ্য যে ও নিজে, ঠিকই টের পেল জেসন। বিস্ময় আর হামলার কারণ পরে ভাবার জন্যে মুলতবি রেখে দ্রুত সক্রিয় হয়ে উঠল। ঝটিতি হাত বাড়াল হোলস্টারে, দেখল চোখের নিমেষে মাথা সরিয়ে নিয়েছে দ্বিতীয় মেক্সিকান, ছুরিটা এখন ওর গলা বরাবর ছুটে আসছে।

অনায়াসে গুলি করতে পারত ও, কিন্তু গুলি না করে পিস্তলের ব্যারেল চালাল ছুরিঅলার কব্জি বরাবর। গুঙিয়ে উঠে ছুরি ছেড়ে দিল লোকটা। এক পা আগে বেড়ে পড়ে যাওয়া ছুরি বুটের তলায় চাপা দিল জেসন, হাঁটুর কাছে পড়ে আছে ওর পিস্তলধরা হাত, শিথিল কিন্তু সতর্ক, এবং লোকটির পরবর্তী পদক্ষেপের অপেক্ষায় আছে। প্রথমে চড়া কণ্ঠের শব্দ কানে এল ওর, তারপরই একটা মেয়ের চিৎকার।

হঠাৎ করেই যেন বোধোদয় হলো দুই মেক্সিকানের, জড়সড় ভঙ্গিতে

Boighar.com

এগিয়ে এল ওরা; দ্রুত লয়ে স্প্যানিশে যা বলল তার ছিটেফোঁটাও বিশ্বাস করল না জেসন: বিব্রত এবং লজ্জিত ওরা, বুঝতে পেরেছে মারাত্মক একটা ভুল করে ফেলেছে–আরেকটু হলে খুন করে ফেলছিল নিরীহ এক লোককে।

ভুল না কচু? পিস্তল দেখে ভড়কে গেছে আসলে! আনমনে ভাবল জেসন। 'ঠিক আছে, অ্যামিগো,' প্রায় অসন্তোষের সুরে বলল ও। 'বন্ধুর ছুরিতে কোন ধার থাকে না, এটাই জানতাম আমি।'

সসম্ভ্রমে মাথা নোয়াল দু'জন। পড়ে থাকা হ্যাট তুলে নিয়ে বো করল ওকে, তারপর পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে চলে গেল।

একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে লোকগুলোকে দেখল জেসন। দু'জনকে দৃঢ় ভঙ্গিতে হাঁটতে দেখে কিছুটা অবাক হয়েছে। কিন্তু বিপদের গুরুত্ব ঠিকই অশনি সঙ্কেত বাজাচ্ছে মনে, একটু আগের আয়েশী ভাবটা আর থাকল না। লোকজন সরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর ভিড় আলগা হতে ঝুঁকে ছুরিটা তুলে নিল। প্লাজার রাত ঠাণ্ডা আর আরামদায়ক মনে হলেও ঘুম পাচ্ছে ওর, হোটেলের উদ্দেশে এগোল এবার। নিজের কামরায় ঢুকে দরজা আটকাল, একটু আগে প্লাজার ঘটনা মনে পড়ে যেতে মৃদু হাসল। বুনো নির্জন প্রকৃতিতে কাটানো বহু রাতের কথাও মনে পড়ল সেইসঙ্গে। কিন্তু পার্থক্য আছে দুটোয়–শিকারের জন্যে ঘুরঘুর করা মানুষ আর পশুর মধ্যে বিরাট ফারাক!

বিছানায় বসে কোমরের বেল্টের সাথে গুঁজে রাখা ছুরি বের করে খুঁটিয়ে দেখল জেসন। শিকারের ছুরির বদলে বরং স্টিলেটোই বলা উচিত এটাকে। দু'পাশে তীক্ষ্ণ ধার, লম্বায় ছয় ইঞ্চির মত; কিন্তু কোন বাঁক নেই, একেবারে সোজা, বাঁটের কাছে ধাতব একটা বোতাম আছে। ফাইটিং নাইফ, নিশ্চিত জানে ও, আগেও এমন জিনিস দেখেছে। একটু আগেও খানিকটা দ্বিধা ছিল, ভেবেছে হয়তো ভুল করে ওর ওপর চড়াও হয়েছিল লোকগুলো, কিন্তু এখন আর সংশয় নেই। এরকম একটা ছুরি যে লোক বয়ে বেড়ায় সে পুরোপুরি পেশাদার।

বিছানায় শরীর এলিয়ে চোখ বুজে ঘটনাটা আদ্যোপান্ত মনে করার চেষ্টা করল জেসন। মানসচিত্তে লোকটার আক্রমণগুলো দেখতে পেল–প্রতিবারই সঙ্গীকে আক্রমণ করেছে লোকটা, কিন্তু শেষ মুহূর্তে বাতাসে ছুরির ফলা গতিপথ পরিবর্তন করে জেসনের দিকে চলে এসেছে…

ঘুমিয়ে পড়ল ও। কিন্তু মন থেকে প্লাজার ঘটনাটা মুছতে পারল না বলেই বোধহয় সেটা স্বপ্নে দেখল। তবে এবার আর ব্যর্থ হলো না ছুরির ফলা–গলা সোজাসুজি এগিয়ে এল, সরে যাওয়ার বদলে জমে গেল ওর শরীর…

লাফিয়ে বিছানায় উঠে বসল জেসন, ঘেমে গেছে। বাস্তবের সাথে স্বপ্নের

বইঘর.কম

পার্থক্য বুঝতে পারার আগেই দরজার কাছে মৃদু শব্দ শুনতে পেল, অস্বাভাবিক একটা শব্দ। মুহূর্তের মধ্যে বুঝে ফেলল শব্দের কারণ—কী-হোল থেকে চাবি পড়ে গেছে!

চাবিটা পড়ে যাওয়ার কথা নয়। হয়তো ঠিকমত লক করেনি ও, কিন্তু তেমন হলেও চাবিটা কী-হোল থেকে পড়তে গেলে ভূমিকম্প হতে হবে।

সন্তর্পণে বিছানার কিনারে সরে এল ও, পা ঝুলিয়ে বসল প্রথমে, তারপর ধীর পায়ে দরজার দিকে এগোল। ভারী শরীরের ওজনের চাপে মচমচ শব্দ হচ্ছে কাঠের তৈরি মেঝেতে। দরজার কাছে এসে চাবিটা খুঁজে পেল, সত্যিই কী-হোল থেকে পড়ে গেছে। চাবি তুলে নিয়ে বিছানার কাছে ফিরে এল জেসন। বুঝতে পারছে না কি করা উচিত। অস্থির মনে দাঁড়িয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত, তারপর দরজার কাছে ফিরে এল আবার। কবাট ফাঁক করে করিডরে উঁকি দিল। ফাঁকা। ঘড়ি দেখল ও, রাত একটা। পুরো শহরই ঘুমে অচেতন, কিন্তু জেসন নিশ্চিত গভীর রাতে ওর কামরার দরজা খোলার চেষ্টা করেছে কেউ।

কী-হোলে চাবি রেখে দরজা বন্ধ করল ও। দুটো সম্ভাবনা আসছে মাথায়। লস ক্যাভালসের মত শহরে ছিঁচকে চোর টাইপের কিছু লোক সবসময়ই থাকে এবং মরুভূমি পাড়ি দিয়ে আসা আগন্তুকদের ওপরই থাকে এদের নজর, তেমন কেউ হয়তো ওর কামরায় ঢুকতে চেয়েছিল; কিংবা ছুরিঅলা স্টিলেটো উদ্ধার করার জন্যে মোক্ষম সময় হিসেবে রাতকেই বেছে নিয়েছিল।

সম্ভাবনাটা খতিয়ে দেখল জেসন, ছুরির মালিকের চেহারা মনে করার চেষ্টা করল—কিন্তু বিশেষ কিছু মনে পড়ছে না। ক্রুদ্ধ একটা মুখ, বিদ্বেষপূর্ণ চাহনি, তা-ও কেবল মুহূর্তের জন্যে। আলো-আঁধারি পরিবেশে ভাল করে চেহারা দেখা সম্ভব ছিল না, তবে গড়নটা ঠিকই আঁচ করেছে ও, কিন্তু তাতে আর দশজন মেক্সিকান থেকে তাকে আলাদা করার মত কোন বিশেষত্ব নজরে পড়েনি।

চিন্তা বাদ দিয়ে ঘুমাতে গেল ও। জানালা দিয়ে আসা উজ্জ্বল সূর্যালোক ঘুম ভাঙাল ওর। গোসল সেরে পরিষ্কার কাপড় পরে নিচে নেমে এল জেসন, মেয়ারটাকে দেখার উদ্দেশে স্টেবলের দিকে এগোল।

পুরানো কোন বন্ধুর মতই ওকে সম্ভাষণ জানাল ঘোড়াটা। মাথা নিচু করে ওর কোমরের কাছে গুঁতো মারল, মৃদু ডাক ছেড়ে ট্রেইলে ছোটার তাড়া প্রকাশ করল যেন। উত্তরে নিঃশব্দ হাসিতে উদ্ভাসিত হলো জেসনের মুখ।

'ওটাকে দেখার জন্যে এরই মধ্যে ডজনখানেক লোক এসেছে,' পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা উৎসুক স্টেবল বয় জানাল।

'ঘোড়াটাকে চেনে ওরা?'

Boighar.com

'কে না জানে এটার কথা! কোন অখ্যাত স্টলেও যদি ফেলে রাখো, ঠিকই জেনে যাবে সবাই। সাধারণ লোকজন তো আসছেই, এমনকি ডন পেদ্রোও এসেছে।'

'ডন পেদ্রো কে?'

'সেনর!' বিস্ময় ছেলেটার কণ্ঠে। 'ডন পেদ্রো হচ্ছে লস ক্যাভালসে সবচেয়ে বড় হোটেলের মালিক। আমাকে ঠিকমত ঘোড়াটার যত্ন নিতে বলেছে সে এবং জানিয়েছে হাজার ডলারের চেয়েও বেশি হবে এটার দাম। কিন্তু কথাটা বলার দরকার ছিল না ওর। আমার মাথায় আরেক জোড়া চোখ আছে! আমি কি বুঝি না কোন্ ঘোড়ার যত্ন বিশেষ ভাবে নিতে হয়?'

ছেলেটার প্রশংসায় মৃদু হাসল জেসন, পরমুহূর্তে ঘটনাটা ভুলে গেল। ঘোড়ার দিকে মনোযোগ সরে গেছে ওর, বুঝল আন্তরিকতার সাথে যত্ন নেয়া হয়েছে মলির। তরতাজা, শক্তিশালী দেখাচ্ছে ওটাকে। সন্তুষ্ট মনে নাস্তা করতে হোটেলে ফিরে এল ও।

ডাইনিং রুমটা প্রায় ভরে গেছে, সব ধরনের লোকই রয়েছে–ধনী মাইনার থেকে শুরু করে নীচ জুয়াড়ী, নোংরা পোশাকের শ্রমিক আর ভবঘুরে ছাড়াও শহরের সাধারণ ব্যবসায়ী রয়েছে। কৌতূহলী চোখে তাদের দেখল জেসন, সন্তুষ্ট বোধ করছে। এ ধরনের পরিবেশের সাথে অভ্যস্ত ও।

নাস্তার পর পোর্চে এল ও, থামের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট রোল করল। সিগারেট টানার ফাঁকে লোকজনের ব্যস্ততা দেখছে। হোটেল থেকে বিদায় নিচ্ছে রাতের অতিথিরা, সদ্য স্যাডল চাপানো ঘোড়া বা ওয়্যাগন বের করা হচ্ছে স্টেবল থেকে; লোকজনের ব্যস্ত স্বর, হাঁক-ডাক শুনতে ভালই লাগছে।

নিজের ব্যাপারে তাড়া নেই ওর। চিবুকে দাগঅলা অদ্ভুত লোকটাকে খুঁজে বের করা দরকার, কিংবা ওর ভাইকেও খোঁজা দরকার। কিন্তু কোন ব্যাপারেই তাড়া বোধ করছে না। দুপুরের মধ্যে শহর ছেড়ে চলে যেতে পারবে, ভাইকে খুঁজে নিয়ে আলাপ করবে–চিঠিতে অস্পষ্ট মনে হয়েছে এমন ব্যাপারগুলো খোলসা করে নিতে পারবে।

পন-শপ* থেকে হীরাগুলো উদ্ধার করতে হবে, আদৌ যদি ওই আগন্তুক ঠিক বলে থাকে। সত্যিই কি ওগুলোর দাম পাঁচশো ডলারের বেশি? ভাবতেই অদ্ভুত লাগছে লোকটির নাম জানে না জেসন এবং ওর নামও জানে না সে! নিঃসন্দেহে মাঝরাতের আগেই শহরে ফিরেছে সে, যদিও ক্লান্ত মাসট্যাঙে চড়তে হয়েছে তাকে।

মনে মনে যখন নিকট ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরিকল্পনা করছে জেসন, হঠাৎ

---

* বন্ধক রেখে টাকা ধার করার দোকান

বইঘর.কম

করেই এক লোকের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হলো। হেঁটে ওকে পেরিয়ে গেল লোকটা, দশ হাত দূরে গিয়ে থেমে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর ফিরে এসে রেইলে নিতম্ব ঠেকিয়ে দাঁড়াল, নড করল ওর উদ্দেশে।

লোকটা বিশালদেহী, চওড়া কাঁধ নিঃসন্দেহে দারুণ শক্তিশালী। তবে পা দুটো খানিকটা বাঁকা মনে হচ্ছে। শার্টের বোতাম খোলা থাকায় উঁকি দিচ্ছে বুকের ঘন লোম। ওভারঅল, বাদামী কোট আর বহুল ব্যবহৃত জীর্ণ ফেল্ট হ্যাট পরেছে। অন্য কোন শহরে হয়তো ভবঘুরে ভেবে তাকে পাত্তাই দেবে না কেউ, কিন্তু এখানকার কথা আলাদা–একটা খনির মালিক হতে পারে সে, হয়তো আরেকটা প্রসপেক্টিংয়ের অভিযানে যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছে। লালচে মুখ লোকটার, অস্থির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চোখে। গালে লম্বা একটা দাগ, খুব বেশি দিন আগের নয়।

সিগারেট রোল করছে সে, ওর উদ্দেশে নড করার সময় মৃদু হাসল। 'নতুন এসেছ?'

'হ্যাঁ।'

'লম্বা যাত্রা?'

'সহ্য করার মত,' নিস্পৃহ সুরে জবাব দিল জেসন, খেজুরে আলাপ করার ইচ্ছে নেই।

'চেস্টনাটটা দেখেছি আমি।'

পরবর্তী মন্তব্যের অপেক্ষায় থাকল ও।

'একেবারে তরতাজা দেখাচ্ছিল মেয়ারটাকে, কিন্তু আমার মনে হয়েছে ওটাকে বেশ খাটিয়েছ তুমি। বেশি খাটুনি হয়তো ক্ষতিই করবে ওটার। মন জয় করতে পারলে তোমার জন্যে জীবন দিতেও দ্বিধা করবে না ঘোড়াটা।'

'ঘোড়াটাকে চেনো তুমি?' কৌতূহলী হয়ে উঠেছে জেসন।

'এখানকার সবাই চেনে! ওটার কথা এত শুনেছে যে আগে না দেখলেও কেউ কেউ একনজর দেখেই বলে দিতে পারবে।'

'ঘোড়াটা আগেও এসেছে এখানে, তাই না?'

'হ্যাঁ, আমার ধারণা আশপাশের অনেক শহরেই মেয়ারটাকে দেখেছে লোকজন,' হাসল সে, চোখে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি।

নীরবে দ্বিতীয় সিগারেট ধরাল জেসন। আগন্তুক সম্পর্কে খুব একটা আগ্রহ বোধ করছে না।

'নামটা কি তোমার, পার্ড?'

নিস্পৃহ দৃষ্টিতে তাকে দেখল জেসন।

'জেসন, তাই না? ঠিক আছে, এই মুখ বন্ধ করলাম!' অসহায় ভঙ্গিতে শ্রাগ করল সে। 'দেখতে পাচ্ছি আমাকে চিনতে পারোনি তুমি।'

'ঠিক ধরেছ।'

Boighar.com

'আমি অরমন্ড,' বলল সে, এমন এক ভঙ্গিতে যেন এবার আর না চিনে উপায় নেই জেসনের।

'সত্যি?' বলতে বাধ্য হলো ও, কপট বিস্ময়ে একটা ভুরু কপালে উঠে গেছে।

'ভাবনি, তাই না?' রেইলে শরীর এলিয়ে দিল অরমন্ড, আমোদ দেখা যাচ্ছে চোখের গভীরে। 'আমি যে অরমন্ড হতে পারি, তাও তোমার মাথায় আসেনি।'

মাথা ঝাঁকাল ও।

'মানছি ছয় মাস আগের চেয়ে খানিকটা বদলে গেছি,' ব্যাখ্যা দেয়ার সুরে বলল অরমন্ড। 'ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত! যখনই খেতে বসতাম, খাবার কমানোর বদলে বাড়িয়ে দিত ওরা,' হাসছে সে, হাসির দমকে ভুঁড়িটা মৃদু মৃদু কাঁপছে। 'কুঁজের নিচে দুই সপ্তাহও থাকতে পারতাম যদি উট হতাম আমি, কিন্তু চর্বির নিচে যা আছি, বরাবর তাই ছিলাম!'

'বুঝলাম,' লোকটার হেঁয়ালিপূর্ণ কথা স্পষ্ট বুঝতে না পারলেও তার ভাবভঙ্গি আর কথাবার্তায় কয়েকটা ব্যাপার পরিষ্কার—নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ লোক ভাবে অরমন্ড। ইদানীং বোধহয় কারাগারে ছিল সে, সেখানেই চর্বি জমিয়েছে। অরমন্ডের প্রত্যাশা অনুযায়ী তাকে চেনা উচিত জেসনের, তার সম্পর্কে অনেক কিছু জানা উচিত। অস্বস্তিকর পরিস্থিতি হলেও কিছুটা খোলসা হয়েছে এখন, একেবারেই অজ্ঞাত থেকে আলাপ করতে হবে না আর।

'থাকার জন্যে এসেছ এখানে, না চলার পথে থেমেছ?'

উত্তর দিল না জেসন, বিরক্তি বোধ করছে।

'বেশ তো,' এক হাত তুলে আপসের সুরে বলল অরমন্ড। 'ইচ্ছে না থাকলে জবাব দেবে না! আমি যা বলতে চাই—ব্যস্ত না থাকলে একটা কাজ দিতে পারি তোমাকে।'

'কি কাজ?'

'আমার কাজই বা কেমন?' উল্টো জানতে চাইল সে।

নীরব থাকল জেসন।

'স্বাস্থ্যকর কাজ, বুড়ো খোকা!'

হাত বাড়িয়ে অরমন্ডের বাহু স্পর্শ করল জেসন। 'তুমি কি নিশ্চিত যে আমাকে চেনো?' স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ও।

মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা দেখা গেল লোকটির মুখে, তারপর কিছুটা পিছিয়ে গেল। 'বুঝতে পারছি আমাকে পছন্দ হচ্ছে না তোমার। কিন্তু অযথা তর্ক করতে আসিনি আমি। যদি বিরক্তি লাগে, বলো—চলে যাই। কিন্তু তোমার নাম তো জেসন, তাই না? ঠিক লোকের কাছেই এসেছি আমি।'

বইঘর.কম

কিছুটা পরিষ্কার হলো এবার–বোঝা যাচ্ছে ভুল করছে অরমন্ড। ওর সাথে অন্য কাউকে গুলিয়ে ফেলেছে, যদিও নামটা ঠিকই আছে। বলা যেতে পারে অরমন্ডের পরিচিত লোকটি নতুন একটা নাম নিয়েছে, এতে বোধহয় কিছুটা পরিষ্কার হয়ে যায়। 'বিরক্ত হইনি আমি,' শেষে বলল জেসন।

'কাজটা কঠিন, একা পারব না। সাথে এমন কাউকে লাগবে যার সাহস আছে। তোমাকেই উপযুক্ত মনে হলো।'

'ধন্যবাদ,' বলল বিভ্রান্ত জেসন, বুঝতে পারছে বিপজ্জনক একটা পথে হাঁটছে। 'কিন্তু ব্যস্ত আছি আমি।'

'আমার তো ধারণা এবার সহজেই কাজ সারতে পারব। তোমাকে…'

'দাঁড়াও,' এক হাত তুলে অরমন্ডকে থামিয়ে দিল ও, গোপন কোন তথ্যের সুবিধা নিতে অনিচ্ছুক। 'সত্যিই ব্যস্ত আছি আমি।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু…দুটো দিনের জন্যেও সময় বের করতে পারবে না?'

'মনে হয় না।'

'তুমি নিশ্চিত?'

মাথা ঝাঁকাল জেসন।

'তাহলে…বলতেই হবে আমার ভাগ্য খারাপ! কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হয়েছিল এরই মধ্যে পকেটে কয়েক হাজার ডলার চলে এসেছে,' থেমে জেসনের মধ্যে আগ্রহ খোঁজার প্রয়াস পেল অরমন্ড, কিন্তু ওকে মাথা নাড়তে দেখে ম্লান হয়ে গেল মুখ। 'কি আর করা! হয়তো পরে কখনও তোমাকে পার্টনার হিসেবে পাব, কোন এক দিন। আমার ওপর ক্ষোভ নেই তো তোমার?'

'মাথা খারাপ!'

'বোধহয় অন্য কাউকে খোঁজা উচিত আমার!' নড করে বিদায় নিল অরমন্ড, প্লাজার ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

সিগারেট শেষ করে স্টেবলে এল জেসন, মেয়ারে চেপে রাস্তায় বেরোল। রাইড করার ইচ্ছে নেই ওর, স্রেফ অনুশীলন বলা যেতে পারে–ঘোড়াটার সাথে অভ্যস্ত হওয়া। প্লাজা ধরে কিছু দূর আসার পর একটা পন-শপ দেখতে পেয়ে এগোল সেদিকে। দোকানের দরজার ওপর তিনটা সোনালী চাঁদের আকৃতি শোভা পাচ্ছে।

কাউন্টারের পেছনে পুরু কাচের চশমাঅলা বুড়ো এক মেক্সিকানকে পেল জেসন, কর্কশ কণ্ঠ লোকটার। রসিদটা নিয়ে কয়েকবার উল্টেপাল্টে দেখল সে, যেন কোন্ দিক থেকে পড়বে বুঝতে পারছে না। এক হাতে চশমা ঠিক করে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দেখল ওকে। কাচগুলো এত মোটা যে

Boighar.com

জেসনের মনে হলো চোখহীন কোন মানুষের দিকে তাকিয়ে আছে ও, লেন্সের কথা বাদ দিলে–অদ্ভুত হলেও পেঁচার মত দেখাচ্ছে লোকটিকে। মেক্সিকানের প্রতি প্রথমে করুণা আর সহানুভূতি অনুভব করলেও পরে অজানা কারণে ভয়ের একটা অনুভূতি হলো ওর–পন-ব্রোকার লোকটি যেন সত্যিই ঘোলাটে চোখের এক পেঁচা!

ডেস্কের পেছনের ড্রয়ার খুলে একটা স্টিক পিন বের করে কাউন্টারে রাখল লোকটি। তৎক্ষণাৎ পাঁচশো ডলার বের করে পাশে রাখল জেসন, পিনে লাগানো তিনটে হীরার ওপর দৃষ্টি আটকে গেল ওর। একনজর দেখেই মনে হলো ওগুলোর দাম অন্তত দুই হাজার হবে।

পাওনা টাকা পাওয়ার পরও দ্বিধান্বিত দেখাচ্ছে দোকানিকে। স্টিক পিনটা তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল সে, আলো পড়ে দ্যুতি ছড়াচ্ছে হীরাগুলো। 'সত্যিই এটা ফেরত নিতে এসেছ?'

'হ্যাঁ। এই যে তোমার টাকা আর···'

'ধরো, আমি যদি ওটা কিনতে চাই?'

'কেমন দাম দেবে?'

'আমার এখান থেকে যদি কিছু কেনো তাহলে একটা দাম বলতে পারি, আসলে দুটো দাম বলব···একটা বিক্রির জন্যে, আরেকটা দর কষাকষির জন্যে। এই পিনের বিনিময়ে কি চাও, সেনর?'

'এটা বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিইনি এখনও।'

'তাহলে অলংকার পছন্দ করো তুমি?'

'তেমন কিছু বলেছি কি?'

'বুড়ো হয়ে গেলে মানুষের বুদ্ধি লোপ পায়,' দার্শনিক সুরে বলল দোকানি। 'বোধহয় আমারও সেই সময় এসেছে। যাক্‌গে, আসল দামের চেয়ে বেশিই দেব তোমাকে, কারণ হীরাগুলোর রঙ সুন্দর। যদিও খুব বড় বা নিখুঁত ভাবে কাটা নয়, কিন্তু রঙটা পছন্দ হয়েছে আমার।'

'ধরো···আমি একটা দাম বলি–তিন হাজার ডলার?'

কিছু না ভেবেই দাম হাঁকিয়েছিল জেসন, কিন্তু এরচেয়ে অনেক কম দাম শোনার জন্যে মানসিক ভাবে তৈরি। পুরু লেন্সের পেছনে পন-ব্রোকারের চোখ দুটো ঝিকিয়ে উঠতে দেখল ও। মুহূর্তের জন্যে নির্লিপ্ত ভাবটা চলে গেল বুড়োর মুখ থেকে, বদলে উজ্জ্বল হয়ে গেল; কোমল চাহনি ফুটে উঠল চোখে। আঙুল চালিয়ে দাড়ি আঁচড়ানো শুরু করল মেক্সিকান। 'তিন হাজার!' কপট বিস্ময় প্রকাশ করল সে। 'এভাবে দাম হাঁকানো শিখলে কোথায়, বন্ধু?' লোকটার হাসি দেখে জেসনের মনে হলো জীবনে এরচেয়ে কুৎসিত হাসি দেখেনি। কৌতূহলী চোখে ওকে মাপছে সে, চোখজোড়া জ্বলজ্বল করছে।

'এর আগেও হীরা দেখেছি আমি,' সংক্ষেপে বলল জেসন, ব্যাখ্যা

বইঘর.কম

দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। পন-ব্রোকারের হাত থেকে স্টিক পিনটা নিয়ে নিল ও।

'এক মিনিট, সেনর!'

দোকানটা দুটো অংশে বিভক্ত। সামনে কাচ নির্মিত কাউন্টারে দামী সব পাথরের প্রদর্শনী, এমনকি অন্ধকারেও আভা ছড়াচ্ছে ওগুলো। অন্য অংশে স্যাডল-ব্রিডল ছাড়াও ঘোড়ার সাজ পরানোর আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র, বিভিন্ন ক্যালিবারের রাইফেল, শটগান, পিস্তল এবং ঘরে তৈরি আসবাবপত্র রয়েছে; ক্যালিকো পর্দা দিয়ে ব্যস্ত অংশটি থেকে আলাদা করা। জেসন ছাড়া আর কোন খদ্দের নেই, দোকানে অন্য কোন সেলসম্যানও নেই। সহসাই ওর মনে হলো পর্দার পেছনে নড়াচড়া করেছে কেউ। নিশ্চিত নয় ও, হতে পারে স্রেফ মনের ভুল, ক্ষীণ শব্দের সাথে পর্দাটা সামান্য নড়ে উঠেছে। অন্য কেউ হলে হয়তো টেরই পেত না, কিন্তু সবে এমন এক পরিবেশ থেকে এসেছে ও যেখানে শ্রবণশক্তি আগাম বিপদ টের পাওয়ার জন্যে বিশেষ অঙ্গ হিসেবে কাজে আসে।

স্টিক পিন পকেটে ঢুকিয়ে দরজার দিকে এগোল ও।

'দাঁড়াও, সেনর!' প্রায় চিৎকার করে উঠল লোকটি। 'স্বীকার করছি, ভাল পাথর চেনো তুমি! বেশ তো, তিন হাজারই দেব!'

ফিরে তাকাল জেসন, চোখাচোখি হলো দোকানির সঙ্গে। নিশ্চিত বলতে পারবে না, কিন্তু ওর মনে হলো ফের লোকটির চোখে লোভের ছায়া দেখতে পেয়েছে। 'পিনটা বিক্রির জন্যে নয়, মিস্টার। বিদায়!'

'পঁয়ত্রিশশো দেব···চার হাজার!' উত্তেজনায় কাঁপছে লোকটির স্বর।

পন-শপ থেকে বেরিয়ে এল জেসন, পেছনে দরজা ভিড়িয়ে দিতে স্বস্তির পরশ অনুভব করল সারা শরীরে। রাস্তা পেরিয়ে ত্রিশ গজ দূরে আসার পরও শিরদাঁড়ায় শীতল অনুভূতিটা গেল না। অনায়াসে ওকে খুন করতে পারত পর্দার পেছনের লোকটি। অনুভূতিটাই অস্বস্তিকর!

মেয়ারে চেপে লস ক্যাভালস থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমের পাহাড় সারির দিকে এগোল জেসন। ভাইয়ের সাথে দেখা করা উচিত ওর–জিমির মন্দভাগ্য আর চিবুকে দাগঅলা ওই লোকটির ব্যাপারে বিশদ জানা দরকার। সহসাই ওর মনে পড়ল ঠিক চিবুকে না হলেও গালে একটা লম্বা দাগ আছে জন অরমন্ডের, জিমির দুর্ভাগ্যের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই তো লোকটার?

এখনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আসেনি, নিজের উদ্দেশে শুধাল জেসন, আগে তো জিমির সঙ্গে দেখা হোক, সবকিছু শুনে তারপর না হয় ইতিকর্তব্য ঠিক করে নেবে।

Boighar.com

তিন

বিস্তীর্ণ প্রান্তর ধরে এগোনোর সময় অতীত আর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে শুরু করল জেসন, এবং গন্তব্যে পৌঁছানো পর্যন্ত সারাক্ষণ ওর মন জুড়ে থাকল কেবল জেমস আরমিন: ওর ভাই। বরাবরই সমস্যা সৃষ্টি করেছে সে, অন্তত ওর জন্যে। বেপরোয়া, দুঃসাহসী এবং অস্থির মতির ছেলে সে। পঁচিশ চলছে জিমির, কিন্তু চেহারা দেখে মনে হবে বিশ বা বড় জোড় বাইশ। অন্য দিকে জেসনের ঊনত্রিশ চলছে, কিন্তু আরও চার বছর বেশি বয়সী দেখায় ওকে। চটপটে স্বভাবের জন্যে অপেক্ষাকৃত তরুণ মনে হয় জিমিকে। চলার মধ্যেই আছে সে সারাক্ষণ–সময়, স্থান বা কোন মানুষই ওর মধ্যে ছাপ ফেলতে পারেনি।

ছেলেবেলা থেকে একের পর এক ঝামেলায় জড়িয়েছে জিমি, এবং সেসব থেকে ওকে উদ্ধার করেছে জেসন। সদয়, ভদ্র এবং সাহসী সে। ট্র্যাকিং বা অস্ত্রে পারদর্শী। চিন্তাশক্তি বা বিবেচনাবোধও প্রখর ওর, চট করে যে কোন সমস্যার সমাধান বের করে ফেলতে পারে। জেসনের ধারণা দক্ষ গণিতবিদ হতে পারত ওর ভাই, এবং জানে কিভাবে কাউকে প্রভাবিত করতে হয়।

কিন্তু একটা স্টুয়ের বাটিতে মাছির উপস্থিতির মতই, দুর্ভোগকে ঘৃণা করে জিমি। শারীরিক কষ্ট, যে কোন ব্যথা বা বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার সামর্থ্য আছে ওর, কিন্তু হৃদয়ের ব্যথা সামলে নিতে জানে না। সব মিলিয়ে ও একটা রেসের ঘোড়ার মত, সুন্দর কিন্তু দুর্বিনীত–যে কোন ঘোড়াকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আছে, কিন্তু ট্রেনিং নেওয়ার ব্যাপারে প্রচণ্ড অনীহা। এমন ঘোড়ার সত্যিকার কোন মূল্য নেই। জেমস আরমিনের ক্ষেত্রেও তাই বলা যায়।

শরীর খাটাতে আপত্তি আছে জিমির। ব্যাংক একাউন্টে যত টাকাই থাকুক, গায়ে বাতাস লাগিয়ে ঘুরে বেড়ানো কোন লোকই অন্যদের কাছে কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না। জিমির কোন ব্যাংক একাউন্ট নেই; এ কারণে চলার মধ্যে কাটিয়ে দেয় সে। বন্ধু জোটাতে সময় লাগে না ওর, আগ্রহ নিয়ে নতুন ভাবে শুরু করে প্রতিবার–কিন্তু শেষ করা আর হয়ে ওঠে না। বছরের পর বছর জিমিকে ব্যর্থ হতে দেখেছে জেসন, কিন্তু তারপরও ভাইয়ের প্রতি ভালবাসায় ঘাটতি নেই ওর।

প্রায় হঠাৎ করে গন্তব্যে পৌঁছল জেসন। মূল ট্রেইলের পাশে খোলা জায়গায় একটা লগ কেবিন। পেছনে সিডার, স্প্রুস আর পাইনের ছড়াছড়ি। কেবিনের সামনে জিমিকে দেখতে পেল ও, স্লিংয়ে ডান হাত বাঁধা।

সংবর্ধনার পালা শেষ হতে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে ভাইয়ের মুখের দিকে তাকাল জেসন। দুই বছরে একটুও বদলায়নি জিমি–সময় কোন ছাপই ফেলতে পারেনি ওর মধ্যে, আসলে সময়কে বোধহয় সে-সুযোগই দেয়নি সে। বড় ভাইয়ের মতই দৃঢ় চোয়াল, চওড়া শক্তিশালী কাঁধ। চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

'ধনী হয়ে গেছ তুমি, কিন্তু জানাওনি আমাকে!' নীরবে কিছুক্ষণ জেসনকে নিরীখ করার পর অসন্তোষের সঙ্গে মন্তব্য করল জিমি। 'মেয়ারটা পেলে কোথায়?'

'পোকার খেলে জিতেছি।'

'জীবনে একটা বড়সড় দানও জিততে পারোনি তুমি!'

'এই খেলাটা একটু অন্যরকম–ঠিক ফেয়ার ছিল না।'

'ফেয়ার ছিল না!' সবিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল জিমি। 'ইদানীং তাহলে জোচ্চুরিও শিখেছ?'

'আমার প্রতিদ্বন্দ্বীই তাস শাফল করেছিল···সবকিছু ব্যাখ্যা করতে সময় লাগবে, জিমি। আগে বরং তোমার গল্প শুনি। ঘোড়াটাকে কোথায় রাখব?'

পেছনের শেডে মেয়ারটাকে রেখে কেবিনে ঢুকল দুই ভাই। মাত্র একটা কামরা, বিভিন্ন কোণে ঘুমানোর বা রান্না করার জন্যে জায়গা নির্দিষ্ট করা। এক কোণে গানর‍্যাকে কয়েকটা অস্ত্র। স্যাডল, পশু ধরার ফাঁদ, পুরানো জীর্ণ কাপড় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে দেয়ালে, এবং প্রেসিডেন্ট লিংকনের এক জোড়া ছবি।

ঘরে তৈরি র-হাইডের চেয়ারে মুখোমুখি বসল ওরা।

'আসলে বলতে চাইছ, তুমি যাতে ঘোড়াটা জিততে পারো সেভাবে কার্ড সাজিয়েছে কেউ?' উত্তেজিত শোনাল জিমির কণ্ঠ, প্রসঙ্গটা ভুলতে নারাজ।

'বাদ দাও। তোমার ব্যাপারে জানতে চাইছি আমি।'

'আমার আঘাতটা, এই তো?'

'সবকিছু।'

'তাহলে আগে একটা সিগারেট রোল করে দাও আর কান দুটো সজাগ রাখো। মনে রাখার মত অনেক কিছুই শুনতে পাবে।'

সিগারেট ধরিয়ে দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসল জিমি।

'এই কেবিনটা কার? ওকে দিয়েই শুরু করো,' প্রস্তাব করল জেসন।

'ওয়ালি হ্যামন্ডের। ও-ই আমাকে লস ক্যাভালস থেকে নিয়ে এসেছে। বুড়োর মনে অনেক দয়া, নয়তো শহরের নর্দমায় আমাকে গড়াগড়ি করতে হত কয়েকদিন।'

Boighar.com

'তোমার পুরানো কোন বন্ধু?'

'না, স্রেফ ওই ঘটনার আগে পরিচয় হয়েছিল। ওয়ালির মত লোককে আগে থেকে চেনার দরকার হয় না, এ ধরনের লোকের সাহায্য আচমকাই আসে।'

'ওর সাথে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছে জাগছে আমার।'

'নিশ্চই। ধারে-কাছেই আছে ও, শিকার ধরতে বনে গেছে।'

'এখানে কি করছে সে?'

'তেমন কিছু নয়। সাধারণত বাউন্টি মানির ওপর নির্ভর করে ও। বন থেকে প্রচুর স্কুইরেল আর খরগোশ ধরে, মাঝে মাঝে কয়েকদিন ধরেও ফাঁদে কোন পশু আটকা পড়ে না।'

'তাহলে কিভাবে চলছে ওর?'

'ওর চাহিদা খুব কম। খাওয়ার জন্যে প্রতি বেলায় মাংস থাকতে হবে এমন তো কোন কথা নেই। এভাবেই চলছে ওর।'

'তোমাকে যে কাজটা দিয়েছিলাম তার কি হলো?' প্রসঙ্গ বদলাল জেসন।

'এখানে যখন এসেছিলাম, জেস, তোমার দেয়া টাকা ততদিনে খরচ করে ফেলেছি। তারপরও পনেরোশো ডলার জোগাড় করেছিলাম, কিন্তু পোকার খেলতে গিয়ে যত সর্বনাশ হলো।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল জিমি, চোখ ছোট করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে বড় ভাইকে। 'শুনতে বিরাট অঙ্ক মনে হচ্ছে, তাই না?'

'কম টাকা নয়, জিমি!'

'কিন্তু চুরি তো করিনি!'

'ঠিক আছে, শোনা যাক কোত্থেকে ওই টাকা পেয়েছ। কেউ নিশ্চই পোকারে ভাগ্য যাচাই করতে দেয়নি তোমাকে?'

'অসন্তুষ্ট মনে হচ্ছে তোমাকে! কিন্তু চুরি করিনি আমি, স্রেফ খুঁজে পেয়েছি।'

'খুঁজে পেয়েছ!'

'হ্যাঁ। লাল চামড়ার একটা ওয়ালেট পেয়েছি।'

'এবং ভেতরে পনেরোশো ডলার ছিল?'

'ঠিক।'

'ওয়ালেটের মালিককে খুঁজে পাওনি?'

ভুরু কোঁচকাল জিমি। 'দেখো, মাইক, আজীবন সততা দেখিয়ে এসেছ তুমি। নিকুচি করি তোমার সততার! খোলা জায়গায় যখন একটা ওয়ালেট পাবে তুমি···'

'ঠিকই আসল মালিককে খুঁজে বের করতাম।'

বইঘর.কম

'ওটার মালিক কে জানি আমি।'

দৃঢ় হয়ে গেল জেসনের চোয়াল। 'কিন্তু ওয়ালেটটা ফেরত দাওনি তাকে!'

'না, দেইনি। সেজন্যে কয়েকটা কারণ দেখাতে পারব। ওয়ালেটটা পাওয়ার সময়ই নিশ্চিত ছিলাম ওটা গ্লিসনের।'

'গ্লিসন···যে লোক তোমাকে গুলি করেছিল?'

'উঁহুঁ, নিজে সরাসরি কিছু করে না গ্লিসন। তবে যার সঙ্গে ডুয়েল লড়েছিলাম, আমি নিশ্চিত জানি গ্লিসনের চেলা সে। তাহলে কেন সেটা ওকে ফেরত দেব?'

'কেন নয়? নিজের জিনিস ফেরত পাওয়ার অধিকার আছে তার

'দেখো, জেস!' রাগে চড়া হয়ে গেল জিমির কণ্ঠ। 'তুমি কি জানো গ্লিসন কে?'

'নামটা আগে কখনও শুনিনি।'

'সত্যিই শোনোনি?' বিস্মিত দেখাচ্ছে জিমিকে, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। 'এখানে দুটো দিন থাকলে ওর সম্পর্কে অনেক কিছু শুনতে পাবে। হ্যামন্ডের সাথে পরিচয় হোক, গ্লিসন সম্পর্কে সারা দিন ধরে বলে যেতে পারবে ও।'

'লোকটা কি অসৎ?'

'অসৎ কিনা? নিশ্চই! হাহ্, গ্লিসন অসৎ কিনা!' স্বগতোক্তি করল জিমি।

'ঠিক আছে, গ্লিসন অসৎ লোক। তারপর কি হলো?'

'ওয়ালেটে টাকার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস ছিল।'

'রত্ন?' অজান্তে ট্রাউজারের পকেটে হাত বুলাল জেসন; স্টিক পিনটা ওখানেই আছে।

'রত্ন? না, জেস, এরচেয়েও মূল্যবান জিনিস।'

'কি তাহলে? হীরার চেয়ে দামী আবার কি হতে পারে?'

'নিশ্চই, হীরার চেয়েও দামী!'

'এটার চেয়েও দামী?' স্টিক পিনটা বের করে জানতে চাইল জেসন।

বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেল জিমির চোখ। 'জেসাস! তাহলে তুমিও আছ এসবের মধ্যে?'

'কিসের মধ্যে?'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'ভাবছ বোকা বানাতে পারবে আমাকে, জেস?' তিক্ত শোনাল ওর কণ্ঠ। 'তোমার মেয়ারটা দেখেছি। ওই ঘোড়াই বলে দেয় এর সাথে জড়িয়েছ!'

'কি বলতে চাইছ?'

দু'পা এগিয়ে এল জিমি। মুখটা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে, চাহনিতে অস্বস্তি।

Boighar.com

কিন্তু জেসনের সাথে চোখাচোখি হতে রাগ দেখা গেল। 'আমি হয়তো বোকা অপদার্থ এক তরুণ, কিন্তু জীবনেও এমন জঘন্য কাজ করিনি!'

'কি নিয়ে কথা বলছ, বাছা?'

আরেকটু এগিয়ে এল জিমি, ফিসফিস করে যা বলল তা শুনতে শ্রবণ শক্তিকে তীক্ষ্ণ করতে হলো জেসনকে: 'লাল ওয়ালেটে এমন এক জিনিস আমি খুঁজে পেয়েছি যার মূল্য টাকা বা হীরার চেয়েও বেশি।'

'বলেছ। কিন্তু এর মানে কি?'

'পরিষ্কার হয়নি?' বিরক্ত, অধৈর্য দেখাচ্ছে জিমিকে 'নাকি ইচ্ছে করেই বুঝতে চাইছ না?' আঙুল তুলে হীরার স্টিক পিনটা দেখাল সে

বিভ্রান্ত বোধ করছে জেসন। ফের স্টিক পিনটা দেখল, 'কিন্তু কিছুই বোধগম্য হলো না। 'এটা দেখিয়ে কি বলতে চাইছ, জিমি? সত্যিই বুঝতে পারছি না।'

'নিশ্চই, জেস, বুঝতে পারছ না তুমি' কেন পারবে? সবকিছু তোমার জানা থাকবে বা বুঝতে পারবে এমন তো কথা নেই। কিন্তু···বাদ দাও। আমি যদি বিস্মিত না হই তো গোল্লায় যাব!' বলার সময় সত্যিই বিস্মিত দেখাল জিমিকে, আনমনে মাথা নাড়ল, স্থির দৃষ্টিতে দেখছে বড় ভাইকে।

পুরো ব্যাপারটার মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না জেসন। স্টিক পিনের সাথে রহস্যময় কোন ব্যাপার জড়িয়ে আছে, এটুকু পরিষ্কার–শুধু জিমির কাছেই নয়, বরং লস ক্যাভালসের পন-ব্রোকারের কাছেও তাই ছিল। হয়তো অন্য সব লোকের ক্ষেত্রেও তাই হবে।

'এই পিন দিয়ে কি হবে, জিমি? খুলে বলো তো!'

কথা বলার জন্যে মুখ খুলেছিল জিমি, রাগে কুৎসিত দেখাচ্ছে মুখটা। 'কারও মনের ভাবনা পড়তে পারি না আমি,' নিজেকে সামলে নিয়ে শেষে শুকনো, তিক্ত স্বরে বলল, 'এতক্ষণে এটুকু পরিষ্কার হয়ে গেছে যে তোমাকে যা বলতে চেয়েছিলাম, তা বলে আসলে কোন কাজ হবে না।'

'জিম, বোকার মত কথা বলছ। একটা রসিদের বিনিময়ে এই পিনটা পেয়েছি আমি

'নিশ্চই পন-শপ থেকে?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

'লস ক্যাভালসে।'

কর্কশ হাসিতে ফেটে পড়ল জিমি, 'কিছুটা করুণা আর অসন্তোষ মাখা আমুদে হাসিটা আবার দেখা গেল ওর মুখে, লেপ্টে রইল ঠোঁটের কোণে। 'তোমার ধারণা এটাও বিশ্বাস করব আমি?'

'সত্যি কথাই বলেছি। সবচেয়ে বড় কথা কখনও তোমার সাথে মিথ্যা

বইঘর.কম

বলিনি আমি।'

সন্দেহ ফুটে উঠল জিমির চোখে। দৃঢ় হয়ে গেছে চোয়ালের পেশী, অসচেতন ভাবে একটা কাঁধ উঁচাল। 'বহু দিন তোমার কাছাকাছি থাকছি না, জেস,' শেষে প্রায় ঘোষণার সুরে বলল ও। 'আমি দুঃখিত, তোমার সম্পর্কে পুরানো ধারণা আর রাখতে পারছি না।'

মন্তব্যটা চড়ের মত আঘাত করল জেসনকে, অসন্তোষ আর জেদের ঝড় উঠল মনে। টেবিলে পড়ে থাকা হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে নিজেকে সামলে নিল ও। 'এই পিনের সাথে এমন একটা ব্যাপার জড়াচ্ছ তুমি যা জানা নেই আমার। ভাবছ মিথ্যে বলেছি আমি এবং অনেক সত্য গোপন করেছি। কিন্তু আসলে সবকিছুই খোলসা করেছি।'

'পন-টিকেটটা কার, কোত্থেকে পেয়েছ?'

'মেয়ারটা যার কাছ থেকে পেয়েছি।'

'তাই?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে বিদ্ধ করল জিমি, সন্দেহ খেলা করছে নীল চোখের তারায় তারায়। 'বিশ্বাস করতে পারলে খুশি হতাম একই লোকের কাছ থেকে এটা পেয়েছ তুমি। জানতাম না তোমার সার্ভিসের দাম এত চড়া হয়ে গেছে। জঘন্য, জেস! সরাসরি সবকিছু স্বীকার করবে কখন? ড্যানিয়েল ফিঞ্চের মেয়ার রাইড করছ তুমি, অথচ বলছ ঘোড়াটা তোমাকে জিতিয়ে দিয়েছে সে! এমনকি হীরার একটা স্টিক পিনও দিয়েছে! তুমি কি জানো, বেঈমানির শাস্তি দেয়ার জন্যে হন্যে হয়ে ফিঞ্চকে খুঁজে বেড়াচ্ছে গ্লিসন?'

'যা সত্যি তাই বলেছি। ...ফিঞ্চ কে?'

'সরাসরি কিছু কথা বলছি তোমাকে, হয়তো কিছুটা হলেও নরম হবে তোমার মন এবং বুঝতে পারবে আমাকে বললে ক্ষতি নেই। ওয়ালেটটা খুঁজে পাওয়ার ঘটনা তোমাকে বলেছি আমি।'

'হ্যাঁ।'

'ওয়ালেটে এমন একটা জিনিস আছে যার মূল্য টাকার চেয়েও বেশি, বলিনি?'

'বলেছ।'

'ধারণা করতে পারছ সেটা কি হতে পারে?'

'না।'

'তোমাকে যেসব ইঙ্গিত দিয়েছি, তারপরও আঁচ করতে পারছ না?'

'বিন্দুমাত্রও না!'

'তাহলে,' চাঁছাছোলা স্বরে বলল জিমি। 'আমিই বলছি: এই পিনের সত্যিকার মূল্য জানার জন্যে ওয়ালেটের ভেতর যথেষ্ট তথ্য পেয়েছি আমি!' আড়ষ্ট হয়ে গেল সে, হয়তো ভেবেছে ভাইয়ের প্রতিক্রিয়া দেখে অস্বস্তিতে পড়ে যাবে। কিন্তু স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল জেসন, মুখ নির্বিকার।

Boighar.com

'তুমি যদি পিনের গুরুত্ব সম্পর্কে জানোই, বলো আমাকে,' শান্ত স্বরে বলল জেসন। 'কারণ আমার মাথায় একটা ধারণা এসেছে–সম্ভবত একটা বিপদে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছি।'

'সম্ভবত?' হেসে উঠল জিমি, নীল চোখে উপহাস ঠিকরে পড়ছে। 'হতে পারে। হয়তো তোমাকে বিস্মিত করবে খবরটা। সব শোনার পর নিশ্চই হাতে পিস্তল নিয়ে কথা বলবে না আমার সাথে?'

চাপা বিস্ময় আর বিরক্তি নিয়ে ভাইকে দেখল জেসন, রাগ সামলে নিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল: 'আমার ওপর ভালই খেপে আছ, জিম। ভাবছ নোংরা কোন কাজে জড়িয়েছি, কিন্তু আসলে তেমন কিছু ঘটেনি। তুমি ঠিক কি জানো, তাই জানতে চেয়েছি।'

'নিশ্চই জানার কৌতূহল হবে তোমার, এবং খোদার কসম, তা বলতে যাচ্ছি না আমি! এই তো ব্যাপারটা, নাকি?'

মূল প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে জিমির নিরন্তর চেষ্টায় ক্লান্ত হয়ে পড়ল জেসন, হাল ছেড়ে দিল একসময়। 'লাল একটা ওয়ালেট পেয়েছ তুমি, আর আমি পেয়েছি হীরার স্টিক পিন। আমার কাজকর্ম ঠিক পছন্দ হচ্ছে না তোমার, এবং তোমারটাও আমার পছন্দ হচ্ছে না। কিন্তু···' থেমে জিমিকে দেখল ও, নির্বিকার দেখাচ্ছে তাকে। 'তোমার ব্যাপারে সবসময়ই কেয়ার করেছি আমি!'

'পুরোক্ষ ভাবে কি ধার দেওয়া টাকার কথা তুলছ?'

'না!'

'আসলে তাই করছ তুমি। যাক্‌গে, একটা জিনিস দেখাব তোমাকে।' টেবিলে গিয়ে বসে কাগজ-কলম তুলে নিল জিমি। ভুরু কুঁচকে উঠেছে, কি যেন মনে করার চেষ্টা করেও পারছে না। 'আমার ক্ষতটা সেরে উঠতে আরও সপ্তাহ খানেক লাগবে, সবকিছু গুছিয়ে নিতে···হয়তো মাস খানেক লেগে যাবে, তারপর দু'জনে মিলে বেরোব আমরা। ···দেখো, জেস!' অনভ্যস্ত বাম হাতে লিখতে শুরু করল সে, মিনিট খানেক পর কাগজটা মেলে ধরল জেসনের সামনে।

কোন রকমে অর্থোদ্ধার করল জেসন:

"আজ থেকে দুই মাসের মধ্যে কে পাঁচ হাজার ডলার পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমি জেমস আরমিন···'

এটুকুই লিখেছে জিমি।

'কি নাম লিখব এখানে, মাইক? তোমার নতুন ব্যবসায় কি এখনও পুরানো নামটাই ব্যবহার করছ?'

কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে মুঠোয় দলা পাকিয়ে জানালার দিকে ছুঁড়ে দিল জেসন। 'পাগলামি করছ, জিমি! আমাকে অপমান করার চেষ্টা করছ? ওই টাকার ব্যাপারে আদৌ কোন দুশ্চিন্তা নেই আমার। ভাল কথা, কিভাবে অত

বইঘর.কম

টাকা রোজগার করবে তুমি–বন্দুকের সাহায্য ছাড়া?'

উজ্জ্বল দেখাল জিমির চোখ জোড়া। 'বলব,' আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে ওকে। 'হয়তো ওই টাকা রোজগার করতে পিস্তলে চালু এমন কাউকে দরকার হবে। কিন্তু নিশ্চিত থাকতে পারো, টাকাটা যদি আমার পকেটে আসে, সৎই থাকব। তারপর তোমার দেনা শোধ করে দেব। তোমার পাঁচ হাজার নষ্ট করেছি, কিন্তু বিনিময়ে কয়েক গুণ ফেরত পাবে। সারা জীবন একটা বাথানের স্বপ্ন দেখেছ তুমি। বাথান কিনে দেব তোমাকে, উন্নত জাতের গরুতে ভরে দেব ওটা। তোমার সবকিছু ঠিক করে দেব আমি, তোমাকে ধনী করে দেব, কারণ সেই সামর্থ্য হতে যাচ্ছে আমার!'

ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে ভাইকে দেখতে থাকল জেসন। এদিকে ওর সন্দিহান চাহনি দেখে লাল হয়ে গেল জিমির মুখ।

'ভাবছ গুল মারছি, কিন্তু আসলে তা নয়। মহা মূল্যবান এক রত্ন-ভাণ্ডারের খবর জানি আমি, জানি জিনিসগুলো কোথায় আছে। নিজের চোখে দেখেছিও!'

স্থির দৃষ্টিতে ভাইকে দেখছে জেসন। বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করছে না, কিন্তু স্রেফ তর্কের খাতিরে প্রশ্নটা করল: 'তাহলে নিয়ে এলে না কেন?'

'একজনের পিছু নিয়ে গিয়েছিলাম ওখানে, গিয়ে দেখি আরও লোক আছে। সুবিধা করতে পারব না দেখে চলে এসেছি। পরে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু লস ক্যাভালসে ফিরে এসেই ঝামেলায় পড়ে গেলাম...'

'এতক্ষণ বলে এসেছ এটা একটা সৎ ব্যবসা!'

'চোরের ওপর বাটপারি করা কি অসৎ?'

'চোর?'

'লুটেরা বলতে পারো। জেস, এরচেয়ে বেশি জানতে চেয়ো না। সত্যি কথা বলতে কি, এই মুহূর্তে তোমার যা অবস্থা তাতে সবকিছু না জানাই ভাল।'

'এখনও তাহলে তোমার ধারণা অসৎ কোন কাজ করছি আমি?'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল জিমি, মাথা ঝাঁকাল শেষে। 'ঠিক আছে, বিশ্বাস করলাম তোমাকে। সবকিছু খোলসা করা যেতে পারে।'

জিমি মুখ খোলার আগেই বাইরের শেডে খুরের দাপানি আর ঘোড়ার আতঙ্কিত হ্রেষাধ্বনি শোনা গেল। সহসা জেসনের মনে হলো মেয়ারটা হয়তো কিছু দেখে ভয় পেয়েছে। দ্রুত দরজার দিকে এগোল ও, ব্যাপারটা পরখ করা দরকার।

স্টলে এসে মলি ম্যালোনকে সত্যিই আতঙ্কিত অবস্থায় আবিষ্কার করল ও। দেয়ালের দিকে সরে গেছে ঘোড়াটা, লাগাম টান টান হয়ে আছে। দড়ি ছেঁড়ার চেষ্টা করছে যদিও আতঙ্কে কাঁপছে সারা শরীর। ঘোড়াটার শঙ্কিত

Boighar.com

দৃষ্টি অনুসরণ করে স্টলের দিকে তাকাল জেসন. খড়ের মধ্যে একটা গার্টার সাপ চোখে পড়ল। ফর্কের সাহায্যে সাপটাকে তুলে বার্নের বাইরে ফেলে দিল ও। এসব সাপ বাড়ির আশপাশে থাকলে কাজে দেয় বেশ. ইঁদুর মেরে ফেলে সাপগুলো। ভাল করে দেখার জন্যে স্টলে ঢুকতে ওর গা ঘেঁষে দাঁড়াল ঘোড়াটা. মনে হচ্ছে ওর সঙ্গ পেয়ে খুশি হয়েছে মলি।

স্টল থেকে খড় সরাল ও. বাক্সটা পরখ করে দেখল তলা বা দেয়ালে এমন কোন ফুটো নেই যেটা দিয়ে সাপ ঢুকে পড়বে। ব্যাপারটা আবিষ্কার করে বিমূঢ় হয়ে পড়ল জেসন। ছাতের দিকে চলে গেল ওর দৃষ্টি. ভাবছে সাপটা হয়তো ওপর থেকে পড়েছে। ছাতে জমিয়ে রাখা খড়ই কেবল চোখে পড়ল ওর।

সাপটা এল কিভাবে? সম্ভবত মলি খড় নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার আগে থেকে স্টলে ছিল। কিন্তু সাপটার পক্ষে এতক্ষণ স্টলে পড়ে থাকাও অস্বাভাবিক। দুশ্চিন্তায় কুঁচকে গেল ওর ভুরু. হিসাব মেলাতে পারছে না। মিনিট খানেকের মত দাঁড়িয়ে থাকল জেসন. বিক্ষিপ্ত মনে কেবিনের দিকে এগোল এরপর।

জিমিকে আগের মতই টেবিলে দেখতে পেল ও. দেয়ালের সাথে ঠেকে গেছে একটা কাঁধ. চিবুকটা বুকের কাছে নেমে এসেছে যেন দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন। *ও কি সবকিছু খুলে বলার সিদ্ধান্ত বদলে ফেলেছে নাকি?* আনমনে ভাবল জেসন। 'জিমি?' মৃদু স্বরে ডাকল ও।

মাথা তুলল না জিমি।

'ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

উত্তর দিল না সে

দ্রুত এগোল জেসন। কাছে গিয়ে এক হাতে জিমির মাথা তুলে ধরল। চোখ দুটো অর্ধেক খোলা. প্রায় নিষ্প্রাণ দেখাচ্ছে। মুহূর্তের জন্যে একটা ঝিলিক দেখা গেল নীল চোখে. হেঁচকি তুলল জিমি 'তিনটা সাদা বার্চ আর···কালো পাথর···' আরও কিছু বলার চেষ্টা করল সে. কিন্তু আড়ষ্ট হয়ে গেল মুখ. খিঁচুনি দিয়ে শিথিল হয়ে গেল দেহ নিষ্প্রাণ শরীর গড়িয়ে পড়ল জেসনের বাহুতে।

চার

স্থির দাঁড়িয়ে থাকল জেসন. মাথা কাজ করছে না ঠিকমত। বিস্ময়ের ধাক্কায় গুলিয়ে গেছে সমস্ত বিবেচনাবোধ। দামী কিছু হারানোর মত অনুভূতি জাগছে

মনে; ক্লান্ত, নিরুদ্যম ঠেকছে নিজেকে। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল জিমির বুকের ছোট্ট রক্তাক্ত ফুটোর দিকে। দ্রুত কাপড় সরিয়ে ফেলল ও, ঠিক হৃৎপিণ্ড বরাবর একটা ছুরির আঘাত চোখে পড়ল।

স্খলিত পায়ে পিছিয়ে এল জেসন, ভারসাম্যহীন মনে হচ্ছে নিজেকে। পেটের ভেতর অস্বস্তি গুলিয়ে উঠছে। সহসা কেবিনের বাইরে পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে ঘুরে দরজার দিকে ফিরল। কেবিনের দিকে এগিয়ে আসছে দাড়িঅলা এক লোক, কাঁধে রাখা শটগান আলতো হাতে ধরা। মৃদু শিস বাজাচ্ছে লোকটা, ওকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল দরজার ওপর।

'হাউডি!' বিড়বিড় করল সে, জিমির ওপর চোখ পড়তে প্রায় ছুটে ঢুকল ভেতরে। শটগানটা বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে মেঝেয় পড়ে থাকা জিমির নিষ্প্রাণ শরীরের পাশে বসে পড়ল। মাত্র এক পলক দেখল সে, বোধহয় তাই যথেষ্ট, ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে জেসনের দিকে ফিরল। দৃঢ় হয়ে গেছে চোয়াল, চোখে সন্দেহ।

'স্ট্রেঞ্জার, এর জন্যে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে তোমাকে!' চাপা স্বরে বলল সে। 'মাথার ওপরে যেমন ঈশ্বর নামে একজনের অস্তিত্ব আছে, ততটা নিশ্চিত থাকতে পারো। এই বাচ্চা ছেলেটা তোমার এমন কি ক্ষতি করেছিল? এমন সময়ে ওকে খুন করেছ যখন ওর ডান হাত প্রায় অকেজো ছিল, কোন সুযোগই দাওনি ওকে...'

'বোকামি কোরো না, আমি ওর ভাই,' শান্ত স্বরে বলল জেসন। 'মিনিট খানেক আগে ঘোড়ার শেডে গিয়েছিলাম, এই ফাঁকে এখানে এসেছিল কেউ। ওই লোকটাকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের। আশপাশে খুঁজে দেখো কোন চিহ্ন পাও কিনা, কেবিনের ভেতরে না পেলে বাইরে খুঁজব আমরা।'

'ওর ভাই তুমি?' সন্দিহান চোখে ওকে মাপছে লোকটা।

'তুমি ওয়ালি হ্যামন্ড?'

'হ্যাঁ।'

'হ্যামন্ড, দুই মিনিটের মধ্যে ঘটেছে কাণ্ডটা, যখন শেডে ঘোড়ার চিৎকার শুনে দেখতে গিয়েছিলাম আমি। যে-ই এই কাজ করেছে, বেশি দূর যেতে পারেনি। ট্র্যাক খুঁজতে শুরু করো!'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল হ্যামন্ড, তারপর কিঞ্চিৎ মাথা ঝাঁকিয়ে মেঝে জরিপ করায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল

মেঝেটা দেখল জেসন। পাথরের তৈরি বলে চিহ্ন পাওয়ার সম্ভাবনা কম। হ্যামন্ড সহ বেরিয়ে এল ও, কেবিনের চারপাশে চক্রাকারে তল্লাশি চালাল। নীরবে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি কেউ।

ধীরে ধীরে বুনো ক্রোধ আর হতাশা স্থান করে নিচ্ছে জেসনের ভেতরটা। ঘোড়ার শেডে কতক্ষণ ছিল ও, খুব বেশি হলে দশ মিনিট? একটা

Boighar.com

খুন করার জন্যে যথেষ্ট সময়, কিন্তু নিঃশব্দে, কোন চিহ্ন না রেখে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে যথেষ্ট কি?

পুরো ব্যাপারটাই পরিকল্পিত, সাজানো মনে হচ্ছে জেসনের। অজান্তে খুনীকে সাহায্য করেছে ও, মলির আতঙ্কিত চিৎকার শুনে পরখ করতে গেছে–সুবর্ণ সুযোগ দিয়েছে খুনীকে! স্টলে সাপের উপস্থিতি নিয়ে হিসেব-নিকেশ করেছে, কিন্তু কে ভাববে ঠিক সেই মুহূর্তে অন্যমনস্ক জিমিকে খুন করছে কেউ?

ধূর্ততার সঙ্গে ওকে সরিয়ে দিয়েছে লোকটা, আগে থেকেই নজর রাখছিল ওদের ওপর। হ্যামন্ড লোকটা কি সত্যিই বন থেকে এসেছে?

ব্যর্থ হয়ে কেবিনে ফিরে এল ওরা, কোন ট্র্যাক বা আলামত কিছুই খুঁজে পায়নি। আবিষ্কার করল জিমির ফ্যাকাসে, হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে আছে দু'জনেই।

'ওর কোন বন্ধু করেছে কাজটা,' হঠাৎ মন্তব্য করল হ্যামন্ড।

'বন্ধু?' তিক্ত স্বরে জানতে চাইল জেসন।

'সামনে থেকে খুন করা হয়েছে ওকে। তুমিই বলেছ টেবিলে বসে লিখছিল ও। ওর অজ্ঞাতে কে সামনে উপস্থিত হতে পারত, কোন বন্ধু বা পরিচিত লোক ছাড়া?'

'বসে বসে ভাবছিল ও, হয়তো চোখ বন্ধ করে রেখেছিল।'

'কোন শত্রুই এই ঝুঁকি নেবে না, বরং দরজা থেকে সুযোগ নিত। জিমির পরিচিত কেউ সরাসরি দরজা দিয়ে ঢুকেছে, ওর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছুরি চালিয়েছে দিনের আলোর মতই পরিষ্কার, তাই না?'

'কে হতে পারে? এখানে আসতে পারে ওর এমন বন্ধু কে আছে?'

'আমি কিভাবে বলব? সবাই ওকে পছন্দ করত। নিজের কথা বলি যদি, এমন চমৎকার ছেলের সাথে কখনও পরিচয় হয়নি আমার। একেবারেই অকপট, ফুর্তিবাজ ছেলে! কিন্তু কোন ব্যাপারেই উত্তেজিত হত না। সবার সাথে কি চমৎকার ভঙ্গিতে কথা বলত! ওর শত্রু কে হতে পারে? জানার কৌতূহল আমারও হচ্ছে, যদি না কারও কাছে দেনা থাকে ওর। এ ক'দিনে খেয়াল করেছি ধার করার ব্যাপারে বেশ সিদ্ধহস্ত ছিল তোমার ভাই।'

'এখানেই রাখো ওকে। শহরে গিয়ে শেরিফকে নিয়ে আসছি আমি। যদি দশ বছরও লাগে, হ্যামন্ড, তাই করব–ওই লোকটার পরিচয় বের করব আমি!' দাঁতে দাঁত চেপে কথাটা শেষ করল জেসন, দ্রুত কেবিন থেকে বেরিয়ে শেডে চলে এল। মেয়ারে স্যাডল চাপিয়ে লস ক্যাভালসের উদ্দেশে যাত্রা করল। ট্রেইলে উঠে এসে ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল, কেবিনের বাইরে রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে আছে ওয়ালি হ্যামন্ড, এমন ভাবে পাইপ টানছে যেন সারা পৃথিবীতে এরচেয়ে আনন্দময় কিছু নেই।

বইঘর.কম

হৃদয়ে ক্ষরণ অনুভব করছে জেসন, অজান্তে পরস্পরের ওপর চেপে বসল ওর দৃঢ় চোয়াল। মাঝে মধ্যেই মুখের কয়েকটা পেশী সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে; মনে হচ্ছে হাসছে ও। কিন্তু ওর মনের পুরোটাই জুড়ে আছে জিমির হাস্যোজ্জ্বল মুখ, গোয়ার্তুমি আর অবাধ্যতার সব ছবি। পুরানো অনেক স্মৃতি মনে পড়ল, জিমিকে নিয়ে একসময় স্বপ্ন দেখত ওর পরিবার–চমৎকার কথা বলার ভঙ্গি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বা বিচক্ষণতা দেখে ওর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আঁচ করেছিল অনেকেই, কিন্তু তারুণ্যে পড়ার পরপরই ধারণাটা ভেঙে যায়–কয়েক বছরের মধ্যে সবার জানা হয়ে যায় জেমস আরমিন শুধুই চটপটে এক বাউণ্ডুলেতে পরিণত হয়েছে।

জিমি মারা গেছে, কিন্তু সবকিছুর পরও জেসনের মনে হচ্ছে আদৌ হয়তো ঘটেনি এসব। মৃত্যু অদ্ভুত একটা অনুভূতি সৃষ্টি করেছে ওর মনে। বেঁচে থাকাই যেন মুহূর্তের ব্যাপার, অনিশ্চিত এবং অস্পষ্ট এক ভবিষ্যতের জন্যে অপেক্ষায় থাকা, যেখানে সমস্ত অতীত মৃত হয়ে থাকে। স্মৃতি আর সময় যদি জীবন্ত হয়, তাহলে জীবিত সবকিছুই আসলে মৃত। সে-হিসেবে বলা যায় জিমির কাজগুলো মনে থাকবে কারও না কারও–যারা ওকে কাছ থেকে দেখেছে, আর এভাবেই বেঁচে থাকবে সে।

অসুখী দর্শনে কিছুটা শান্ত হলো জেসনের মন, অস্থির হৃদয়ে সান্ত্বনা বোধ করল; কিন্তু সব চিন্তার গভীরে বড় স্বস্তি হচ্ছে ওর দৃঢ় প্রত্যয়–খুনী লোকটাকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত মুহূর্তের জন্যেও শান্তি পাবে না।

পাহাড়ের বাঁক পেরিয়ে নিচু হয়ে গেছে ট্রেইল। গাছের সংখ্যা বেড়ে গেছে এদিকে, ফাঁক-ফোকর দিয়ে এগোল জেসন। ছায়ার কারণে বাতাস এখানে ঠাণ্ডা আর আর্দ্র, যেন রাতের বাতাস; তপ্ত রোদ্দুরে তেতে ওঠেনি এখনও।

ব্যাপারটা মলিও টের পেয়েছে। অস্বস্তি বোধ করছে ঘোড়াটা, লাফের দৈর্ঘ্য কমে এসেছে। কান দুটো সজাগ, টান টান হয়ে গেছে শরীরের পেশী, স্পষ্ট অনুভব করতে পারল জেসন। হঠাৎ করেই লাফিয়ে উঠল মলি, পাগলা ঘোড়ার মত দাপাদাপি শুরু করল। ব্যাপারটা এত আচমকা ঘটেছে যে জেসন দক্ষ রাইডার না হলে হয়তো স্যাডল থেকেই খসে পড়ত। ধাক্কার চোটে ডান পাশে হেলে পড়ল ওর দেহ, পতন ঠেকাতে অজান্তে পমেল আঁকড়ে ধরল। ঠিক ওই সময়ে রাইফেলের শব্দ হলো দু'বার, লোহার ওপর স্লেজ হ্যামারের দুই পশলা আঘাতের মত তীক্ষ্ণ শব্দ। কানের পাশ দিয়ে শিস কেটে ছুটে গেল তপ্ত সীসা। ছোটার মধ্যেই থাকল মলি ম্যালোন, মুহূর্তে বনের ভেতরে প্রবেশ করল।

টানা গুলি বর্ষণ শুরু হলো এবার। গাছের গুঁড়ি, পাতা আর ডাল ভেদ করে যাওয়ার সময় বিচিত্র শব্দ তুলছে বুলেটগুলো। ইতোমধ্যে বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে নিয়ে হাতে লাগাম তুলে নিয়েছে জেসন। স্পার দাবাতে গতি

Boighar.com

বাড়ল মলির, উল্কা বেগে ছুটছে এখন। পেছনে ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল ও, ধারণা করল ছড়িয়ে পড়ছে অদৃশ্য আততায়ীরা।

লাগাম টেনে মলিকে থামাল ও, বুক ধুকপুক করছে। হৃৎপণ্ডের তীব্র গতি কমে আসার অপেক্ষায় থাকল কিছুক্ষণ। আলতো হাতে ঘোড়াটার শক্ত হয়ে যাওয়া ঘাড় স্পর্শ করল, বিড়বিড় করে মলির সন্ত্রস্ত অবস্থা প্রশমন করার চেষ্টা করল। ভাগ্য আর অসাধারণ ঘোড়াটার জন্যেই বেঁচে গেছে, বুঝতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জেসন হয়তো পাতার ফাঁক দিয়ে রাইফেলের নল চোখে পড়েছিল মলির, বোবা এই প্রাণীটিরও বুঝতে অসুবিধে হয়নি নিশানা করা একটা রাইফেলের নলের অর্থ কি! কিন্তু তারও আগে, বনের কাছাকাছি হওয়ার সময়ই বোধহয় নেকড়ের মত বিপদের গন্ধ পেয়েছে ওটা!

প্রসন্ন দৃষ্টিতে মলি ম্যালোনের দিকে তাকাল জেসন, সমীহ আর কৃতজ্ঞতা অনুভব করছে। অ্যাম্বুশারদের ট্র্যাক খোঁজার আশায় ফিরতি পথে এগোল ও। একেবারেই পরিষ্কার ট্র্যাক। ট্রেইলের কাছাকাছি কিছুক্ষণ অপেক্ষায় ছিল লোক দুটো, চারটা সিগারেটের গোড়া আবিষ্কার করে ধারণা করল জেসন।

চিহ্ন ধরে ঘণ্টাখানেক এগোল ও, নিশ্চিত হয়ে গেল লস ক্যাভালসের উল্টো দিকে চলে গেছে লোকগুলো। কিন্তু তাতে কিছুই প্রমাণিত হয় না। পরে যে কোন দিকে বাঁক নিয়ে লস ক্যাভালসের দিকে ফিরে আসতে পারে। হয়তো বিকেলেই শহরের রাস্তায় ওকে পাশ কাটিয়ে যাবে তারা, পরের দেখায় ওর মরণ নিশ্চিত করার শপথ করবে!

লস ক্যাভালসের ট্রেইলে ফিরে এসে ধীর গতিতে ঘোড়া ছোটাল জেসন। সতর্ক ও, তবে ধারণা করছে দ্বিতীয়বার চান্স নেবে না লোক দুটো। ঘটনার আকস্মিকতা এখনও বিচলিত করে রেখেছে ওকে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে পুরো ব্যাপারটাই পরিকল্পিত–আরেকটু হলে একই দিনে খুন হয়ে যাচ্ছিল ওরা দুই ভাই! কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি? কার শত্রুতে পরিণত হয়েছে ওরা, কিংবা ওদের মৃত্যুতে কার সুবিধা হয়?

পুরো ব্যাপারটাই রহস্যময় এবং স্টিক পিনের সাথে এর কোন সম্পর্ক আছে, নিশ্চিত হয়ে গেছে জেসন। পিনের আসল মালিকের কথা মনে পড়ল ওর, কি যেন বলেছে জিমি লোকটার নাম? ড্যানিয়েল ফিঞ্চ! সে নিজেও কি জানে এই পিনের গুরুত্ব কতটা? জিমির কথামত, সত্যিই কি কোন রত্ন-ভাণ্ডার আছে, নাকি স্রেফ গাঁজাখুরি গল্প? পাঁচ মিনিটের জন্যে জুয়াড়ী লোকটার মুখোমুখি হতে পারলে সময়টা সত্যিই উপভোগ করত ও!

লস ক্যাভালসে এসে প্রথমে শেরিফের অফিসে ঢুকল জেসন। আঠারো-উনিশ বছরের এক ডেপুটি ছিল দায়িত্বে, এড লিন্টন। দীর্ঘ, সুঠামদেহী সে। চওড়া কাঁধের ওপর চৌকো আকৃতির মুখ, নিখুঁত ভাবে ক্ষৌরি করা যেন

বইঘর.কম

পালিশ করা চামড়া চকচক করছে। ছোট ছোট ফ্যাকাসে চোখ জোড়ায় নির্বিকার চাহনি, কিন্তু দৃঢ় চোয়াল আর চোখ তুলে তাকানোর ভঙ্গিতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে নিজের ওজন জানা আছে তার, কিংবা শার্টের পকেটের ওপর সাঁটা তারার ওজন বা গুরুত্বও জানে।

সকালের তিক্ত ঘটনার বিবরণ দিল জেসন, খেয়াল করল শোনার সময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে জরিপ করছে সে।

'ঠিক আছে, ব্যাপারটা খতিয়ে দেখব আমরা,' শেষে নির্লিপ্ত, দায়সারা স্বরে বলল ডেপুটি। 'আগে করোনারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তোমার ভাইয়ের শত্রু হতে পারে, এমন কাউকে চেনো নাকি?'

মাথা নাড়ল ও।

'লস ক্যাভালসের আশপাশে রহস্যময় ঘটনা নতুন কিছু নয়। আমার সঙ্গে করোনারের অফিসে যাবে নাকি?'

'হোটেলে গিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে আসব আগে। যদি তদন্তে বেরোও, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেয়ো।'

'ঠিক আছে, শহর থেকে বেরোনোর আগে ডেকে নেব তোমাকে।'

ল-অফিস থেকে হোটেলে এল জেসন। ডেস্কে এসে চাবি চাইল, চাবির সাথে ওকে একটা মুখবন্ধ খাম দিল কেরানি। খামের ওপর মাত্র তিনটা শব্দ লেখা: মিস্টার ড্যানিয়েল ফিঞ্চ।

মুহূর্তের জন্যে জেসনের মনে হলো খামটা যেহেতু ওর নয়, ফেরত দিয়ে কেরানির ভুল ভেঙে দেয়া উচিত। সহসা জিমির কিছু কথা মনে পড়তে সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলল। দ্বিতীয়বার নামটার ওপর চোখ বুলাল ও, মাথায় ভিন্ন একটা চিন্তা খেলছে···এখন বোঝা যাচ্ছে কেন ওকে অন্য একজনের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছে জন অরমন্ড, হোটেলের রেজিস্ট্রারে ওর আসল নাম থাকা সত্ত্বেও চিঠিটা দিচ্ছে কেরানি। তারমানে ওকে ড্যানিয়েল ফিঞ্চ মনে করছে! আসল ফিঞ্চ যেই হোক, অনায়াসে তাকে প্রলুব্ধ করতে পারে অরমন্ডের মত অসৎ লোক। হয়তো সে নিজেই অসৎ।

ড্যানিয়েল ফিঞ্চের ভূমিকা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল জেসন, রহস্যময় এই ভদ্রলোক সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে–হয়তো চিঠিতে কোন তথ্য পাওয়া যাবে। কেরানিকে আর কিছু না বলে নিজের কামরায় এল ও। বিছানায় বসে খামটা খুলল। প্রথমেই অপূর্ব সুন্দরী এক মেয়ের ছবি বেরোল। নিখুঁত চেহারার হাস্যোজ্জ্বল একটা মুখ, কিন্তু তার মধ্যেও এতটা সারল্য রয়েছে যে কিছুক্ষণের জন্যে অপলক দৃষ্টিতে ছবির দিকে তাকিয়ে থাকল জেসন, জোর করে যখন ছবি থেকে চোখ সরাল অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ছবিটা একপাশে সরিয়ে রেখে চিঠি বের করল ও। সংক্ষিপ্ত চিঠি।

Boighar.com

গ্লেন্ডেল থেকে এসেছে, নিচে পিটার লরেন্স নামে এক লোকের স্বাক্ষর। চিঠিটা পড়ল ও:

"প্রিয় ড্যান,

"এই মাত্র শুনলাম লস ক্যাভালসে এসেছ তুমি। যদি তাই হয়, আশা করছি আমাদের এখানেও আসবে। কেট এরই মধ্যে ভিন্ন চিন্তা করতে শুরু করেছে, তুমি যদি একবার ওর সাথে দেখা করো, হয়তো আগের মত তোমাকে নিয়ে ভাবতে শুরু করবে ও।

"তুমি হয়তো বেশ ব্যস্ত আছ, কিন্তু আমার ধারণা আবার কোথাও বেরিয়ে পড়ার আগে এদিকে একবার ঘুরে যাওয়া উচিত। এখানকার ছেলেগুলো কেটের সঙ্গ পাওয়ার জন্যে এমনিতেই মুখিয়ে থাকে। তোমার প্রতি ওর অনুভূতি গভীর হলেও, যদিও আমরা দু'জনেই জানি তা নয়, ওকে আরও সময় দেয়া উচিত তোমার। গ্লেন্ডেলের তাবৎ যুবক যে হারে ওর মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে তাতে নিশ্চিত করে বলা যায় না শেষপর্যন্ত কি ঘটবে।

"কেট যথেষ্ট ধীর-স্থির, অকপট এবং বিশ্বস্ত হলেও ওর বয়সটা বিশেষ বিবেচনার ব্যাপার। এই বয়সে যে কোন মেয়েই ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারে। মাইনারের ছেলে হিউ ডেরলিম্পল যেভাবে ওর প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছে তাতে তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েছি আমি। তোমার ব্যাপারে ওকে প্রায়ই আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ কোন তরুণীই পছন্দ করে না। তোমার আগমনের প্রত্যাশায় থাকলাম।

"এখনও নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষার ইচ্ছে আমার ষোলো আনাই আছে, শেষপর্যন্ত সফল হতে পারব কিনা কেবল খোদাই জানে। চিঠিটা তোমাকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্যে লেখা। কি করবে তুমি নিজেই ঠিক করে নিয়ো।

"তোমার সৌভাগ্য কামনা করছি, সবসময় যা করেছি।

–পিটার লরেন্স"

চিঠিটা আবার পড়ল জেসন, গভীর চিন্তায় আনমনে থুতনি ঘষছে। বোঝা যাচ্ছে পিটার লরেন্সের ওপর কিছুটা প্রভাব আছে ড্যানিয়েল ফিঞ্চের, এবং কেট সম্ভবত লরেন্সের মেয়ে। হৃদ্যতার সম্পর্ক না থাকলেও বোধহয় বাপের দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ফিঞ্চের সাথে মেয়েটির বিয়ে হওয়ার কথা।

অজান্তে ছবির দিকে চলে গেল ওর দৃষ্টি। শুধু একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হলো জেসন–জীবনে এরচেয়ে কোন সুন্দর মুখ দেখেনি, সম্ভবত ভবিষ্যতেও দেখবে না। মেয়েটি সত্যিই অতুলনীয়া।

ছবি আর চিঠি খামে ভরে যত্নের সাথে সীল করল ও। খোলার সময়েও

বইঘর.কম

সতর্ক ছিল, কাগজের ভেতরের দিকে কিছু আঠা লেগে থাকলেও প্রায় নিপুণ ভাবে খামের মুখ বন্ধ করতে সফল হলো। মালপত্র গুছিয়ে নিচে নেমে এল এরপর। বিল মিটিয়ে বেরোনোর সময় কেরানিকে জানাল রাতে হয়তো ফিরেও আসতে পারে। 'ভুল করে এটা দিয়েছ আমাকে,' লোকটার হাতে খাম ধরিয়ে দেয়ার সময় বলল ও। 'জিনিসটা ড্যানিয়েল ফিঞ্চের। আমার নাম জেসন আরমিন, জানো তুমি।'

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল কেরানি। 'মাঝে মধ্যে এরকম ভুল হয়ে যায়, প্রতিদিন এত চিঠিপত্র আসে! আমি সত্যিই দুঃখিত, মি. আরমিন।'

পাত্তা দিল না জেসন, জানে মিথ্যে বলছে সে।

বাইরে আসতে এড লিন্টনের সাথে দেখা হয়ে গেল ওর। ডেপুটির সঙ্গে আরও তিনজন আছে, জেসনের সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দিল লিন্টন। করোনার লোকটি মেক্সিকান, গম্ভীর অহঙ্কারী মানুষ। নীরবে ওর উদ্দেশে বো করল সে।

মিনিট পাঁচের মধ্যে ওয়ালি হ্যামন্ডের কেবিনের উদ্দেশে যাত্রা করল ওরা।

লস ক্যাভালসে ফেরার পথে যে জায়গায় আক্রান্ত হয়েছিল জেসন, সেখানে এসে ঘটনাটা ব্যাখ্যা করল। 'কি মনে হয় তোমার, মি. লিন্টন? আচমকা এরকম অ্যাম্বুশের কোন কারণ খুঁজে পাইনি আমি।'

'আমি কিভাবে জানব?' প্রায় অধৈর্য সুরে বলল ডেপুটি। 'আমি তো কারও মন পড়তে জানি না, কিংবা সারা দুনিয়ায় তোমার কত শত্রু আছে, তাও জানি না, জানি কি?'

'লস ক্যাভালসে এই প্রথম এলাম। আমাকে রহস্যময় লোক হিসেবে দেখছে সবাই। সকালে একটা পন-শপে গিয়ে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হলো—আমার মাথায় একটা সীসা ঢোকাতে পারলে বোধহয় খুশি হবে কেউ কেউ।'

'পর্দার পেছন থেকে?' তির্যক সুরে জানতে চাইল সে।

'এর আগে এরকম ঘটনা ঘটেছে নাকি?'

'যদি তেমন কিছু ঘটত, ঠিকই দোকানের মালিককে জেলে ঢোকাতাম,' উষ্মার সাথে জবাব দিল লিন্টন। 'কিন্তু এমন কোন ঘটনা কানে আসেনি আমার। পন-শপ সম্পর্কে অনেক অদ্ভুত এবং মজার গল্প চালু আছে, কেউ কেউ বলে তিন চাঁদ মার্কা ওই দোকানে একবার যারা ঢোকে, আর ফিরে আসে না। আসলে ওসবের কোন ভিত্তি নেই, স্রেফ গুজব! আবার ভিত্তি ছাড়া এখানে যদি কিছু নাই থাকবে, সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ জায়গা হওয়া উচিত লস ক্যাভালস! কিন্তু আদপে মোটেই তা নয়।'

নীরবে এগোল ওরা, কথা বাড়াতে ইচ্ছে করছে না জেসনের।

'লোকগুলোকে দেখেছ নাকি?' একটু পর জানতে চাইল লিন্টন।

Boighar.com

'না দেখলেও কিছু তথ্য দিতে পারব। একটা ঘোড়া বেশ লম্বা, অন্যটার সামনের দাঁতের পাটিতে একটা দাঁত ভাঙা ছিল। লোক দুটো মাঝারি গড়নের।'

'না দেখে এসব জানলে কিভাবে?'

'খুব কঠিন ব্যাপার? ঘোড়াগুলো যেসব ঘাস খেয়েছে দেখেছি, ঠিকমত ঘাস মুখে টেনে নিতে পারেনি একটা ঘোড়া। যেখানেই ঘাস টেনেছে, প্রতি জায়গায় কিছু ঘাস রয়ে গিয়েছিল। ভাঙা দাঁতের কারণেই এমন হয়েছে। অন্য ঘোড়াটার সামনে-পেছনের পায়ের দূরত্ব দেখে বোঝা সম্ভব ওটা বেশ লম্বা।'

'মরুভূমিতে কখনও ছিলে নাকি?' গম্ভীর স্বরে জানতে চাইল ল-ম্যান।

'কেন?'

'একমাত্র মরুভূমিতে থাকলেই কারও দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ হতে পারে, কারণ সেখানে বালি বা তাপতরঙের মধ্যে পথ খুঁজে নিতে হয়। ঘোড়াগুলোর ভাল বর্ণনা দিয়েছ, কিন্তু কিভাবে বুঝলে লোকগুলো মাঝারি গড়নের?'

'ওদের ট্র্যাক খুঁটিয়ে দেখলে তোমারও তাই মনে হবে। ওরা যেখানে পাশাপাশি হেঁটেছে, দুটো ছাপের দূরত্ব আমার নিজের সঙ্গে তুলনা করেছি। প্রায় একই রকম গভীর ভাবে পড়েছে আমাদের ছাপ, সেজন্যেই বলেছি ওরা আমার মতই মাঝারি গড়নের।'

সমীহের দৃষ্টিতে জেসনকে দেখছে ডেপুটি। 'কিছু কাজ একসঙ্গে করতে হবে আমাদের, তুমি পাশে থাকলে বোধহয় উপকারই হবে আমার। কিন্তু ঝামেলার ব্যাপার কি জানো, অপরাধীদের মধ্যেও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির লোক থাকে, আইনের অফিসারদের জন্যে কিছু বাকি রাখে না ওরা।'

ওয়ালি হ্যামন্ডের কাছ থেকে নির্লিপ্ত অভ্যর্থনা পেল ওরা, আগের মতই কেবিনের বাইরে দাঁড়িয়ে ধূমপান করছে সে।

দ্রুত এবং নিয়ম মাফিক নিজেদের কাজ সারল ডেপুটি আর করোনার। স্পষ্ট বোঝা গেল খুনের কেস নিয়ে এই প্রথম তদন্ত করছে না। হ্যামন্ডকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর জেসনকে জেরা করল ওরা, সবাইকে কেবিন থেকে বের করে দিয়ে ক্লু পাওয়ার চেষ্টা চালাল এরপর।

কেবিনের পেছনে লাগোয়া ক্রীকের কাছে সরে এল জেসন। গত দু'দিনের অদ্ভুত ঘটনাগুলো অস্থির করে তুলেছে ওকে, হিসেব মেলাতে পারছে না। দুর্বোধ্য, ব্যাখ্যাতীত লাগছে। হঠাৎ করেই কেট লরেন্সের মুখ ভেসে উঠল ওর মানসপটে। ছবিটা নিজের কাছে না রাখার জন্যে আফসোস হচ্ছে। আসল ড্যানিয়েল ফিঞ্চ ওটা না পেলে নিশ্চই অসন্তুষ্ট হত না! কারণ স্বয়ং মেয়েটিকে পেতে যাচ্ছে সে, আর এদিকে জেসনের কাছে ওই মেয়ে সাত রাজার ধনের মতই কাঙ্ক্ষিত।

বইঘর.কম

সিগারেট রোল করে গাছের বাকলের সাথে কাঠি ঘষে আগুন ধরানোর প্রয়াস পেল জেসন। আগুন ধরল না, বরং কাঠির সালফারযুক্ত মাথা নরম বাকলের মধ্যে দেবে গেল। সাদা বার্চ বলেই বোধহয়, ভাবল ও। আচমকা চোখে পড়ল প্রায় একই সাইজের কাছাকাছি আরও দুটো বার্চ এটার সঙ্গে একটা কোণ তৈরি করেছে।

সিগারেট ধরিয়ে ক্রীকের কিনারে এসে একটা বড়সড় পাথরের ওপর বসল ও, উল্টোদিকের পাহাড় থেকে নেমে আসা পানির প্রবাহের দিকে তাকিয়ে আছে। পানিতে স্রোত নেই তেমন, ফলে কালো পাথর আর বার্চ তিনটের প্রতিচ্ছবি তৈরি হয়েছে। চোখ সরিয়ে নিতে গিয়েও স্থির হয়ে গেল ওর দৃষ্টি। সহসাই জিমির কথা মনে পড়ল।

মরার আগে নিশ্চই বার্চ তিনটে আর পাথরের কথাই চিন্তা করছিল জিমি! তখন অসংলগ্ন মনে হলেও এখন বোঝা যাচ্ছে ভেবে-চিন্তেই কথাটা বলেছে: 'তিনটে সাদা বার্চ আর কালো একটা পাথর!' বিকারগ্রস্ত ছিল না সে, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তের স্থবিরতা ছিল যেটাকে প্রাণপণ চেষ্টায় ক্ষণিকের জন্যে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল জিমি।

আসলে কি বলতে চেয়েছিল ও? অধৈর্য ভঙ্গিতে চারপাশে দৃষ্টি চালাল জেসন, বোঝার চেষ্টা করল জিমির ভাবনা, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না। গাছ আর পাথরটা হয়তো কোন দিক নির্দেশনা, অন্য কিছুর সাথে সম্পর্ক আছে এগুলোর, গোপন কোন ব্যাপারের দিকে নির্দেশ করছে।

উঠে পায়চারি শুরু করল জেসন, একটু পর খেয়াল করল দূর থেকে দেখলে ভিন্ন কিছু মনে হচ্ছে। কি যেন পড়বে পড়বে করেও মনে পড়ছে না। ক্রীকের পাড় ঘুরে উল্টো দিকে এল ও, কিন্তু তেমন কোন পার্থক্য ধরা পড়ল না চোখে। শুধু মাঝখানের বার্চের চূড়ার পেছনে, বহু দূরে পাহাড়ের অস্পষ্ট নীল রেখা চোখে পড়ছে। হয়তো ওই পাহাড়ের কথাই বলতে চেয়েছে জিমি। কিংবা যে কোন একটা বার্চ বা পাথরের আলাদা গুরুত্ব আছে। দৃষ্টি নামিয়ে পাথরটার দিকে তাকাতে ওটার তলায়, পানির ঠিক কিনারে লাল ঝিলিক চোখে পড়ল ওর।

মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে গেল জেসন। জিমির নির্জীব দেহ আর রক্ত ভেসে উঠল চোখে। ফের পাথরটার দিকে তাকাল, কিন্তু লাল ঝিলিকটা আর দেখতে পেল না। পানি একেবারেই স্বচ্ছ দেখাচ্ছে এখন, পাথরের অস্পষ্ট ছায়া পড়েছে কেবল।

কিন্তু ওকে কৌতূহলী করার জন্যে যথেষ্ট। পাথরের কাছে এসে পানির কিনারে ঝুঁকে পড়ল ও। আবার লাল ঝিলিক চোখে পড়ল, তবে কিছুটা ফ্যাকাসে লাগছে এবার। আরও ঝুঁকে পড়ল জেসন, পানির কিনারে নুড়িপাথরের ফাঁকে একটা গর্ত চোখে পড়ল। ছোট একটা পাথরের বাধা

Boighar.com

থাকায় দূর থেকে চোখে পড়ছিল না, কিন্তু পানির প্রবাহের কারণে মাঝে মধ্যেই মুহূর্তের জন্যে চোখে পড়ছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ও, স্রোত কমে আসতে গর্তে লাল একটা ওয়ালেট দেখতে পেল।

এটাই তাহলে সেই ওয়ালেট! তিনটা বার্চ আর কালো পাথরের কথা বলে আসলে নির্দিষ্ট একটা অবস্থান বোঝাতে চেয়েছে জিমি, যেখান থেকে চোখে পড়বে ওয়ালেটটা।

দ্রুত গর্তে হাত ঢুকিয়ে ওটা তুলে নিল জেসন। মোড়ক থাকায় পানিতে ভেজেনি বা নষ্টও হয়নি। ভাঁজ খুলে ভেতরে একপ্রস্থ কাগজ পেল। পড়ল ও:

ওল্ড সান,
মরা স্প্রুসের গোড়ায় 'বাঘ'-এর সোজাসুজি, 'মাথা'র ঠিক নিচেই আছে জিনিসটা।

–আদিম চিহ্ন

নিচে স্বাক্ষর আছে, কিন্তু স্রেফ কলমের একটা টান কেবল। আর আছে স্কেচ–দু'পাশে দুটো ফোঁটা, নিচে একটা করে বৃত্ত। রেখা টেনে দুই বৃত্তকে জোড়া দেয়া হয়েছে। বৃত্তের নিচে একটা করে বিন্দু।

অজান্তে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু ওর হৃৎপিণ্ডের গতি স্বাভাবিক হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে। এখন মনে হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত একটা দরজায় পৌঁছেছে, কিন্তু অজানা কোন ভাষায়ই কেবল ওটা খোলা সম্ভব। অবশ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে এই গোপন জায়গার কথাই বলতে চেয়েছিল জিমি, জীবনের শেষ শক্তিটুকু ব্যয় করেছে নামটা বলার জন্যে, কিন্তু পারেনি।

কাগজটা আবার দেখল ও, লেখাটা পড়ল। আগের মতই দুর্বোধ্য লাগছে। ওয়ালেটে অন্য কিছু পাওয়া যেতে পারে ভেবে পরখ করে দেখল, ছুরি দিয়ে চামড়ার সেলাই খুলল। প্রতিটি জায়গা খুঁজল, কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। শুধু নোটটাই।

ওয়ালেটটা ধ্বংস করতে পারলেই খুশি হত জেসন, কিন্তু অনুভব করছে রহস্যময় কোন গুরুত্ব আছে জিনিসটার–দুর্বোধ্য, হেঁয়ালিপূর্ণ কথাগুলোর গভীরে কোন ম্যাসেজ বা ইঙ্গিত আছে–এখন হয়তো চোখে পড়ছে না!

ওয়ালেটে নোট ঢুকিয়ে কোটের পকেটে রাখল ও, তারপর কেবিনে ফিরে এল। কেবিনের সামনে লগের তৈরি শেডের নিচে বেঞ্চিতে বসে সিগারেট ফুঁকছে অন্যরা। জিমির খুন নিয়ে আলাপ করছে, একেকজন একেকটা সম্ভাবনা বাতলে দিচ্ছে, কিন্তু বাতিল করে দিচ্ছে অন্যরা।

নতুন একজন যোগ দিয়েছে এদের সঙ্গে। আগের দিন হোটেলে এই লোকটিকে দেখেছে জেসন, মনে পড়ল ওর–ঘোলাটে রত্নের মত ফ্যাকাসে

নীল চোখ লোকটার। তার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেয়ার ব্যাপারে আগ্রহী মনে হলো না কাউকে।

ইতোমধ্যে খুনের ব্যাপারে উপসংহারে পৌঁছেছে করোনার: চেনা কারও হাতে খুন হয়েছে জেমস আরমিন, কোন তীক্ষ্ণধার অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে, সম্ভবত ছুরি বা ড্যাগার।

'নিজেদের বুদ্ধি, দক্ষতা আর অভিজ্ঞতা ব্যবহার করেছ তোমরা,' করোনারের সিদ্ধান্ত শোনার পর বলল জেসন। 'আমি নিজেও জায়গাটা দেখেছি, কিন্তু তেমন কিছু চোখে পড়েনি। ওই খুনীই সবকিছুর উত্তর দিতে পারবে। জিমির হাজারো বন্ধু ছিল, সত্যিকার কোন শত্রু নেই ওর। তোমাদের সবাইকে এ ব্যাপারটা মনে রাখার অনুরোধ করছি। যদি কিছু জানতে পারো, দয়া করে জানিয়ো আমাকে। শেরিফকে জানাতে গিয়ে দেরি কোরো না।'

'এটাই হচ্ছে আসল কথা,' একই রকম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল ওয়ালি হ্যামন্ড। 'ওই ছেলের কোন শত্রু ছিল না। এখানে বেশ কিছু দিন থাকলে না হয় শত্রু হত কেউ। ওকে অনুসরণ করে এসেছে কেউ এবং শেষে সুযোগমত খুন করেছে। তুমি তাদের একজন!'

সন্দিহান দৃষ্টিতে জেসনকে দেখল ডেপুটি শেরিফ, কিন্তু কোন মন্তব্য করল না বরং তদন্ত আপাতত স্থগিত ঘোষণা করল। রহস্য নিয়ে মাথা ঘামাতে অনিচ্ছুক সে, তবে প্রতিশ্রুতি দিল পরে শেরিফ সহ তদন্ত করবে।

স্রেফ যুক্তির খাতিরে প্রসঙ্গটা তুলেছে ওয়ালি হ্যামন্ড, তাই ধরে নিল জেসন। অযথা তর্ক করে সময় নষ্ট করতে অনিচ্ছুক ও।

জিমিকে গোর দেয়ার দায়িত্ব নিল হ্যামন্ড। 'ক্রীকের ধারে ওই জায়গা খুব পছন্দ ছিল ওর,' তিক্ত স্বরে জানাল সে। 'তিনটা সাদা বার্চ আছে যেখানে। প্রায়ই বলত পানির মধ্যে গাছ তিনটার প্রতিকৃতি দেখতে ভাল লাগে ওর। ওকে ওখানেই কবর দেব আমরা।'

ডেপুটি শেরিফ বা করোনার, দু'জনেই ব্যস্ত মানুষ। তারপরও কবর খোঁড়ার সময় সাহায্য করল ওরা। জিমির দেহ একটা কম্বলে পেঁচিয়ে সাদা বার্চ আর কালো পাথরের কাছে নিয়ে এল ওরা।

কালো পাথরটার পাশে কবর খোঁড়া হয়েছে। নরম মাটি থাকায় কঠিন হয়নি কাজটা। হ্যামন্ড আর জেসন জিমির মরদেহ কবরে নামিয়ে রাখল। জিমির পা থেকে জুতো খুলে নিয়েছে জেসন, মনে পড়ল এ পর্যন্ত কোন আরমিনই জুতো পরে মারা যায়নি কিংবা কাউকে ওভাবে কবরও দেয়া হয়নি।

পিছিয়ে দাঁড়াল সবাই। 'কিছু একটা বলা উচিত,' অস্বস্তির সাথে বলল লিন্টন। 'কিন্তু কাজে আসবে বাইবেলের এমন কিছ জানা নেই আমার।'

Boighar.com

'আমি বলব,' আগ্রহী মনে হলো হ্যামন্ডকে। 'ছেলেটাকে প্রথম দেখেই ভাল লেগে গিয়েছিল। এখানে খুবই সাধারণ জীবন যাপন করেছি আমরা, এই বন ছিল আমাদের শিকারের জায়গা। মাঝে মাঝে কোন শিকারও পেতাম না, কিন্তু দিব্যি চলে যাচ্ছিল। ওরও কোন অভিযোগ ছিল না, সবসময়ই মুখে হাসি লেগে থাকত। নিজের কাজ করত ও, এক হাতে যতটা সম্ভব। রান্নার কাজটা খুব সহজে করত। জিমি থাকার সময় আমার কেবিন সত্যিই আনন্দময় একটা জায়গা হয়ে উঠেছিল।

'একটু পরেই ওকে চিরদিনের মত মাটি চাপা দেব আমরা! আমি বলতে চাই সত্যিকার একজন মানুষ ছিল সে। সময়ের আগেই মরতে হয়েছে ওকে, কিন্তু ঈশ্বর যদি সমৃদ্ধি আর বড় শহরের দিকেই না তাকান, তাহলে নিশ্চই চিরশান্তি পাবে এই ছেলে। আমেন!'

আমেন বলার সাথে সাথে সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়ে গেল। একা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকল জেসন, হাঁটু গেড়ে নিচু হলো। শেষবারের মত ভাইয়ের ফ্যাকাসে মুখে স্থির হলো ওর দৃষ্টি। এই খুনের শোধ নেওয়ার আগে বিশ্রাম নেবে না, মনে মনে শপথ করল ও।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল জেসন। বাকি কাজটুকু শেষ করল অন্যরা। একটা কাঠের ফলক এনে কবরের কাছে পুঁতে রাখল হ্যামন্ড। ওটায় লেখা থাকল:

এখানে শুয়ে আছে জেমস আরমিন–সত্যিকার এক মানুষ। ক্রীকের পাড়ে বার্চের ছায়াঘেরা এই জায়গাটা বড় প্রিয় ছিল ওর। জীবনে আর কিছু না পাক, নিজের প্রিয় একটা জায়গায় চিরনিদ্রায় শুয়েছে সে।

পাঁচ

শেষ বিকেলে লস ক্যাভালসে ফিরে এল জেসন। হোটেলের ডাইনিং রূমে ঢোকার পর মনে পড়ল সারাদিনে তেমন কিছুই পেটে পড়েনি। নিজের কামরায় এসে সাফ-সুতরো হয়ে নিচে নেমে এল। ডিনার শেষ করে কফি পান করার সময়ও অস্থির হয়ে থাকল ওর মন, বেশ কয়েকটা সমস্যা খুঁজে বের করল যেগুলোর সমাধান করতে হবে। গুরুত্ব অনুসারে সেগুলোকে মনে মনে সাজাল।

বইঘর.কম

সবার আগে, নিজের জন্যেই জানা উচিত ওর–এক: ওই রহস্যময় জুয়াড়ী লোকটির আসল পরিচয় কি? যে ওকে অসম্ভব ধূর্ততার সাথে নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছে, লোকটার উদ্দেশ্য আসলে কি ছিল?

দুই: জিমিকে খুন করল কে?

তিন: ওয়ালেটে পাওয়া নোটের অর্থ কি?

চার: গ্লিসন কে?

পাঁচ: বনের ভেতর ওকে অ্যাম্বুশ করার চেষ্টা করল কারা?

ছয়: স্টিক পিনের সাথে কি রহস্য জড়িয়ে আছে?

সাত: জিমি যে রত্ন-ভাণ্ডারের কথা বলেছে আসলে তার কতটুকু সত্যি?

পকেট থেকে স্টিক পিন বের করে অলস কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখছিল জেসন, জানে এটা দেখে প্রশ্নের উত্তর পাবে না। এরই মধ্যে কি হাজারবার তাকায়নি? কিন্তু এবার একটা পার্থক্য ধরা পড়ল–পিনের গঠন আর ওয়ালেটের নোটের সঙ্কেতের মধ্যে মিল আছে!

পিনটাকে খাড়া একটা রেখা কল্পনা করলে, ছোট দুটো হীরাকে ওপরের বিন্দু ধরা যায়; বড় হীরাকে, এই পিনের সবচেয়ে দামী জিনিস–বৃত্ত কল্পনা করা যেতে পারে। নিচের দুই বিন্দু ঘোষণা করছে ছোট আরও দুটো হীরা।

পিন আর নোটের সঙ্কেতের সাযুজ্য থাকলেও দ্বিতীয়বার ভেবে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল জেসন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফের দেখল ওটা, মাথায় ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে। আগের চেয়েও নিশ্চিত হয়ে গেল এবার। ধারণাটা যখন একবার মাথায় এসেছে, সহজে যাবে না। পরে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখবে সিদ্ধান্ত নিয়ে বাইরে প্যাসিওতে বেরিয়ে এল ও।

সূত্রগুলো যেন ক্রমশ একটা চক্রের আকার নিচ্ছে। আর কিছু না হোক, নোটের সাথে স্টিক পিন এবং মলি ম্যালোনের মালিক ওই জুয়াড়ীর সম্পর্ক আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছে ও। চরম বিস্ময় বোধ করছে জেসন–দারুণ ধূর্ততার সঙ্গে সবকিছু পরিকল্পনা করেছে ধুরন্ধর লোকটা! লোকটির অস্তিত্ব সম্পর্কে জানলেও কিংবা কোথাও একটা সমাধান আছে জানা থাকলেও, ওর সামনে-পেছনে কিছুই নেই; সমাধান থেকে বহু দূরে আছে। স্টিক পিন বা নোটের রহস্য সম্পর্কে যতই ভাবছে, ততই জটিল হয়ে উঠছে। কিন্তু ওর অবচেতন মন বলছে ঠিক পথেই চিন্তা করছে এবং কোন এক সময় সত্যটি আবিষ্কার করতে পারবে, সেজন্যে হয়তো ওর জীবনও বিপর্যস্ত হতে পারে।

সহজাত প্রবৃত্তি সতর্ক করছে ওকে–ঝামেলা এড়িয়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে যাওয়ার তাগাদা অনুভব করছে ভেতরে ভেতরে। জিমির খুনের কিনারা করতে এখানে থাকার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করছে একইসঙ্গে। ওর নিজের জীবনের মূল্য যতই হোক, দায়িত্ব এড়ানোর উপায় নেই। জিমির খুন হওয়ার মাধ্যমে হয়তো ওকেই নির্দেশ করা হয়। তাছাড়া, আগেরদিন সন্ধেয় ওকে

Boighar.com

খুন করার চেষ্টা করেছিল দু'জন মেক্সিকান, ছুরিটা এখনও আছে ওর কাছে। সকালে অ্যাম্বুশের ব্যাপারটাও তাৎপর্যপূর্ণ।

পাশে কারও উপস্থিতি টের পেয়ে সংবিৎ ফিরল ওর। দিগন্তের ঘোলাটে নীলিমায় বিবর্ণ আকাশের প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে, ক্রমে রাতের অন্ধকার গ্রাস করে নিচ্ছে শেষ বিকেলের উজ্জ্বল আভাটুকু, দূরের পাহাড়ে ঝর্নার ধারা স্তিমিত হয়ে এসেছে। প্লাজার সেলুন আর ড্যান্স হল থেকে সুরের ঝংকার ভেসে আসছে, মৃদু ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। চুটিয়ে গল্প শোনার জন্যে সময়টা উপযুক্ত খুব, কিন্তু ওর দৃষ্টিসীমায় প্রায় কুৎসিত একটা মুখ–জন অরমন্ড।

'এখনও মত বদলাওনি, ড্যানি?'

ঝটিতি মাথা তুলে তাকাল জেসন। 'কি বলে ডাকলে আমাকে?'

'আশপাশে এমন কেউ নেই যে আমাদের কথা শুনতে পাবে,' মুখ গোমড়া হয়ে গেল অরমন্ডের, যুগপৎ হতাশা আর অসন্তোষ প্রকাশ পেল কণ্ঠে। 'তোমাকে আসল নামে ডাকলে অসুবিধে কি, ফিঞ্চ?'

ড্যানি ফিঞ্চ!

দ্রুত হয়ে এসেছে জেসনের হৃৎপিণ্ডের গতি, স্থির দৃষ্টিতে অরমন্ডের দিকে তাকিয়ে থাকল। 'তুমি নিশ্চিত যে আমিই ফিঞ্চ?'

'সেদিন কি পরস্পরকে চিনতে পারিনি আমরা? তোমাকে চেনার জন্যে ঘোড়াটাই যথেষ্ট! আমার তো ধারণা সারা পৃথিবীই জানে ড্যানি ফিঞ্চই মলি ম্যালোনের মালিক। ...সহজ হও, ড্যানি। এভাবে আমাকে দ্বিধান্বিত করার চেষ্টা কোরো না!' অরমন্ডের চোখ দেখে বোঝা গেল রেগে যাচ্ছে সে।

'ভেবেছিলাম হয়তো আমাকে চিনতে পারবে না কেউ।'

'অসম্ভব! পুরো শহরের লোকজনই জানে তুমি কে।'

'সত্যি?'

'চলার সময় ওদের মুখগুলো দেখলেই বুঝবে সত্যি বলেছি কিনা।'

'এখানে এর আগে ক'বার এসেছি আমি?'

'যতদূর জানি এখানে থাকোনি কখনও। স্রেফ কোথাও যাওয়ার সময় হয়তো থেমেছ কয়েকবার। কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। ওই মেয়ারটাই তোমার পরিচয়পত্র!' খানিক থেমে যোগ করল অরমন্ড: 'মনে আছে, সেদিন একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম?'

'কি সেটা?'

'আমি যখন টাকা ঢোকাব, তোমাকে কেবল ব্যাগটা ধরে রাখতে হবে।'

'তোমার দুই হাঁটুর মধ্যে, তাই না?' বিদ্রূপের স্বরে জানতে চাইল জেসন।

'আমি কি বলতে চেয়েছি, ভাল করেই জানো তুমি! ...এরচেয়ে চমৎকার

বইঘর.কম

পরিকল্পনা আর হয় না, এবং অনায়াসে কাজও হবে। সামান্য একটা ক্যান ওপেনার দিয়ে সেফটা খুলতে পারব আমি, একটুও শব্দ হবে না। যাক্‌গে, আমার সাথে থাকছ তো?'

'একাই যখন সেফ খুলতে পারবে, আমাকে নিতে চাইছ কেন?'

'ভাল করেই জানো কেন তোমাকে দরকার, ড্যানি!'

'ওই নামটা বাদ দেবে?'

'ঠিক আছে, বলব না আর। নামের ব্যাপারে তুমি দেখছি খুব স্পর্শকাতর! যাক্‌গে, আসল কথায় আসি। ভাগ্য ভাল হলে এবং কেউ বাগড়া না দিলে একাই কাজটা করতে পারব। কিন্তু যদি কোন অ্যালার্ম থাকে কিংবা ভাগ্য খারাপ হলে, দ্রুত এবং নির্ভুল নিশানায় গুলি করার দরকার পড়বে। আমি নিজে এটা করতে পারব না, এজন্যেই তোমাকে চাইছি সঙ্গে।'

'তাহলে আমার শূটিং পছন্দ তোমার?'

'কার না পছন্দ!' সমীহের সুরে বলল অরমন্ড, জেসনের কানে অশুভ লাগল সুরটা। 'দ্রুত এবং নির্ভুল নিশানায় গুলি ছুঁড়তে পারে এমন অনেক লোক পাওয়া যাবে, কিন্তু কেউই তোমার চেয়ে ভাল করতে পারবে না যখন টার্গেট হিসেবে কিছু মুখ আর বুলস-আই হিসেবে হৃৎপিণ্ড থাকে।'

নীরব থাকল জেসন।

'সাহস করতে পারছ না? টুকসনের ঘটনাটা শুনেছ বোধহয়, ওতে কিন্তু দোষ ছিল না আমার। ব্যাংকে ঢোকার পর জো-ই কথা বলেছিল এবং বিপদে ফেলে দিয়েছিল আমাকে। হারামজাদা মুখ না খুললে ঠিকই কাজ সারতে পারতাম!'

'তোমাকে দোষ দিচ্ছি না আমি।'

'তাহলে থাকছ তুমি? সেদিন পঞ্চাশ হাজারের কথা বলেছি, শুনতে কম মনে হলেও হাতে পেলে তোমার মনে হবে হাজারটা রত্ন পেয়েছ!'

জেসনের কাছে মনে হচ্ছে তর্ক করার সুযোগ রাখেনি জন অরমন্ড। লোকটার সাথে আরেকটু অন্তরঙ্গতা হলে বোধহয় ড্যানিয়েল ফিঞ্চ সম্পর্কে বিশদ জানা যেত। ফিঞ্চ একজন পেশাদার বন্দুকবাজ, হয়তো পেশাদার খুনীও। মরুভূমিতে দেখা জুয়াড়ীর কথা মনে পড়ল ওর, আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে তার পক্ষে মলি ম্যালোনের মত ঘোড়া হাতছাড়া করা সত্যিই অসম্ভব। যে কোন সাধারণ লোকের কাছে ঘোড়াটাকে অমূল্য মনে হবে, ফিঞ্চের কাছে কি আরও মূল্যবান মনে হওয়া উচিত নয় কারণ এই ঘোড়ার গতি আর বুদ্ধির ওপর অনায়াসে নিজের জীবনও বাজি রাখতে পারবে সে?

'অরমন্ড, প্রস্তাবটা পছন্দ হয়েছে আমার,' শেষে বলল জেসন। 'কিন্তু আসলেই ব্যস্ত আছি। নিজ হাতে একটা কাজ শেষ করতে হবে।'

হতাশায় গুঙিয়ে উঠল অরমন্ড। 'বড়সড় দাঁও?'

Boighar.com

'হ্যাঁ। বড়সড় কাজ।'

'তাহলে আমাকে সাথে নিচ্ছ না কেন?'

'কাজের ধরনটা পছন্দ হবে না তোমার।'

'অন্তত একটা সুযোগ দাও! পকেটে ফুটো ছাড়া কিছুই নেই আমার! গত দশ দিন একবেলা করে খাচ্ছি, ড্যানি!'

পকেট থেকে টাকা বের করল ও। অরমন্ডের তথ্যের বিনিময়ে টাকা দিতে হলে এরচেয়ে অনেক বেশি দিতে হত। 'বিশ ডলার আছে এখানে,' টাকা বাড়িয়ে দেয়ার সময় বলল জেসন।

'দয়া দেখাচ্ছ আমাকে!'

'খিদে পেয়ে থাকলে ভেতরে গিয়ে বসে পড়ো, আমিই বিল দেব।'

'তিনটা ফুটো ওপরে তুলে বেল্ট আটকেছি আমি! তারপরও দুটো ফুটো করতে হবে!'

কিছুক্ষণ পাশাপাশি বসে থাকল ওরা। আনমনে সিগারেট ফুঁকছে জেসন। আড়চোখে অরমন্ডের দিকে তাকাল, কিছুটা সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে তাকে। 'গ্লিসনকে চেনো নাকি?' হঠাৎ জানতে চাইল ও।

প্রতিক্রিয়াটা এমন হলো যেন পিস্তলে অরমন্ডকে নিশানা করেছে ও। আতঙ্ক দেখা গেল অরমন্ডের চোখে, ঝটিতি উঠে দাঁড়াল সে। 'গ্লিসন! ওর সম্পর্কে কি জানতে চাইছ?'

'চেনো ওকে?'

ধীরে ধীরে আগের জায়গায় বসে পড়ল অরমন্ড। উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টিতে প্লাজার দিকে তাকাল, দুশ্চিন্তায় কপাল কুঁচকে গেছে, যেন তার চিন্তাটাও জেনে ফেলবে কেউ–এই ভয়ে শঙ্কিত। তারপর হঠাৎ করেই জেসনের দিকে ফিরল, খানিকটা বিমূঢ় দেখাচ্ছে। 'গ্লিসনকে চিনি কিনা?' চাপা বিস্ময় কণ্ঠে। 'আসলে জানতে চাইছ ওই ধেড়ে শয়তানটাকে চিনি কিনা?'

'সামনাসামনি দেখেছ কখনও?'

'নিশ্চই!'

'শেষ কবে দেখেছ?'

কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওকে দেখছে অরমন্ড। খানিকটা দ্বিধা আর সন্দেহ দেখা যাচ্ছে মুখে, চোখে অস্বস্তি। 'ওকে চেনো না?'

'না।'

'আশা করছ তোমার হয়ে আমিই ওকে স্পট করব, এই তো?' সোজাসাপ্টা বলল অরমন্ড। 'কিভাবে আশা করলে?'

'এতক্ষণ তোমাকে বন্ধুই মনে হচ্ছিল।'

'তাই?' ফের দ্বিধা আর বিস্ময় দেখা গেল অরমন্ডের চোখে। 'ঠিক আছে, এতক্ষণ বন্ধুর মত কথা বলছিলাম আমরা। কিন্তু সত্যিই কি চাও

বইঘর.কম

তোমাকে খুশি করার বদলে ফাঁসি হোক আমার?'

'ফাঁসি?'

'ঠিক সেটাই করতে বলেছ! গ্লিসন যদি জেনে যায় স্রেফ ঝুলিয়ে দেবে আমাকে! ওই শয়তানের পিছু নেয়ার চেয়ে নিজের কপালে পিস্তল চেপে ধরে ট্রিগার টিপে দেয়াই ভাল। ওকে ট্রেস করতে পারলে কি পাব আমি, বলতে পারো? কেনই বা করব! কারণ দেখাতে পারবে?'

'না,' স্বীকার করল জেসন। 'সত্যিই বিপজ্জনক ও।'

শ্রাগ করল অরমন্ড। 'শুধু বিপজ্জনক বললে কম বলা হবে। একটা চলন্ত ডিনামাইট ও!' চিন্তাগুলো যেন হঠাৎ করেই জিভের আগায় চলে এসেছে এমন ভাবে গড়গড় করে বলতে থাকল সে। 'কিন্তু আমাদের মধ্যে ওর প্রসঙ্গ আসল কেন? ওর মত লোক এরকম ছোট শহরে আসার কথা নয়। আমি তো জানতাম বড়সড় কারবার ছাড়া অন্য কিছুতে আগ্রহ নেই ওর।'

'আমিও তাই জানতাম,' নির্লিপ্ত স্বরে একমত হলো জেসন। 'কিন্তু গ্লিসন কখন কি করবে, কিসে আগ্রহী হয়–আগে থেকে বলা অসম্ভব, তাই না?'

'না, তা সম্ভব নয়। কিন্তু এখানে কি করছে ও? লন্ডন, নিউ ইয়র্ক বা বড় বড় শহরে যাতায়াত ওর।' খানিক থেমে পকেট থেকে দুমড়ানো একটা সিগার বের করে ধরাল অরমন্ড, ওর দিকে এমন ভাবে তাকাল যেন কুষ্ঠ রোগীকে দেখছে। 'গ্লিসনের সাথে ঝামেলায় পড়োনি তো?'

'তা বলেছি নাকি?'

'না–নিশ্চই,' নড করল সে। 'ওর সাথে যদি কোন ঝামেলা হয়ে থাকে, ধরে নাও শিগ্‌গিরই মারা যাচ্ছ কিংবা যত জোরে সম্ভব মেয়ারটাকে ছোটাতে হবে তোমার, ফিঞ্চ! কারণ শত্রুর শেষ রাখে না বিল গ্লিসন।'

অরমন্ডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্লাজায় হাঁটতে বেরোল জেসন। চাঁদের মিষ্টি আলোয় ডুবে আছে প্রকৃতি, ঠাণ্ডা বাতাস শীতল স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে মুখে। কিন্তু উপভোগ করার অবস্থায় নেই ও, বরং চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। কখন, কোত্থেকে কি হয় আগে থেকে বলা সম্ভব নয়। দু'বার ওকে খুন করার চেষ্টা করা হয়েছে, আবারও হতে পারে।

কয়েকবার মনে হয়েছে পেছনের ভিড়ে লুকিয়ে থেকে ওকে অনুসরণ করছে মেক্সিকানরা, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারেনি। মত বদলে হোটেলে ফিরে এল জেসন। এভাবে বিপদের মধ্যে নিজেকে উন্মুক্ত রাখার মানে নেই, বরং লস ক্যাভালস থেকে চলে যাওয়াই উচিত হবে। আশপাশে কোথাও লুকিয়ে থেকে জিমির খুনের কিনারা করতে পারে, কিংবা হ্যামন্ডের শ্যাকে চলে যেতে পারে। এখানে বিপদের আশঙ্কা খুব বেশি, এবং সেটা কোন্ দিক থেকে

Boighar.com

আসবে, আগে থেকে বোঝারও উপায় নেই।

হ্যামন্ড বা অরমন্ড সম্পর্কে খোঁজ-খবর করা দরকার। রহস্যময় চরিত্র এরা! যেখান থেকে সাহায্য পেতে পারত, সেই ল-অফিসে বেয়াড়া এক তরুণ বসে আছে সীমাহীন ঔদ্ধত্য আর খামখেয়ালিপনা নিয়ে, চিন্তাটা মুহূর্তে সমস্ত আগ্রহে অনীহার জল ঢেলে দিল। নিজের চেষ্টায় জেনে নিতে হবে ওর, তিক্ত মনে ভাবল জেসন।

বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে ওকে আহ্বান করছে বিছানাটা। মরুভূমি পাড়ি দেয়ার ক্লান্তি পুরোপুরি দূর হয়নি এখনও। দরজার নবের সাথে একটা চেয়ার ঠেস দিয়ে রাখল জেসন, হোলস্টার থেকে পিস্তল জোড়া বের করে বালিশের তলায় রাখল। বিছানার পাশে আরেক চেয়ারের হাতলে ঝুলিয়ে রাখল দুই হোলস্টার, চেয়ারের ওপর থাকল বাড়তি একটা কোল্ট। কোট, বুট খুলে কম্বলের তলায় ঢুকল ও এবার। শার্টের পকেটে রেখেছে ওয়ালেটটা।

আচমকা ঘুম ভেঙে গেল। স্থির হয়ে গেছে ওর শরীর, সতর্ক এবং সজাগ। চাঁদের আলো এসে পড়েছে কামরায়, আবছা ভাবে চোখে পড়ছে পুরো কামরা। একই ভাবে শুয়ে থাকল ও, হাত বাড়িয়ে বালিশের তলায় পিস্তলের বাঁট চেপে ধরল।

দরজার কবাটজোড়া ফাঁক হয়ে আছে, দেখল জেসন। ঠেস দিয়ে রাখা চেয়ার সরে গেছে ইঞ্চি কয়েক। এত অনায়াসে আর নিঃশব্দে দরজা খোলা হয়েছে যে ওই মৃদু শব্দে ঘুম ভাঙেনি, বরং সহজাত প্রবৃত্তিই জাগিয়ে তুলেছে ওকে।

সন্তর্পণে বিছানা ছাড়ল জেসন, পিস্তল সহ হোলস্টার জোড়া উরুতে পেঁচিয়ে নিল।

দরজার কবাটের ফাঁকে ঢুকে গেছে অনুপ্রবেশকারীর একটা হাত–পাশের দালান থেকে ঠিকরে আসা আলোয় দেখল জেসন–চেয়ারটা হাতড়ে খুঁজে, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে মেঝে থেকে তুলে নিল লোকটা, একপাশে সরিয়ে দিল। সেইসঙ্গে পুরোপুরি খুলে গেল দরজা। আবছা আলোর মধ্যে নিশ্চিত বোঝার উপায় নেই, করিডরের গাঢ় অন্ধকারের পটভূমিতে লোকটাকে অশরীরী আর তার হাতের নড়াচড়া ছায়ার কারসাজি মনে হচ্ছে। শুধু একটা ব্যাপারে নিঃসন্দেহ জেসন–করিডরে একাধিক লোক অপেক্ষা করছে।

দুটো কোল্টই বেরিয়ে এসেছে ওর হাতে, ট্রিগারহীন হ্যামারে চেপে বসেছে আঙুল। করিডরে সীসার বৃষ্টি বইয়ে দেয়ার অপেক্ষায় আছে ও, কিন্তু গুলি শুরু করতে পারছে না। লোকগুলো ওকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্যে আসেনি এত রাতে, ওদেরকে চ্যালেঞ্জ করলে বরং নিজের অবস্থান জানিয়ে দেয়া হবে।

সরানো দরজার কবাটের ফাঁকে এসে দাঁড়াল একজন, মুহূর্তের জন্যে

বইঘর.কম

থামল। সামনের দিকে হাত বাড়াল লোকটা, পেন্সিলের মত সরু আলোর রেখা চিরে গেল কামরার নিকষ অন্ধকার। বিছানার ওপর স্থির হলো আলোটা, গুটানো কম্বল আর জামা-কাপড়ের ওপর ঘুরে বেড়াল। অস্পষ্ট আলোয় লোকটির অন্য হাতে একটা পিস্তল দেখতে পেল জেসন।

এরপর আর দেরি করার মানে হয় না। ডান হাতের পিস্তল থেকে বাতির উদ্দেশে একটা গুলি পাঠিয়ে দিল জেসন।

অস্ফুট আর্তনাদ করে বাতি ছেড়ে দিল লোকটা, স্প্যানিশে তীব্র গাল বকে দ্রুত পিছু হটল, করিডরে পা রেখে ঝটিতি দরজা ভিড়িয়ে দিল। একটু পর করিডরে ছুটন্ত পদশব্দ শোনা গেল।

দ্রুত কাপড় পরল জেসন। মাথায় হ্যাট চাপিয়ে মেঝে থেকে কাঁধে তুলে নিল ব্যাগটা। মাত্র কয়েক মিনিট লাগল ওর তৈরি হতে, এই সময়ে জেগে উঠল ঘুমন্ত লস ক্যাভালস।

করিডরের ওপাশে অন্তত কয়েকজনের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে এখন। চড়া কণ্ঠে স্প্যানিশে কথা বলছে একজন, বকাঝকা করছে অন্যদের—কাজটা শেষ করার তাগাদা দিচ্ছে। কাজ শেষ করতে পারলে ধনী হয়ে যাবে জানিয়ে নিশ্চিন্ত করতেও ভুলল না লোকটি।

একসময় এগিয়ে এল লোকগুলো, সাহস ধরে রাখতে সমানে খিস্তি করছে। কিন্তু তাদের জন্যে অপেক্ষা করেনি জেসন। ওর কামরার জানালাটা বেশ দীর্ঘ এবং চওড়া। চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে পাশের দালানের ছাতের দিকে তাকাল ও। পাঁচ ফুট দূরত্ব, ফাঁকা জায়গাটাকে খুব বেশি প্রশস্ত মনে হচ্ছে এ মুহূর্তে। দৃষ্টি সরিয়ে হোটেলের দেয়ালের দিকে তাকাল, এদিকেও সহজে নামার উপায় নেই। নামতে হলে হাত-পা ভাঙতে হবে, ঘাড়ও মচকে যেতে পারে। নিচে গলির রাস্তা পাথর দিয়ে বাঁধা, পরিচ্ছন্ন থাকায় চাঁদের আলোয় ঝিকিয়ে উঠছে মাঝে মধ্যেই। ঠিক মাঝখান দিয়ে তন্দ্রালু একটা বেড়াল হেলে-দুলে চলে যাচ্ছে।

ওই পথ ওর জন্যে নয়।

কাঁধ থেকে ব্যাগ নামিয়ে পাশের বাড়ির ছাতের উদ্দেশে ছুঁড়ে দিল ও, নিজেও লাফ দিল ওটার পিছু পিছু। ছাতে পা পড়ার সাথে সাথে সামনের দিকে গড়িয়ে দিল শরীর, সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সময় চিমনির পাশে বিশালদেহী এক লোককে দেখতে পেল। ব্যাগ তুলে নেওয়ার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল জেসন, জ্যোৎস্নালোকিত আকাশের বিপরীতে লোকটির বিশাল কাঠামো দানবের মত মনে হলো। সমানে কমলা আগুন ওগরাচ্ছে লোকটার এক হাতের পিস্তল।

পিস্তলের গর্জন, আগুনের ঝলক আর পাশ দিয়ে চলে যাওয়া সীসার গম্ভীর সুরে মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় হয়েছে ওর। ছোটার মধ্যেই

Boighar.com

হোলস্টার থেকে পিস্তল তুলে নিল জেসন। সহসা হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল, পিচ্ছিল কিছুতে পড়ে পা পিছলে গেছে। আচমকা অবস্থান পরিবর্তন করাতে বেঁচে গেল ও। ভারসাম্য ফিরে পেয়ে ঘুরেই গুলি করল। তীব্র চিৎকার করে আকাশে দু'হাত মেলে দিল দানব, আছড়ে পড়ল শক্ত ছাতের ওপর, তারপর গড়িয়ে এ প্রান্তে চলে এল দেহটা।

চিমনির উদ্দেশে ছুটল জেসন, ঘাড় ফিরিয়ে হোটেলে নিজের কামরার দিকে তাকাল। জানালায় সমবেত হয়েছে বেশ কয়েকজন, সমানে গুলি করছে। কিন্তু ইতোমধ্যে চিমনির আড়ালে চলে এসেছে ও, পাশে স্কাইলাইট চোখে পড়ল। খোলা।

সঙ্কীর্ণ ও ঢালু কয়েকটা কাঠের সিঁড়ি ভেঙে চিলেকোঠায় পৌঁছে গেল জেসন। এক পাশে সিঁড়ি খুঁজে পেল। মনে হচ্ছে বাড়ির লোকজন ঘুমিয়ে আছে এখনও, তারপরও যতটা সম্ভব নিঃশব্দে নামছে ও। এরই মধ্যে নীরব হয়ে গেছে পুরো শহর, যারা জেগেছিল দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়েছে। কয়েকটা গুলির শব্দই আবার জাগিয়ে তুলতে পারে সবাইকে।

বাড়িটার নিচতলায় পৌঁছল জেসন। সন্তর্পণে সামনের দরজার বোল্ট খুলে রাস্তায় বেরিয়ে এল। দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে কান দুটো সজাগ করল, কিন্তু আগের মতই নীরব হয়ে আছে পুরো লস ক্যাভালস। হোটেলের দিকে তাকাল ও। কয়েকটা জানালায় আলো দেখা যাচ্ছিল একটু আগে, অন্ধকার হয়ে গেছে এখন।

নীরব, ঘুমন্ত লস ক্যাভালসকে এই মুহূর্তে গোলযোগপূর্ণ যে কোন কাউ-টাউনের চেয়েও বেশি বুনো আর কঠিন জায়গা মনে হচ্ছে ওর। এক রাতের জন্যে যথেষ্ট হয়েছে বোধহয়। ইচ্ছে করছে ফিরে গিয়ে হোটেল মালিককে চেপে ধরে, লোকটার গলায় কোল্টের অর্ধেকটা নল ঢুকিয়ে রাত-দুপুরে অতিথির জীবন নিয়ে টানাটানির এই খেলায় তার ভূমিকা জানতে চায়। কিন্তু জেসন জানে লস ক্যাভালসে এটাই স্বাভাবিক, ওর জন্যে উচিত কাজ হবে এখনই শহর ত্যাগ করা। একটু আগে সহজাত প্রবৃত্তি বাঁচিয়েছে ওকে, এবং তার ওপর ভরসা রাখাই ঠিক হবে।

ওকে আক্রমণ করার জন্যে যথেষ্ট কাঠখড় পুড়িয়েছে লোকগুলো, কাছের বাড়ির ছাদে একজনকে রেখেছে যাতে ওই পথে পালাতে না পারে। নিঃসন্দেহে হোটেলে ওর ফেরার পথও আটকে রাখবে। হয়তো এজন্যেই নীরব হয়ে গেছে সবাই। প্রথমবার ব্যর্থ হওয়ার পর মলির কাছাকাছি থাকবে ওরা, জানে পালানোর আগে ঘোড়া নিতে স্টেবলে যাবে জেসন। কিন্তু কারা এরা? চাইছে কি?

গ্যাঁড়াকলে পড়েছে বুঝতে পেরে দাঁতে দাঁত চাপল নীরবে খিস্তি করল নিজের দুর্ভাগ্যকে। খানিকটা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছে, শুধু আজ রাতের

বইঘর.কম

ঘটনাই নয়, আসলে লস ক্যাভালসে আসার পর থেকে সবকিছু ঘটেছে খুব দ্রুত এবং অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে, যার কোনটাই সহজে গ্রহণ করতে পারছে না।

এগোতে বাধ্য হলো জেসন। নিজের বোকামির জন্যে মনে মনে বিস্মিত, নিশ্চিত জেনেও একটা ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছে। কিন্তু মলির পিঠে চাপার ইচ্ছে অদম্য হয়ে উঠেছে, জানে মেয়ারের স্যাডলে চাপতে পারলে অনায়াসে এখান থেকে বেরিয়ে নিরাপদ প্রেয়ারিতে চলে যেতে পারবে।

স্টেবলের সামনে এসে দু'জনের ফিসফিসানি কানে এল ওর। লণ্ঠনের ঘোলাটে আলোয় আবছা ভাবে চোখে পড়ল পরস্পরের কাছ ঘেঁষে বেঞ্চে বসে আছে দুটো ছেলে। শঙ্কা ওদের চোখে, মৃদু কাঁপছে দু'জনের কাঁধ।

অন্যের চোখে ভয় দেখার মধ্যেও বোধহয় এক ধরনের স্বস্তি থাকে। সরাসরি স্টলের দিকে এগোল জেসন, ভেতরে ঢোকার পরপরই পেছনে দরজা আটকে যাওয়ার মৃদু শব্দ এল ওর কানে।

'যাক, শেষপর্যন্ত আটকানো গেল তোমাকে!' বাইরের অন্ধকারে একটা উৎফুল্ল কণ্ঠ শোনা গেল।

ধড়াস করে লাফিয়ে উঠল জেসনের কল্‌জে। ডেপুটি শেরিফ এড লিন্টন! সে এর মধ্যে আসছে কিভাবে?

ছয়

'কি ব্যাপার, লিন্টন?' দ্রুত জানতে চাইল জেসন, চেষ্টাকৃত আন্তরিকতা ফুটল ওর স্বরে, কিন্তু বিশ্রী একটা সন্দেহ মাথা চাড়া দিচ্ছে মনে। 'এখানে কি করছ তুমি? যে কারণেই এসে থাকো, তোমাকে দেখে সত্যি খুশি হয়েছি। ভেতরে এসো, নাকি আমিই বাইরে আসব?'

'বেরিয়ে আসার সময় মাথার ওপর দু'হাত তুলে রেখো, তোমাকে শুধু এই বলার আছে আমার!' প্রায় খেঁকিয়ে উঠল ল-ম্যান।

'আমাকে নিয়ে কি করতে চাও তুমি?'

'বেরিয়ে এসো তারপর বলব।'

'তামাশা করছ?'

'সন্দেহ আছে আমার!' বন্ধ দরজা খোলার সময় বলল ডেপুটি।

'ঠিক আছে, শেরিফ। জীবনে কখনও আইনকে ভয় পাইনি আমি, এবং তা শুরু করতেও যাচ্ছি না!' দরজার দিকে এগোনোর সময় বলল ও।

'হাত তোলো!' জেসন দরজায় এসে দাঁড়াতে চাপা স্বরে নির্দেশ দিল

Boighar.com

লিন্টন, পেছনে চার-পাঁচজনকে দেখা যাচ্ছে।

'একটু আগে হোটেলের রুমে ঢুকে আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল কিছু লোক, এরা ওই দলের?' তিক্ত স্বরে জানতে চাইল জেসন।

'খুন! তোমাকে?'

'শুনেছ কি বলেছি, লিন্টন! হাত তুলব না আমি। যদি চাও তো তোমার সঙ্গে যেতে পারি, কিন্তু হাত তুলতে পারব না। এবং নিজের অস্ত্র সঙ্গে রাখব, কারণ নিরস্ত্র অবস্থায় মরার ইচ্ছে নেই আমার।'

'বোকার মত কথা বলছ! পিস্তল রেখে কাউকে গ্রেপ্তার করার কথা কেউ শুনেছে কখনও?'

'এখন থেকে শুনতে পাবে।'

'তোমাকে কাভার করে আছি আমি, আরমিন!'

'কিন্তু এখনও খুন করোনি আমাকে! যথেষ্ট সুযোগ আছে তোমার, চেষ্টা করে দেখতে পারো, লিন্টন। হয়তো আমাকে খুনও করতে পারবে, কিন্তু তোমাকে সাথে নিয়ে যাব আমি, কসম!'

রাগে কুৎসিত হয়ে গেল ডেপুটির মুখ। 'কি চাও তুমি?'

'যেখানেই নিয়ে যাবে, তোমার সাথে যাব। যাওয়ার সময় এই যন্ত্রণার কারণটা নিশ্চই ব্যাখ্যা করবে?'

'ঠিক আছে, এসো। সবকিছু জানার অধিকার আছে তোমার।'

হোটেলে নিয়ে আসা হলো জেসনকে। একটু আগে গোলাগুলির পর থিতিয়ে আসা হৈচৈ শুরু হলো আবার, যেন এরচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। রাস্তায় প্রচুর লোকজন দেখা যাচ্ছে, বেরিয়ে আসার সময় বেশিরভাগই ঠিকমত গায়ে কাপড়ও চাপায়নি। সমানে পরস্পরকে প্রশ্ন করছে ওরা, প্রায় সবাই জবাব দিচ্ছে।

দু'হাতে দুই পিস্তল নিয়ে হেঁটে এগোল জেসন, নির্লিপ্ত দেখাচ্ছে ওকে। ঠিক পেছনেই ডেপুটি। হোটেলের সামনে পৌঁছতে আগে চলে গেল এড লিন্টন। প্রবেশ পথে হোটেল মালিককে দেখতে পেল জেসন। অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ দেখাচ্ছে মেক্সিকান লোকটাকে, ওদের উদ্দেশে বো করে সবাইকে নিজের অফিসে নিয়ে এল।

বিশাল উষ্ণ কামরাটায় ঢোকার পরপরই তার দিকে এগোল জেসন। 'হয়তো এসবের পেছনে তোমার নোংরা হাতই দায়ী। গতকাল দু'জন মেক্সকে দিয়ে আমাকে জবাই করতে চেয়েছিলে তুমি, তাই না?'

মৃদু হাসি হোটেল মালিকের মুখে, ক্রমাগত নড করছে যেন তার সারা জীবনের লক্ষ্য কেবল অতিথির ইচ্ছে বোঝা বা সম্মতি দেয়া, কিন্তু অন্য লোকেরা যে ভাষায় কথা বলে তা বোঝা তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

'যথেষ্ট হয়েছে, আরমিন,' অধৈর্য স্বরে বাধা দিল লিন্টন। 'আর ঝামেলা

বইঘর.কম

কোরো না!'

'কিসের ঝামেলা?'

'জেমস আরমিনকে খুন করেছ, সেজন্যে ফাঁসি হতে যাচ্ছে তোমার, ড্যান ফিঞ্চ!'

'ফিঞ্চ!' চিৎকার করল জেসন। 'গাধা, আমি ফিঞ্চ নই!'

'জেসন আরমিন তুমি, তাই না?' কঠোর হয়ে গেছে ডেপুটির মুখ, তীব্র বিদ্রূপ ঝরে পড়ল কণ্ঠে।

'সন্দেহ আছে তোমার? হাজার খানেক লোক জোগাড় করতে পারব যারা প্রমাণ করতে পারবে আমি একজন আরমিন।'

'পারবে?'

'নিশ্চই!'

'কোথায় থাকে ওসব লোক?'

'টুকসন থেকে স্যান এন্টনিও পর্যন্ত যে কোন জায়গায়।'

কর্কশ ভাবে হাসল ডেপুটি। 'কিন্তু লস ক্যাভালসে তেমন কেউ নেই?'

'না, নেই। এখানে এই প্রথম এসেছি, এখানকার লোকজন আমাকে চিনবে কেন?'

'প্রথম এসেছ?'

'হ্যাঁ।'

'কাউকে চেনো না তুমি?'

'না।'

'তাহলে এখানকার লোকেরা তোমাকে চেনে কিভাবে?'

'আমি কিভাবে জানব?

'ঠিক আছে, যত ইচ্ছে গাল দিতে পারো, ফিঞ্চ, কিন্তু ফায়দা মিলবে না। বহু দিন ধরে আইন খুঁজছে তোমাকে। তোমার অপরাধের তালিকাটা বেশ দীর্ঘ। এবার কোণঠাসা করা গেছে তোমাকে। নিরস্ত্র এবং এক হাত অচল ছিল এমন এক ভদ্রলোককে খুন করেছ। এখানে এমন কোন গাছ এতটা উঁচু হয়নি যে কোন একটা ডাল থেকে ঝোলানো যাবে না তোমাকে!'

ডেপুটির বয়েস কম, রক্তে তারুণ্যের জোয়ার বইছে এখনও। তাছাড়া তার কথার মধ্যে পেছনে দাঁড়ানো লোকগুলোর ইচ্ছেও প্রভাব ফেলেছে। এক দৃষ্টিতে জেসনের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা, যেন বুনো কোন জানোয়ার দেখছে।

'কার সাহস আছে সামনাসামনি বলে আমিই ড্যান ফিঞ্চ?'

'জানতে চাও?' তির্যক হাসি ল-ম্যানের ঠোঁটের কোণে।

'চাই।'

'দুটো উপদেশ দেই তোমাকে,' শুরু করেও থেমে কি যেন ভাবল

Boighar.com

লিন্টন। খেই ধরতে গিয়ে নিরস্ত হলো, আনমনে একটা কাঁধ উঁচাল, যেন বুঝতে পেরেছে অপাত্রে দান করা হবে উপদেশগুলো। 'ফিঞ্চ, আমাদের মধ্যে যেসব কথাবার্তা হচ্ছে কোর্টে নথি হিসেবে যাবে ওসব। কিন্তু তোমার সাথে কথা বলার আরেকটা কারণ আছে আমার। ধরো, সবাইকে এই কামরা থেকে বের করে দিলাম, তুমি কি তাহলে পিস্তলগুলো জমা রেখে শান্তিমত দুটো কথা বলবে?'

স্থির দৃষ্টিতে তাকে দেখল জেসন। ডেপুটির মনে যাই থাকুক, শুনতে দোষ কি? 'ঠিক আছে।'

'তাহলে পিস্তলগুলো দাও।'

'আগে কামরা খালি করো।'

'প্রথম চালটা তোমাকেই দিতে হবে।'

'তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে?'

'ঠিক ধরেছ। এভাবেই সমস্যাটা মিটে যায়।'

এবার সত্যিই ধৈর্য হারাল জেসন, রাগ আর বিতৃষ্ণা তাতিয়ে তুলেছে ওকে। 'এই শহরে জীবনে প্রথম এসেছি আমি, অথচ আসার পরপরই আমার গলা লক্ষ্য করে ছুরি চালানো হয়েছে, পরে বনের মধ্যে আমাকে অ্যাম্বুশ করার চেষ্টা করেছে দু'জন লোক। আজ রাতে আমার কামরায় ঢুকে পড়েছিল কয়েকজন, কারণটা নিশ্চই আন্দাজ করতে পারছ? এরপরও বলছ তোমাকে বা এই শহরের অন্য কাউকে বিশ্বাস করতে হবে!'

'আমার কথা শুনলে নিজেরই ভাল করবে, ফিঞ্চ।'

কি যেন ভাবল জেসন, তারপর কামরার মাঝখানে বড়সড় টেবিলের দিকে এগোল। বুঝতে পারছে ডেপুটির সঙ্গে মেজাজ দেখিয়ে লাভ হবে না, বরং বিপদে পড়তে পারে। একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত ধৈর্য ধরার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও, তারপর দেখা যাবে···। সতর্ক দৃষ্টিতে ওর নড়াচড়া দেখছে ডেপুটি, না দেখেও বুঝতে পারছে জেসন। হোলস্টার থেকে পিস্তল দুটো তুলে নিয়ে টেবিলে রাখল ও। 'এই যে রাখলাম, নাও তোমার পিস্তল!'

ঘুরে অন্যদের দিকে ফিরল লিন্টন। 'ওর সঙ্গে একা কথা বলব আমি। এবার রুমটা ফাঁকা করে দাও তো।'

'ফিঞ্চকে চেনো না তুমি!' ভিড়ের মাঝখান থেকে প্রতিবাদ করল একজন। 'শেয়ালের মত ধূর্ত ও, আর ওর কামড় মানেই সাপের বিষ!'

'যা বলছি, করো!' অধৈর্য স্বরে নির্দেশ দিল ডেপুটি। 'আমার ঘোড়াটা নিয়ে এসো কেউ। আর হ্যাঁ, ফিঞ্চের মেয়ারটাও নিয়ে এসো। জেলের স্টেবলে নিয়ে যেতে হবে ওটাকে।'

মিনিট খানেকের মধ্যে খালি হয়ে গেল কামরা। লিন্টনের মুখোমুখি দাঁড়াল জেসন, ওর পিস্তল দুটো এই মুহূর্তে ডেপুটির করায়ত্তে। তরুণ,

বইঘর.কম

বেপরোয়া অফিসার, ডেপুটিকে বিচার করার ফাঁকে ভাবল জেসন–*সাহসী কিন্তু অস্থির।* সাধারণত এই বয়সের তরুণরা অফিসার হিসেবে এতটা প্রত্যয়ী হয় না। নিঃসন্দেহে দেয়ালে ঠেকে গেছে ওর পিঠ, তিক্ত মনে উপলব্ধি করল জেসন।

'প্রথমে একটা ব্যাপার খোলসা হওয়া দরকার,' আগে ডেপুটিই মুখ খুলল। 'একটু আগে বলেছ আজ রাতে কিছু লোক তোমাকে খুন করার জন্যে তোমার রুমে ঢুকেছিল।'

'নিশ্চই তোমার লোক ছিল ওরা?'

'আমার লোক! তোমার কি ধারণা রাতে আমি খুন করে বেড়াই? ঝেড়ে কাশো তো, ফিঞ্চ!'

'পার্টনার, আমার পরিচয় নিয়ে যাই ভাব না কেন, কিন্তু ওই নামে সম্বোধন করো না আমাকে! আরমিন আমার নাম, জেসন আরমিন। নিজের নাম ছাড়া সারা জীবনে মিনিট খানেকের জন্যেও অন্য কোন পরিচয় দেইনি। কখনও জেলে যেতে হয়নি আমাকে, জীবনে একটা অসৎ কাজও করিনি। কয়েকশো লোক জোগাড় করতে পারব যারা আমার সম্পর্কে এই কথাগুলো বলবে।'

সম্ভবত ওর বলার সুরে রাগ বা অসন্তোষ ছিল না বলেই কিছুটা চিন্তিত দেখা গেল ডেপুটিকে, ভুরু কুঁচকে উঠেছে। 'ঠিক আছে, যাকে ইচ্ছে ডাকতে পারো। তোমার অবস্থান বিচার করছি না আমি। কিন্তু ঘটনাগুলো খোলসা হওয়া দরকার। রুমে রেইডের ব্যাপারটা খুলে বলো তো।'

'গতরাতে দরজার তালা থেকে চাবি পড়ে যাওয়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আমার। উঠে পরখ করে দেখেছি, বাইরে করিডরে ছিল না কেউ। কিন্তু চাবিটা পড়ল কেন? এমন হতে পারে না দরজার তালার ছাপ নিতে চেয়েছিল কেউ?'

'তারপর?'

'আজকেও দরজা আটকে ঘুমিয়েছিলাম। একটু আগে হঠাৎ করেই ঘুম ভেঙে যায় আমার। দরজাটা তখন খোলা, দরজার সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা চেয়ারটা একপাশে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। একজন ভেতরে ঢুকে বিছানার ওপর আলো ফেলল, লোকটার অন্য হাতে একটা পিস্তল ছিল। বাতি নিশানা করে গুলি করলাম আমি। হলের দিকে ছুটে পালাল ওরা, কিন্তু একটু পরেই দল বেঁধে ফিরে এল।

'ব্যাগপত্র নিয়ে জানালা দিয়ে বেরিয়ে পাশের বাড়ির ছাদে চলে গেলাম। ওখানে চিমনির পাশে আমার জন্যে অপেক্ষায় ছিল এক লোক, ফেলে দিলাম তাকে। স্কাইলাইট দিয়ে নিচে নামার পর রাস্তায় বেরিয়ে এসেছি। ততক্ষণে নীরব হয়ে গেছে পুরো শহর। আমার ধারণা হয়তো গুলির শব্দও শুনতে

Boighar.com

পাওনি তুমি!'

'এভাবে আমার সাথে কথা বলে লাভ হবে না!' জেসনের উপহাসের উত্তরে শীতল উষ্মা প্রকাশ করল এড লিন্টন। 'এবং তুমিও জানো সেটা। গুলির আওয়াজ ঠিকই শুনেছি আমি, এবং লস ক্যাভালসে গভীর রাতে গুলির শব্দ এই প্রথম হয়নি। তোমাকে ধরাই ছিল আমার কাজ।'

'সেজন্যে ঘুমন্ত অবস্থায় খুন করার জন্যে লোক পাঠিয়েছ?'

'ওরা আমার লোক ছিল না–তুমি যা বলেছ, তা যদি সত্যি হয়ে থাকে!'

'ছিল না?'

'না। আমার লোকদের দেখতে পাঠিয়েছিলাম তুমি কামরায় আছ কিনা। ওদেরকে পাঠিয়ে মেয়ারের ওপর নজর রাখলাম, ভেবেছি ওরা যদি তোমাকে সতর্ক করে দেয় পালিয়ে হয়তো স্টেবলে আসবে; এবং ঠিক এরকমই ঘটেছে সবকিছু।'

'তাহলে আমাকে খুন করার চেষ্টা করল যে লোকগুলো, ওদের ব্যাপারে কি বলবে?'

'ওসব নিয়ে পরে ভাবব। তোমাকে বাঁচিয়ে রাখাই এখন আমার আসল কাজ, যাতে নিরপেক্ষ একটা ট্রায়াল হয়। কাজটা কঠিন হবে। তোমার ব্যাপারে গরম হয়ে আছে এই শহর, জেলটাও তেমন নিরাপদ নয়। লোকজন হয়তো লিঞ্চ করবে তোমাকে, এবং এখানেই তোমার কাছে আমার গুরুত্ব। জলদি একটা স্বীকারোক্তি লিখে ফেলো যে তুমিই জেমস আরমিনকে খুন করেছ, তাহলে লস ক্যাভালস থেকে অন্য কোন জেলে তোমাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। এখানে সস্তা নিকেলের চেয়ে এক রত্তি বেশি দাম নেই তোমার জীবনের!'

ধৈর্য ধরে ডেপুটির কথা শুনছিল জেসন, মুহূর্তের জন্যেও লিন্টনের দিকে পিছন ফেরেনি এবং সুযোগ পেলেই জানালা দিয়ে বাইরে লোকজনের ওপর নজর চালাচ্ছিল। হোটেলের পোর্চে লোকজনের ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। ডেপুটির নির্দেশমত ঘোড়া দুটো এনে রাখা হয়েছে হিচিং রেইলে। পোর্চের খুঁটিতে চার-পাঁচটা লণ্ঠন ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে, আলোকিত হয়ে গেছে সামনের রাস্তা। সব মিলিয়ে বোধহয় পঁচিশ-ত্রিশ জন হবে, ধারণা করল জেসন, বেশভূষা পুরোপুরি ভদ্রস্থ না হলেও সতর্ক এবং খেপাটে হয়ে উঠছে ক্রমশ। প্রথম যে লোকটাকে দেখল ও, দেখেই স্থির হয়ে গেল–ঘোলাটে চোখের লোকটা, ওপাশের দালানের কোণে শটগান হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

লোকজনের আক্রোশ বাড়ছে। এটাই স্বাভাবিক, পশ্চিমের রীতিতে পঙ্গু বা অথর্ব কোন লোকের খুনীর বিচার হওয়া উচিত তৎক্ষণাৎ, আইনের হস্তক্ষেপ ছাড়া এবং জনগণের প্রতিহিংসার সাহায্যে। কিন্তু বিপদের কথা একটাই–যে কোন মবের ক্ষেত্রে যা হয়, ভুল লোক ভুক্তভোগী হতে পারে।

বইঘর.কম

জানালা থেকে চোখ সরিয়ে ডেপুটির দিকে ফিরল জেসন, দেখল চেয়ারের ব্যাকরেস্টের সঙ্গে হোলস্টার সহ একটা পিস্তল ঝুলিয়ে রাখছে সে, হাত বাড়ালেই যাতে তুলে নিতে পারে। 'কোন ঝুঁকিই নিচ্ছ না!' শীতল উষ্মা ঝরে পড়ল ওর কণ্ঠে।

'ঝুঁকি নেওয়ার অবস্থায় নেই আমি, তোমার যা কুখ্যাতি! তোমাকে যদি ট্রায়ালে উপস্থিত করতে পারি, সেটা হবে আমার জন্যে দারুণ গৌরবের ব্যাপার।'

'হ্যাঁ, বিখ্যাত হয়ে যাবে তুমি।'

'এবং সেটাই চাই আমি,' সন্তুষ্ট স্বরে জবাব দিল লিন্টন। 'খ্যাতি, গৌরব!' বলার সময় কিছুটা পেছনে হেলে পড়ল তার মাথা, বুনো আনন্দ দেখা যাচ্ছে মুখে।

নীরব বিস্ময়ে তাকে দেখছে জেসন, জানে খ্যাতি বা মৃত্যু কোনটাই খুব বেশি দূরে সরে যায়নি এই তরুণের কাছ থেকে। বাইরের মানুষগুলোর মতই বেপরোয়া হয়ে উঠছে লস ক্যাভালসের 'আইন'। 'কিন্তু মব যদি তোমার হাত থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে গাছে ঝুলিয়ে দেয়? তাতে সব আনন্দ মাটি হয়ে যাবে, তাই না?'

'ঠিক।'

'ভুল লোককে ফাঁসি দিতে পারে ওরা, অদ্ভুত না?'

'সত্যি,' স্বীকার করল ডেপুটি, ফের আগের মতই শান্ত দেখাচ্ছে।

'তাহলে ধরে নাও, তোমার দেয়া সুযোগের পরোয়া করি না আমি।'

'না করেও উপায় নেই তোমার।'

'কিন্তু···আমার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি? কিভাবে ভাবলে যে আমিই তোমার আসামী?'

'সবকিছুই তোমার বিপক্ষে যাচ্ছে। তোমার এক ডজন বর্ণনা শুনেছি, কিন্তু সবগুলো কাছাকাছি, পার্থক্য খুব কম। ছয় ফুটের মত লম্বা, একশো সত্তর পাউন্ড ওজন; চর্বিহীন রোদপোড়া মুখ, চওড়া শক্তিশালী কাঁধ, ঘন কোঁকড়ানো চুল, বুদ্ধিদীপ্ত চাহনি। বয়স আটাশ থেকে বত্রিশের মধ্যে। সবই মিলে যায়, তাই না?'

'এরকম গড়নের লোক হাজার জন পাওয়া যাবে,' মন্তব্য করল জেসন।

'হতে পারে। কিন্তু আরও কয়েকটা ব্যাপার আছে। যেমন ঘোড়াটা, ওটার উপস্থিতি কিভাবে অস্বীকার করবে? গত কয়েক বছর ধরে মেয়ারটার কথা শুনে আসছিলাম। নিশ্চই বলবে ওই ঘোড়াও ফিঞ্চের ঘোড়ার কার্বন কপি? কিংবা ওটার মত আরও হাজারটা ঘোড়া আছে সারা দুনিয়ায়?'

'আশা করি তা করেননি ঈশ্বর,' শুকনো স্বরে বলল জেসন। 'কিন্তু তারপরও এমন সম্ভাবনা নেই নাকি যে ঘোড়াটা আসলে ফিঞ্চেরই আর

Boighar.com

আমার নাম জেসন আরমিন?'

শ্রাগ করল ডেপুটি। স্পষ্ট বোঝা গেল মন স্থির করাই আছে তার, ধারণাটা সহজে পাল্টাবে না।

'ধরো, আমি তোমাকে বললাম কিভাবে ওই ঘোড়াটা পেয়েছি,' বলার সময় শ্রোতার মুখে আগ্রহ খুঁজল জেসন। 'মরুভূমির এক ওঅটর হোলে বিশ্রাম নেওয়ার সময় ফিঞ্চের সাথে দেখা হয় আমার, পোকার খেলেছি আমরা। ওর সবকিছু জিতে নিয়েছি আমি। ওর কাপড় পরেছি, ওর ঘোড়া রাইড করছি। আর আমারগুলো এখন ওর সাথে। যদি এরকম হয়ে থাকে?'

'ফিঞ্চ,' একটা আঙুল তুলে ওকে নির্দেশ করল ডেপুটি। 'ব্লাফ মেরে যাচ্ছ কেন? পন-শপে পাঁচশো ডলার দিয়ে একটা স্টিক পিন নিয়েছ তুমি, প্রায় সবাই জানে এখন। শেষবার এখানে এসে স্টিক পিনটা বন্ধক রেখেছিল ফিঞ্চ। তোমার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে এই ঘটনা কি যথেষ্ট নয়?'

সবকিছুই ওর বিরুদ্ধে, অনুভব করে তিক্ততায় ভরে গেল জেসনের মন। ওর আসল পরিচয় প্রমাণ করতে হলে অন্য কারও সাক্ষ্য লাগবে।

'সবকিছু এত সহজে হয়নি, চুল-চেরা হিসাব করতে হয়েছে। ধরো, কেউ আমাকে বলল: "ওই যে, ওই লোকই ফিঞ্চ!" ফিঞ্চের মত একই বয়স আর গড়নের কাউকে দেখলাম, কিন্তু দেখে মনে হলো সত্যিই বলেছে সে। কিভাবে এর ব্যাখ্যা দেবে?'

'কে আমাকে দেখিয়ে বলেছে আমিই ফিঞ্চ?'

'বলা যাবে না। আরও কয়েকটা ব্যাপার আছে। ফিঞ্চ যেসব কাপড় পরত, তাই পরে আছ তুমি। সোনালী স্পার ব্যবহার করছ। তুমি যে ফিঞ্চ তাতে নিশ্চিত হতে আর কি লাগবে? মেয়ারটা রাইড করছ, যেটা সবসময়ই রাইড করত ফিঞ্চ। একটা কুকুরও এই হিসাব করতে পারবে। তুমি যে ফিঞ্চ নও তার সম্ভাবনা হাজার ভাগের এক ভাগও নেই। ওই পন-টিকেটের কথা বিবেচনা করলে সম্ভাবনাটা লাখের এক ভাগে নেমে আসে।'

'কিছু ধারণার ওপর নির্ভর করে আমাকে ঝোলাবে তুমি, তাই না?'

'ওল্ড সান, ব্যাপারটা যদি শুধু আমার ওপর নির্ভর করত তাহলে একাই জাজ আর জুরির কাজ করতাম–কোন ঝামেলা ছাড়াই এতক্ষণে ঝুলিয়ে দিতাম তোমাকে!'

'কিন্তু খ্যাতি চাও তুমি।'

'ঠিক। এতক্ষণে আমাকে বুঝতে শুরু করেছ!'

'তারমানে আমি যেহেতু ফিঞ্চ, নিজের ভাইকে খুন করার দোষ স্বীকার করতে হবে আমাকে, তাই না?'

'কেউ খুন করেছে ওকে, এবং লোকটাকে কেবল জিমই দেখেছে–এমন এক লোক যে অনায়াসে ওর সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। জিমি ভাবতেও

বইঘর.কম

পারেনি তাকে খুন করবে ওই লোক।'

'কারণ ওকে সামনে থেকে আঘাত করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ। সেটা একটা কারণ, তাছাড়া কোন চিৎকার করেনি ও। আসলে সময়ই পায়নি বেচারা।'

'ওকে খুন করার কি কারণ থাকতে পারে আমার?'

'আলবৎ! তোমার কাছ থেকে প্রচুর টাকা ধার করেছে ও। জিম ভেবেছে তুমি হয়তো পাওনা টাকা নিতে এসেছ, এবং সেজন্যেই এসেছ তুমি! তৎক্ষণাৎ টাকা আদায় করতে চেয়েছ, কিন্তু টাকা দিতে অস্বীকার করেছে জিমি। শিগ্‌গিরই তোমাকে টাকা ফেরত দেবে–এরকম একটা নোট লেখা শুরু করেছিল ও। কিন্তু ওর কথায় পাত্তা দাওনি তুমি, বরং নিষ্ঠুরের মত খুন করেছ ওকে। মরার সময়ও কাগজটা ছিল জিমির হাতে, পরে মেঝেয় পড়ে গেছে ওটা। আমরা তদন্ত শেষ করে আসার পর কাগজটা খুঁজে পেয়েছে হ্যামন্ড। নোটের লেখা ছিল কাঁপা কাঁপা, স্পষ্ট বোঝা যায় বাম হাতের লেখা। ঠিক মাঝপথে লেখাটা শেষ হয়ে গেছে, আসলে শেষ করার সুযোগ পায়নি জিমি। কিন্তু এসব তো তোমার বিপক্ষেই যায়! কোন সন্দেহ আছে?'

সত্যিই সন্দেহ নেই, তিক্ত মনে ভাবল জেসন আরমিন, করারও উপায় নেই। পরিস্থিতিই অসহায় করে তুলেছে ওকে। লিন্টন কথাগুলো বলার সময় ওর নিজেরই মনে হচ্ছিল সত্যি বলছে সে।

'জানালা দিয়ে বাইরে তাকাও,' প্রসন্ন সুরে বলল ডেপুটি, সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে। চুটিয়ে উপভোগ করছে জেসনের বেচাল অবস্থা।

লোকজনের ভিড় বেড়েছে আরও, ক্রমশ অধৈর্য হয়ে পড়ছে সবাই। ঘোলাটে চোখের লোকটিকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না এখন, সম্ভবত ভিড়ের মধ্যে মিশে গেছে। জেসন কিছু বলার আগেই দরজায় নক্ হলো, তীক্ষ্ণ স্বরে ডেপুটিকে ডাকল কেউ। ভরাট, আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠটা সহজেই চিনতে পারল জেসন, ঘোলাটে চোখের লোকটা।

'মি. চ্যান্ডোজ!' কিছুটা বিস্ময় আর সমীহ মাখানো কণ্ঠে সাড়া দিল লিন্টন।

'তোমার কণ্ঠ শুনে খুশি হলাম। ভেতরে একজন বিপজ্জনক লোকের সাথে আছ তুমি, লিন্টন। শুধু বিপজ্জনকই নয়, মরিয়াও। ওর পুরো শরীর তল্লাশি করার অনুরোধ করছি তোমাকে, পকেটগুলো বাদ দিয়ো না।'

'ডিনামাইটের জন্যে?' হেসে উঠল ডেপুটি।

'হয়তো···একটা লাল ওয়ালেট পাবে ওর পকেটে!'

সন্তর্পণে দরজার দিকে এগোচ্ছিল জেসন, কিন্তু ধরা পড়ে গেল। মুহূর্তে সরু হয়ে গেল ডেপুটির চোখ, বিড়বিড় করে চ্যান্ডোজ নামের লোকটিকে ধন্যবাদ জানাল। বাইরে চ্যান্ডোজের পায়ের শব্দ দরজা থেকে সরে যেতে

Boighar.com

ওর দিকে এগিয়ে এল লিন্টন। 'এমনকি মি. চ্যান্ডোজও তোমার সম্পর্কে জানে,' বাঁকা হাসি দেখা গেল তার ঠোঁটে। 'দেখতে পাচ্ছি মিথ্যে বলেনি সে।'

'ওই নামে কোন লোকের কথা শুনিনি আমি।' অজান্তে একটা ভুরু কোঁচকাল জেসন. চ্যান্ডোজ জানল কি করে যে ওর কাছেই আছে লাল ওয়ালেট? আর কি জানে সে? *লস ক্যাভালসে দেখছি রহস্যময় চরিত্রের অভাব নেই!* তিক্ত মনে ভাবল ও।

'হয়তো,' উপহাস ঝরে পড়ল ডেপুটির কণ্ঠে। 'কিন্তু তোমার ব্যাপারে বেশ জানে সে। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক, সারা অ্যারিজোনা কিংবা নিউ মেক্সিকোয় তোমার যা খ্যাতি! তো, পার্টনার, নিজের অবস্থা নিশ্চই বুঝতে পারছ? আমার পরামর্শ শুনলেই তোমার মঙ্গল।'

'কোত্থেকে শুরু করব?'

'একটা লিখিত স্বীকারোক্তি দাও, বিনিময়ে হয়তো তোমার প্রাণ বাঁচাতে পারব।'

'তারমানে, আমাকে শহরের বাইরে নিয়ে যাবে?'

'হ্যাঁ, অন্য শহরে এবং নিরাপদ কোন জেলে। দ্রুত গতির ঘোড়া আছে আমার, তোমারও আছে। লোকজন পিছু নিলেও ওদেরকে পেছনে ফেলতে পারব আমরা।'

'ধন্যবাদ।'

'তাহলে স্বীকারোক্তি দিচ্ছ না তুমি?' প্রায় বিস্মিত স্বরে জানতে চাইল ডেপুটি।

'না।'

'তাহলে সকাল হওয়ার আগেই মরবে তুমি!'

'এমনিতেই হয়তো মরতে হবে, কিন্তু তুমি যদি সৎ অফিসার হও, সপ্তাহ পেরোনোর আগেই আফসোস করতে হবে তোমাকে–মরকে ঠেকাতে না পারার দায় তোমার ঘাড়েই চাপবে।'

'চান্সটা নেব আমি, লিঞ্চিং যে হবে তার কি নিশ্চয়তা আছে! কিন্তু তোমার ব্যাপারে চান্স নিতে রাজি নই আমি। প্রথমেই হাত দুটো বেঁধে ফেলব। হাত তোলো, ফিঞ্চ। মি. চ্যান্ডোজ ঠিক বলেছে কিনা সেটাও পরখ করা দরকার, এই সুযোগে তল্লাশির কাজটাও সেরে নেব।'

ধীরে ধীরে হাত তুলল জেসন। হাত বাড়িয়ে ওর পকেট থেকে লাল ওয়ালেটটা বের করে ফেলল এড লিন্টন। ওয়ালেটে চোখে পড়তে জেসনের মনে পড়ল অদ্ভুত একটা ম্যাসেজ আছে ভেতরে, অজান্তে কুঁচকে উঠল ওর মুখ।

'পছন্দ হচ্ছে না তোমার, তাই না?' ওর প্রতিক্রিয়া দেখে তীক্ষ্ণ, কুৎসিত

বইঘর.কম

স্বরে বলল ডেপুটি। 'একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়, শিগ্‌গিরই আমার কাজ-কর্ম এরচেয়েও বেশি অপছন্দ হবে তোমার!' কোন রকম বিদ্বেষ ছাড়াই, শেষ কথাটা বলার সময় গায়ের জোরে ওর বুকের পাশে পিস্তলের মাজল চেপে ধরল লিন্টন।

এরচেয়ে জঘন্য কোন কাজ করতে পারত না সে। জেসন উপলব্ধি করল আইনের প্রতিনিধিত্ব করছে বলে ডেপুটির দয়ার ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে ওকে। কিন্তু প্রতিটি মানুষেরই অহঙ্কার বা মর্যাদার শেষ সীমা থাকে, বাধা ছাড়া যা অতিক্রম করতে পারে না কেউ; মানুষ ত পরাজয় মেনে নেয়, কিন্তু অপমান হজম করে না।

আগপাছ না ভেবেই ঝটিতি দুই মুঠি চালাল জেসন, সরাসরি ডেপুটির মুখে আঘাত করল। বাম হাতের গাঁট লাগল লিন্টনের নাকে, কিন্তু ডান হাতটা মুগুরের মত আঘাত করল তার কপালে। ভারসাম্য হারিয়ে টলে উঠল সে, ট্রিগার থেকে আঙুল সরে গেছে। হাত বাড়িয়ে পড়ন্ত শরীরটা চেপে ধরল জেসন, ধীরে ধীরে মেঝেয় শুইয়ে দিল। নাক বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে ডেপুটির, চোখ দুটো আধ-খোলা। জেসনের আশঙ্কা হলো হয়তো মারা গেছে ডেপুটি, যদিও এরকম দুটো আঘাতে তা হওয়া একেবারেই অস্বাভাবিক। লিন্টনের গলায় ধমনীর স্পন্দন অনুভব করে নিশ্চিত হলো ও, তেমন কিছু ঘটেনি।

সিদ্ধান্ত নেয়ার এখনই সময়। ডেপুটির জ্ঞান ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকার মানে হয় না, কিংবা বাইরের উন্মত্ত লোকগুলোর হাত থেকে আইন ওকে বাঁচাবে তার জন্যে অপেক্ষা করাও বোকামি। কিছুক্ষণের মধ্যেই চেতনা ফিরে পাবে এড লিন্টন, এই সময়ের মধ্যে যা কিছু করতে হবে।

জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকাল জেসন। হোটেলের পোর্চে এ মুহূর্তে অন্তত একশো জন জমায়েত হয়েছে, প্রত্যেকেই সশস্ত্র। জটলা পাকিয়ে আছে, উত্তেজিত সবাই। পরিস্থিতিতে লিঞ্চিংয়ের পূর্বাভাস।

ডেপুটির দুই রিভলবার, কার্ট্রিজ বেল্ট আর দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে রাখা উইনচেস্টার তুলে নিল জেসন, সমব্রেরোটাও বাদ দিল না। হ্যাটটা অনায়াসে ওর মাথার বেশিরভাগ অংশ ঢেকে ফেলল। মেয়ারের স্যাডলে আছে ব্যাগপত্র, মনে পড়ল ওর। জানালা দিয়ে মলির দিকে আরেকবার তাকাল, দেখল লাগামের বাঁধন থেকে মুক্ত হতে চাইছে ঘোড়াটা। ছয়-সাতজনের একটা দল ঘিরে আছে ওটাকে, তাদের অজান্তে মলিকে করায়ত্ত করার উপায় নেই। কিন্তু মেয়ারটাকে ছাড়া মুক্তি পেলেও খুব একটা আশা নেই ওর।

লিন্টনের গোঙানি শুনতে পেয়ে পেছন ফিরে তাকাল ও। জ্ঞান ফিরে পাচ্ছে ডেপুটি। ফিরে এসে তার মুখে ব্যানডানা গুঁজে দিল জেসন, হাতকড়া পরিয়ে দিল হাতে। আরেক ব্যানডানা দিয়ে জুত করে বাঁধল পা দুটো।

Boighar.com

খেয়াল করল সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে গেছে সে, চোখ দুটো বিস্ফারিত। কথা না বললেও চাহনিতে তীব্র ঘৃণা আর আক্রোশ দেখা যাচ্ছে।

'হ্যাটের জন্যে ধন্যবাদ,' মৃদু হেসে বলল জেসন। 'আমারটা কোথায় রেখেছ কে জানে। বেশ চালবাজি করেছ এতক্ষণ, লিন্টন, সেজন্যে আক্ষেপ নেই আমার। তোমার জায়গায় থাকলে এই পরিস্থিতিতে বোধহয় আমিও তাই করতাম। যাক্‌গে, তোমার সৌভাগ্য কামনা করছি—কেবল আমার ব্যাপারে ছাড়া!'

দরজার কাছে এসে তালা খুলে ক্ষণিকের জন্যে কান পাতল ও। সাড়া নেই হলরুমে। ঝটিতি দুরজা খুলে ডানে-বামে তাকাল, ফাঁকা করিডর। দ্রুত হোটেলের সামনের অংশের দিকে এগোল ও, একটা সাইড প্যাসেজ হয়ে পাশের দরজায় পৌঁছে গেল মিনিট দুই পর। দরজাটা রাস্তার মুখোমুখি, এত কম ব্যবহার করা হয় যে প্রায় সময়ই বন্ধ থাকে। কী-হোলের সাথে চাবি ঝুলতে দেখে খুশি হলো জেসন। খোলার সময় বেশ আওয়াজ হলো, তবে মিনিট খানেক পর রাস্তায় বেরিয়ে এল ও। রাস্তার দু'পাশেই প্রচুর লোকজন, চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে তেমনি হোটেলটা যেন সব আগ্রহের কেন্দ্র বিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিগ্‌গিরই প্লাজার সুর থেমে গেল, এতক্ষণে খবরটা সেখানেও পৌঁছে গেছে।

সমব্রেরো আরও নামিয়ে দিয়ে চোখ দুটো প্রায় ঢেকে ফেলল জেসন, দ্রুত পা চালিয়ে প্যাসিওর দিকে এগোচ্ছে। ফটকের কাছে আসতে হোটেলের ভেতরে লোহার ওপর ভারী কিছু আঘাত করার গম্ভীর শব্দ শুনতে পেল। মনে পড়ল বেরিয়ে আসার সময় অফিসরুমের দরজা আটকায়নি, অনায়াসে ডেপুটিকে খুঁজে পেয়েছে লোকগুলো এবং হাতকড়া ভেঙে ফেলেছে। দরজা আটকে এলে খানিকটা বাড়তি সময় পাওয়া যেত।

ফটকের ভেতরে ঢুকে ভিড়ের সাথে মিশে গেল ও। হলরুমে লোকজনের সমাবেশ, ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে সবাইকে। অফিসরুম থেকে উত্তেজিত একটা স্বর শোনা গেল: 'হারামজাদা পালিয়েছে! লিন্টনকে বোকা বানিয়েছে ও!'

'মলি! মলি!' চাপা স্বরে ডাকল জেসন, দেয়ালের সাথে মিশিয়ে দিয়েছে শরীর। মাত্র চারবার ডাকতে হলো ওকে। ঘোড়াটার তীক্ষ্ণ হ্রেষাধ্বনির পর খুরের দাপট কানে এল ওর। ছুটে আসছে ওটা, চোখের পলকে পৌঁছে গেল কাছাকাছি। ছুটতে শুরু করল জেসন, দশ গজ এগোনোর আগেই ওকে ধরে ফেলল মলি। দৌড়ের মধ্যেই লাফ দিল ও। আরেকটু হলে মিস্ করেছিল, কিন্তু বাম হাতে কোন রকমে পমেল আঁকড়ে ধরল। এক হাতে পমেল ধরে মেয়ারের গতির সাথে তাল মেলাল, অন্য হাতে স্যাডল-ক্যান্টার চেপে ধরে ছেঁচড়ে টেনে তুলল শরীর। ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল এবার, প্যাসিও থেকে ছুটে বেরিয়ে আসছে লোকজন, সমানে গুলি করছে। স্যাডলের সাথে

বইঘর.কম

শরীর মিশিয়ে দিল জেসন, তীর বেগে ছুটছে মলি। ডানে প্রথম বাঁক পেয়ে গলিতে ঢুকে পড়ল। গুলির আওতা থেকে আপাতত মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ও।

কিন্তু ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা শুরু হলো এবার। লস ক্যাভালস সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা নেই, তবে আশা করল শিগ্‌গিরই শহর থেকে বেরোতে পারবে। সরু গলি ধরে ছুটছে মেয়ারটা, কিছুক্ষণের মধ্যে চওড়া রাস্তায় এসে পড়ল। ডানে তাকিয়ে শহরের ফটক দেখে গতিপথ বদলে সেদিকে মলিকে ছোটাল জেসন।

সর্বোচ্চ গতিতে ছুটছে মলি ম্যালোন। কয়েকশো গজ দূরে, ওর পথ আটকে দেয়ার জন্যে একটা ওয়্যাগন রাস্তার ওপর আড়াআড়ি ভাবে ফেলে রাখার আয়োজনে ব্যস্ত কয়েকজন। জেল হাউসের ঘণ্টার শব্দ কানে এল ওর, আসামীর পলায়ন সম্পর্কে সতর্ক করা হচ্ছে। দ্রুত এগোচ্ছে মেয়ারটা, ওটার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও–জেসন দেখল–সামনের পথ বন্ধ করে দিয়েছে ওয়্যাগন। ড্রাইভার লোকটা আসন ছেড়ে পেছনের পাটাতনের দিকে চলে গেছে।

ওয়্যাগন থেকে বিশ গজ দূরে শহরের ফটক, বেরোতে হলে আগে ওয়্যাগনের বাধা পেরোতে হবে। আপাত দৃষ্টিতে জেসনের মনে হলো পথটা বন্ধ হয়ে গেছে। মরিয়া হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল ও। এদিকেও একই অবস্থা, দুই রাস্তা ধরে ছুটে আসছে উন্মত্ত লোকজন। কেউই গুলি করছে না এখন। জানে আসামী কোণঠাসা হয়ে পড়েছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরে ফেলতে পারবে। বিজয় আসন্ন দেখে সোৎসাহে চিৎকার করছে লোকগুলো, সঙ্কীর্ণ তীরে সাগরের বিশাল জলরাশি আছড়ে পড়লে যেরকম গম্ভীর শব্দ হয়, তেমন শব্দ হচ্ছে।

মলি ম্যালোনের লাগাম চেপে ধরল ও, ফিরতি পথে ছুট লাগাতে উদ্যত হয়েছিল, জানে ওকে ধরতে পারলে হাড়-মাংস আলাদা করে ফেলতেও দ্বিধা করবে না লোকজন। ও যদি পাল্টা আঘাত করে, দু'একজন হয়তো হতাহত হবে, কিন্তু চূড়ান্ত বিজয় শহরবাসীরই হবে। এলোপাতাড়ি গুলি করে মবের একটা দলকে পেরিয়ে শহরের ভেতরে ঢুকে পড়তে পারে, হয়তো পালানোর অন্য কোন পথও খুঁজে পাবে; কিন্তু বিনিময়ে মলি ম্যালোনকে হারাতে হবে, কারণ শহরের চারপাশের উঁচু দেয়াল টপকাতে পারবে না ওটা আর ফটকগুলোও ততক্ষণে বন্ধ হয়ে যাবে।

আগুয়ান ঘোড়সওয়ারদের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে সামনের দিকে তাকাল জেসন, হঠাৎ করে আশা জাগল মনে। রাস্তায় পড়ে থাকা ওয়্যাগনটা বিশাল এবং যথেষ্ট উঁচু হলেও জোয়ালের অংশটা তেমন বড় নয়, তাছাড়া ঘোড়াগুলো পরস্পরের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে।

Boighar.com

বুনো ইন্ডিয়ান চিৎকার বের হলো ওর মুখ থেকে, একই সঙ্গে স্পার দাবাল। ঝড়ের গতিতে ওয়্যাগনের দিকে ছুটল মেয়ার, সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা নোয়াল যেন সওয়ারীর ইচ্ছে পরিষ্কার বুঝতে পারছে। কান দুটো টান টান হয়ে গেল, দুর্দান্ত বেপরোয়া মনে হচ্ছে ওটাকে এখন।

মুহূর্তের মধ্যে চল্লিশ গজ দূরত্ব পেরিয়ে গেল মল্লি ম্যালোন। ওয়্যাগনের কাছাকাছি এসে আচমকা গতি কমিয়ে দিল মুহূর্তের জন্যে, লাফ দিল এরপর। কয়েক সেকেন্ড শূন্যে ভেসে থাকল মেয়ারটা। নিচের ঘোড়াগুলো আতঙ্কে শরীর নিচু করে ফেলেছে, খিস্তি করে পাটাতনের সাথে শরীর মিশিয়ে দিল ড্রাইভার, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে মলির দিকে।

পাটাতন বা ঘোড়ার বহরের ওপর আছড়ে পড়ল না মলি, বরং ওপাশের শক্ত মাটির ওপর পড়ল ওটার খুর। তারপর একই গতিতে ছুটে বেরিয়ে এল ফটক দিয়ে। ভারী ওক কাঠের ফটক বন্ধ করে দেয়া হলো তৎক্ষণাৎ, যেন ওর ফেরার পথ বন্ধ করে সন্তুষ্ট বোধ করছে লস ক্যাভালসবাসী!

ফটকের পরপরই খোলা জায়গা। নিমেষের মধ্যে কয়েকশো গজ দূরত্ব পেরিয়ে এল মলি, রাইফেলের নিশানার বাইরে চলে এসেছে। বামে মোড় নিল জেসন, একটু পর ঘন গাছপালায় পূর্ণ মালভূমির মত উঁচু একটা জায়গায় এসে নিশ্চিন্ত বোধ করল। গতি কমিয়ে কান পাতল ও, কিন্তু বাতাসের শব্দ আর বনের স্বাভাবিক কোলাহল ছাড়া কিছু শুনতে পেল না। জানে ওই শব্দগুলোই সতর্ক ভাবে আগুয়ান একশো লোকের সাড়া লুকিয়ে রাখার জন্যে যথেষ্ট।

পুরো দুই দিনের বিশ্রাম পেয়েছে ঘোড়াটা। নিশ্চিন্তে ছুটতে পারবে আরও কয়েক ঘণ্টা। ফের মলিকে ছোটাল জেসন, কোন্ দিকে যাচ্ছে তাতে আমল দিল না। লস ক্যাভালস থেকে যত দূরে সম্ভব সরে যেতে পারলেই খুশি। তবে যেখানেই যাক, এখন থেকে ফেরারী হয়ে থাকতে হবে ওকে। *কোত্থেকে যে এই ঝামেলার শুরু কে জানে*, আনমনে ভাবল ও।

এমন নয় যে ডেপুটির গায়ে হাত তোলার সাথে সাথে এই সমস্যার শুরু হয়েছে, কিংবা জিমির খুন এবং পরবর্তীতে ওর ওপর দায় এসে পড়া, অথবা পন-শপে যাওয়ার সময়ও নয়; আসলে সবকিছুর শুরু হয়েছিল জিমির চিঠিটা পাওয়ার পরপরই। মরুভূমিতে ড্যানিয়েল ফিঞ্চের সাথে দেখা হওয়ার পর থেকে ঘটনাগুলো ত্বরান্বিত হয়েছে কেবল।

ফের যদি লোকটার সাথে দেখা হত!

ঘণ্টা দুয়েক একই তালে ছুটল মলি। লস ক্যাভালস থেকে অন্তত বিশ মাইল দূরে চলে এসেছে, আন্দাজ করল জেসন। সামনে বিরান প্রান্তর, ট্রেইলটা এঁকেবেঁকে চলে গেছে দিগন্তের কাছে, রুক্ষ বোল্ডার আর বুনো ঝোপে পূর্ণ। দিগন্তের কাছে আকাশ ছুঁয়েছে ধূসর পাহাড়সারি, চিরুনির মত

বইঘর.কম

খাঁজকাটা চূড়াগুলো আলাদা ভাবে বোঝার উপায় নেই। পিঠ তাতিয়ে দিচ্ছে সূর্য, গায়ের সাথে শার্ট লেপ্টে থাকায় অস্বস্তি বোধ করছে ও।

সামনের বাঁকের মুখে একটা ওয়্যাগন চোখে পড়ল ওর। মিনিট খানেক পর ওটার পাশে চলে এল জেসন। লোহার চাকার বিশাল ওয়্যাগনটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আটটা মিউল। কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওকে দেখল ড্রাইভার, মৃদু নড করল।

'সামনে ওই শহরের নাম কি?' জানতে চাইল জেসন। 'মানে প্রথম যেটা পাব আমরা।'

'গ্লেন্ডেল।'

ওর মনে হলো পরিচিত ঘণ্টার ধ্বনি শুনতে পেয়েছে। নামটা আগেও শুনেছে! তৎক্ষণাৎ কেট লরেন্সের অপূর্ব সুন্দর মুখ ভেসে উঠল মানসপটে। মৃদু হাসি ফুটল ওর ঠোঁটের কোণে, যেন এই মুহূর্তে সামনে উপস্থিত হয়েছে মেয়েটি। 'শহরটার কথা শুনেছি,' মৃদু স্বরে বলল জেসন।

'সামনের বাঁকে উঁচু পাহাড় আছে। ওখানে গেলেই শহরটা দেখতে পাবে। গ্লেন্ডেলের নাম শুনেছ তাহলে, কিন্তু আগে আসোনি বোধহয়?'

'না।'

নীরবে এগোল ওরা। মাইল খানেক পর ট্রেইলের চেহারা বদলে যেতে শুরু করল। বিস্তীর্ণ প্রেয়ারিতে সবুজ ঘাস আর প্রচুর গাছপালা দেখা যাচ্ছে। জমিতে ফসল ফলানো হয়েছে। একপাশে বেড়া দেয়া ফলের একটা বাগান।

'গ্লেন্ডেলে লোকজন কেমন?'

'আড়াইশোর মত হবে।'

'এদের অনেকেই ধনী, তাই না?'

'জুড ফিশার একজন, কয়েকটা খনি আছে ওর। সবসময়ই জমি কেনার তালে আছে, আসলে জমি-পাগল একটা পিশাচ ও! লরেন্সও বোধহয় ধনী ছিল, কিন্তু ইদানীং সবকিছু খুইয়ে বসেছে!'

লাফিয়ে উঠল জেসনের কল্‌জে। মনে হচ্ছে ধৈর্যের ফল পেতে যাচ্ছে এবার। 'কিভাবে খোয়াল?'

'সবসময় একই ফসলের চাষ করে সে। গম ভালই ফলে ওর খেতে, তাই লরেন্স ভাবল ওটাই চাষ করা উচিত। কিন্তু জমি থেকে সবসময় কি একই ফল পাওয়া যায়? যেখানে-সেখানে সারা বছর যদি গম লাগাও তাহলে তো আর হলো না, ফলন যত ভালই হোক।'

'গ্রীষ্মের সময় লাগানো উচিত, তাই না?'

'হ্যাঁ, এবং এক বছর পরপর। তারপরও মাঝে মধ্যে অন্য ফসল ফলানো উচিত। কিন্তু কারও পরামর্শ তেমন পছন্দ করে না লরেন্স। সব হারিয়ে এখন পথে বসতে যাচ্ছে সে।'

Boighar.com

'ব্যাংকের দেনা?'

'নিশ্চই। তাছাড়া আরও কিছু দেনা আছে ওর। কেবল তরুণ বিগবীই নিজের পাওনা আদায়ে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না। কারণও আছে। ওর আগ্রহ লরেন্সের মেয়ের দিকে।'

'তাহলে ওই মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছে বিগবী?'

'জানি না। কখনোই নিশ্চিত কিছু বলা যাবে না। মেয়েটা অসাধারণ সুন্দরী এবং উঁচু বংশের। ইচ্ছে করলেই কোন লাখপতিকে বিয়ে করতে পারে। কিংবা কে বলতে পারে, কপর্দকশূন্য কোন সাধারণ পাঞ্চারের সাথেই হয়তো পালিয়ে যেতে পারে! আসলে আমি যা বলতে চাই—ওই মেয়েকে পছন্দ করতে পারে যে কেউ, কিন্তু কার সঙ্গে শেষপর্যন্ত ঝুলে পড়বে ক্যাথেরিন লরেন্স, আগাম কারও পক্ষে তা বলা সম্ভব নয়। যাক্‌গে, তাড়া আছে আমার। এমনিতেই দেরি করে ফেলেছি। তোমার সাথে কথা বলে ভাল লাগল, স্ট্রেঞ্জার!'

আরেকটা প্রশ্ন চলে এসেছিল জেসনের ঠোঁটে, কিন্তু ঢোক গেলার সাথে সাথে সেটা হজম করে ফেলল।

লাগাম হাতে তুলে নিল ড্রাইভার। 'ওই যে, দক্ষিণে পাহাড়ের ওপর লরেন্সদের বাড়ি। গাছের ওপর দিয়ে দোতলার বাতি দেখতে পাবে।' লাগাম ঢিলে করতে ঘড়ঘড় শব্দে এগোল বিশাল ওয়্যাগন।

বামে মোড় নিয়ে এগোল জেসন, সরাসরি লরেন্সদের বাড়ির দিকে চলে গেছে রাস্তা। ক্রমশ উঁচুতে উঠছে, এগোনোর সাথে সাথে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল বাড়িটা। লনের গাছপালার ফাঁকে আলো-আঁধারির সৃষ্টি করেছে জানালা দিয়ে ঠিকরে আসা ম্লান আলো।

কাছে যাওয়ার পর জেসন খেয়াল করল গাছগুলো লনে লাগানো হয়নি, বরং ছোটখাট বনভূমির একটা অংশ; পাশের উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। বনের ভেতরে কোথাও রাত কাটানোর উপযুক্ত জায়গা পাওয়া যাবে বলে আশা করল ও।

বেড়ার কাছাকাছি এসে স্যাডল ছাড়ল জেসন। পুরানো হয়ে গেছে বেড়াটা, কয়েক জায়গায় ভেঙে গেছে। আধ-ডজন বড়সড় গাছ লনটাকে ঢেকে ফেলেছে ওর দৃষ্টিপথ থেকে। একপাশে উইন্ডমিল চোখে পড়ল, চাকাটা বাতাসে অনবরত ঘুরছে। মিলের দিকে এগোল ও, প্রথমে নিজে পানি পান করল। শীতল মিষ্টি পানি।

এক ধরনের কৌতূহল মিশ্রিত উত্তেজনা বোধ করছে ও। এখানে আসা শুধুই কাকতালীয় ব্যাপার, নিজেকে এরকম বোঝালেও জানে রক্তমাংসের ক্যাথেরিন লরেন্সকে সামনাসামনি দেখার তীব্র ইচ্ছে লুকিয়ে ছিল ওর মনের গভীরে।

বইঘর.কম

বাড়ির চারপাশে একটা চক্কর দিল ও। শেষে সামনের দিকে চলে এল, ভেতরে মৃদু কথাবার্তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে মাঝে মধ্যেই। গোলাপ ঝাড়ের পাশ দিয়ে আলগোছে লনের ভেতরে ঢুকে পড়ল জেসন। বারান্দায় চারজনকে দেখতে পেল–টাকঅলা এক লোক হাতে কাগজ রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছে একটা চেয়ারে, পাশে বসে কাপড়ে সেলাই তুলছে এক মহিলা। বারান্দার কোণে রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক যুবক, দূরে থাকায় ঠিকমত দেখতে পাচ্ছে না জেসন, তার ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছে কেট লরেন্স।

এমন নয় যে কেট লরেন্সকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু মেয়েটিকে এক নজরে চেনার মত উপাদান রয়েছে ওর মস্তিষ্কে; মেয়েটির উপস্থিতিই এমন–অন্য-মহিলাদের মধ্যেও উজ্জ্বল। কেটের মুখের বাঁক, কপালে পড়া আলো-ছায়ার লুকোচুরি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। মাঝে মধ্যেই সঙ্গীর দিকে ঘুরছে মেয়েটা। ঝোপের পেছনে বসে উৎসুক ক্ষুধার্ত শেয়ালের মত তাকিয়ে থাকল জেসন।

'পিটার দেখছি ঘুমিয়ে পড়েছে,' হাতের কাপড় ব্যাগে পুরে বলল বয়স্কা মহিলা।

'গত এক ঘণ্টা ধরেই ঘুমাচ্ছে বাবা,' বলল ক্যাথেরিন লরেন্স।

'ওহ্! আর আমি কিনা ভাবছিলাম কেন আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে না! পিটার, ওঠো। সারা রাত এখানে ঘুমাবে নাকি?'

উত্তরে নাক ডাকার দীর্ঘ শব্দ এল।

'পিটার? চলো ঘুমোবে।'

'হ্যাঁ, ডেলিয়া।' নড়ে উঠল লোকটি, হাঁটুর ওপর থেকে দেহের পাশে ঝুলে পড়ল তার হাত।

'বাবা?' ডাকল মেয়েটি।

তৎক্ষণাৎ চোখ খুলল লোকটি, চোখ পিটপিট করছে।

'তোমার কথা ঠিকই শুনতে পায় ও!' অভিযোগ করল মহিলা। 'চলো, পিটার, ঘুমোবে।'

'এক মিনিট, ডেলিয়া। আমরা বোধহয় খুব জরুরী একটা বিষয় নিয়ে আলাপ করছিলাম, নাকি স্বপ্ন দেখেছি?'

'ঠিকই বলেছ।'

'কেট সম্পর্কে, তাই না?'

'ঠিক।'

'কোন কিছু কি ঠিক করা হয়েছে?'

'সবকিছু!'

'দাঁড়াও! আমি তো মনে করতে পারছি না…'

'নড করছিলে তুমি, আমরা ভেবেছি সম্মতি দিচ্ছ। হয়তো ঘুমিয়ে

Boighar.com

পড়তে যাচ্ছিলে।'

'হয়তো,' নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল লরেন্স। 'এক মিনিট, ডেলিয়া।'

'এক মিনিট অপেক্ষা করলে আবার ঘুমিয়ে পড়বে!'

'কি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে জানতে চাই আমি।'

'বেশ তো। কেট, তুমিই বরং বলো ওকে।'

'বাবা, আমরা ঠিক করেছি সবকিছু ড্যানের ওপর ছেড়ে দেয়াই ভাল হবে।'

'মাথা খারাপ!'

'বাদ দাও, পিট। সকালে আলাপ করা যাবে আবার, যদি এখনও মনে করো সত্যিই আলোচনা করার আছে কিছু।'

'নিজের মতামত এখনই জানাচ্ছি আমি,' একগুঁয়ে স্বরে বলল লরেন্স। 'ড্যানির বিপক্ষে কিছুই পাইনি আমি। প্রচুর টাকা আছে ওর, এই বয়সেই যথেষ্ট সাফল্য পেয়েছে। তারমানে বুদ্ধি বা ভাগ্য পক্ষে আছে ওর, যদিও আমি জানি না দুটোর মধ্যে কোন্‌টা শ্রেয়তর! ওর ভাবভঙ্গিতে বোঝা গেছে কেটকে ভালবাসে। যদিও অন্য সবাইও তাই বোঝাতে চেয়েছে! কিন্তু নিশ্চিত থাকতে পারো, ড্যানির বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য কিছুই পাইনি আমি; তারপরও মানতে পারছি না তোমার আইডিয়াটা–কেটের স্বামী হবে ড্যানি!'

'পিটার!' সবিস্ময়ে চিৎকার করল মহিলা। 'সবকিছু শেষ করে দেবে নাকি? তুমি কি কেটকে সুখী দেখতে চাও না?'

'কেট!' ডাকল পিটার লরেন্স।

'বলো, বাবা।'

'তুমি কি এই লোকটিকে এতটাই ভালবাসো যে ওকে ছাড়া বাঁচার চিন্তা করতে পারো না?'

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকের হাত টেনে ধরল মেয়েটি, বাপের দিকে ফেরাল তাকে। এই প্রথমবারের মত কেট লরেন্সকে পুরোপুরি দেখতে পেল জেসন, যুবকের হাতে হাত ধরে এগিয়ে আসছে।

কিন্তু কেট লরেন্স নয়, বরং যুবকের ওপর স্থির হয়ে আছে জেসনের দৃষ্টি। জুয়াড়ী লোকটা–ড্যানিয়েল ফিঞ্চ!

সাত

'তুমি কি ওকে এতটাই ভালবাসো যে ওকে পেতেই হবে, কেট?'

খানিক দ্বিধার পর সম্মতি জানাল মেয়েটা।

বইঘর.কম

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল পিটার লরেন্স, আনমনে নড করল এরপর। 'নিজের ভালমন্দ বোঝার মত বয়েস হয়েছে তোমার, হানি, নিজের ইচ্ছেমত জীবন বেছে নেয়ার অধিকারও আছে। আমি শুধু বলতে চাই যে এটা এমন এক পরিস্থিতি যেখান থেকে এক পা আগে বাড়লে আর ফেরার উপায় নেই। সেটা কি ভেবেছ, হানি?'

'হ্যাঁ।'

'এবার তাহলে ঘুমাতে যাই। শুভ রাত্রি, ফিঞ্চ, তুমি সত্যিই ভাগ্যবান লোক।'

পা টেনে টেনে বাড়ির ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। জীবন বোধহয় বিষিয়ে উঠেছে লোকটির কাছে, আচরণে সেটা পরিষ্কার ফুটে উঠছে। তাকে অনুসরণ করল মিসেস লরেন্স, দরজার কাছে থেমে ফিরে তাকাল কেটের দিকে। 'কাল নতুন একটা দিন,' মৃদু হেসে বলল মহিলা। 'এক রাতে নিশ্চই সবকিছু স্থির করতে পারবে না তোমরা!'

একা হয়ে গেল ফিঞ্চ আর ক্যাথেরিন লরেন্স। খানিকটা এগিয়ে উৎসুক দৃষ্টিতে দু'জনকে দেখছে জেসন।

মূল দরজার স্ক্রীন-ডোর বন্ধ হয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে লরেন্স দম্পতির পদশব্দও মিলিয়ে গেল। ভালবাসার মানুষটির দিকে ফিরল কেট লরেন্স, পোর্চের সামনের অংশের দিকে এগোল।

'লনে যাবে নাকি, কেট? ঠাণ্ডা ওখানে।'

ঘুরে তার দিকে ফিরল মেয়েটি, উত্তর দেয়ার বদলে শ্রাগ করল।

'দেখো, কেট, তুমি যদি সবকিছুর মত আমাদের সম্পর্কটাকেও সহজ ভাবে নিতে না পারো, বিয়ের জন্যে জোর করব না তোমাকে।'

'কি জানো, সহজ ভাবে নেয়ার চেষ্টা করছি, কিন্তু ওজনটা খুব বেশি মনে হচ্ছে!' সহজ কণ্ঠে বলল মেয়েটা, ওর কণ্ঠের নিস্পৃহ ভাব বিস্মিত করল জেসনকে। একেবারে নিরুদ্বিগ্ন, আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে কেটকে। সুশ্রী মুখে দৃঢ় প্রত্যয়ের ছাপ, প্রশান্তির সাগর বইছে যেন, অথচ কথা বলার সময় সরাসরি চোখের দিকে তাকাচ্ছে, যে কোন পুরুষের মত তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ফুটে উঠছে চাহনিতে।

বিকার দেখা গেল না ফিঞ্চের মধ্যে, ধৈর্য ধরার পক্ষপাতি সে তাছাড়া মেয়েটির বাড়িতে আছে এ মুহূর্তে। 'নিশ্চই কাজটা কঠিন, যে কোন মেয়েই নিজের বাড়ি ছেড়ে স্বামীর বাড়ি যাওয়ার সময় কাঁদে, এটাই স্বাভাবিক।'

'আমি কাঁদব না, ওই জিনিস আমার মধ্যে দেখতে পাবে না।'

'তাহলে নিজের বিবেকের সঙ্গে লড়াই করতে হবে তোমার!' হেসে বলল ড্যান ফিঞ্চ।

'ঠিক। কাঁদার চেয়ে বরং তাই করব আমি।'

Boighar.com

'কিছু মনে কোরো না, কেট–তোমাকে চাবুকপেটা করছি না আমি!'

'তা করছ না। কিন্তু তোমার উপস্থিতিই আমাকে অস্থির করতে যথেষ্ট!'

'কিভাবে? বলতে চাইছ আমাকে গ্রহণ করতে পারছ না?'

'তোমার প্রতি অনুরাগ জন্মাচ্ছে না কেন, যেভাবে অন্য সব বিষয়ে মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় হয়েছে আমার? ভালবাসা দূরে থাক, কোন রকম আবেগই অনুভব করছি না!'

'ঠিকই বলেছ,' স্বীকার করল ড্যানিয়েল ফিঞ্চ। 'কিন্তু আমাদের দূরত্বটা তো কমে আসবে, অন্তত বন্ধু হতে পারব আমরা এবং সেভাবে শুরু করাই সব দিক থেকে নিরাপদ, তাই না? অন্ধের মত কাউকে ভালবাসা যায় না, তুমিও পারবে না। কিন্তু একটু খোঁজ-খবর করলেই আমার ব্যাপারে বিশদ জানতে পারবে। এভাবে খানিকটা সদয় হতে পারো আমার প্রতি, আর তোমার ভালবাসা জয় করার দায়িত্বটা না হয় আমার ওপরই থাকুক। মনে হয় এটুকু যথেষ্ট সঙ্গত, তাই না?'

ধারণাটা কিছুক্ষণ নিজের মনে উল্টে-পাল্টে দেখল কেট লরেন্স। 'হ্যাঁ,' শেষে নিজের মতামত জানাল। 'ওটাই যৌক্তিক, কিন্তু তারপরও দ্বিধা যাচ্ছে না। একটা রেসে নিজের সমস্ত টাকা বাজি ধরার মত ব্যাপারটা, তাই না? কারণ, আমার মতে, একটা মেয়ের জীবনে একবারই বিয়ে করা উচিত।'

'শুনে খুশি হলাম। তোমার দ্বিধা হচ্ছে জেনে অবাক লাগছে না। যদি তাড়া না থাকত, তোমার ইচ্ছেমত সময় দিতে পারতাম।'

'সত্যিই যাওয়ার দরকার আছে তোমার, ড্যান?'

'নিশ্চই। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে লন্ডনে থাকতে হবে আমার।'

'লন্ডন?'

'এই ট্রিপটা শুধু তোমার জন্যে, কেট! আমাদের ভবিষ্যতের জন্যে!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কেট লরেন্স।

'সবকিছু ঠিক করে রেখেছি আমি,' শেষে কোমল স্বরে যোগ করল ফিঞ্চ। 'নিশ্চিন্তে আমার ওপর নির্ভর করতে পারো, হানি।'

'দয়া ছাড়া ওসবের মধ্যে আর কিছু দেখছি না আমি, ড্যান!' খানিকটা উষ্মা প্রকাশ করল মেয়েটি। 'বাবার অসময়ে ঈশ্বরের কৃপা হয়ে এসেছ তুমি! বাবার কিছু হলে মা-র যে কি হত!'

'মাঝে মাঝে মনে হয় শুধু তোমার বাবাকে সাহায্য করছি বলেই আমাকে বিয়ে করতে চাও তুমি!' শুকনো কণ্ঠে বলল ফিঞ্চ।

'একেবারে মিথ্যেও নয় কথাটা,' চিন্তিত স্বরে বলল কেট লরেন্স। 'কিন্তু তোমার প্রতি আমার আকর্ষণের কারণ–তোমার রহস্যময় আচরণ!'

'রহস্যময়?'

'হ্যাঁ। ওই লোকের কথাই ধরো, কয়েকদিন আগে লস ক্যাভালসে

বইঘর.কম

এসেছে, শোনোনি?'

'আমার নাম ভাঁড়িয়েছে যে লোক?'

'হ্যাঁ।'

'আমার মত দেখতে এমন অনেক লোক আছে।'

'কিন্তু মলির মত একই রকম আর কোন ঘোড়া নেই।'

'ওই লোকের ঘোড়াটা হয়তো ঠিক মলির মত নয়। এমনিতেই মলির ব্যাপারে উৎসাহী লোকজন, স্রেফ গুজব রটিয়েছে হয়তো।'

'মলি কোথায় তাহলে? এর আগে ওকে ছাড়া এখানে আসোনি তুমি।'

'বিশ্রামের জন্যে রেখে এসেছি। আজীবন তো ছুটতে পারবে না মলি!'

মাথা নাড়ল কেট, চোখে সন্দেহ। 'সত্যি?'

'নিশ্চই।'

'ঠিক আছে,' বিড়বিড় করে বলল লরেন্স-কন্যা। 'কিন্তু দুশ্চিন্তা হচ্ছে আমার। মলি কোথায়, মাথা থেকে চিন্তাটা সরাতে পারছি না। তারপরই শুনলাম লস ক্যাভালসে এসেছে ড্যানিয়েল ফিঞ্চ–বুঝতেই পারছ কেমন লেগেছে আমার!'

'লোকজন কিভাবে জানবে সত্যিই ওখানে গেছি আমি? মাত্র একবারই লস ক্যাভালসে গিয়েছিলাম, তাও থামিনি, স্রেফ শহরটা পেরিয়ে এসেছি।'

'শুনেছি। কিন্তু আরও কয়েকটা ব্যাপার আছে–না, জিজ্ঞেস করব না। মলির পেছনে টাকা খাটিয়েছি আমি, ড্যান, ঘোড়াটা যদি পোস্টেই থাকে, অযথা ভেবে লাভ নেই।'

যথেষ্ট শুনেছে জেসন। ফিঞ্চের মিথ্যে শুনতে শুনতে বিরক্তি ধরে গেছে, প্রিয় মানুষের সঙ্গে এভাবে অনর্গল মিথ্যে বলে কেউ? সম্পর্কটা গভীর নয়, এবং ও নিজেও যেহেতু কিছুটা জড়িত, তায় সুন্দরী অকপট একটা মেয়ে ঠকতে যাচ্ছে, ভাবতেই মন বিদ্রোহ করছে ওর। স্ট্রবেরি ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে আলোর মধ্যে দাঁড়াল জেসন। যা করতে যাচ্ছে তার যৌক্তিকতা নিয়ে ভাবল ক্ষণিকের জন্যে, কিন্তু আমল দিল না। *ব্যাটা আমাকে মরার জন্যে পাঠিয়েছে লস ক্যাভালসে!* নীরব উষ্মার সঙ্গে ভাবল জেসন। স্যাডলের স্ক্যাবার্ডে রাইফেল রেখে এসেছে, কিন্তু কোল্টগুলো সঙ্গেই আছে। জানে যে কোন মুহূর্তে ওগুলো ব্যবহার করতে হতে পারে।

কেট লরেন্সই আগে দেখতে পেল ওকে, বিস্ময়সূচক গোঙানি বেরিয়ে এল মেয়েটির মুখ থেকে। 'বিলি, ওখানে তুমি নাকি?' সংশয় প্রকাশ পেল লরেন্স-কন্যার কণ্ঠে।

'আমার নাম আরমিন, জেসন আরমিন,' শান্ত স্বরে ঘোষণা করল জেসন। 'এভাবে তোমাদের বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত।' বারান্দার সিঁড়িতে পা রাখল ও, ড্যানিয়েল ফিঞ্চের ওপর স্থির হয়ে আছে চোখ। আচমকা ওকে

Boighar.com

উদয় হতে দেখে বিমূঢ় হয়ে গেছে সে। প্রথমে ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখ, চোখ বিস্ফারিত। মুহূর্তের জন্যে জেসনের মনে হলো পিস্তল বের করবে লোকটা, হোলস্টার ছুঁই ছুঁই করছে হাত।

হয়তো মরুভূমিতে ক্যাম্পের পাশে মরা খরগোশটার কথা মনে পড়েছে ফিঞ্চের; লোহার তপ্ত ছ্যাঁকা খেয়েছে যেন, ঝটিতি হোলস্টার থেকে হাত সরিয়ে নিল। এদিকে নীরব বিস্ময় আর কৌতূহল নিয়ে দু'জনকে দেখছে কেট লরেন্স।

'এতক্ষণ তোমাদের কথা শুনছিলাম,' কিছুটা অপরাধী কণ্ঠে স্বীকার করল জেসন। 'তোমার বাবা-মা বাড়ির ভেতরে চলে যাওয়ার পর থেকে বলা সব কথাই শুনেছি, ম্যা'ম।'

'দারুণ কাজ করেছ!' উপহাস ঝরে পড়ল লরেন্স-কন্যার কণ্ঠে।

'দুঃখিত, ম্যা'ম। কিন্তু কাজটা করার কারণ আছে। আমি চেয়েছিলাম এই ভদ্রলোক নিজের সম্পর্কে মুখ খুলুক।' বাম হাত তুলে ড্যানিয়েল ফিঞ্চের দিকে নির্দেশ করল জেসন, বিদ্রূপাত্মক একটা ভঙ্গি থাকল তাতে।

ততক্ষণে সামলে নিয়েছে ড্যানিয়েল ফিঞ্চ, হাসছে এখন। 'তোমার যদি কিছু বলার থাকেই, আরমিন, চলো বনের ওদিকে গিয়ে কাজটা শেষ করি!' কঠিন নিস্পৃহ শোনাল কণ্ঠ, যদিও খুব একটা আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে না তাকে।

'উঁহুঁ, মিস্ লরেন্সের সামনেই আরও কিছু বলতে চাই আমি। চাই কথাগুলো জানুক ও।'

আচমকা কেটের দিকে ফিরল ফিঞ্চ। 'কেট, তুমি বরং ভেতরে চলে যাও।'

নড করল কেট লরেন্স, দ্বিধা বা জড়তা দেখা গেল না ওর মধ্যে। 'ভেতরে যাচ্ছি আমি।'

'তুমি বরং থাকো, ম্যা'ম,' অনুরোধ করল জেসন।

'কোন ব্ল্যাকমেলের ঘটনা শোনার বা দেখার ইচ্ছে নেই আমার।'

'সত্যি নয় এমন একটা কথাও যদি বলি···আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে দুর্ধর্ষ গানফাইটার ড্যানিয়েল ফিঞ্চ। ওর সম্পর্কে মিথ্যে বলতে সত্যিই বুক কাঁপবে আমার। তাই না, ফিঞ্চ?'

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়েটি। 'শুভ রাত্রি, ড্যান!'

'বোকামি করছ, ম্যা'ম,' অধৈর্য স্বরে বলল জেসন। 'সবকিছু জানানোর অধিকার আছে আমার, সুযোগ দিলে ব্যাখ্যা করতে পারব। আমিই আরেক ড্যানিয়েল ফিঞ্চ, লস ক্যাভাল্লসে যার কাছে চিঠি লিখেছিল তোমার বাবা।'

নবে হাত রেখে দরজা খুলতে যাচ্ছিল কেট, আলগোছে কবাট দুটো ভিড়িয়ে দিল। তারপর ঘুরে তাকাল ওদের দিকে। 'কিছু একটা করা উচিত তোমার, ড্যানি!' বিরক্তি ঝরে পড়ল মেয়েটির কণ্ঠে।

'নিশ্চই করব!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল ফিঞ্চ। 'আরমিন, আমার সঙ্গে

বইঘর.কম

বনের ওদিকে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তোমাকে!'

বিদ্রূপ মাখা স্মিত হাসি দেখা গেল জেসন আরমিনের মুখে। 'মলি ম্যালোন আছে ওখানে, কিন্তু মনে হয় না তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে ও!'

'মলি?' সবিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল কেট।

'নিশ্চই। আমার কাছেই মলিকে সমর্পণ করেছে ও–বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে! তাই না, ফিঞ্চ?'

মৃদু অবজ্ঞা আর উপহাস ছিল জেসনের কণ্ঠে, তবে সেজন্যে নয় বরং নির্জলা সত্যের উন্মোচনই থমকে দিয়েছে মেয়েটিকে। 'সত্যি বলছে ও, ড্যান?' তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল কেট লরেন্স।

'ব্যাখ্যা করা যাবে না এমন কিছু বলেনি,' কর্কশ স্বরে বলল ড্যানিয়েল ফিঞ্চ। 'তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম, কেট, সবকিছু স্বীকার করতাম আমি। ফেরার সময় মরুভূমিতে আরমিনের সাথে দেখা হয়েছিল আমার। ওর সাথে পোকার খেলে সব হারিয়েছি–একেবারে মাথা থেকে বুট পর্যন্ত যা কিছু ছিল। মলিকেও জিতে নিয়েছে ও।'

'মলিকে নিয়ে জুয়া খেলেছ তুমি! এবং শেষপর্যন্ত হেরেছ!'

'হ্যাঁ···সেজন্যে সত্যিই লজ্জিত আমি, কেট!'

শ্রাগ করল মেয়েটি। 'জঘন্য কিছু কথা শুনতে হলো আমাকে!'

'তোমাকে চারটে সাতের একটা গল্প বলতে পারি আমি,' বলল জেসন।

কাগজের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ফিঞ্চের মুখ, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা যাচ্ছে।

'কিসের গল্প?' উৎসুক স্বরে জানতে চাইল কেট, কিন্তু জেসনকে দেখছে না, বরং সন্দিগ্ধ দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে ফিঞ্চের ওপর।

'কেট, খুব জরুরী একটা বিষয় জানার আছে আমার!' মরিয়া হয়ে বাধা দিতে চাইল ফিঞ্চ।

'কি?'

'কিছুক্ষণের জন্যে ওর সাথে একা কথা বলতে দাও আমাকে। সকালে সবকিছু ব্যাখ্যা করব।'

'কিন্তু সকাল পর্যন্ত থাকতে পারব না আমি,' মুখিয়ে উঠল জেসন। 'ড্যানি ফিঞ্চ হিসেবে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে লস ক্যাভালসের আইন। ওই শহরের বেশিরভাগ লোকের ধারণা আমিই ফিঞ্চ। অবস্থা এমন হয়েছে যে নিজের ভাইকে খুনের মিথ্যে অভিযোগ নিয়ে পালাতে হচ্ছে আমাকে!'

'তুমি কি বলতে চাও, তার সবই জানা আছে আমার, আরমিন,' করুণ সুরে বলল ড্যানিয়েল ফিঞ্চ। 'ওসব বলার পেছনে যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। কিন্তু স্রেফ একটা ঘণ্টা আমার সাথে থাকার অনুরোধ করছি তোমাকে। এই বাড়ি ছেড়ে যাব আমরা, এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসব। ততক্ষণ

Boighar.com

পর্যন্ত জেগে থাকবে কেট, ফিরে এসে সবকিছুর মীমাংসা করা যাবে তখন!'

'আসলে তুমি একটা রহস্য তৈরি করছ, ড্যান,' খানিকটা অসন্তুষ্ট স্বরে বলল ক্যাথেরিন লরেন্স। 'সেটা কি উচিত হচ্ছে?'

'নিশ্চই না,' নিস্পৃহ সুরে বলল ফিঞ্চ। 'কিন্তু এছাড়া উপায় নেই আমার, আরমিনের সঙ্গে এখনই সবকিছুর ফয়সালা করে ফেলতে চাই। আরমিন, খোদার দোহাই, যা বলছি করো!'

প্রার্থনার মত শোনাল তার শেষ কথাগুলো, কণ্ঠে আন্তরিকতা ঢলে পড়ল, এতটাই যে দুর্বল হয়ে পড়ল জেসন। 'ঠিক আছে, ফিঞ্চ, যাব তোমার সাথে,' শেষে বলল ও। 'হয়তো বোকামিই করছি, তবু যাব। বোধহয় একটা ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছি!'

ঘুরে কেটের দিকে ফিরল ফিঞ্চ। 'কেট, ঘণ্টাখানেকের বেশি লাগবে না আমাদের।'

নড করল মেয়েটি। ড্যানিয়েল ফিঞ্চের ওপর দৃষ্টি ওর, চাহনিতে স্পষ্ট করুণা আর অবজ্ঞা ফুটে উঠল। খানিকটা বিস্ময়ও লেগে আছে।

বারান্দা থেকে নেমে লন ধরে এগোল ওরা, আগে আগে যাচ্ছে ফিঞ্চ। বাড়ির সীমানা পেরিয়ে আসার পরপরই একটা রিভলবার বেরিয়ে এল জেসনের হাতে। 'কোন ঝুঁকি নিচ্ছি না আমি, ফিঞ্চ,' অন্যজনকে সতর্ক করল ও। 'চালাকি কোরো না, এবার কিন্তু দয়া দেখাব না।'

'যদি ভয় পেয়ে থাকো, তাহলে বোকা বলতে হবে তোমাকে,' নিস্পৃহ সুরে উত্তর দিল সে। 'পরিস্থিতি আমার বিরুদ্ধে, তাই না? গন্ধ শুঁকিয়ে তোমাকে কেটের কাছে নিয়ে এসেছি, এবং আরেকটু হলে নিশ্চিত ভরাডুবি হতে যাচ্ছিল আমার। যেভাবেই হোক সবকিছুর সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে হবে কেটকে। ওকে প্রভাবিত করতে হবে যে আমি ঠিকই আছি।'

'হাজার বছরেও তা করতে পারবে না!'

'তোমার কি ধারণা শেষপর্যন্ত আমার ওপর নির্দয় হতে পারবে ও?' একটা গাছের সাথে হেলান দিয়ে জানতে চাইল ফিঞ্চ, কিছুটা হতাশা প্রকাশ পেল কণ্ঠে।

'তোমার সঙ্গে যখন কথা বলছিল, ওর মুখ দেখেছি–আমার তো মনে হয় তোমার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে মেয়েটা,' মুখে বললেও ততটা নিশ্চিত নয় জেসন।

অস্ফুট গোঙানি বেরিয়ে এল ফিঞ্চের মুখ দিয়ে। 'দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে! ও বিশ্বাস করেছে তোমার ওপর অন্যায় করেছি আমি।'

'ঠিকই তো। লস ক্যাভালসে আমাকে মরতে পাঠিয়েছ তুমি, জানতে কি হবে ওখানে।'

'কে বলল তোমাকে?'

বইঘর.কম

'একটা ছুরি অল্পের জন্যে আমার গলা ছোঁয়নি, পরেরদিন আরেকটু হলে ড্রাই-গাল্‌শ হয়ে গেছিলাম। এসব কি যথেষ্ট নয়?'

'তার সাথে আমার কি সম্পর্ক? তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর লস ক্যাভালসের ধারে-কাছেও যাইনি আমি।'

'নিশ্চই যাওনি তুমি। কিন্তু বুলেট হজম করার জন্যে পাঠিয়েছ আমাকে। সবকিছু পরিষ্কার হয়নি এখনও, কিন্তু যতটা জানি ঠিক ততটাই ওই মেয়েকে বলব।'

'সত্যি?'

'বাজি ধরতে পারো।'

ফিঞ্চের চাপা কর্কশ হাসি শোনা গেল। 'তেমন কিছুই করতে পারবে না, জেসন আরমিন। ফিরে গিয়ে দেখবে সবকিছু কিভাবে বদলে গেছে! তুমি নিজেই মত পাল্টে ফেলবে!' বলে এগোতে শুরু করল সে। 'অনেক এগিয়ে গেছি, থামতে পারব না এখন। মোটেই না!' জেসনের মনে হলো নিজের সঙ্গে তর্ক করছে, কিন্তু একটু পর ওর উদ্দেশে বলল: 'তোমার মাধ্যমেই কেটকে প্রভাবিত করব। তুমি ওকে বোঝাবে অস্বাভাবিক কোন ব্যাপার নেই এর মধ্যে।' ফের হেসে উঠল সে, এবং অন্ধকারের মধ্যে তাকে ঘন ঘন নড করতে দেখল জেসন।

নিকট ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই জেসনের, কিছু আঁচ করতেও পারছে না। জানে লোকটা ধূর্ত, যে কোন উপায়ে ওকে খসানোর চেষ্টা করবে। তবে খুব একটা সুবিধে করতে পারবে না সে, কারণ ফিঞ্চের ব্যাপারে এরই মধ্যে সন্দিহান হয়ে উঠেছে কেট লরেন্স; সহজে প্রভাবিত করা যাবে না ওকে। এক ঘণ্টা পর জেসনকে সশরীরে হাজির করতে না পারলে ফিঞ্চের অপরাধ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যাবে মেয়েটা।

কেবল একটা উপায়ই আছে লোকটার–জেসন নিজেই যদি ফিঞ্চের পক্ষে সাফাই গায়। কিন্তু ফিঞ্চ সম্পর্কে ওর ধারণা কোন কিছুতেই বদলাবে না, হয়তো মাথায় একটা বুলেট ঢুকলেই কেবল তার পরিবর্তন সম্ভব।

সোজাসুজি বনের দিকে এগোচ্ছে ওরা। গাছের ঘনত্ব ক্রমশ বাড়ছে। ঠিক কোন্ দিকে যাচ্ছে নিশ্চিত বলতে পারবে না জেসন, স্রেফ অনুসরণ করছে ফিঞ্চকে। গাছের সংখ্যা কমতে শুরু করল একসময়, চারপাশে বিশাল আকৃতির বোল্ডার দেখা যাচ্ছে, ট্রেইলের ঠিক পাশে পড়ে আছে কিংবা ট্রেইলের দিকে কোণা বেরিয়ে আছে। পায়ের তলার মাটিও শক্ত হয়ে গেছে এখন।

লজপোল পাইনের সারি দেখা গেল একসময়। ততক্ষণে প্রায় বিশ-পঁচিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে। পকেট থেকে ছোট্ট একটা বাঁতি বের করল ফিঞ্চ, সরু আলোর রেখা বিদীর্ণ করে গেল ঘুটঘুটে অন্ধকারকে। ফিঞ্চের পেছনে প্রায় অন্ধের মত এগোচ্ছে জেসন, প্রায়ই নুড়িপাথর বা অসমান

Boighar.com

মাটির সাথে হোঁচট খাচ্ছে।

আচমকা থমকে দাঁড়াল ফিঞ্চ। 'ধরো, তোমার কাছ থেকে মুক্তি চাই আমি?'

'তাই?'

'ইচ্ছে করলেই তোমাকে কোণঠাসা করে ফেলতে পারি, তাই না? একটা বেড়াল যেভাবে ইঁদুর ধরে, অনায়াসে তোমাকে ধরতে পারব আমি।'

'হয়তো,' নিস্পৃহ সুরে স্বীকার করল ও। 'কথাটার মধ্যে কিসের গন্ধ পাচ্ছি যেন! হয়তো সত্যিই তাই করতে চাও তুমি।'

'রসো, আরমিন! ভয় পেয়ো না, এমনিতেই বলেছি কথাটা। কল্পনাও করতে পারবে না এমন এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। স্টিক পিনের যে রসিদটা দিয়েছিলাম, ওটার কথা মনে আছে? ওই হীরাগুলো দেখেছ তো? দারুণ মূল্যবান, তাই না? কিন্তু এরচেয়েও অনেক দামী জিনিস দেখতে পাবে একটু পর!'

অজান্তে একটা ভুরু কোঁচকাল জেসন। ব্যাটা চাপা মারছে না তো? হঠাৎ করেই জিমির কথা মনে পড়ল ওর···গোপন এক রত্ন-ভাণ্ডারের খোঁজ জানত সে। ফিঞ্চের সঙ্গে স্টিক পিন আর রত্নের সম্পর্ক তাহলে এখানেই!

'ধাপ্পা দিয়ো না, ফিঞ্চ!'

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বেঁকে গেল ফিঞ্চের ঠোঁটের কোণ, আত্মবিশ্বাসের হাসি তার মুখে। 'ধাপ্পা কিনা একটু পরেই বুঝবে!' ঝুঁকে একটা পাথর চেপে ধরল সে, শরীরের পুরো শক্তি ব্যয় করল টান দেয়ার সময়, মৃদু গোঙানি বেরিয়ে এল মুখ থেকে। নড়ে উঠল দু'শো পাউন্ড ওজনের পাথর, গড়িয়ে সরে গেল একপাশে। সঙ্কীর্ণ একটা গর্ত দেখা গেল সেখানে, ভেতরে চাপ চাপ অন্ধকার। বাতির শিখা গর্তের মুখ বরাবর ফেলল ফিঞ্চ। 'এবার নিচে নামব আমরা,' বলার সঙ্গে সঙ্গেই নামতে শুরু করল সে, অনিয়মিত পা ফেলছে।

মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করল জেসন, ওর মনে হলো যেন নিজের কবরে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। সাহস সঞ্চয় করে সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রাখল, তারপর ধীরে ধীরে নিচে নামতে শুরু করল।

টানেলটা ক্রমশ প্রশস্ত হচ্ছে। প্রথম দিকে স্রেফ কোন রকমে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল ওরা, হাত বাড়ালেই দু'পাশে রুক্ষ দেয়াল ঠেকছে। একসময় প্রশস্ত এক গুহায় এসে পৌঁছল, ভেতরের স্যাঁতস্যাঁতে বাতাসে ভাল করে নিঃশ্বাস নেয়া শুরু করতে উজ্জ্বল আলো জেসনের চোখ ধাঁধিয়ে দিল। কিন্তু হাত দুটো ঠিকই সক্রিয় হয়ে উঠল, চোখের নিমেষে জোড়া কোল্ট উঠে এল মুঠোয়। কিন্তু পরমুহূর্তে বাতি নিভে যাওয়ার সাথে সাথে ফিঞ্চের বিদ্রূপাত্মক হাসি শোনা গেল।

'এবার নিশ্চই বুঝতে পেরেছ ইচ্ছে করলেই বিপদে ফেলতে পারি

বইঘর.কম

তোমাকে, আরমিন?' প্রসন্ন সুরে জানতে চাইল ফিঞ্চ। 'যদি সত্যিই তেমন ইচ্ছে থাকত আমার, এতক্ষণে লাশ হয়ে যেতে!'

'ফের চালাকি করার চেষ্টা করেছ তো কপালে খারাবি আছে তোমার, বুলেটে পেট ভরে দেব!' খানিকটা বিরক্তির সাথে বলল জেসন। 'এসব ফাজলামোর মানে কি?'

'তোমাকে একটা গল্প শোনাব, ওল্ড সান, কিন্তু আগে এদিকে এসো, একটা জিনিস দেখাই।' গুহার মাঝখানে পাথরের একটা পেটিকা বরাবর আলো ফেলল সে। 'দেখেছ?'

'হ্যাঁ।'

'শোনো তাহলে ওই পেটিকার নিচে কি আছে। বহু আগে, জলদস্যুদের মত সমান জমিতেও দস্যু ছিল। সাগর তীরের কাছাকাছি লুঠের মাল লুকিয়ে রাখত এরা। দামী ধনরত্নই লুঠ করত–সোনা ছাড়াও মুক্তো, চুনি, পান্না বা অন্যান্য দামী পাথর। ওদের লক্ষ্য ছিল গির্জার প্রীস্টরা, কারণ এরাই ছিল দামী পাথরের মালিক, তাছাড়া গির্জায় প্রচুর ধনরত্ন থাকত সেসব দিনে। বেশিরভাগ দস্যুই বেহিসেবী জীবন যাপন করত, কিন্তু কয়েকজন ছিল তার ব্যতিক্রম। নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল ওদের–স্পেন, ইংল্যান্ড বা ফ্রান্সে ছিল এদের আদি নিবাস। এমন জায়গায় টাকা খরচ করার ইচ্ছে ছিল ওদের যেখানে সমৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক মর্যাদাও পাওয়া যাবে। বুঝতে পারছ তো?'

'বিলকুল!'

'এদের একজন প্রায় সফল হয়েছিল, গির্জার ধনরত্ন লুঠ করার পর সেগুলো এখানে লুকিয়ে রেখেছিল সে। সম্ভবত আর কখনও ফিরে আসতে পারেনি বেচারা, কিংবা নিজের দেশেও ফিরে যেতে পারেনি।

'পরে, আমাদের সমসাময়িক এক ভদ্রলোক, সৌভাগ্যক্রমে লুকানো এই জায়গাটা আবিষ্কার করে বসে–লুকিয়ে থাকার মত যথেষ্ট কারণ আছে কিনা তার! হঠাৎ করেই এখানে এসে ঢোকে সে এবং এই জিনিস দেখতে পায়!' পেটিকার মুখের পাথর সরিয়ে দিল ফিঞ্চ, ফোকরের মুখ উন্মুক্ত হওয়ার পর দেখা গেল ভেতরে কিছুই নেই।

জান্তব গোঙানি বেরিয়ে এল ফিঞ্চের গলার গভীর থেকে। হাঁটু গেড়ে বসে গর্তে দু'হাত ঢুকিয়ে দিল সে। ধীরে ধীরে উঠে বসল একটু পর, দেখে মনে হচ্ছে হাঁটুতে জোর পাচ্ছে না, পড়েই যাবে যেন। বাতিটা জ্বেলে এবার গর্তের ভেতর ফেলল, এদিক-ওদিক সরাতে কি যেন ঝিকিয়ে উঠল। ফের ঝুঁকে পড়ে গর্তে হাত ঢুকিয়ে দিল ফিঞ্চ, বড়সড় একটা মুক্তো তুলে আনল মুঠিতে।

'সবকিছু নিয়ে গেছে হারামজাদারা, রক্তের এক ফোঁটা রেখে গেছে

Boighar.com

আমার জন্যে!' হতাশায় ম্লান হয়ে গেল ফিঞ্চের কণ্ঠ। 'কিন্তু নিশ্চিত থাকতে পারো, আরমিন, সত্যিই পুরোটা তোমার সাথে ভাগাভাগি করার ইচ্ছে ছিল আমার–আধাআধি! কেট লরেন্সের কাছে যাতে মুখ না খোলো, যথেষ্ট এবং উচিত মূল্য দিতাম তোমাকে! ইতোমধ্যে আমার যে ক্ষতি করেছ, সেটা পুষিয়ে দিতে বলতাম। কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমাকে ফতুর করে ছেড়েছে ওরা!'

'কারা?'

'এসব ব্যাপার গোপন থাকে নাকি? অনেকেই আগ্রহী ছিল, ওদেরকে বোকা বানিয়েছি আমি। ভেবেছিলাম ফাঁকি দিতে পেরেছি, কিন্তু ঠিকই আমাকে অনুসরণ করেছে ওরা–খোদা জানে কিভাবে! আমি নিজেই জায়গাটা খুঁজে পেয়েছিলাম নেহাত ভাগ্যের জোরে।'

সপাটে নিজের মুখে চাপড় মারল ফিঞ্চ। 'ঠিক আছে, ওদেরকে অনুসরণ করব আমি, একেবারে ব্লাড হাউন্ডের মত!' তপ্ত স্বরে ঘোষণা করল সে। 'আরমিন, আমার সাথে চলো। নিজের চোখেই দেখলে, কি ছিল এখানে। যাক্‌গে, এই মুক্তোটা দিচ্ছি তোমাকে, কয়েক হাজার হবে এটার দাম। শুরু হিসেবে মন্দ নয় বোধহয়? নাও, ধরো!'

কিন্তু পিছিয়ে গেল জেসন। 'বিনিময়ে তোমার শত্রুদের অনুসরণ করতে সাহায্য করতে হবে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'কারা ওরা?'

'আগে তো আমার সঙ্গে এসো, ধীরে ধীরে বলব সব। যাত্রার শেষে যদি কোন লড়াই বেধে যায়, তোমার চেয়ে ভাল পার্টনার পাব না আমি।'

'ধন্যবাদ,' হেসে বলল ও।

'কাজটা পারব আমরা, তাই না? নিশ্চই আমার সাথে আসছ তুমি?'

'কিভাবে ভাবলে তোমার সঙ্গে যাব?'

'কারণ এরকম হাজারটা রত্ন আছে ওদের কাছে। সব মিলিয়ে…' থেমে গেল সে। 'কি, আসছ না?'

'না। দশ মিলিয়ন হলেও নয়। তোমার কোন নোংরা খেলায় আর নেই আমি।'

'দাঁড়াও!' বিড়বিড় করল ড্যানিয়েল ফিঞ্চ। 'এক মিনিট ভাবতে দাও! আমার সাথে যাওয়ার জন্যে রাজি হওয়ার যথেষ্ট কারণ দেখাতে পারব তোমাকে।' হেঁটে কয়েক কদম সরে গেল সে, অধৈর্য ভঙ্গিতে পায়চারি শুরু করল।

'কাজ হবে না, ফিঞ্চ। স্রেফ কৌতূহলের কারণে এখানে এসেছি আমি, কিছু পাওয়ার লোভে নয়।'

'কিন্তু ব্যাপারটা কি, আরমিন? আমার ওপর এমন খেপে আছ, কিছুই

বইঘর.কম

তোমাকে প্রভাবিত করছে না?'

'তাই মনে হচ্ছে তোমার?'

'হ্যাঁ।'

'কারণ তুমি চেয়েছ লস ক্যাভালসে তোমার বদলে যেন আমিই খুন হয়ে যাই। অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করেছ, নিজের মেয়ারটাকেও বিসর্জন দিয়েছ তুমি, যাতে লোকজন বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করে। অস্বীকার করতে পারবে?'

'সবকিছুর ব্যাখ্যা পরে দেব। কসম, সব শুনে চমকে যাবে। কিন্তু তার আগে, পুরো ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখার সুযোগ দেবে আমাকে?'

'যত ইচ্ছে সময় নিতে পারো। লস ক্যাভালসে আমার ওপর হামলার কারণ ব্যাখ্যা করতে মাথা বেশ খাটাতে হবে তোমার!'

'নিশ্চই ব্যাখ্যা করব!' বলতে বলতে, আচমকা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল সে। দ্রুত সরে যাচ্ছে পায়ের আওয়াজ, কিছুক্ষণ পর আর শোনাই গেল না।

বোকার মত অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকল জেসন। আশঙ্কা করছে ফের হয়তো কোন চালাকি করবে ফিঞ্চ, নিঃশব্দে অবস্থান পাল্টে দেয়ালের দিকে সরে এল ও। আচমকা হাজারটা পাথর ধসে পড়ার গম্ভীর শব্দ কানে এল। টানেল দিয়ে নেমে আসছে, একটার পেছনে আরেকটা। জেসন অনুভব করল ফের ওকে ঠকিয়ে ফাঁদে ফেলেছে ড্যানিয়েল ফিঞ্চ।

দেয়ালের সাথে মিশে গেল ও। আতঙ্কে নিঃশ্বাস আটকে রেখেছে। শব্দ শুনে বুঝতে পারল পাশ দিয়ে গড়িয়ে গুহার আরও ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে পাথরগুলো। বাতাসে ধুলোর উৎকট ঝাঁঝ, নিঃশ্বাস নেয়া কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একসময় শান্ত হলো সব। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল জেসন, উৎকণ্ঠায় ঘেমে একাকার। চোখ তুলতে দূরে গুহার মুখে আবছা আলো চোখে পড়ল, ছোট্ট ফুটো দিয়ে ড্যানিয়েল ফিঞ্চের উল্লাস ভরা কণ্ঠ ভেসে এল:

'এই হচ্ছে ব্যাখ্যা, আরমিন। হয়তো অন্ধকারে মুক্তির পথ খুঁজে বের করার সময় ব্যাখ্যাটা সন্তুষ্ট করবে তোমাকে!' একটু থেমে খেই ধরল সে। 'নিজের মত পাল্টে ফেলেছ তুমি। তোমাকে সাথে নিয়ে যেতে চেয়েছি, কিন্তু রাজি হওনি। আমাকে এড়ানোর জন্যে তুমি এতটাই ব্যস্ত যে মলিকেও ফেলে গেছ–এই ব্যাখ্যায় নিশ্চই সন্তুষ্ট হবে কেট। এবং তুমিও সন্তুষ্ট হবে, আরমিন, কারণ তোমার মত বোকা লোক সত্যিই দেখিনি!'

ফের পাথর ধস শুরু হলো, কিছুক্ষণের মধ্যে গুহার ছোট্ট মুখটাও বন্ধ হয়ে গেল। স্যাঁতস্যাঁতে, দম বন্ধ করা বাতাস এতক্ষণ টের পায়নি জেসন, নিঃশ্বাস নিতে ধুলোভরা বাতাস ঢুকে গেল ফুসফুসে। কেশে উঠল ও। সামলে নিয়ে পকেট হাতড়ে দেয়াশলাই বের করল, একটা কাঠি জ্বালিয়ে নিজের চারপাশ জরিপ করল। পাথর ধসে পড়ায় গুহার বেশিরভাগ জায়গা

Boighar.com

দখল হয়ে গেছে। দেয়াল ঘেঁষে এগোল ও, সারাক্ষণই হাতড়ে বেড়াচ্ছে। মাঝে মধ্যে দেয়াশলাই জ্বেলে দেখে নিচ্ছে কোথায় এল। কিন্তু খুব একটা সন্তুষ্ট বা আশান্বিত হতে পারল না। রুক্ষ নিরেট দেয়াল ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না।

মূল গুহা থেকে দুটো শাখা বেরিয়েছে। সুদূর অতীতে ভূগর্ভস্থ জলস্রোতের কারণে সৃষ্টি হয়েছে এগুলো, হয়তো সামনে কোথাও ভূপৃষ্ঠের দিকে উঠে গেছে–এই আশা নিয়ে এগিয়েও হতাশ হতে হলো ওকে। ডান দিকের টানেলটা আরও নিচে নেমে গেছে, এবং পরে গভীর এক কুয়াতে শেষ হয়েছে। অন্যটার পথ আগলে আছে মাটি আর নুড়িপাথরের স্তূপ। সব মিলিয়ে কয়েকশো গজ পাড়ি দেয়াই সার হলো শুধু।

কিন্তু কিছু একটা করতে হবে, বসে থাকলে শেষপর্যন্ত হয়তো মাথাই খারাপ হয়ে যাবে–ভেবে কাজ শুরু করল জেসন। বাম দিকের টানেলকেই মুক্তির সম্ভাব্য পথ বিবেচনা করল ও, কারণ অন্য দিকে বা গুহার মূল প্রবেশ পথে বিশাল সব পাথর পড়ে আছে, খালি হাতে ওগুলো সরানো সম্ভব নয়। এদিকে আছে বালি, বেলে মাটি আর নুড়িপাথর। দেয়ালের পুরুত্ব জানা না থাকলেও ভাগ্য ভাল হলে হয়তো একটা পথ খুঁড়ে নিতে পারবে। কোল্টের বাঁট দিয়ে দেয়ালে আঘাত করল ও, কিন্তু কাজ হলো না। বেশ কয়েকবারের পর ফাটল ধরল কঠিন শিলার মত মাটিতে, ওপরের আস্তর সরে যেতে খোঁড়ার কাজ সহজ হয়ে গেল এবার। অনায়াসে খালি হাত দিয়েই বালি আর পাথর সরাতে শুরু করল ও। ঘণ্টাখানেক পর দেখা গেল গর্তের ভেতর দুই হাতই সম্পূর্ণ ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে।

গর্তটাকে আরও চওড়া করল ও। ঘণ্টা খানেক পর গর্তের ভেতর নিজের শরীর ঢুকিয়ে দিল। দেয়াশলাই জ্বেলে আলোর শিখা মেলে ধরল সামনে। রুক্ষ পাথুরে দেয়াল ছাড়া অন্য কিছু চোখে পড়ছে না। কিন্তু আগুনের শিখা যখন নিভু নিভু হয়ে এসেছে, হঠাৎ করেই জেসনের মনে হলো একটু ওপরে ক্ষীণ দীপ্তি দেখতে পেয়েছে, বুনো জানোয়ারের চোখে যেমন থাকে।

আলোটা নিভে গেল, এবং এবার একটা নয়, অনেকগুলো দীপ্তি দেখতে পেল ও। বহু দূরে, অনেক উঁচুতে। আকাশের তারা!

ত্রিশ মিনিটের মধ্যে গুহার বাইরে বেরিয়ে এল জেসন, ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসছে শ্বাস-প্রশ্বাস। বুক ভরে পাইনের সুবাস মাখা বাতাস টেনে নিল। মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছে। স্রেফ ভাগ্যের জোরে রক্ষা পেয়েছে এ যাত্রা। পাথুরে দেয়ালটা এদিকে বালি আর মাটির তৈরি না হলে হয়তো কোন দিনই মুক্তি পেত না। মুক্তির আনন্দটা এতই তীব্র যে উপলব্ধি করার আগেই ফিরে যাওয়ার চিন্তা করছে।

বইঘর.কম

কিভাবে ড্যানিয়েল ফিঞ্চের মুখোমুখি হবে, ধূর্ত লোকটি যাতে মলিকে খুঁজে না পায় ঠেকাবে কিভাবে? বনের কিনারে ঘোড়াটাকে ছেড়ে এসেছে ও, দূর থেকে ডাক দিলে হয়তো সাড়া দেবে মলি। তাহলে ফিঞ্চের কাজ সহজ হয়ে যায়, ওর উপস্থিতি প্রকাশিত হয়ে পড়ে না?

ইতোমধ্যে ঝোপ আর বোল্ডারের সারি পেরিয়ে বনের দিকে এগোতে শুরু করেছে জেসন। চোখ বুজে নিজের অবস্থান আঁচ করার চেষ্টা করল, বুঝতে পারছে না ঠিক কোথায় আছে। টিলার মত উঁচু এক জায়গায় উঠে এসে চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল। চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে প্রকৃতি। গাছগুলোর অবস্থান নিরীখ করল, ডানে কয়েকশো গজ দূরে হালকা হয়ে এসেছে পাইনের সারি, তাতেই পথের নির্দেশনা পেয়ে গেল।

টিলা থেকে নেমে ধীর পায়ে এগোল ও। মাঝে মধ্যে থেমে চারপাশে সন্দেহজনক শব্দ শোনার আশায় কান পাতল, কিন্তু একেবারেই নীরব হয়ে আছে প্রকৃতি। ঝোপ এড়িয়ে চলতে হচ্ছে ওকে, ঘন গাছপালার কারণে মাটিতে চাঁদের আলো পৌঁছেছে খুব কমই। এগোনোর কাজটা সহজ হলো না, তবে সারাক্ষণই দক্ষিণ-পশ্চিমে এগোল ও, এবং একসময় বনের বাইরে বেরিয়ে এল।

প্রচুর পাথর আর বোল্ডার আছে এদিকে, তবে বনের তুলনায় বেশ খোলামেলা। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ডান দিকে দূরের এক বাড়িতে আলো চোখে পড়ছে। মোড় নিয়ে সেদিকে এগোল জেসন। একটু পরই নিশ্চিত হয়ে গেল লরেন্সের বাড়িতে পৌঁছে গেছে, যেখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল খুব বেশিক্ষণ হয়নি!

ভেতরে আছে ধূর্ত শয়তানটা, জঘন্য মিথ্যে বলছে মেয়েটিকে! রাগে দৃঢ় হয়ে গেল জেসনের চোয়াল, অজান্তে পিস্তলের বাঁট চেপে ধরল। ড্যানিয়েল ফিঞ্চের মুখোমুখি হওয়ার অদম্য ইচ্ছে বহু কষ্টে সামলে নিয়েছে, দিক বদলে যেখানে মেয়ারটাকে রেখে গিয়েছিল সেদিকে এগোল ও।

আশঙ্কা করছিল হয়তো মলিকে দেখতে পাবে না, কিন্তু স্টলে ওটাকে দেখে দারুণ উৎফুল্ল হয়ে উঠল জেসন। দানাপানি শেষ করে বিশ্রাম নিচ্ছিল মেয়ারটা, ওর সাড়া পেয়ে মৃদু হ্রেষাধ্বনি করল। জেসনের মনে হলো ওকে স্বাগত জানিয়েছে ঘোড়াটা। বাঁধন খুলে স্টল থেকে বেরিয়ে এল ও, হেঁটে বনের দিকে এগোল। অবচেতন মনে সন্দেহ এখানে মোটেই নিরাপদ নয় ও এবং ঘোড়াটাকে হাতের নাগালে রাখারও কোন বিকল্প নেই। তাছাড়া, ড্যানিয়েল ফিঞ্চের সাথে ফের মুখোমুখি হওয়ার সময় মলির উপস্থিতি খুব জরুরী হয়ে পড়বে, হয়তো ওটার দখল নিয়েই লড়তে হবে আগে। অন্য একটা বিষয়ও এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই–কেট লরেন্সের কাছে নিজের দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ওকে; সেটা আরও দামী, অব্যক্ত এক বাজি।

Boighar.com

লরেন্সের বাড়ির দিকে তাকাল জেসন, বারান্দা ছাড়াও তিনটে কামরায় বাতি জ্বলছে, নিচতলায় দুটো আর অন্যটা ওপরে। ও বাড়ির কাছে পৌঁছার আগেই নিচতলার বাতিগুলো নিভে গেল, যাচাই করার সুযোগ আর থাকল না। দোতলার নির্দিষ্ট কামরার জানালার কাছে একটা বড়সড় পাইন দেখতে পেল জেসন, ওটায় চড়লে অনায়াসে কামরাটা চোখে পড়বে।

চিতার ক্ষিপ্রতায় আর নিঃশব্দে গাছে চড়ল ও, কামরার ভেতরে তাকাতে ক্যাথেরিন লরেন্সকে দেখতে পেল। জানালার দিকে ফেরানো একটা চেয়ারে বসে আছে মেয়েটি। ক্লান্ত, কিছুটা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে মুখ। সন্ধেয় যেমন দেখেছিল, পরিপাটি নেই চুলগুলো। কোলের ওপর একটা হাত, অন্যটা ঝুলে পড়েছে দেহের পাশে। কাঁধের ওপর নুয়ে পড়েছে মাথা। মৃত বা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন বলে চালিয়ে দেয়া যাবে মেয়েটিকে। কিন্তু জেসন নিশ্চিত মেয়েটি মৃত বা ঘুমন্তও নয়, স্রেফ ক্লান্ত এবং বিপর্যস্ত।

তাহলে ফিঞ্চ নেই এখানে! কোথায় গেল হারামজাদা? কেটকে সবকিছু ব্যাখ্যা করতে ফিরে আসেনি? কারণটা বোধগম্য হলো না ওর, তবে বোঝা যাচ্ছে ফিরে আসেনি সে। হয়তো মেয়েটির সত্য আবিষ্কার করতে পারার ক্ষমতাই দ্বিধান্বিত করে দিয়েছে ফিঞ্চকে?

কারণটা যাই হোক, এভাবে মেয়েটির ঘরে উঁকি দেয়া ঠিক হয়নি ওর, অধিকারও নেই। চিন্তাটা মাথায় আসতে লজ্জিত হলো জেসন, অপরাধবোধ এল মনে। তড়িঘড়ি করে নেমে যাওয়ার সময় ক্ষণিকের জন্যে মনোযোগ হারাল, ফলে সড়সড় করে পিছলে নেমে যেতে শুরু করল পুরো দেহ। অজান্তে হাত বাড়িয়ে বাড়ির দেয়াল চেপে ধরল ও, নিচতলার জানালার ওপরের কার্নিসে নিয়ে এল শরীর। পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে জানালার চৌকাঠ চেপে ধরল। পুরো শরীর টেনে তুলল ধীরে ধীরে, মিনিট খানেকের মধ্যে চৌকাঠের ওপর উঠে এল।

চোখ তুলে তাকাতে দেখল সরাসরি ওর দিকে তাকিয়ে আছে কেট লরেন্স। রাজ্যের আতঙ্ক আয়ত দুই চোখে। চিৎকার করার জন্যে মুখটা হাঁ হয়ে গেছে।

আট

'সরে এসো, সরে এসো ওখান থেকে!' ফিসফিস করে বলল মেয়েটা।

অনিশ্চিত দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করল জেসন।

বইঘর.কম

'ড্যান ফিঞ্চ কি ফিরে আসেনি এখানে, আমার সম্পর্কে মিথ্যে বলে যায়নি?'

'না, আসেনি ও। কিভাবে এখানে এসেছ তুমি? জানালা থেকে সরে যাও, সারা বাড়ি ঘিরে রেখেছে ওরা!'

যাও-বা দ্বিধা ছিল, কেট লরেন্সের কথায় তা এক নিমেষে দূর হয়ে গেল। লাফিয়ে মেঝেয় নেমে এল জেসন, জানালা থেকে একপাশে সরে দাঁড়াল যাতে বাইরে থেকে ওকে চোখে না পড়ে। 'কাক-পক্ষীর সাথেও দেখা হয়নি আমার!' খানিকটা বিস্ময়ের সাথে বলল ও, লরেন্স-কন্যার দেয়া তথ্যে সত্যিই চমকে গেছে।

'বোধহয় তোমাকে ভেতরে ঢোকার সুযোগ দিয়েছে ওরা, যাতে অনায়াসে ধরতে পারে। তোমার কি চোখ নেই নাকি, সারা বাড়ি ঘিরে রেখেছে ওরা?' অসহিষ্ণু স্বরে বলল কেট। 'ডজন খানেক লোক! পুরো বাড়ি খুঁজেছে, একটা জায়গাও বাদ দেয়নি। এড লিন্টন নিজেই এসেছে।'

'ওরা কি জেনেছে যে আমি আসল ফিঞ্চ নই?' কোন ভাবে হয়তো ফাঁদের ব্যাপারটা টের পেয়ে গেছে ফিঞ্চ, এজন্যেই ফিরে আসেনি–ভাবল জেসন।

'জানে।'

'তারপরও চায় আমাকে?'

'তোমাদের দু'জনকেই চায়। দারুণ খেপে আছে লিন্টন। ওকে কি করেছ তুমি?' ক্ষীণ কৌতূহল দেখা গেল মেয়েটির চোখে, জেসনের মনে হলো ওই কৌতূহলের পেছনে যেন কিছুটা ভীতিও রয়েছে।

'লস ক্যাভালস থেকে পালিয়ে আসা ছাড়া উপায় ছিল না আমার। খুনের মিথ্যে অভিযোগ...'

'শ্‌শ্‌শ! শুনতে পেয়েছ?'

মাথা নাড়ল জেসন।

'সিঁড়িতে কারও আওয়াজ পেলাম মনে হয়?' পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে ওরা, ফিসফিস করে কথা বলছে।

'জানালা দিয়ে ফিরে যাচ্ছি আমি।'

'সরাসরি ওদের কোলে গিয়ে পড়বে!'

'কিন্তু এখানে ধরা পড়ার চেয়ে তা হাজার গুণে ভাল।'

'ফিরে এলে কেন?' আচমকা জানতে চাইল কেট।

'ফিঞ্চ সম্পর্কে যা জানি, তোমাকে বলতে এসেছিলাম।'

'সন্ধেয় তোমার কাছ থেকে অনেকটাই জেনেছি আমি, তাই না?'

'এখনও কি ওর আশায় আছ তুমি?'

'নিশ্চই, আজীবন!' নিজের উদ্দেশেই ব্যঙ্গ করল যেন মেয়েটা, বিদ্রূপের সাথে কিছুটা অসন্তোষও প্রকাশ পেল। 'তোমরা যখন কথা বলছিলে, ওকে

Boighar.com

খুঁটিয়ে দেখেছি আমি। কারও মুখে নিজের অপকর্মের স্বীকারোক্তি এতটা স্পষ্ট ফুটে উঠতে দেখিনি কখনও।'

'যাক্‌গে, যা জানার ছিল, জেনেছি আমি। বিদায়!'

'জানালা দিয়ে যাবে?'

'ওই পথেই তো এলাম।'

'দাঁড়াও!'

ফুঁ দিয়ে বাতি নিভিয়ে জানালার দিকে সরে গেল কেট, পরমুহূর্তে আঁতকে উঠে পিছিয়ে এল। 'ঝোপের কাছে অপেক্ষা করছে দু'জন,' নিচু স্বরে বলল মেয়েটা।

কেটের পাশে এসে দাঁড়াল জেসন। আঙুল তুলে জায়গাটা দেখাল মেয়েটি। তারার আলোয় ঝোপের পেছনে দু'জন লোকের অস্পষ্ট কাঠামো চোখে পড়ল ওর। মুহূর্তের জন্যে রাইফেলে আলোর প্রতিফলন ঝিকিয়ে উঠল। 'নিচে নেমে একটা দরজা খুলে বেরিয়ে যাব,' জানাল ও।

'দেখে ফেলবে ওরা।'

'না-হয় একটা জানালা দিয়ে বেরোব।'

'ঠিকই তোমাকে ধরে ফেলবে ওরা। নিজের কাজ খুব ভাল বোঝে এড লিন্টন। দারুণ খেপে আছে সে তোমার ওপর, সারা দুনিয়ার সামনে নাকি ওকে অপমান করেছ তুমি!'

'আগেও লিন্টনের মুখোমুখি হওয়ার ঝুঁকি নিয়েছি আমি, এবারও নেব। সত্যি বলতে কি চান্স নেওয়া ছাড়া উপায়ও নেই।'

'এরকম লোকের বিরুদ্ধে পরপর দু'বার জেতা যায় না।'

'ও কিভাবে জানল এখানে আছি আমি?'

'তোমাকে ফিঞ্চ ভেবেছে ও, জানে আমি আর ফিঞ্চ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

'সত্যিই বোকা আমি! ব্যাপারটা আগেই মাথায় আসা উচিত ছিল।'

নীরব হয়ে গেল কামরা। পাশে মেয়েটির ছন্দময় নিঃশ্বাসের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে জেসন, মিষ্টি একটা সুবাস নাকে দোলা দিচ্ছে।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলল কেট। 'একটা জিনিস বলবে আমাকে?'

'আমার জানা যে কোন কিছু।'

'তুমি কি সত্যিই খুনোখুনির সাথে জড়িত? জঘন্য একটা খুনের গল্প বলেছে ওরা। ওদের মতে তুমি যদি ফিঞ্চ না-ও হও, তো তারচেয়েও খারাপ—নিজের ভাইকে খুন করেছ!' ফিসফিস করে বললেও মেয়েটির কণ্ঠে ভীতি প্রকাশ পেল স্পষ্ট।

'জিমি আর আমি পৃথিবীর যে কোন একজোড়া ভাইয়ের মত অন্তরঙ্গ ছিলাম, শুধু এই বলার আছে আমার, ম্যা'ম।'

'আর ওরা কি অদ্ভুত কথাই না বলল!'

বইঘর.কম

'আমাকে বিশ্বাস করছ তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে অন্যরা কি বলল তাতে কেয়ার করি না। ...তোমাদের বাড়িতে কোন সেলার আছে, ম্যা'ম?'

'হ্যাঁ।'

'কিভাবে ওখানে যেতে হবে, বলবে আমাকে?'

'চলো, নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে।'

'নিজের কামরা ছেড়ে বেরোনো উচিত হবে না তোমার।'

'কিন্তু এখানেও আমাকে আটকে রাখতে পারবে না তুমি। তোমাকে পথ দেখানো আমার দায়িত্ব।'

'আমার প্রতি তোমার কোন দায়িত্ব নেই, ম্যা'ম।'

'ফিঞ্চ সম্পর্কে আমাকে সতর্ক করতে ফিরে এসেছ তুমি। তোমাকে নিরাপদে বের করে দেয়ার দায়িত্ব তো আমার ওপরই পড়ে।'

'ওরা কি বাড়ির ভেতরেও আছে?'

'মনে হয়।'

'ওই দরজাটা কোথায় গেছে?'

'হলঘরে।'

'অন্যটা?'

'খালি একটা কামরা আছে ওদিকে।'

'ওটা দিয়ে ঘুরপথে হলরুমে যেতে পারব?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে, ওই পথেই যাব। আমার পেছনে থেকো।'

'আগে আমি যাই। আমার ক্ষতি করবে না ওরা।'

'তাহলে তুমি ধরে নিয়েছ কোন মহিলার পেছনে আশ্রয় নেব আমি? আমার পেছনে থাকো!' কেটকে পাশ কাটিয়ে দরজার দিকে এগোল জেসন। ঘুটঘুটে অন্ধকার পুরো কামরায়। দরজার হ্যান্ডেলে হাত রেখে মুহূর্তের জন্যে থামল ও, শ্রবণশক্তিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। কিন্তু কিছুই শুনতে পেল না। সারা বাড়িতে অটুট নীরবতা, একটা পিন পড়ার শব্দও স্পষ্ট শোনা যাবে বোধহয়।

ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। বেশ ক'জন লোক বাড়ি ঘিরে রেখেছে, কেউ কেউ হয়তো ভেতরেও ওত পেতে আছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত টুঁ শব্দও করেনি। পুরো ব্যাপারটা ফাঁকি বা তামাশা মনে হলেও একটু আগে ঝোপের পেছনে অপেক্ষায় থাকা দু'জনের রাইফেলের নলে চাঁদের আলোর প্রতিফলন ভুলে যায়নি জেসন। ওর মত সতর্ক লোকের জন্যে সেটাই যথেষ্ট।

সন্তর্পণে দরজার নব ঘুরাল ও, কবাট দুটো ফাঁক করল নিঃশব্দে।

Boighar.com

কয়েক সেকেন্ড পর অন্য কামরায় পা রাখল।

'হাত তোলো, আরমিন!' আচমকা নির্দেশ দিল চড়া একটা কণ্ঠ।

দ্রুত পিছিয়ে এল জেসন।

বদ্ধ ঘরে বোমা ফাটল যেন, ওকে পিছিয়ে যেতে দেখে গুলি করেছে লোকটা। অল্পের জন্যে বেঁচে গেল জেসন, দরজার পাল্লা থেকে কাঠের চল্টা ওঠাল গুলিটা।

'ওই কামরায় আরেকটা দরজা আছে, ওটার কথা মনে রেখো!' পাশের কামরায় চিৎকার করে কাউকে সতর্ক করল একজন। 'ওদিক দিয়ে বেরোনোর চেষ্টা করবে ও! তাড়াহুড়ো কোরো না, বয়েজ, এবার বাগে পেয়েছি ওকে!'

কিন্তু ততক্ষণে নিজের কাজ শুরু করে দিয়েছে জেসন, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে কি করা উচিত। মাত্র একটা জায়গাই আছে যেখানে ওকে আশা করবে না কেউ। ঝটিতি দরজা খুলে ছুটতে শুরু করল, হাতে খোলা পিস্তল। শব্দ হলেও ভ্রূক্ষেপ করছে না, কারণ লুকোচুরি করে লাভ নেই এখন। বাইরের তারার আলোর বিপরীতে জানালার পটভূমিতে এড লিন্টনের চওড়া কাঁধ দেখতে পেল ও। উঠে দাঁড়াচ্ছে ডেপুটি, ওর পদশব্দ পেয়ে গোড়ালির ওপর আধপাক ঘুরল, ইচ্ছে মুখোমুখি হবে। কিন্তু ততক্ষণে তার কাছে পৌঁছে গেছে জেসন, ডেপুটির ব্যান্ডেজ বাঁধা মাথায় কোল্টের ভারী ব্যারেল নামিয়ে আনল। অকথ্য খিস্তি করে মেঝেয় আছড়ে পড়ল লিন্টন। নিথর দেহটা টপকে সামনের দরজার দিকে এগোল জেসন, হলরুমে ঢুকে পড়ল।

এবার সরব হয়ে উঠেছে বাড়িটা। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ, দরজা খোলার আওয়াজ, নির্দেশ দিচ্ছে কেউ, কেউ বা উত্তর দিচ্ছে। জেসনের পেছনে স্কার্টের খসখস শব্দ, না তাকিয়েও বুঝতে পারল পিছু পিছু আসছে কেট লরেন্স। হাত বাড়িয়ে মেয়েটির বাহু চেপে ধরল ও, তারপর জোর করে কেটকে পেছনের কামরায় ঢুকিয়ে দিয়ে দরজার কবাট টেনে দিল।

'কে ওখানে? লিন্টন যেখানে ছিল, ওদিকে কিসের শব্দ শুনলাম?'

'লিন্টন আর আমি দরজার সাথে একটা কৌচ ঠেস দিয়ে রেখেছি। ওদিক দিয়ে বেরোতে পারবে না আরমিন।'

'ভেতরের লোকটা কি আরমিন, নাকি ফিঞ্চ?'

'আরমিন,' নিষ্কম্প স্বরে জানাল জেসন।

বিভিন্ন দিক থেকে ছুটে আসছে লোকগুলো, উত্তেজিত, ঘেমে একাকার। মোট চারজন। ঘামের গন্ধের সাথে স্যাডল আর ঘোড়ার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। লস ক্যাভালস থেকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে এরা, এখন অ্যাকশন চায়।

সামনে গাঢ় একটা ছায়া দেখতে পেল জেসন, সিঁড়িতে ওর পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। 'তুমি কে?' খেঁকিয়ে উঠল লোকটা।

বইঘর.কম

'জাডসন বীম্যান,' বলল ও।

'বীম্যান? অমন কারও কথা তো শুনিনি···'

'গ্লস্টার, তোমার শটগানটা কোথায়?' আরেকটা কণ্ঠ শোনা গেল।

'ওহ্, নিচের কামরায় রেখে এসেছি···এই বীম্যান ব্যাটার ওপর আলোটা ধরো তো কেউ!'

'গ্লস্টারকে নিয়ে আমাকে নিচে যেতে বলেছে লিন্টন,' দ্রুত বলল জেসন, কণ্ঠে তাগাদার সুর। 'নিচে গিয়ে বুড়ো লরেন্সকে বোঝাতে হবে যে সবকিছুই ঠিক আছে।'

'কে তুমি?' পেছনে একটা কণ্ঠ শুনতে পেল জেসন।

'নামটা তো বলেছি একবার, বীম্যান।'

'তোমাকে চিনি না আমি,' সন্দিহান সুরে বলল গ্লস্টার।

'চোখ খোলা রাখো, গাধা!' বিদ্রূপ ঝরে পড়ল ওর কণ্ঠে। 'হয়তো পরেরবার ভাগ্য ভাল থাকলে চিনতে পারবে আমাকে! চেনে বলেই আমাকে আসতে বলেছে লিন্টন। তুমি কি আমার সঙ্গে নিচে যাবে, গ্লস্টার, নাকি এখানে দাঁড়িয়ে থেকে তর্ক করবে, আর এই ফাঁকে পালিয়ে যাক জেসন আরমিন?'

'ঠিক আছে, চলো।'

আগে আগে এগোল জেসন, এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না সত্যিই ফাঁকি দিতে পেরেছে লোকগুলোকে। সিঁড়ির গোড়ায় আলো জ্বালিয়েছে কে যেন, ওর পিঠে এসে পড়ছে। কিন্তু ঘুরল না জেসন, দৃঢ় ভঙ্গিতে এগোচ্ছে। আশা করছে চওড়া সমব্রেরো হ্যাটের কারণে ওপর থেকে দেখে ওকে চিনতে পারবে না কেউ।

'জানতে পারি কি হচ্ছে এখানে?' পিটার লরেন্সের বিরক্তিমাখা কণ্ঠ ভেসে এল সামনের কামরা থেকে, ঘুম ভাঙায় ত্যক্ত হয়েছে। 'ডাকাত পড়ল নাকি আমার বাড়িতে?'

দরজার সামনে বুড়োকে দেখতে পেল জেসন। হাতে ডাবল-ব্যারেল শটগান, বেডরুম থেকে আসা আলো তার পিঠে পড়েছে, ছিপছিপে দেহটাকে একেবারেই শীর্ণ দেখাচ্ছে।

গ্লস্টারকে সাথে নিয়ে এগোচ্ছে জেসন। 'তোমার রুমে চলে যাও, মি. লরেন্স। শেরিফের কাছ থেকে এই বাড়ি সার্চ করার অর্ডার পেয়েছি আমি।'

'শেরিফ! কোথাকার শেরিফ? আমার অনুমতি ছাড়া কিভাবে বাড়িতে ঢুকল সে?' দুর্বল কণ্ঠে প্রতিবাদ করল মানুষটা, কিন্তু ঘুরে স্খলিত পায়ে খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল বেডরুমে।

'দরজার ওপর নজর রেখো,' গ্লস্টারকে নির্দেশ দিল জেসন। 'বুড়ো যেন বেরিয়ে আসতে না পারে!'

Boighar.com

দরজার একপাশে অবস্থান নিল গ্লস্টার, কিন্তু বিষোদ্গার করতে ছাড়ল না। 'তুমি আমাকে নির্দেশ দেয়ার কে শুনি?'

ঠিক সেই মুহূর্তে ওপরতলায় শোরগোল শোনা গেল। 'লিন্টনকে অজ্ঞান করে ফেলেছে হারামজাদা! নিচে নেমে গেছে ব্যাটা! ধরো ওকে!'

'খোদার কসম, তোমাকে···!' বিড়বিড় করল গ্লস্টার, হোলস্টার থেকে এক ঝটকায় পিস্তল বের করে ফেলল।

খালি একটা হাত বোধহয় তারচেয়েও বেশি দ্রুত। গ্লস্টারের থুতনিতে আঘাত করল জেসনের বজ্রমুষ্ঠি। পা হড়কে পিছিয়ে গেল গ্লস্টার, টলতে টলতে লরেন্সের বেডরুমে ঢুকে পড়ল। একটানে দরজার কবাট টেনে দিল জেসন, চাবি ঘুরিয়ে তালা আটকে দিল। তারপর ঘুরেই ছুটতে শুরু করল। মূল্যবান কয়েকটা সেকেন্ড আদায় করেছে, হয়তো কাজে লাগাতে পারবে সুযোগটা।

চিৎকার করে গলা ফাটাচ্ছে গ্লস্টার, দমাদম লাথি মারছে দরজায়। একটু পর নিজের ভারী শরীর দিয়ে দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করল। ওপরতলা থেকে ছুটে আসছে অন্যরা।

বাড়ির পেছন দিকে চলে এল জেসন, একটা জানালা খুলে ডাইভ দিল যেন সামনে পানির কোন উৎস আছে। ঝোপের ওপর পড়ল ও। গড়ান দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল। আশপাশের গাছের আড়াল থেকে গুলির তুবড়ি ছুটে আসছে, আগুনের ঝলক আর নিজের পাশ দিয়ে ছুটে যাওয়া তপ্ত সীসার বিচিত্র গুঞ্জন গতি বাড়িয়ে দিল ওর। আশঙ্কা হচ্ছে এবার হয়তো লোকগুলোকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব হবে না, একটা না একটা বুলেট গায়ে বিঁধবেই।

হোলস্টার থেকে পিস্তল তুলে নিশানা ছাড়াই গুলি শুরু করল ও, স্রেফ লোকগুলোকে ভয় পাইয়ে দিয়ে খানিকটা সময় আদায় করার ইচ্ছে। গোঙানির সাথে কারও তীব্র খিস্তি শুনতে পেল ও, বুঝল জায়গামত লেগেছে। লোকটা মাটিতে পড়ে যাওয়ার আগেই তাকে পেরিয়ে গেল জেসন।

ব্যাটা মরে গেল নাকি?

কিন্তু পরখ করে দেখার সময় নেই, ইচ্ছেও নেই ওর। বামে মোড় নিয়ে একই গতিতে ছুটল, গাছের গাঢ় ছায়া পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে একে একে। ছোটার মধ্যেই হোলস্টারে পিস্তল ফেরত পাঠিয়ে ছুরিটা তুলে নিল জেসন। মলিকে রেখে যাওয়ার সময় কয়েকটা গিঁট দিয়েছিল, গিঁট খোলার সময় নেই এখন। হাত বাড়িয়ে দড়িটাও ধরল না, স্রেফ দূর থেকে ছুরি চালাল। নিমেষে কেটে গেল দড়ি, আর লাফিয়ে স্যাডলে চেপে বসল জেসন।

নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছে না ও। চারপাশে এত কোলাহল, ওর নিজের দ্রুত পলায়ন···সব মিলিয়ে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছে। জানে

বইঘর.কম

অজান্তে হয়তো ভুল পথে এগিয়ে যেতে পারে। তারচেয়ে বরং ঘোড়াটার ওপর নির্ভর করা যাক, শেষে সিদ্ধান্ত নিল। মিনিট কয়েকের মধ্যে টের পেল কোলাহল, গুলির শব্দ দূরে মিলিয়ে গেছে। হয়তো এখনও ছায়ার উদ্দেশ্যেই গুলি করে চলেছে লোকগুলো।

একসময় খোলা তৃণভূমিতে পৌঁছল ও, ভাঁজ খাওয়া ঢালু জমি দক্ষিণে বিস্তৃত হয়েছে। তারাজ্বলা আকাশের দিকে তাকিয়ে দিক নির্ণয় করল জেসন, তারপর নিশ্চিন্তে এগোল। ঘোড়াটা ওকে যেদিকেই নিয়ে যাক, খুব একটা মাথাব্যথা নেই, কেবল ডেপুটি এড লিন্টনের কাছ থেকে দূরে থাকতে পারলেই হলো। চলার মধ্যে পেছন ফিরে ট্রেইল জরিপ করল ও, কাউকে দেখতে পেল না।

যখনই নিশ্চিন্ত বোধ করতে শুরু করেছে জেসন, বাম দিকে বনের কিনারে ছুটন্ত ঘোড়ার আওয়াজ ছাপিয়ে উঠল প্রেয়ারির নীরবতাকে। দ্রুত এগোচ্ছে লোকগুলো। অন্তত ছয়জন হবে, ধারণা করল ও, কোণাকুণি ছুটে আসছে।

ঢাল বেয়ে নেমে আসায় বাড়তি গতি পেয়েছে ঘোড়াগুলো, ক্রমশ দূরত্ব কমে আসছে। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না জেসন, স্রেফ একবার তাড়া দিল মলিকে। একটা নির্দেশ বা ইশারাই যথেষ্ট প্রমাণিত হলো। অ্যান্টিলোপ হরিণের মতই ছুটতে শুরু করল মলি। মিনিট দুয়েক পেছনে খুরের শব্দ আর তার প্রতিধ্বনি তাড়া করল ওকে, কিন্তু এরপর ক্রমশ মিলিয়ে যেতে শুরু করল। সংক্ষিপ্ত সময়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে মলি, অনায়াসে নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে গেছে। শিকারকে ধরতে পারবে না বুঝতে পেরে গুলি করতে শুরু করেছে লোকগুলো, আশপাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে তপ্ত সীসা।

তিনজন হাল ছাড়েনি এখনও, আঠার মত লেগে আছে পেছনে। তাদের হতাশ করে দিয়ে বোল্ডার আর ঝোপে ঘেরা রুক্ষ একটা জমিতে প্রবেশ করল জেসন। আড়াল ছাড়াও বুলেট থেকে রেহাই পেল। একই গতিতে আরও পাঁচ কি দশ মিনিট ঘোড়া ছোটাল, তারপর গতি কমিয়ে আনল। কান পেতে শোনার চেষ্টা করল, কিন্তু নীরব প্রকৃতির স্বাভাবিক শব্দ ছাড়া কিছুই শুনতে পেল না। পাহাড়গুলো যেন ঘুমে আচ্ছন্ন, এমনকি কোন প্রতিধ্বনিও তাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারছে না।

লোকগুলো হাল ছেড়ে দিয়েছে, অথবা কোন একসময় ওকে ধরে ফেলবে এই আশা নিয়ে ধীর গতিতে পিছু নিচ্ছে এখনও। চিন্তাটা জেসনের মনে স্বস্তি এনে দিলেও, এগিয়ে যাওয়ার বদলে ট্রেইল থেকে সরে গিয়ে একটা ক্যানিয়নের মুখে ক্যাম্প করল। মেয়ারের জন্যে পর্যাপ্ত ঘাস আর পানি আছে পাশে; ঝোপের পেছনে আশ্রয় নিয়েছে ও, একেবারে নিরাপদ না হলেও চলনসই বলা যায়। খুব কাছে থেকে না দেখলে চোখে পড়বে না

Boighar.com

জায়গাটা। বেডরোল বিছিয়ে শুয়ে পড়ার দশ মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ও।

সূর্য ওঠার আগেই জাগল জেসন। অনুভব করছে টানা বিশ্রাম পেয়ে ঝরঝরে লাগছে শরীর, মনটা হালকা লাগছে। ছুরি দিয়ে একটা খরগোশ শিকার করল ও, নাস্তাটা ভালই হলো। এখনই রাইফেল ব্যবহার করার ইচ্ছে নেই, কারণ ধারে-কাছে আছে লোকগুলো। রাইফেলের শব্দ আগ্রহী করে তুলবে ওদের, ওর পিছু নিতে উৎসাহী করবে।

রাইফেল ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত যে যৌক্তিক ছিল একটু পরেই টের পেল জেসন। সবে তখন পাহাড়ের কয়েক সারি পেরিয়ে উঁচু একটা মেসায় উঠে এসেছে, হঠাৎ করেই খাড়া হয়ে গেল মলির কান। থমকে দাঁড়িয়েছে ঘোড়াটা, বিপদের গন্ধ পেয়ে কোন নেকড়ে যেমন থমকে যায়। স্টির‍্যাপের ওপর ভর দিয়ে শরীর উঁচু করল জেসন, নিচের উপত্যকায় অর্ধ-ডজন লোককে একসঙ্গে রাইড করতে দেখে কিছুটা বিস্মিত হলো।

মলি ম্যালোনের লাগাম টেনে ধরে তৎক্ষণাৎ পিছিয়ে এল ও, কোন ঝুঁকি নিতে নারাজ, যদিও লোকগুলোকে দেখে স্রেফ সাধারণ রাইডার মনে হচ্ছে। কিন্তু সংখ্যাটা দ্বিধান্বিত করে তুলেছে ওকে–ঠিক ছয়জনই গতরাতে তাড়া করেছে ওকে, এবং পুরোপুরি সশস্ত্র লোকগুলো–রাইফেল, পিস্তল ছাড়াও ছুরি রয়েছে সঙ্গে। রাইফেল হচ্ছে এমন একটা অস্ত্র, কোন কাউপাঞ্চারই বিশেষ অবস্থা ছাড়া সঙ্গে বহন করে না।

দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষায় থাকল জেসন, লোকগুলোকে আড়ালে হারিয়ে যেতে দেখল। এই ফাঁকে ঠাণ্ডা মাথায় পুরো পরিস্থিতি বিচার করল। সত্যিই যদি ওকে ধরার জন্যে এসে থাকে লোকগুলো, ওদের চলাফেরা বা ভাবভঙ্গি উদ্দেশ্যের সাথে ঠিক মেলে না, কারণ একজনের পেছনে আরেকজন রাইড করছে এরা। যাত্রার ভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছে দূরে কোথাও ওদের গন্তব্য।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ও। যখন নিশ্চিত হলো লোকগুলোর ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই, ঢাল বেয়ে উপত্যকায় নেমে এল। পরের মেসায় উঠে দূরের উপত্যকায় ছোট্ট একটা কুঁড়ে দেখতে পেল। কেবিনের ঠিক পাশে ঝর্না নেমে এসেছে পাহাড় থেকে, পেছনে ঘন সিডারের সারি। যে কোন ক্লান্ত রাইডারের জন্যে কাঙ্ক্ষিত জায়গা।

করালের আশপাশে বহু ভেড়া চোখে পড়ছে, গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে ঝর্নার কিনারা পর্যন্ত–মেসার ওপর থেকে ওগুলোর পিঠ দেখে মনে হচ্ছে বাদামী ঢেউ খেলে যাচ্ছে। কাছেই তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচাচ্ছে কয়েকটা কুকুর, কুকুরগুলোকে পরিচালনা করছে দুটো ছেলে। অবস্থা দেখে আশান্বিত হলো জেসন, আশা করছে হয়তো ভাল খাবারই জুটবে কপালে।

কিন্তু একটু পরেই হতাশ হতে হলো ওকে। ধনী হলেও বেশিরভাগ

বইঘর.কম

মেক্সিকান হাভাতে কেরানির মত জীবন যাপন করে। সত্যি কথা বলতে কি, এটাই তাদের শ্রেণী এবং ব্যাপারটা ওরা নিজেরাও কখনও ভোলে না। ছোট কেবিনে পরিবারটি হয়তো গাদাগাদি করে থাকছে, কারণ দুটো ছেলে ছাড়াও একটা বাচ্চা আর তাদের বাবা-মাকে দেখতে পেয়েছে জেসন···মাথার ওপর জীর্ণ ছাদ, নিরেট অ্যাডোবির দেয়াল এবং ধূলিময় মেঝে–নীরবে পরিবারটির সীমিত সামর্থ্যের কথা প্রচার করছে।

পানি দিয়ে মেঝে পরিষ্কার করছে মহিলাটি। কেবিনের আঙিনায় উজ্জ্বল রোদে হামাগুড়ি দিচ্ছে বাচ্চাটা, হাত বাড়িয়ে একটা মুরগীর লেজের পালক ধরতে চাইছে। পরিবারটির কর্তার মুখে ঘন কালো দাড়ি, পিতৃশাসিত সমাজের প্রতিভূ–যেন তার শরীরে স্প্যানিশ ধাঁচের চেয়ে ইন্ডিয়ান প্রবৃত্তিটাই বেশি। দরজার পাশে বসে সিগারেট ফুঁকছে সে, দক্ষ হাতে একটা ব্রিডল তৈরি করছে।

নিঃসঙ্গ আগন্তুককে কেবিনের দিকে আসতে দেখে নিচু স্বরে স্ত্রীকে ডাকল সে। রাইফেল হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল মহিলাটি, স্বামীর পাশে দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে রাখল অস্ত্রটা। ফিরে গিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল এরপর। ভ্রূক্ষেপ করছে না মেক্সিকান, এমনকি জেসনের দিকে ভাল করেও তাকাল না। জেসন ঘোড়া থেকে নামতে উঠে দাঁড়াল সে। 'যদি ক্ষুধার্ত হয়ে থাকো,' নিস্পৃহ স্বরে বলল মেক্সিকান। 'আসতে পারো। বিশেষ কিছু দিতে পারব না তোমাকে, আমরা সাধারণত যা খাই, তা আর কি!'

ঘোলাটে আর পাতলা ঠাণ্ডা টরটিয়া পরিবেশন করল মহিলা, সাথে দারুণ গরম সেদ্ধ মশলাদার সীম। এমনকি কফিও নেই। একেবারে নিকৃষ্ট মানের কয়েক ফোঁটা ওয়াইন পরিবেশন করা হলো সবার শেষে, তাও পানি মেশানো। নির্লিপ্ত স্বরে টরটিয়ার প্রশংসা করল জেসন, কিন্তু আসলে ঝালের কারণে গলা রীতিমত পুড়ে যাচ্ছে ওর। বলার সময় মুখ নিচু করে রাখল যাতে ওর চোখের পানি অন্যরা দেখতে না পায়।

দারুণ খুশি দেখাল মহিলাকে। ও যদি শনিবার রাতে আসত, তাহলে রোস্ট পরিবেশন করতে পারত–জানাল মহিলা। সপ্তাহে কেবল একদিনই মাংস খাওয়ার সৌভাগ্য হয় তাদের, যদি না ছেলেরা ফাঁদ পেতে কোন খরগোশ বা কাঠবিড়ালী ধরতে পারে। ক্রীকে অবশ্য প্রচুর মাছ পাওয়া যায়।

দরজার পাশে পা ছড়িয়ে বসে মেক্সিকানের সাথে গল্প শুরু করল জেসন। কেবিনের সামনে ভেড়ার পালের ফাঁকে চরতে থাকা মলির ওপর দৃষ্টি বুলাল একবার। লোকটিকে খানিকটা আলাদা মনে হচ্ছে ওর, বড়সড় বাদামী চোখে একেবারে সরল, নিরীহ দৃষ্টি।

'কত বছর ধরে এখানে আছ তোমরা, অ্যামিগো?'

'এখানেই আমার জন্ম।'

Boighar.com

'তোমার বাবা?'

'সেও এখানেই জন্মেছে। গত বছর মারা গেছে বেচারা।'

'ক'টা ভেড়া আছে তোমার?'

'মাংসের জোগান বা পশম ছাঁটাই করার জন্যে যথেষ্ট।'

'ভাল কথা বলেছ,' আনমনে লোকটির জীবন সম্পর্কে ভাবছে জেসন, একেবারেই সাধারণ জীবন–পর্যাপ্ত সঞ্চয়ও বোধহয় নেই এর। 'শীতের সময় কি তোমার ছেলেদের স্কুলে পাঠাও?'

'আমি যা শিখেছি, তাই শিখবে ওরা, এবং আমার বাবাও শিখেছে এসব। এই যথেষ্ট।'

'হ্যাঁ, যথেষ্ট হওয়া উচিত। এখানে ভালই কাটছে তোমাদের দিন।'

'নিশ্চই, আমাদের দেখ-ভাল করার জন্যে টাইগার তো আছেই।'

'এল-টাইগার?'

দূরের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টা নির্দেশ করল মেক্সিকান।

'ওটার এরকম নামের কারণ কি?'

'দেখলেই বুঝতে পারবে। চাঁদের আলোয় ওটাকে মনে হবে কোন মহিলার মুখ। অনেকক্ষণ ধরে দেখতে হবে। ওপরে দুটো খাদ আছে, ঠিক কানের মত দেখায়; মাঝখানের গাঢ় গিরিখাতকে মুখ ধরলে…'

চোখ সরু করে তাকাল জেসন। খাঁজকাটা পাহাড় আর দূরের নীল পর্বতমালার ওপর বেলা গড়াচ্ছে, কোমল জাফরানী আভা ঝিলিক খেলছে অসংখ্য চূড়ায়। বরফের আস্তরণে ঠিকরে যাচ্ছে সূর্য কিরণ, পাথুরে দেয়ালে গোলাপী আভা তৈরি করেছে। সবচেয়ে উঁচু চূড়াটা ভাল করে দেখল ও, কোন জানোয়ারের মাথার ন্যায় বিশাল একটা আকৃতি চোখে পড়ছে। 'মাথাটা দেখতে পাচ্ছি। এটাকে বরং একটা বাঘের মাথা বলা যেতে পারে।'

'আরও নিচে তাকাও, দুটো বিশাল পাথুরে চাঙড় দেখেছ? ঠিক যেন দুই থাবা!'

'দেখতে পাচ্ছি! এতক্ষণ কেন দেখিনি সেটাই বুঝতে পারছি না।'

'তোমার দৃষ্টি বেশ তীক্ষ্ণ, তাড়াতাড়ি ধরে ফেলেছ জিনিসটা। আমার বড় ছেলে এখনও ধরতেই পারেনি! আমাদের যে কোন বাচ্চা প্রথম যখন ওটা দেখতে পাবে, পনি রাইড করার যোগ্যতা অর্জন করবে সেদিন।'

'রীজের ওপাশে কি আছে, বড়সড় কোন উপত্যকা?'

'কখনও এল-টাইগারের ওপাশে যাইনি আমরা। স্রেফ ধারণা করতে পারি ওপাশে কি আছে, কিন্তু নিশ্চিত বলতে পারব না।'

'কেন?'

'কেউ পেছনে যাক, এল-টাইগার নিজেই পছন্দ করে না। যেসব লোক তার সামনে থাকে, তাদেরকে পছন্দ করে সে–বলে সবাই। ঠিক এজন্যেই

বইঘর.কম

এখানে নিরাপদে থাকতে পারছি আমরা।'

মৃদু হাসল জেসন। মেক্সিকান লোকটা একেবারেই সহজ সরল। 'কিন্তু কি আছে টাইগারের পেছনে, শুনেছ নিশ্চই?'

'লা-ক্যাবেজা।'

'লা-ক্যাবেজা! সেটা আবার কি?'

'লা-ক্যাবেজা এরচেয়েও বিশাল এক পাহাড়। আমরা এল-টাইগারের এত কাছে আছি যে ওটা আর চোখে পড়ছে না। দূর থেকে চোখে পড়বে।'

'কিভাবে ওটার এমন নাম হলো?'

'ওটার চূড়ায় পাথর ছাড়া আর কিছু নেই, কিন্তু শীতের সময় বরফে ঢেকে যায়–সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গিরিখাতগুলো বরফে ভরা থাকে। লা-ক্যাবেজার মাথা যখন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, আমরা ধরে নিই শিগ্‌গিরই বৃষ্টি হবে।'

'বাঘ আর মাথা!' বিড়বিড় করে বলল জেসন, উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। 'কথাটা আগেও শুনেছি!'

'এদিকে আসা বেশিরভাগ লোকই তা জানে। পাহাড় দুটো সম্পর্কে একটা গল্প আছে, জানো তো?'

প্রশ্ন ফুটে উঠল ওর চোখে।

'বহু আগে, টাইগার তখন রাজসিক এক বাঘ ছিল, প্রায়ই শিকারে বেরোত। একদিন হয়েছে কি, দারুণ ক্ষুধার্ত ছিল সে, কিন্তু কোন অ্যান্টিলোপ বা ষাঁড় খুঁজে পাচ্ছিল না। শেষে একজন মানুষ খুঁজে পেল। লোকটি এতটা শক্তিশালী ছিল না যে ওর সাথে লড়বে, কিংবা পালিয়েও যেতে পারল না। তো শেষে ওকে খেয়ে ফেলল এল-টাইগার। খাওয়ার শেষ পর্যায়ে যখন লোকটার মাথা খাবে, মেঘের আড়াল সরিয়ে পৃথিবীর দিকে তাকালেন মহান পরাক্রমশালী টিরাওয়া। প্রলয় ঘটে গেল এল-টাইগারের আশপাশে।

'দারুণ খেপে গিয়েছিলেন দেবতা। টাইগারকে পাথরে রূপান্তরিত করে পাহাড়ের চূড়ায় স্থাপন করলেন তিনি। মানুষের মাথাটাকে রাখলেন উঁচু আরেক পাহাড়ের চূড়ায়। টাইগারকে মাথার নিচে থাকতে বাধ্য করলেন তিনি, যাতে সারা জীবন তাকে ওই মাথার দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। ঠিক এজন্যেই এল-টাইগার পেরিয়ে কখনও ওপাশে যাইনি আমরা। গেলেই বিপদ হবে!'

'যারা ওদিকে গেছে, কিছু হয়েছে তাদের?'

ভুরু কোঁচকাল লোকটি, যেন চিন্তাটা পছন্দ করতে পারছে না কিংবা আহত হয়েছে খুব। শেষে যখন উত্তর দিল, চরম অসন্তোষ প্রকাশ পেল কণ্ঠে: 'সেনর, আজ সকালেই ছয়জন লোক এল-টাইগারের দিকে গেছে!'

'আমিও দেখেছি।'

Boighar.com

'এদের একজনও ফিরে আসবে না!'

'তাই? কিভাবে এত নিশ্চিত হচ্ছ তুমি?'

'ওদিকে গেছে এমন কেউই কখনও ফিরে আসেনি।'

'হয়তো পাহাড়ের সারি পেরিয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে ওরা?'

দুই হাত ছড়িয়ে অনিশ্চিত একটা ভঙ্গি করল মেক্সিকান, তারপর দৃষ্টি তুলে আকাশের দিকে তাকাল। 'হয়তো!'

উঠে দাঁড়াল জেসন।

'তাহলে ওই পাহাড়ের ওপাশে কিভাবে যাওয়া যাবে?'

'সবচেয়ে সহজ পথ হচ্ছে শুরুতে পশ্চিমে যাওয়া, সামনে আরও একটা উপত্যকা আছে, ওটা ধরে যেতে হবে। পথটাও অনেক সহজ। এল-টাইগারের কাছাকাছি হওয়া ছাড়াই ওই ট্রেইল ধরে লা-ক্যাবেজায় যাওয়া যায়।'

'ধন্যবাদ,' আন্তরিক কণ্ঠে বলল জেসন। 'তোমার সাথে কথা বলে সত্যিই আনন্দ পেয়েছি। এবার যেতে হবে। তোমার ছেলেদের জন্যে সামান্য এই উপহার নিলে খুশি হব, যা ইচ্ছে কিনে নিতে পারবে ওরা।'

ওর বাড়িয়ে দেয়া টাকার দিকে ভুলেও তাকাল না লোকটা, বরং হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিল। 'যদি মাংস আর পশম ছাড়া কিছু বিক্রি করি আমি, ঈশ্বর ক্ষমা করুন আমাকে! তিনি আমাদের খাবার দিয়েছেন এবং যে কেউ চাইলে আমাদের সাথে তা ভাগাভাগি করত পারে!'

ধীরে ধীরে ঢালের ওপর উঠে এল জেসন, ঠিক চূড়ায় ওঠার পর বাম দিকে মোড় নিল। মেক্সিকান লোকটির নির্দেশনা অনুযায়ী এভাবেই এল-টাইগারের দিকে পিঠ না দেখিয়ে লা-ক্যাবেজায় পৌঁছানো সম্ভব। যে-ই এল-টাইগারের দিকে পিঠ প্রদর্শন করবে, ধ্বংস নেমে আসবে তার–মেক্সিকানের এ বিশ্বাস তাড়া করছে না ওকে, ওর তাড়াহুড়োর কারণ বরং ক'দিন আগে লাল ওয়ালেটে পাওয়া কাগজের একটা বাক্য–একসময় দুর্বোধ্য মনে হলেও সহজ হয়ে এসেছে এখন।

"...মরা স্প্রূসের গোড়ায় 'বাঘ'-এর সোজাসুজি, 'মাথা'র ঠিক নিচেই আছে জিনিসটা।"

দারুণ হেঁয়ালিপূর্ণ মনে হয়েছিল কথাটা, গত ক'দিনে অনেক ভেবেছে ও, কিন্তু কিনারা করতে পারেনি এই রহস্যের। মেক্সিকানের কথায় অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে গেছে এখন–একটা সমাধানে পৌঁছতে পেরেছে। 'মাথা' আর 'বাঘ' ইন্ডিয়ান এলাকার দুটো পর্বতশ্রেণী–লা-ক্যাবেজা আর এল-টাইগার। টাইগারের সোজাসুজি লা-ক্যাবেজার নির্দিষ্ট একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে ওকে, যেখানে মরা এক স্প্রূসের নিচে পাওয়া যাবে

বইঘর.কম

'জিনিসটা'।

'জিনিসটা' আসলে কি? ড্যানিয়েল ফিঞ্চের হারানো গুপ্তধন? কাকে লুটেরা বলেছিল জিমি, ফিঞ্চ না গ্লিসনকে? কার ওপর বাটপারি করে নিজে ধনী হতে চেয়েছিল ওর ভাই? সব ঘটনার নেপথ্যে থাকা গ্লিসনই কি নাটের গুরু? তাহলে চ্যান্ডোজের ভূমিকা কি?

দ্রুত এগোচ্ছে জেসন, খোলা জায়গা এড়িয়ে চলছে। মেক্সিকানের সতর্কবাণী কাজ করছে না ওর মনে, বরং একই দিকে যাওয়া ছয় অশ্বারোহী সতর্ক হতে বাধ্য করেছে ওকে। লোকগুলোর অনেক পরে যাত্রা করেছে ও, কিন্তু খুব দ্রুত এগোয়নি তারা, হয়তো ধারে-কাছেই আছে, এবং মুখোমুখিও হয়ে যেতে পারে। মলির ওপর আস্থা রেখেছে ও, জানে গতির সুবিধা নিয়ে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে পারবে, বিপক্ষের আগেই নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে। এজন্যেই গতি বাড়াতে ইতস্তত করছে না।

স্বেচ্ছায় মলিকে এগোতে দিয়েছে ও। আসলে গতিপথ পরিবর্তন করার কিংবা তাড়া দেয়ার প্রয়োজন পড়ছে না। স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গিতে, একই গতিতে এগিয়ে চলেছে মলি। কোন একটা দিক নির্দেশ করে দিলেই হলো, জমির বাধার কারণে দিক বদলাতে বাধ্য না হলে একই দিকে ছুটে চলেছে ঘোড়াটা–একই গতিতে এবং স্বচ্ছন্দে। কান দুটো খাড়া, সারাক্ষণই মাথা উঁচু হয়ে থাকছে।

ধীরে ধীরে মাঝ আকাশে চলে গেল সূর্য, তপ্ত রোদ ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। দুপুরের মধ্যেই প্রথম পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে গেল জেসন, মেসার ওপাশে যেতে দশ-বারো মাইল চওড়া এক উপত্যকা দেখতে পেল সামনে। লা-ক্যাবেজার অন্য দিকের চেয়ে বিশাল এবং বিস্তৃত, নামকরণের কারণটা এবার বোঝা গেল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাথরের স্তূপ, বোল্ডারের সারি আর বুনো ঝোপে পূর্ণ। পাথরগুলো সবই ঝকঝকে পরিষ্কার, নিরন্তর বয়ে যাওয়া বাতাসের কারণে হয়তো, এতটাই পরিষ্কার যে রোদের আলো প্রতিফলিত করছে ওগুলোর অসমান পৃষ্ঠ। চোখ তুলে সামনে লা-ক্যাবেজার চূড়ার দিকে তাকাল জেসন, নগ্ন মাথার নিচে বরফ আর তুষারের ভারী আস্তর জমে আছে।

বাচ্চা ছেলের মত উৎফুল্ল হয়ে উঠল ও, হয়তো ব্যাখ্যাহীন রহস্যের মুখোমুখি হওয়াতেই। আনমনে হেসে উঠল, নিজের হাসির প্রতিধ্বনি শুনে চমকে উঠে মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চুপ হয়ে গেল। ডানে তাকাতে দূরে ধুলোর একটা মেঘ দেখতে পেল, শুধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেই ক্ষীণ ভাবে চোখে পড়ছে–ছয়জন অশ্বারোহীর কাঠামো শনাক্ত করল ও। মাইল দুই বা তারও বেশি দূরে আছে, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

ঘুরপথে এসেছে জেসন, বার বার বাঁক নিয়েছে এবং থেমেছেও কিন্তু

Boighar.com

তারপরও প্রতিপক্ষের সাথে একই দূরত্ব রয়ে গেছে। দশ-বারো মাইল দীর্ঘ খোলা উপত্যকা ধরে ছোটার সময় কতটা ব্যবধান তৈরি করতে পারবে মলি? কিংবা সামনের রুক্ষ পর্বতশ্রেণীতে কতটুকু দূরত্ব বজায় রাখতে পারবে? যাচাই করার উপযুক্ত সময় বোধহয় এটাই!

ঢাল বেয়ে নামার সময়ও একই গতি বজায় রাখল মলি ম্যালোন, যেন সমতল কোন পথে ছুটছে। ঘণ্টা পূর্ণ হওয়ার আগেই উপত্যকা পেরিয়ে গেল, এবং পাহাড়ের চড়াই বেয়ে ওঠা শুরু করল। গন্তব্য লা-ক্যাবেজা। পেছন ফিরে দূরের ঝোপ আর পাথরের আড়ালের ফাঁকে মাঝে মধ্যেই ছয় ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পাচ্ছে জেসন, লোকগুলোর সাথে মলির মত তেজী ঘোড়া নেই বলে সন্তুষ্ট বোধ করছে। এরই মধ্যে যথেষ্ট দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে, এখনও ঢেউ খেলানো বিশাল উপত্যকার মাঝামাঝি আছে প্রতিপক্ষ।

এগিয়ে থাকলেও খানিকটা দুশ্চিন্তায় আছে ও, স্বাভাবিক সতর্কতা ভুলে যায়নি মোটেই। প্রায়ই স্যাডলের একপাশে সরে থাকছে যাতে ওর ওজনের খুব কমই মলিকে বহন করতে হয়। ঘোড়াটার শক্তি অটুট রাখার ওপর ওর জীবন নির্ভর করছে। কে বলতে পারে দিন শেষে মলির কি অবস্থা হবে কিংবা বিস্তৃত পাহাড়সারি পাড়ি দেয়ার পর কতটুকু সামর্থ্য অবশিষ্ট থাকবে ঘোড়াটার?

খাড়া দুপুর এখন। এক ফোঁটা বাতাস বইছে না। তপ্ত রোদ ছড়িয়ে দিচ্ছে সূর্য, গাছের ছায়াগুলোও খুব ছোট। কপাল থেকে বয়ে যাওয়া ঘাম প্রায়ই চোখে এসে পড়ছে। বিস্তীর্ণ জমিনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলাল জেসন। ওঠার পথে নির্দিষ্ট ছক অনুসরণ করছে না, খানিকটা ঘুরপথে এগোচ্ছে–ঘোড়াটার পরিশ্রম তাতে কম হবে, এবং বেশি জায়গাও পর্যবেক্ষণ করার ইচ্ছে ওর, কারণ নিচে এল-টাইগারের সোজাসুজি একটা নির্দিষ্ট গাছ খুঁজে পেতে হবে।

গাছটা যে কোন জায়গায় থাকতে পারে–পাহাড়সারির শুরুতে, কিংবা যে কোন চড়াইয়ে; আবার একেবারে 'মাথা'র কাছাকাছিও হতে পারে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশে নজর বুলাচ্ছে জেসন, ইচ্ছেমত এগোতে দিয়েছে মলিকে। ইতোমধ্যে ঘেমে একাকার হয়ে গেছে ঘোড়াটা, ঘামের বিন্দু চিকচিক করছে রেশমী পশমের গোড়ায়।

চূড়ার কাছাকাছি ওঠার পর পেছনে তাকাল জেসন, ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করেছে ছয় অশ্বারোহী। দরজা দিয়ে যেন ঘরে ঢুকে পড়েছে খুনীরা, আগে বা পরে ওকে খুঁজে পাবেই!

থেমে ব্যানডানা দিয়ে কপালের ঘাম মুছল ও, সামনের দিকে তাকাতে একটা মরা স্প্রূস চোখে পড়ল। বাজ পড়ে একটা অংশ মরে গেছে ওটার, ভেঙে যাওয়া ঝুলন্ত একটা শাখা মাটির কাছাকাছি নেমে এসেছে।

গাছটা পেরিয়ে এবার পেছনে তাকাল জেসন। উপত্যকার ওপাশে ওটার

বইঘর.কম

অবস্থান, একেবারে এল-টাইগারের সোজাসুজি। গোড়ার কাছে দুটো বিশাল মূল চওড়া হয়ে একসঙ্গে বড়সড় একটা চামচ সৃষ্টি করেছে যেন। তৎক্ষণাৎ কাজে নেমে পড়ল ও, আবিষ্কারের আনন্দে রীতিমত উল্লাস বোধ করছে।

গাছের গোড়ায় বড়সড় একটা পাথর পড়ে আছে, গড়িয়ে ওটাকে সরিয়ে দিল, খানিকটা আয়াস লাগলেও দ্রুতই কাজটা করতে পারল। সাথে লেগে থাকায় গাছের বাকলে গভীর খাঁজ সৃষ্টি করেছে পাথরটা, দাগ দেখে বোঝা গেল বেশিদিন আগে রাখা হয়নি। পাথরের নিচে, হলফ করে বলতে পারে ও–'জিনিস'টা আছে!

বেশ কিছু নুড়িপাথর সরানোর পর শক্ত মাটি পেল জেসন। খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করতে যাচ্ছিল, ঠিক এসময় পেছনে মলির হেষাধ্বনি শুনতে পেল–স্রেফ ফিসফিস করার মত তীক্ষ্ণতার একটা শব্দ, কিন্তু ওর জন্যে তাই যথেষ্ট–ওকে সতর্ক করে দিচ্ছে ঘোড়াটা!

হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে সিধে হলো জেসন, ঘোড়ার খুরের সাথে পাথরের সংঘর্ষের তীক্ষ্ণ আওয়াজ কানে আসছে। উদ্ভ্রান্তের মত হাত চালিয়ে ওপরের মাটি সরাল ও, প্রায় ফুটখানেক গভীর করে ফেলেছে গর্তটা।

দ্রুত হাত চালাতে থাকল, একটু পর নখের সাথে চামড়ার স্পর্শ পেয়ে থমকে গেল। শীতল শিহরণ বয়ে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে, মুহূর্তের জন্যে মনে হলো বোধশূন্য হয়ে পড়েছে, অজান্তে কাঁপতে থাকল ও। তারপর হাত চালিয়ে একটা থলের মুখ বের করল, মোটা বাকস্কিন কাপড়ে ঢেকে দেয়ার পর দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছে। ব্যাগের চারপাশ থেকে আরও কিছু মাটি সরিয়ে ব্যাগটা তুলে আনার চেষ্টা করল, কিন্তু শরীরের সব শক্তি ব্যয় করেও কাজটা করতে পারল না।

ব্যাগ তুলে আনার চেষ্টায় ইস্তফা দিয়ে মুখের বাঁধন খোলার চেষ্টা করল ও। কিন্তু দড়িটাও বাকস্কিনের তৈরি, তাছাড়া যথেষ্ট মজবুত এখনও। দূরে, পাহাড়ের কিনারে ঘোড়ার খুরের জোরাল শব্দ কানে আসছে এখন।

ধৈর্য ধরো, তাড়াহুড়োর কিছু নেই! শুধু দ্রুত হাত চালাও!

কোমর থেকে ছুরি বের করে ব্যাগের বাঁধন কেটে ফেলল ও, বাকস্কিনের ঢাকনা সরে যেতে ভেতরে উজ্জ্বল আভা দেখা গেল, মুদ্রার ঝনঝন শব্দ কানে মধু বর্ষণ করল যেন। হাত ঢুকিয়ে তিন-চারটা তুলে আনল জেসন। বেশ ভারী কয়েন, এবং চেহারা দেখে বোঝা গেল নির্দিষ্ট ছাঁচে ফেলে তৈরি করা হয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে জেসন নিশ্চিত হয়ে গেল প্রাচীন স্প্যানিশ মুদ্রা এগুলো। মৃদু গোঙানি বেরিয়ে এল ওর মুখ দিয়ে, বুঝতে পারছে এখান থেকে খুব বেশি সরিয়ে নেওয়ার সুযোগ আপাতত নেই। কিন্তু ইচ্ছে করছে পুরো ব্যাগই সাথে নিয়ে যায়।

ফের ব্যাগে হাত ঢোকাল ও, উত্তেজনা আর পরিশ্রমে মৃদু হাঁপাচ্ছে।

Boighar.com

ছোট্ট একটা থলেয় এক তাড়া নোট পেল, একটার সঙ্গে লেগে আছে আরেকটা; নরম, স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে গেছে। পাহাড়ের ওপাশ থেকে আসা খুরের শব্দ ওর হৃৎপিণ্ডের গতি বাড়িয়ে দিলেও দীর্ঘক্ষণ নোটগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল জেসন, বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেছে। নোটের উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত ও—সরকারী ট্রেজারি বিভাগের সম্পদ এগুলো, উদ্ধারকারীকে কয়েক হাজার ডলার পুরস্কৃত করার প্রতিশ্রুতিও রয়েছে সাথের একটা চিরকুটে।

প্রতিপক্ষ যত কাছেই চলে আসুক, তাড়াহুড়ো করার উপায় নেই ওর। সব নোট বের করার পর থলের ভেতরে উজ্জ্বল আভা দেখতে পেল জেসন। আগুনের পুকুরে চোখ মেলে তাকিয়ে আছে যেন অনেকগুলো চোখ—সবুজ, লাল, হলুদের ঝলকানি পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত, কে কতটা দ্যুতি ছড়াতে পারে!

আনন্দে অধীর হয়ে পড়ল ও, মুহূর্তের জন্যে সময় আর স্থান সম্পর্কে ভুলে গেল—অজান্তে চিৎকার করে উঠল। ওর অপ্রকৃতিস্থ বুনো আনন্দের হাসি ছড়িয়ে পড়ল সারা উপত্যকায়।

থলেটা তুলে নিয়ে দ্রুত হাতে ব্যাগটা মাটি চাপা দিল জেসন, আশা করছে হয়তো বিভ্রান্ত হবে ধাওয়াকারীরা, খোঁড়াখুঁড়ির চিহ্ন দেখে ভাববে সবই তুলে নিয়ে গেছে ও, নিজেরা মাটি সরিয়ে পরখ করে দেখবে না। করলেও কিছু যায়-আসে না, প্রসন্ন মনে ভাবল জেসন, শুধু রত্নগুলোই যথেষ্ট ওর জন্যে।

স্যাডলে চেপে পাথর আর গাছের আড়ালে সরে এল ও। ঢালের নিচে ছুটন্ত ঘোড়সওয়ারদের দেখা যাচ্ছে এখন, দুর্দান্ত গতিতে ছুটে আসছে। সবার সামনে ঘোলাটে চোখের লোকটি, অনায়াসে চিনল জেসন। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো ওর, শীতল শিহরণ বয়ে গেল সারা দেহে। কারণ নেই, কিন্তু অবচেতন মন বলছে ওর নিয়তির সাথে জড়িয়ে আছে এই লোক।

তবে মাত্র এক ঝলকই লোকটিকে দেখল ও, তারপর তুফান বেগে ছুটিয়ে দিয়েছে মলিকে। ঢাল বেয়ে নেমে যাওয়ার সময় ঘোড়ার কাছ থেকে সর্বোচ্চ গতি পাওয়া সম্ভব, চিন্তাটা মাথায় এলেও নিজেকে নিরস্ত করল জেসন। পেছনে, মরা স্প্রুসের কাছে সমানে চিৎকার করছে ধাওয়াকারীরা, যেন শীতল রাগ ছড়িয়ে পড়েছে সবার মধ্যে।

সংক্ষিপ্ত পথ ধরে এগোনোর ইচ্ছে থাকলেও একই পথে ঘোড়া ছোটাল ও। জানে মলির সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে প্রতিপক্ষের ঘোড়াগুলো। তাছাড়া ওপরে ওঠার পর এখনও বিশ্রাম পায়নি ওগুলো; এতক্ষণ যা পেয়েছে মলি—স্বাভাবিক হয়ে এসেছে ওটার নিঃশ্বাস। সুতরাং তাড়াহুড়ো করল না জেসন, বলা যায় মলিকে স্বেচ্ছায় এগোতে দিল। বেশ

বইঘর.কম

খানিকটা নেমে আসার পর গাছের ফাঁক দিয়ে দূরের পাহাড়ে তুষারের চাঙড় চোখে পড়ল। বামে মোড় নিয়ে উপত্যকায় নেমে এল কিছুক্ষণ পর। সামনে খোলা জায়গা, গাছের সংখ্যা কমতে শুরু করেছে। পাহাড়ের সবুজ শরীর ফ্যাকাসে বাদামী হতে শুরু করেছে, ধুলোমাখা তপ্ত বাতাসের সংস্পর্শে মলিন হয়ে এসেছে ঝোপ আর ক্যাকটাসের সারি।

পাহাড় থেকে নেমে যাওয়ার তিনটা ট্রেইল দেখা যাচ্ছে, ভাঁজ খাওয়া জমির পর কয়েক মাইল দূরে মিলিত হয়েছে এক জায়গায়। ধূসর কিছু কাঠামো চোখে পড়ছে সেখানে। জেসন নিশ্চিত ওখানে কোন শহর আছে। আশা করল দূরের ওই শহরে পৌঁছানো পর্যন্ত এই ছয় ভদ্রলোককে অনেক পেছনে ফেলতে পারবে মলি ম্যালোন।

লোকগুলোর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। লুকোচুরি ভাবটা আর নেই আচরণে, নিজেদের অস্তিত্ব প্রকাশ করতে দ্বিধা করছে না। সমানে একে অন্যকে গাল দিচ্ছে, চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো রুক্ষ ট্রেইল বা গাছপালাও বাদ যাচ্ছে না গালি থেকে। ঘাড়ের ওপর দিয়ে পেছন দিকটা জরিপ করার সময় স্পার দাবাল ও, জানে সবাইকে খসাতে পারবে না, এই ধাওয়ার শেষ পর্যায়ে দু'একজন ঠিকই লেগে থাকবে। এড লিন্টন দলটার মধ্যে আছে কিনা নিশ্চিত হতে চাইছে ও, যদিও কোন রকম ঝুঁকি নিতে নারাজ। লাগাম ঢিলে করতে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল মলি, অনায়াসে নেমে যাচ্ছে যেন জলপ্রপাতের উৎস থেকে পানি গড়াচ্ছে।

চড়াই বেয়ে ওঠা বেশ কঠিন কাজ, কিন্তু ঢাল বেয়ে নিচে নামা একটা ঘোড়ার জন্যে তারচেয়েও কঠিন। নামার সময় সওয়ারী সহ ঘোড়ার পুরো ওজন থাকে সামনের পায়ে; ক্লান্তি বা মুহূর্তের অমনোযোগে একটা নুড়িপাথর কিংবা শক্ত মাটিতে পা হড়কে গেলে হোঁচট খাবে ঘোড়াটা, এবং দু'জনের মৃত্যুই তাতে নিশ্চিত হবে।

কিন্তু মলি ম্যালোন নামছে পাহাড়ী ভেড়ার মতই, খাড়া ঢাল বা নুড়িপাথরও সমস্যা করছে না ওটার। প্রায়ই আশঙ্কায় দম আটকে ফেলছে জেসন, কিন্তু অনায়াস দক্ষতায় নিজের কাজ সারছে মলি, যেন ঢাল বেয়ে নেমে যাওয়ার কঠিন কাজটা দারুণ পছন্দ হয়েছে ওর। খাড়া কান, কিংবা চলার ছন্দের সাথে তাল মিলিয়ে মাথা দোলানো সেই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

বনের সারি থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল ছয় রাইডার, মুহূর্তের জন্যে ছুটন্ত জেসনকে দেখতে পেল–বোল্ডারের সারি পেরিয়ে অগভীর একটা ক্রীক পাড়ি দিচ্ছে, মুহূর্ত খানেক পরই বনের আড়ালে হারিয়ে গেল।

চেষ্টার চূড়ান্ত করছে লোকগুলো, এমনকি দূর থেকে রাইফেলও ব্যবহার করেছে। কিন্তু ঘোড়াগুলোর কোনটারই অফুরন্ত দম আর গতি নেই, কিংবা নিজেরাও নাছোড়বান্দা রাইডার নয় ওরা, যাতে মলির সাথে

Boighar.com

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকতে পারবে। ফলে আধঘণ্টার মধ্যেই পেছনে ধাবমান খুরের শব্দ হারিয়ে গেল, পাহাড়সারির শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল জেসন।

থেমে স্যাডল ছেড়ে মেয়ারের পাগুলো পর্যবেক্ষণ করল ও। রুক্ষ জমি দিয়ে নামতে হয়েছে মলিকে, পায়ে আঘাত পাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। তেমন কিছু দেখতে পেল না, সকালে যাত্রার শুরুতে যেমন ছিল তেমনি আছে। ফের স্যাডলে চেপে এবার ধীরে-সুস্থে এগোল ও, পেছনে পাহাড়সারি ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসছে, সামনেরগুলো ক্রমশ বড় হচ্ছে, যতক্ষণ না একেবারে শেষ প্রান্তে বিশাল এক জমিতে উপস্থিত হলো।

পাহাড় থেকে নেমে আসা পানির আনুকূল্যে ঘন গাছপালা জন্মেছে এদিকে, প্রায় একই সাইজের সবগুলো—স্প্যানিশ বেয়োনেট, ওকাটিলা, গ্রীজউড এবং ফ্যাকাসে চেহারার গুল্ম জাতীয় গাছ তো রয়েছেই। প্রেয়ারির কুকুরের একটা পাল পেরিয়ে গেল ও, দূর থেকে সমানে চিৎকার করছে ওর উদ্দেশে। কুণ্ডুলি পাকিয়ে থাকা একটা র‍্যাটল চোখে পড়ল পথের পাশে। হঠাৎ করেই জেসন অনুভব করল জাগতিক যে কোন প্রাণীর প্রাথমিক বিপদের আশঙ্কা থাকে প্রতিবেশীর কাছ থেকে, আর ওর নিজের বিপদের পুরস্কার হিসেবে রয়েছে অমূল্য এক রত্নসম্ভার!

সমান জমি ধরে এগোতে স্বস্তি বোধ করছে জেসন, কারণ মরুভূমি ওর কাছে অতি পরিচিত জায়গা। মরুভূমিতেই জন্মেছে, বেড়ে উঠেছে। তপ্ত রোদ তেমন পীড়াদায়ক নয় ওর কাছে, বহু বছরের কঠিন শ্রম আর সহিষ্ণুতা রুক্ষ পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার সামর্থ্য এনে দিয়েছে ওর দীর্ঘ ছিপছিপে শরীরে।

দূরে আবছা ভাবে চোখে পড়ছে শহরটা। চারপাশ থেকে শহরের দিকে যাওয়া ট্রেইলে চলন্ত ঘোড়া আর ওয়্যাগনের ওড়া ধুলো থেকে শহরের অবস্থান আন্দাজ করল জেসন। দালান বা বাড়ির আকৃতি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে এখন, মরুর তটরেখার সাথে পাল্লা দিয়ে ক্রমশ জেগে উঠছে দালানের কাঠামো।

ঘণ্টাখানেক পর শহরে ঢুকল ও। পশ্চিমের সাধারণ শহর যেমন হয়, এখানেও তেমন—দীর্ঘ মূল রাস্তার দু'পাশে দালান আর বাড়ির সারি, চওড়া ফুটপাথ। রোদ আর বাতাসের অত্যাচারে মলিন হয়ে গেছে বাড়ির রঙ, তুলির আঁচড় পড়েনি বহুদিন। পাতলা কাঠের তৈরি শ্যাকের কিছু কিছু জায়গায় কাঠ ফেটে গেছে। বছর পাঁচেকের মধ্যে পুরো শ্যাকই ধসে পড়বে, নগ্ন কঙ্কালের মত দু'একটা কাঠামো হয়তো দাঁড়িয়ে থাকবে তখন।

কিন্তু জীবন আছে শহরটায়। যে শহর যত দুর্বল বা ভিত্তিহীন হয়, তার প্রাণপ্রবাহ তত বেশি—পশ্চিমের পুরানো একটা প্রবাদ। পাহাড় থেকে আসা মাইনার, কাউপাঞ্চার, বারো বা ষোলো মিউলের ওয়্যাগন চালাতে দক্ষ

বইঘর.কম

ড্রাইভার, সাধারণ ব্যবসায়ী···সব ধরনের লোকই আছে। অ্যাপাচী ক্রসিং থেকে রেলরোড বহু দূরের পথ, তাই ওয়্যাগন আর স্টেজই যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম। দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টাই স্টেজ চলে, অনেকগুলো রিলে স্টেশন থাকাতে বেশ দ্রুত চলতে পারে। এছাড়া সাধারণ ভবঘুরে বা রাইডার তো আছেই। হোটেল, গেম-হল বা সেলুনে সারাক্ষণ ভিড় লেগে থাকে। এ ধরনের বহু শহরে গেছে জেসন, একেবারে অপরিচিত লাগবে না ভেবে কিছুটা স্বস্তি বোধ করল।

শহরে আসার দুটো কারণ আছে ওর। পেছনের ধাওয়াকারীরা আশা করবে না লস ক্যাভালসে একটা খুনের আসামী আশ্রয় নিতে পারে এখানে। আরেকটি কারণঃ সৌভাগ্যক্রমে পাওয়া রত্নগুলো নিরাপদ কোন জায়গায় গচ্ছিত রাখার ইচ্ছে। তাছাড়া দুই বা তিনটে দিন বিশ্রাম আর পর্যাপ্ত দানাপানি পেলে আবার তরতাজা, চাঙা হয়ে উঠবে মলি ম্যালোন।

শহরের মাঝামাঝি বিশাল প্লাজায় চলে এল জেসন। প্রথমেই মলিকে একটা স্টেবলে রেখে দূরের এক হোটেলে গেল। 'ঝামেলা পছন্দ করি না আমি, অন্তত ঘুমের সময়ে,' বিরক্তির সাথে আর কিছুটা তপ্ত স্বরে কেরানিকে বলল ও, লস ক্যাভালসের তিক্ত অভিজ্ঞতা মনে পড়ছে। 'রাত বারোটার পর কোন মাতাল যদি আমার কামরার দিকে যায়, তাহলে কপালে খারাবি থাকবে ব্যাটার, এই বলে দিলাম!'

পেছনের একটা কামরা দেয়া হলো ওকে। ভেতরে ঢুকে দরজা আটকাল জেসন, তারপর নিশ্চিত হলো আশপাশের বাড়ির জানালা বা কাছাকাছি কোন গাছ থেকে ওর ওপর নজর রাখার সুবিধে পাবে না কেউ। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরের একমাত্র টেবিলে আয়েশ করে বসল। বাকস্কিন ব্যাগ খুলে ভেতরের সবকিছু টেবিলের ওপর রাখল এবার।

নিশ্চই অ্যাপাচী ক্রসিংয়ের কর্তৃপক্ষকে ওর ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে লস ক্যাভালস থেকে, ফেরারী লোকটির সাথে সাথে ঘোড়ারও বর্ণনা দেয়া হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু হোটেল থেকে দূরের স্টেবলে মলিকে রেখেছে ও, পায়ে হেঁটে এখানে এসেছে এরপর। মেয়ারটার সাথে ওর সম্পর্ক সহজে আবিষ্কার করতে পারবে না, কিংবা কোন ড্রিফটার বা পাঞ্চার থেকে আলাদা করে ওকে শনাক্ত করতে পারবে না কেউ। তাছাড়া, এ ধরনের ব্যস্ত শহরে আগন্তুকদের খুঁটিয়ে দেখার অভ্যাস নেই বেশিরভাগ লোকের। ওকে যা করতে হবে, কোন ঝামেলায় জড়ানো যাবে না এবং অতিরিক্ত প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

চিন্তাটা স্বস্তি এনে দিল ওর মনে। নিশ্চিন্ত হয়ে টেবিলের ওপর রত্নগুলো ছড়িয়ে দিয়ে খুঁটিয়ে দেখা শুরু করল। পরে, রত্নের স্তূপ থেকে চোখ সরিয়ে নোট গুনতে শুরু করল। পরস্পরের সাথে লেগে থাকায় একটা থেকে

Boighar.com

আরেকটাকে আলাদা করা কঠিন হলো, সব মিলিয়ে দু'শো উনপঞ্চাশটা–বিশ ডলার থেকে শুরু করে পাঁচশো ডলারের নোট। মোটামুটি একটা হিসাব করল ও–অন্তত চল্লিশ হাজার ডলার!

চোখ বন্ধ করে চিন্তা করল জেসন–টাকা থাকলে আরও টাকা আসে। ব্যাংকে রাখলে আট শতাংশ হারে বছরে তিন হাজার দু'শো ডলার–এবং তাও পর্যাপ্ত! কিংবা চল্লিশ হাজার ডলারে স্টক সহ বড়সড় একটা বাথানই কেনা যাবে। পৃথিবীর তাবৎ সুযোগ এ মুহূর্তে ওর সামনে উপস্থিত, বলা যায় হাতের মুঠোয়!

পরস্পরের সাথে চেপে বসল ওর ঠোঁট। বুনো, অচেনা এক আনন্দ জেগে উঠছে ভেতরে ভেতরে, ওয়াইনের বুদ্বুদের মত গলার কাছে উসখুস করছে যেন। এই লোভ বা লিপ্সাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, ভাবল জেসন।

সব নোট ভাঁজ করে সযত্নে লাল ওয়ালেটে ভরল ও, রত্নগুলোর দিকে মনোযোগ দিল আবার। রত্ন সম্পর্কে খুব একটা জ্ঞান নেই ওর, কিন্তু হীরাগুলো আলাদা করে এক জায়গায় রেখে স্টিক পিনের হীরার সাথে তুলনা করে দেখল। পিনটার আসল দাম নিশ্চই কম করেও এক হাজার হবে, সেই হিসেবে বাকস্কিন ব্যাগে পাওয়া বড় আকারের হীরাগুলোর দাম নোটের মোট মূল্য থেকে বেশি হওয়ার কথা।

হীরার চেয়ে চুনি আর পান্নার সংখ্যা বেশি, কিন্তু আসল জিনিস নিশ্চই মুক্তোগুলো। বিচ্ছিন্ন ছাড়াও মুক্তো দিয়ে তৈরি প্রায় নিরেট একটা ক্রস রয়েছে; ক্রসের মাথা, তলা আর দুই হাতে একটা করে বিশাল আকারের হীরা রয়েছে সাথে।

স্বাভাবিক ভাবেই সব রত্নের সত্যিকার মূল্য নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হলো জেসন। কিন্তু অনায়াসে যে কাউকে কেনা যাবে, এটুকু ঠিকই উপলব্ধি করতে পারছে। মনে পড়ল ওকে কিনতে চেয়েছিল ড্যানিয়েল ফিঞ্চ, একটা অংশ ওকে দেয়ার পরও ফিঞ্চের কাছে যা থাকত তা দিয়ে অনায়াসে প্রাচুর্যের মধ্যে সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারত সে।

ক্রমশ দ্রুত আর গভীর হয়ে এল ওর নিঃশ্বাস। মুহূর্তের জন্যে পিছু নেওয়া ঘোলাটে চোখের চ্যান্ডোজ, ড্যানিয়েল ফিঞ্চ···সবার কথাই ভুলে গেল। লস ক্যাভালসের আইন যে ওকে খুঁজছে তা-ও মনে থাকল না। শেষপর্যন্ত ওই জয়ী হয়েছে, যার নির্জলা প্রমাণ বিছিয়ে আছে টেবিলে।

কিন্তু রত্নগুলো নিয়ে কি করবে, কোথায় রাখবে?–তৎক্ষণাৎ মনে আসা প্রশ্নটা সঙ্গে সঙ্গেই ওর বিজয়কে চ্যালেঞ্জ করে বসল।

বইঘর.কম

নয়

রত্নগুলো লুকিয়ে রাখার ইচ্ছে সবার আগে কাজ করল ওর মনে, চিন্তাটা প্রায় প্রলুব্ধ করছে। অ্যাপাচী ক্রসিংয়ে আসার পথে দেখা বিভিন্ন জায়গার কথা মাথায় এল যেখানে লুকিয়ে রাখতে পারবে ওগুলো–জীর্ণ পরিত্যক্ত শ্যাক, গুঁড়িতে খাদঅলা বিশাল গাছ বা গুহা, কিংবা পাহাড়ী জলাশয় যাতে অনায়াসে একটা কাঠের বাক্সও ডুবিয়ে রাখা যাবে।

কিন্তু যতই সতর্ক থাকুক, জেসন নিশ্চিত ওর পিছু নিয়ে গোপন জায়গায় উপস্থিত হবে ধাওয়াকারীরা, ঘোলাটে চোখের চ্যান্ডোজ ঠিকই তাড়া করে বেড়াবে; কখনোই হাল ছাড়বে না। হয়তো এই মুহূর্তে নিচের ডেস্কে ওর সন্ধান করছে লোকটা।

অজান্তে ঘামতে শুরু করল জেসন।

কিংবা নাম ভাড়িয়ে অ্যাপাচী ক্রসিংয়ের ব্যাংকের সেফ-ডিপোজিটে রত্নগুলো গচ্ছিত রাখতে পারে, কিন্তু তেমন হলেও ওকে ট্রেস করতে পারবে চ্যান্ডোজ। কিংবা অন্য কোন ধূর্ত, সুযোগসন্ধানী লোক বা ব্যাংকের কোন কেরানির লোভের শিকার হতে পারে ও।

রত্নগুলো অবশ্য নিজের সঙ্গেও রাখতে পারে। অনায়াসে স্যাডল ব্যাগে রাখা যাবে, কারণ তেমন ভারী নয় ওগুলো। কিন্তু প্রতিপক্ষের কাছে ধরা পড়লে রত্নগুলো হারাতে হবে, এমনকি তাতে যদি ওর জীবন বেঁচেও যায়।

অস্বস্তি বা উদ্বেগের পরও অদ্ভুত বুনো এক আনন্দ ক্রিয়া করছে ওর মনে। কেবল টাকা বা রত্ন পায়নি ও, সেইসঙ্গে এতগুলো লোককে হয়রান করার আনন্দও পেয়েছে। ড্যানিয়েল ফিঞ্চের সাথে অন্যদের শত্রুতা আর পারস্পরিক ঘৃণা জট পাকিয়ে গেছে, এতটাই যে পরিষ্কার বোধগম্য হয়নি ওর। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে এই রত্নের জন্যেই পরস্পরের সাথে লড়ছে ওরা। ক্ষণিকের জন্যে জিতেছিল ফিঞ্চ, বোধহয় অন্যদেরকে রত্নের কাছে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়ার জন্যেই–সন্দেহ নেই ঘোলাটে চোখের লোকটির ধূর্ততার কাছে হার মানতে হয়েছে ফিঞ্চকে–এবং লুকিয়ে রাখা লুঠের মাল জেসন নিজেই উদ্ধার করেছে। নিঃসন্দেহে এগুলো ছিনিয়ে নিতে দ্বিধা করবে না বেপরোয়া লোকগুলো।

এতটুকু জানা থাকলেও, জেসন জানে গল্পটায় আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রয়েছে–শেষপর্যন্ত হয়তো সবই জানতে পারবে!

রত্নগুলোর সঠিক মূল্য জানার জন্যে অধীর হয়ে পড়েছে ও। ওজন কমানোর জন্যে হীরার ক্রস থেকে পাথরগুলো খুলতে শুরু করল। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে গেল, কাঠের কাঠামো থেকে মুক্তো আর হীরাগুলো আলাদা করল। সোনার প্রলেপ দেওয়া ক্রসটাই বাকি রইল শুধু, ওটা ভেঙে জানালা দিয়ে হোটেলের পেছনে জমিয়ে রাখা আবর্জনার স্তূপের উদ্দেশে ছুঁড়ে ফেলল।

নিচে নামার আগে একটা চিঠি লিখল জেসন। লিয়ন সিটি ওর নিজের শহর। জানে ওখানকার কাউন্টি শেরিফ বিল ডার্ক সৎ মানুষ। লা-ক্যাবেজা পাহাড়শ্রেণীতে পাওয়া লুটের মালের কথা বিশদ জানিয়েছে তাকে, ওখানে যাওয়ার উপায় বাতলে দিয়েছে। এসবের সঙ্গে ফিঞ্চ, গ্লিসন, হ্যামন্ড, জিমি এবং ওর নিজের সম্পর্ক জানাতেও ভুল করেনি। জেসন আশা করছে ব্যক্তিগত ভাবে ওকে জানা থাকায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে সে–লুটের মাল উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেবে, আইনের সময়োচিত হস্তক্ষেপে ওর দুর্ভোগও শেষ হবে। ফেডারেল আইন অনুযায়ী, ওর ধারণা, লুঠ হওয়া নোট আর সোনার মোহরের মালিকানা সরকারের, কিন্তু রত্নগুলো কেবলই ওর একার!

সারাদিনের প্রচণ্ড উত্তাপ, শ্রম আর ধুলোর অত্যাচারের পর বিশ্রাম নিতে শুরু করেছে তখন অ্যাপাচী ক্রসিং। কালো স্যুট পরা ফিটফাট চেহারা আর ছুঁচাল নরম আঙুলের বেশ কিছু লোক এদিক-ওদিক যাচ্ছে, পেশাদার জুয়াড়ী এরা। সেলুন বা ড্যান্স হলে নিজেদের জায়গায় এসে বসছে মেয়েরা, মাত্রাতিরিক্ত সাজ আর সদা হাস্যময় চাহনিতে পেশাদার বিনোদনের প্রতিশ্রুতি।

শ্রমিক, পাঞ্চার, মাইনার, চোর, প্রতারক, অসৎ ব্যবসায়ী, মাতাল…সাধারণ লোকের ভিড়ে মিশে গেল জেসন, কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই ঘুরে বেড়াল কয়েকটা রাস্তায়। এক ফাঁকে বিল ডার্কের কাছে টেলিগ্রাম করল, চিঠি পোস্ট করে ফেরার পথে পরস্পরের বিপরীতে দুটো পন-শপ চোখে পড়ল।

'দুটো দোকান এত কাছাকাছি ব্যবসা করছে কিভাবে?' খানিকটা বিস্ময় নিয়ে এক পথচারীর কাছে জানতে চাইল ও।

'প্রথমে একসঙ্গেই ছিল ওরা, বাপ-বেটা মিলে ব্যবসা চালাত। কিন্তু ঝগড়া করে আলাদা হয়ে গেছে ছেলে, বাপের সাথে টক্কর দিতে ঠিক উল্টোদিকে দোকান খুলেছে। পরস্পরের গলা কাটতে ব্যস্ত ওরা, ফলে ন্যায্য দাম পাচ্ছি আমরা, যা এর আগে পাইনি কখনও।'

'ওদের মধ্যে ভাল কে?'

'ছেলেটার কাছে ন্যায্য দাম পাবে। নিজে যাচাই করে দেখো, ওই যে

বইঘর.কম

রাস্তার ওপাশে বুড়োর দোকান।'

বুড়োর বয়স ষাটের বেশি হবে। নিপুণ ভাবে আঁচড়ানো ধবধবে সাদা দাড়ি বুক অবধি নেমে এসেছে, কিন্তু এত পাতলা যে পরনের কালো কোটটা স্পষ্ট চোখে পড়ছে। শীর্ণ, ফ্যাকাসে হাতে নীল শিরাগুলো প্রকট হয়ে আছে। মোটা ফ্রেমের চশমা লোকটির চোখে, কাচের পুরুত্ব এত বেশি যে বয়স্ক জ্ঞানী এক পেঁচার মত লাগছে তাকে।

লোকটির কণ্ঠস্বর খুবই নিচু, ভাঙা এবং আন্তরিক–এতটাই যে মনে হলো আবেগে গলা কাঁপছে। ভাবভঙ্গিতে মনে হচ্ছে সারাক্ষণই খরিদ্দারদের লোভ, নিষ্ঠুরতা আর দৃঢ়তার প্রতিবাদ করছে, যারা ওর দুর্বল অসহায় হাতের ফাঁক গলে অনায়াসে টাকা খসিয়ে নিচ্ছে।

এই দৃঢ় ভিত্তি পুঁজি করেই নিজের ভাগ্য গড়ে নিয়েছে সে। খুবই ধনী সে, নিষ্ঠুর এবং ঠাণ্ডা মাথার লোক–এক নজরেই লোকটি সম্পর্কে ধারণা পেয়ে গেল জেসন। পকেট হাতড়ে ক্রসের মাথায় লাগানো মুক্তোটা বের করে কাউন্টারের ওপরে রাখল ও।

'তুমি কি ধার বা ঋণ চাও?'

'না, বিক্রি করব এটা।'

'তাহলে একটা দাম বলো।'

'দেখো, মিস্টার, এই জিনিসের আসল দাম জানা নেই আমার,' সরল মনে বলল জেসন। 'ন্যায্য দামটা তোমার কাছ থেকে জানতে পারলে সত্যিই খুশি হব।'

'যে দাম বলব তার দ্বিগুণ চাইবে এরপর!'

'হয়তো।'

সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল বুড়ো, দুই আঙুলে মুক্তোটা চেপে ধরে কাউন্টার থেকে তুলে নিল। আলোর নিচে আতসী কাচের সাহায্যে নিরীখ করল কিছুক্ষণ। 'ভাল জিনিস,' শেষে মন্তব্য করল পন-ব্রোকার, এখনও মাথা নাড়ছে। কাউন্টারে মুক্তোটা নামিয়ে রেখে বাতি নিভিয়ে দিল সে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। 'দারুণ একটা জিনিস এনেছ, মিস্টার!'

'জেনে খুশি হলাম।'

'মুক্তো সম্পর্কে ভাল জ্ঞান আছে আমার, সংগ্রহ করি কিনা! নিজের আনন্দের জন্যেই, ওগুলোর দিকে তাকাতে সত্যিই ভাল লাগে। সেজন্যেই তোমাকে ভাল দাম দেব, কারণ জিনিসটা আমার সংগ্রহে যোগ করার মত সুন্দর।' মৃদু হাসল লোকটি, যেন ন্যায্য দামে কিনতে হলে এরকম আগ্রহ প্রকাশ করা ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু আবেগের কারণেই কাজটা করছে।

'কত দেবে?' মৃদু হেসে জানতে চাইল ও।

'তিনশো ডলার।'

Boighar.com

'কথা রাখছ না তুমি!'

'বাছা, সারা দুনিয়াটা লোভ আর বিদ্বেষে ভরা,' ব্যথিত স্বরে বলল বুড়ো। 'এমন একটা সময় ছিল যখন তরুণ ছিলাম আমি, সামর্থ্য ছিল; দর কষাকষি করতে পারতাম ইচ্ছেমত, এবং তোমার মত বিক্রেতাকে এমন ভাবে পটিয়ে ফেলতাম যাতে আমার পছন্দমত দামে বিক্রি করে সে। কিন্তু বয়স হয়েছে এখন, বকরবকর করার শক্তিও নেই। দর কষাকষি এখন আমার কাছে প্রতারণার একটা কৌশল মনে হয়!'

খুব প্রভাবিত হয়েছে যেন, এমন ভাবে মাথা দুলিয়ে বুড়োর কথা শুনল জেসন, কিন্তু অন্য রত্নের তুলনায় মুক্তোর দাম কম চিন্তাটা মাথায় ঘুণাক্ষরেও ঠাঁই দিতে পারছে না। 'তাহলে বরং এটা বিক্রি না করাই ভাল,' শেষে বলল ও। 'তোমাকে ঠকানোর ইচ্ছে নেই আমার। ন্যায্য একটা দাম জানতে চেয়েছিলাম, কারণ এর সত্যিকার মূল্য জানি না আমি, এবং আমার ধারণা তুমি ঠিকই তা জানো।'

'সারা জীবন এসব ঘাঁটাঘাঁটি করে কাটিয়েছি,' প্রসন্ন স্বরে বলল পন-ব্রোকার। 'বাইরের বাজারে হয়তো আড়াইশো ডলার পাবে, কিন্তু আমার কাছে···সেটা অবশ্য ভিন্ন ব্যাপার। জিনিসটা দরকার আমার, মুক্তোটা ভাল লাগায় খোলা বাজারের চেয়ে বেশি অফার করেছি।' কথা বলতে বলতেই ক্যাশ ড্রয়ার খুলল সে, কিন্তু চোখজোড়া স্থির হয়ে লেগে থাকল ওর ওপর যেন আশঙ্কা করছে যে কোন সময়ে হামলা করে বসবে জেসন। কাঁপা হাতে ভাঁজ করা নোট গুনল সে, তারপর হাত বাড়িয়ে দিল, মুক্তোটা গ্রহণ করার জন্যে মুঠো খুলে রেখেছে।

মুক্তোটা বাড়িয়ে দিয়েছিল জেসন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে মত বদলে ফেলল। বুড়োর কাঁপা হাত দ্বিধান্বিত করে তুলেছে ওকে। হয়তো এর কারণ বার্ধক্যের দুর্বলতা, কিন্তু অতিরিক্ত আগ্রহও হতে পারে। 'দুঃখিত, মিস্টার, এই দামে বেচব না,' মুক্তোটা পকেটে ভরে খেই ধরল ও। 'ওটার দাম আমার কাছে তিনশো ডলারের চেয়ে অনেক বেশি–শুধু নিজের কাছে রেখে মাঝে মধ্যে তাকিয়ে দেখতেও ভাল লাগবে!'

শীর্ণ কাঁধ দুটো খানিক উঁচু হলো বুড়োর। ড্রয়ার খুলে টাকা রেখে দিল সে। 'আমাকে হতাশ করলে, বাছা!'

'দুঃখিত,' ঘুরে দরজার দিকে এগোল জেসন, খানিকটা লজ্জিত।

'এক মিনিট! আসলে আমি খুব দুর্বল চরিত্রের লোক, মনটা একেবারে নরম! ঠিক আছে, আরও পঞ্চাশ ডলার দেব। ওই দামেও যদি রাখি, শেষে হয়তো ভিক্ষা করতে হবে আমাকে!'

দরজার কাছে ঘুরে দাঁড়াল জেসন। ভুরু কুঁচকে গেছে, সন্দেহ ধুকপুক করছে মনে। 'পাঁচশো হলে কেমন হয়? এক পেনিও কম নয়!'

বইঘর.কম

'মাথা খারাপ!' সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল বুড়ো। 'পাঁচশো ডলার! এই সামান্য জিনিসের জন্যে?'

'দেখি, রাস্তার ওপাশের দোকানে কত বলে ওরা,' বলে দরজার নবে হাত রাখল জেসন।

'ওর কাছে বিক্রি করতে পারবে না!' রাগ আর উত্তেজনায় এবার সত্যিই কেঁপে গেল বুড়োর কণ্ঠ। 'ওই অকৃতজ্ঞ বেঈমানটার কাছে নয়! মুক্তোটা আমাকেই দাও। ঠিক আছে, ও যাতে কোন দাম বলার সুযোগ না পায়, বিনিময়ে দরকার হলে আমার দোকানে ডাকাতি হতে দেব! হ্যাঁ, পাঁচশো ডলারই দেব তোমাকে!'

কিন্তু মাথা নাড়ল জেসন। 'মনে হচ্ছে আরও দর কষাকষি করতে পারব। প্রথমে তিনশোই অনেক মনে হয়েছিল, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আরও বেশি পাব। বিদায়, ওল্ড সান!'

বুড়োর চাপা গোঙানি কানে এল ওর, কিন্তু অলস পায়ে এগোল জেসন। রাস্তা পেরিয়ে উল্টোদিকের দোকানে ঢুকল, কাউন্টারে দীর্ঘদেহী ফ্যাকাসে চেহারার এক যুবককে দেখতে পেল। হলুদাভ-লালচে চুল তার মাথায়, সামনের দিকে টাক পড়তে শুরু করেছে। মুক্তোটা নিয়ে একই ভাবে, বাপের মতই নিরীখ করল সে, তারপর কাউন্টারের ওপর রাখল। 'এগারোশো ডলার দেব এটার জন্যে,' জানাল সে।

মৃদু হাসল জেসন, এই দামের কথা চিন্তাও করেনি, বরং রাস্তার ওপাশের দোকানির ধূর্ত চাহনি আর গম্ভীর মুখের কথা চিন্তা করছিল। তার তুলনায় যুবককে সৎ মনে হচ্ছে। কিন্তু তারপরও বলা যায় ছেলের ঔদার্য হয়তো স্রেফ আপেক্ষিক একটা ব্যাপার। হাসিটাকে আরও প্রশস্ত করে কুৎসিত অবজ্ঞায় পরিণত করল ও। 'বোকা ভেবেছ আমাকে?'

স্থির দৃষ্টিতে ওকে দেখল যুবক, দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল কেবল। 'যে কারোই ভুল হতে পারে,' শেষে দার্শনিক সুরে মন্তব্য করল। ফের মুক্তোটা নিয়ে পর্যবেক্ষণ করল সে, ভুরু তুলে হঠাৎ বলল: 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ! এবার বুঝেছি!' মুক্তোটা কাউন্টারে রেখে ক্ষীণ হাসল যুবক। 'যতটা ভেবেছিলাম তারচেয়ে দামী জিনিস এটা। পনেরোশো পর্যন্ত দিতে পারব।'

'কিংবা তিন হাজার ডলার?' জানতে চাইল জেসন, উত্তেজনায় লাল হয়ে গেছে মুখ।

'তিন হাজার?' দুই বাহু ছড়িয়ে দিল পন-ব্রোকার, যেন হাল ছেড়ে দিয়েছে। 'মজা করছ?'

'না, কৌতুক নয়, কিন্তু একটা প্রস্তাব বলা যেতে পারে। দেখা যাক, তোমার বাবা কি বলে!'

'কোন মুক্তোর জন্যে জীবনে এতটা দাম দেয়নি সে। কিন্তু—এক মিনিট!

@ajkar.com

তিন হাজার? ঠিক আছে, দেব তোমাকে!'

'তোমরা দু'জনেই ডাকাত!' বিরক্তির সাথে বলল ও, ঘুরে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলো দোকান থেকে। রাস্তার ওপাশে নিজের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল বুড়োকে।

'বিক্রি করতে পারোনি?' জেসন বেরিয়ে আসতে জানতে চাইল সে।

'তিন হাজারের প্রস্তাব দিয়েছে লোকটা,' রাগের সাথে বলল ও। 'একটু আগে, তিনশো থেকে দাম শুরু করেছিলে তুমি!'

নির্লজ্জের মত হাসল বুড়ো। 'কাউকে না কাউকে তো ঠকতেই হবে! যখনই ভাবি তিনশো ডলারে একটা দামী মুক্তো কেনার ক্ষমতা আছে আমার, ব্যাপারটা দারুণ আনন্দ দেয় আমাকে। আরেকটু হলে তোমার বেলায় সফল হয়ে গিয়েছিলাম! যাক্‌গে, এখন কিন্তু সত্যিই মুক্তোটা কেনার ব্যাপারে সিরিয়াস আমি।

'তিন হাজারের অফার ফিরিয়ে দিয়েছ তুমি। ঠিকই করেছ। বাজারে ওই মুক্তোর দাম পাঁচ হাজারের মত। কিন্তু আমি যখন নিজের কমিশন পাব, বীমার দেনা দেয়ার পরও ওটা বিক্রি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, এছাড়া আরও অনেক ঝামেলা আছে। বুঝতেই পারছ, সাড়ে চার হাজারের বেশি দিলে লাভ করতে পারব না।'

'হয়তো।'

'ভাবছ এখনও ঠকাতে চাইছি তোমাকে?'

'হয়তো ছয় হাজার অফার দিলে চিন্তা করে দেখতে পারি।'

'ছয় হাজার? সে তো অনেক টাকা!'

'নিশ্চই। টাকা তো তোমার অনেক আছে, এবং আমি তোমার কাছে যে দামে বিক্রি করব এরচেয়ে অনেক বেশি দামে বেচবে তুমি।'

চোখ সরু করে তাকাল বুড়ো, তারপর মৃদু নড করতে শুরু করল। 'কোত্থেকে দাম হাঁকানো শিখেছ, বাছা?'

'তোমার কাছ থেকে। আজই!'

অসুস্থ মানুষের মত ক্লিষ্ট হাসি দেখা গেল বুড়োর মুখে। 'সত্যিই চোখ আছে তোমার! নিজেই এই ব্যবসা করতে পারো, সত্যি বলছি! আরেকজনের মনে কি আছে ঠিকই দেখতে পাও তুমি! ছয় হাজার তো? ঠিক আছে, আমার দোকানে এসো, বন্ধু···'

'উঁহুঁ,' ঠাণ্ডা সুরে বলল জেসন। 'মুক্তোর সত্যিকার দামের আধাআধি জেনেছি আমি, বাকিটাও জানতে হবে। যাক্‌গে, শুভরাত্রি!' রাস্তা ধরে এগোল ও। পেছনে দুই পন-শপের সামনে দাঁড়িয়ে আছে দুই ব্রোকার, জেসনের দিকে বিষণ্ন, হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর পরস্পরের উদ্দেশে বিষ-দৃষ্টিতে তাকাল ওরা।

বইঘর.কম

মুক্তোর মূল্য সম্পর্কে খানিকটা দ্বিধা থাকলেও উত্তেজনা বোধ করছে জেসন। বুড়ো পন-ব্রোকার যখন প্রথম দাম বলেছিল, নিজের প্রত্যাশার সাথে বাস্তবের অমিল জেনে কিছুটা হতাশ হয়েছিল। কিন্তু শেষ অফারটা প্রভাবিত করেছে ওকে, বুঝতে পেরেছে রত্নের আসল মূল্য ওর ধারণার চেয়ে অন্তত দশগুণ বেশি। ছোট একটা মুক্তোর মূল্য যদি ছয় হাজার হয়, তাহলে ক্রসের অপেক্ষাকৃত বড় মুক্তোর দাম কত, সবচেয়ে বড় কথা, পূর্ব কারুকাজ করা ক্রসের নিচের অংশের মূল্য কত হবে? বোঝা যাচ্ছে যেখানেই ওগুলো বিক্রি করার চেষ্টা করুক না কেন, উপযুক্ত মূল্য পেতে হলে দর কষাকষি করতে হবে। তবে এখন আর দ্বিধান্বিত নয় জেসন, বরং নিজের সংগ্রহের মূল্য সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী। আত্মবিশ্বাসী ও নিজেও–যে কোন শহরে গুরুত্বপূর্ণ লোক, কোন খনি মালিকের সমান ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে।

প্রাচুর্য ভালবাসে ও, কারণটা দীর্ঘ দিনের গরিবী হাল। সমাজে একজন ধনী লোকের মর্যাদা কতটুকু তা কখনও উপলব্ধি করতে পারেনি, হাতে প্রাচুর্য থাকায় এখন বুঝতে পারছে। নিজের সম্পদ নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার সময় এসেছে। যে কোন অ্যান্টিলোপের মত ভীত, সন্ত্রস্ত অবস্থার মধ্যে বড় হয়েছে ও, এবং বিপজ্জনক ভাবে সতর্ক ছিল একটা নেকড়ের মত।

রাত নেমেছে অ্যাপাচী ক্রসিংয়ের বুকে। রাস্তায় ভিড়, যদিও সন্ধের মত নয়। টাকা খরচ করার জন্যে সেলুন, ড্যান্স হল বা জুয়ার আড্ডায় ঢুকছে লোকজন। সেলুন বা ড্যান্স হলের উজ্জ্বল আলো হাতছানি দিচ্ছে ওকে, কিন্তু নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল জেসন। মাছি যেমন মধুর গন্ধ পেলে পিছু ছাড়ে না, তেমনি মানুষরূপী নেকড়েরা ঠিকই ওর প্রাচুর্যের অস্তিত্ব টের পেয়ে যাবে। এমনকি পকেট ভরা রত্ন নিয়ে এভাবে সাইডওঅক ধরে হাঁটাও ওর জন্যে বিপজ্জনক! ভীতি আর আশঙ্কা দুটোই কাজ করছে মনে, কারণ এ পর্যন্ত রত্নগুলো লুকিয়ে রাখার মত উপযুক্ত জায়গার সন্ধান বের করতে পারেনি। হোটেলে ফিরে একটা মজবুত চওড়া বেল্ট তৈরি করতে হবে, শরীরের সাথে যাতে অনায়াসে বহন করা যায়। তাহলে কোন পকেটমার বা ওরকম কেউ সহজে বিরক্ত করতে পারবে না ওকে।

নিজের দিকে আসা যে কোন লোক সম্পর্কে সতর্ক হয়ে উঠছে জেসন, এবং অনেকক্ষণ পরও অবচেতন মন থেকে আশঙ্কাটা গেল না–এখনও ওকে অনুসরণ করছে কেউ! বামের গলি ধরে পাশের রাস্তায় ঢুকে পড়ল ও, কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারল না, পিঠে ভারী বোঝার মত অস্বস্তি নিয়ে লেগে থাকল সন্দেহটা, ক্রমশ শীতল হয়ে উঠছে শরীরের সব রক্ত।

একটা জুয়ার হলের সামনে কয়েকজনের ভিড় পেরিয়ে চট করে পাশের গলিতে ঢুকে পড়ল জেসন, অন্ধকারে দেয়ালের সঙ্গে মিশে থেকে অপেক্ষায় থাকল। কিছুক্ষণের মধ্যে চওড়া কাঁধঅলা এক লোক পেরিয়ে গেল ওকে,

Boighar.com

লোকটাকে দেখে লাফিয়ে গলায় উঠে এল যেন ওর হৃৎপিণ্ড।

ঘোলাটে চোখের চ্যান্ডোজ!

এবার সত্যিই ভয় পেল জেসন, সারা জীবনেও এতটা ভীতি কাজ করেনি কখনও; কারণ শুধু নিজের জীবনেরই আশঙ্কা ছিল এতদিন, কিন্তু এখন এমন এক জিনিস সাথে আছে যা ওর জীবনের চেয়েও দামী, অন্তত ওর কাছে।

জেসনের কাছে মনে হলো রত্ন পেয়ে লা-ক্যাবেজা ত্যাগ করার পর থেকে যা কিছু করেছে সবই বোকামি আর পাপের নামান্তর হয়েছে শুধু। এখানে আসা পাগলামি ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছে না এখন। একটা চুম্বকের মত, যেন লেগে আছে ওর গায়ের সঙ্গে, কঠিন কিছু লোককে পিছু পিছু নিয়ে এসেছে। উচিত ছিল বিস্তীর্ণ মরুভূমি পাড়ি দিয়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া, মলি ম্যালোনের গতিকে কাজে লাগিয়ে অনায়াসে তা করতে পারত। কিন্তু এখানে কিছুই চাওয়ার নেই ওর, কেবল আশাই করতে পারে। হাজারো মানুষের মেলাকে এ মুহূর্তে ফাঁস মনে হচ্ছে।

কিন্তু কিভাবে পালাবে ও?

জিনিসপত্র নিতে হোটেলে ফিরে গেলে হয়তো প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হতে হবে, কারণ নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় ওখানে অপেক্ষায় থাকবে লোকগুলো। যদি জিনিসপত্রের আশা বাদ দিয়ে সরাসরি স্টেবলে যায়, তাতেও অবস্থার হেরফের হবে না। কোন সন্দেহ নেই ঘোড়াটার ওপর নজর রাখছে ওরা। স্টেবলে গেলেই ওর উপস্থিতি প্রকাশ পেয়ে যাবে।

তাছাড়া, প্রতিপক্ষ কি পরিকল্পনা করেছে জানার উপায় নেই। শুধু এটুকু নিশ্চিত, এড লিন্টন বা আইনের যে কোন লোক এভাবে অনুসরণ করবে না ওকে। দারুণ বেপরোয়া হয়ে পড়েছে লোকগুলো, যাই করুক না কেন, ওর সাথে রাখা টাকা বা রত্নে যাতে আইনের হাত না পড়ে তা নিশ্চিত করবে।

বিপদ থাকলেও নিরাপদ উপায় হচ্ছে চ্যান্ডোজকে অনুসরণ করা। হয়তো অন্যরাও অনুসরণ করবে ওকে। চিন্তাটা মাথায় আসতে দ্রুত রাস্তায় উঠে এল জেসন, কিন্তু চ্যান্ডোজকে কোথাও দেখতে পেল না। কিছুটা চিন্তিত মনে রাস্তা পেরিয়ে হোটেলের দিকে এগোল ও।

হোটেলের পোর্চে জটলা পাকিয়ে গল্প করছে কয়েকজন। আচমকা জেসন অনুভব করল এদের মুখোমুখি হতে পরোয়া করছে না। হয়তো লিন্টন আছে এদের মধ্যে, কিংবা চ্যান্ডোজ বা তার সঙ্গীদের কেউও থাকতে পারে।

সিদ্ধান্ত বদলে পাশের গলিতে ঢুকে পড়ল ও, ঘুরে হোটেলের পেছন দিকে চলে এল। ওর কামরার ঠিক নিচেই পরিত্যক্ত একটা শেড, ছাদটা কয়েক জায়গায় ফুটো হয়ে গেছে। একটা পরিকল্পনা দোলা দিচ্ছে মাথায়–শেডের ছাদ হয়ে অনায়াসে কামরায় উঠে যেতে পারবে, জিনিসপত্র

বইঘর.কম

গুছিয়ে বেরিয়ে যাবে এরপর।

সত্যিই তাই করল ও। ঢালু ছাদ, কিংবা ওটার নড়বড়ে অবস্থাও শঙ্কিত করল না ওকে। কিছুক্ষণের মধ্যে জানালার চৌকাঠে উঠে এল জেসন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল অন্ধকার কামরায়, কেউ ভেতরে থাকলে মোটেই অবাক হবে না। আবছা ভাবে বিছানা, টেবিল-চেয়ারের কাঠামো ছাড়া অন্য কিছু চোখে পড়ল না ওর। সন্তর্পণে চৌকাঠের ওপর উঠে এল ও, জানে জানালায় উঠে আসা যে কোন লোক পিস্তলের টার্গেট হিসেবে আদর্শ, কারণ হাত দুটো ব্যস্ত থাকবে তার আর তারাজ্বলা আকাশের বিপরীতে তার দৈহিক কাঠামো পরিষ্কার ফুটে উঠবে।

কামরার ভেতরে নিঃশব্দে পা রাখল জেসন। ঢুকেই দেয়ালের পাশে সরে গিয়ে অপেক্ষায় থাকল, হাতে খোলা পিস্তল। দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে টেবিলের দিকে এগোল। হয়তো বোকামিই হচ্ছে কাজটা, আনমনে ভাবল ও।

জ্বলন্ত কাঠি আঙুলে তপ্ত ছ্যাঁকা লাগাতে সংবিৎ ফিরে পেল জেসন, মত বদলে অন্ধকারেই কাজ সারার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হয়তো আশপাশে অপেক্ষায় থেকে ওর কামরায় নজর রাখছে এক ডজন লোক, বাতি জ্বালিয়ে এদেরকে কেবল সতর্ক করাই হবে–ফাঁদে ঢুকে পড়েছে অসহায় ইঁদুর!

অন্ধকারে দ্রুত হাত চালাল ও, জিনিসপত্র গোছাল। তারপর জানালার দিকে এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল, ভুরু কুঁচকে ভাবল কিছু ফেলে যাচ্ছে কিনা। আচমকা জানালায় একটা মূর্তি দেখতে পেল–এক লোকের মাথা আর কাঁধ দেখা যাচ্ছে, ওর মতই জানালায় উঠে আসছে লোকটা!

অজান্তে হাত চলে গিয়েছিল হোলস্টারে, তীব্র ইচ্ছে করছে পিস্তল তুলেই গুলি শুরু করে, কিন্তু ভবিষ্যৎ ভেবে বহু কষ্টে নিজেকে সামলে নিল জেসন। ওর দিকে ফিরেছে লোকটা, পরিশ্রমের কারণে হাঁপাচ্ছে, গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

'ক'বার বলব!' পিছু পিছু উঠে আসা দ্বিতীয় জনের কণ্ঠ শোনা গেল। 'কামরায় ঢুকে ভেতরটা দেখে এসো!'

'কি দেখব?'

'জানি না। কিন্তু আমার মনে হয় এই কামরায় আরমিনের মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে ওকে অন্য কোথাও ধরাই বেশি নিরাপদ।'

'ওসব আমাদের কাজ নয়,' বলল প্রথম লোকটা, একই ভাবে নিচু স্বরে কথা বলছে। কণ্ঠস্বর শুনে জেসনের মনে হলো লোকটিকে চেনে ও। 'এ পথে যাতে পালাতে না পারে, সেটাই নিশ্চিত করতে হবে আমাদের।'

'আমি বরং ভেতরে গিয়ে ওকে চেপে ধরার পক্ষপাতী।'

'তুমি একটা গাধা, হ্যামন্ড!'

Boighar.com

'তুমি নিজেও, অরমন্ড!'

এই তাহলে অবস্থা, নীরব বিস্ময়ের সাথে ভাবল জেসন। একজন ওর ভাইয়ের সদয় আশ্রয়দাতা–ওয়ালি হ্যামন্ড। ধান্ধাবাজ এক ফেরারী আসামী জন অরমন্ড আরেকজন। দু'জনের ভূমিকা সম্পর্কে জেনে যাওয়ায় শীতল ক্রোধের সাথে তীব্র আক্রোশ অনুভব করছে ও, তবে অস্বীকার করতে পারবে না ভয়ের অনুভূতিটাও ক্রমশ জোরাল হচ্ছে, কারণ এদের দু'জনেই ঠাণ্ডা মাথার লড়াকু লোক।

'ঠিক আছে, এখানেই থাকছি আমরা।'

'তাই সই। তুমিই বস্, কারণ গ্লিসন সরাসরি তোমাকেই নির্দেশ দেয়।'

গ্লিসন!

নামটা জেসনের মধ্যে সুপ্ত হিংস্র বাসনা জাগিয়ে তুলল যেন, শত্রুদের দীর্ঘ তালিকায় বিল গ্লিসনের অন্তর্ভুক্তিতে বুনো এক ধরনের আনন্দ আর সন্তুষ্টি বোধ করছে। পুরো দলের মোকাবিলা করার চেয়ে জিমির খুনীকে খুঁজে শোধ নেয়ার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে উঠল ওর মনে।

দেয়ালের সাথে শরীর মিশিয়ে দিল ও। শিথিল করে দিয়েছে সব মাংসপেশী। জানালা থেকে দু'পাশে সরে গেছে অরমন্ড আর হ্যামন্ড, যে কারণে এখন আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না; কিন্তু নিচু স্বরের আলাপ ঠিকই কানে আসছে জেসনের।

'গ্লিসন ওকে খুঁজে পেল কিভাবে?'

'পন-শপে গিয়েছিল হাঁদাটা। ওখানে যদি না যেত, পুরো শহর চষে ফেলতে হত আমাদের। কিন্তু গ্লিসন কেমন জানোই তো, কোন সম্ভাবনা বাদ দিতে নারাজ ও।'

'মেয়ারটাকে ট্রেস করতে পেরেছে?'

'না। গ্লিসনের লোকেরা খুঁজছে এখনও, ঘোড়াটাকে খুঁজে পেলে এখানে ফিরে আসবে সবাই।'

'ও নিজেও আসবে?'

'হয়তো, ঠিক জানি না। তবে ফিঞ্চও আসতে পারে।'

'ফিঞ্চ আমাদের সাথে যোগ দিয়েছে আবার, চিন্তাটাই হাস্যকর।'

'হতে পারে। কিন্তু লড়াকু লোক ও, এরকম লোক দলে থাকলে সুবিধাই বেশি।'

'যথেষ্ট লোক আছে আমাদের। একবার যে বেঈমানি করেছে, সে আবারও করতে পারে!'

'আরমিন দারুণ চালু মাল, লড়াই কি জিনিস জানে সে। ওকে ঠেকাতে হলে ফিঞ্চের মত বেপরোয়া লোক দরকার, এটা অন্তত ঠিকই বুঝেছে গ্লিসন।'

বইঘর.কম

'ওর কথা আগে কখনও শুনিনি, এত চালু মাল হলে ঠিকই শুনতে পেতাম।'

'আমিও শুনিনি। কিন্তু এমন অনেক পাঞ্চার বা সাধারণ লোক আছে সুযোগ পেলে যারা নরক সৃষ্টি করতে পারে। ঘরের কুকুরের কথা শুনেছ তো, যেগুলো নেকড়ের কলজেও খেতে পারবে? একবার যদি ওই জিনিসের স্বাদ পায়! তাছাড়া এরই মধ্যে আমাদের কতটা ভুগিয়েছে সে, ভেবে দেখো!'

'ভাগ্য ভাল ছিল ওর।'

'গ্লিসনের বিরুদ্ধে কারও ভাগ্য ভাল যায় এমন কথা শুনিনি আমি, দেখিওনি। ওর মত লড়াকু লোকের সঙ্গে লড়তে হলে বুদ্ধি আর সাহস লাগে...' হোটেলের কাছে কয়েকটা ঘোড়ার খুরের শব্দে পরের কথাগুলো শুনতে পেল না জেসন, ফের যখন শুনতে পেল, অন্যজনের কথার শেষাংশ কানে এল ওর।

'...ভাগাভাগি করব আমরা।'

'গ্লিসনের ওপর এসবের ভার ছেড়ে দিতে হবে।'

'হয়তো। কিন্তু ওকে ছাড়াই খেলাটা চালিয়ে যেতে পারব আমরা, ভেবেছ কখনও?'

'আমাদের সবার বিরুদ্ধে কেবল একজনই আছে!'

'লস ক্যাভালসে অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে আরমিন, হোটেল থেকে বেরিয়ে আমাদের উদ্দেশে দাঁত কেলিয়ে হেসেছে ও। বেচারা জেস ক্রেমার! জীবনে আর কখনও হাসতে পারবে না, ওর দুর্ভাগা হৃৎপিণ্ডের শুশ্রূষা করুন ঈশ্বর!'

'সামনাসামনি ওকে লাগিয়েছে আরমিন।'

'গ্লেন্ডেলে চাক হেস্টিংসকেও অচল করে দিয়েছে ও।'

'চাক নিশ্চই ভাল হয়ে উঠবে।'

'তো দেখো ব্যাপারটা! মনে হচ্ছে একবারের জন্যেও ঠিকমত ওকে কোণঠাসা করতে পারিনি আমরা।'

'লিন্টন অবশ্য একবার হাতের মুঠোয় পেয়েছিল ওকে।'

'কিন্তু শেষপর্যন্ত আটকে রাখতে পারত না। জানালা দিয়ে এমন ভাবে পালাল যেন বাতাসের সাথে মিলিয়ে গেছে ও!'

'আরমিনের আশা করা উচিত জীবনে আর কখনও লিন্টন যেন ওর পিছু না নেয়। কারণ লিন্টন হচ্ছে একটা পাগলা কুকুর, থামতে জানে না!'

'হ্যাঁ, ওকে খুঁজে পাবে ডেপুটি, এই ট্রেইলের কোথাও মৃত অবস্থায়। কেমন লাগছে শুনতে?'

'যাই বলো না কেন, ওর মুখোমুখি হলে বরং বুক কাঁপবে আমার, কেউ পাশে না থাকলে সত্যিই ভয় পাব।'

Boighar.com

'আমিও। ফিঞ্চের কাছে শুনলাম ও নাকি চোখের পলকে ড্র করে।'

'ওর বদলে বরং ফিঞ্চের সাথে লড়তে রাজি আছি আমি।'

'কিন্তু প্রায় একই ধরনের লোক ওরা।'

'ঠিক, এজন্যেই ওকে ফাঁসানোর চেষ্টা করেছে ফিঞ্চ।'

'নিশ্চই। ...গ্লিসন কোথায় আছে এখন, জানো নাকি?'

'আরমিনের মেয়ারটাকে স্পট করতে ব্যস্ত ও, নয়তো এই রূমে রেইড করার জন্যে লোক জড়ো করছে।'

'আরমিন আসার আগে নিশ্চই রূমে ঢুকবে না ও, তাই না?'

'জানি না। হয়তো আগেই রূমে ঢুকে আরমিনের অপেক্ষায় থাকার ইচ্ছে আছে ওর।'

'ঠিকই বলেছ, আইডিয়াটা কিন্তু মন্দ নয়।'

রাস্তার দিক থেকে উচ্চস্বরের হাসি এবং তার পরপরই কয়েকজনের সম্মিলিত কণ্ঠের চিৎকার শোনা যেতে কিছুক্ষণের জন্যে দু'জনের আলাপ শুনতে পেল না জেসন।

'...বেশি কথা বলো তুমি!' বিরক্তি ঝরে পড়ল হ্যামন্ডের কণ্ঠে।

'ঠিকই বলেছ। আমরা বরং চুপ করে থাকি।'

কিন্তু বেশিক্ষণ ধৈর্য রাখতে পারল না অরমন্ড, বিরক্তির সাথে গজগজ করে উঠল একটু পর। 'নিকুচি করি তোমার! এখন সিগারেট খেতে না পারলে শান্তি পাব না!'

'আজকের রাতটা ভালয় ভালয় কাটুক,' চাঁছাছোলা স্বরে বলল অন্যজন। 'তারপর সকালে যত ইচ্ছে সিগার ধরিয়ো।'

'সকালেই ডেনভারের দিকে রওনা দেব আমি।'

'টাকা হাতে পাওয়ার আগেই খরচ করতে চাইছ?' বিদ্রূপ ঝরে পড়ল হ্যামন্ডের কণ্ঠে।

ফের নীরবতা নেমে এল।

পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিঃশব্দ হাসিতে ভরে গেল জেসনের মুখ। যেন নেকড়েদের সভায় উপস্থিত হয়েছে, ওকে শিকার করার ব্যাপারে সভা হচ্ছে। ইতোমধ্যে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনার সুযোগ পেয়ে গেছে—বোঝা যাচ্ছে ধুরন্ধর গ্লিসনের সাথে যোগ দিয়েছে ড্যানিয়েল ফিঞ্চ, সাথে ওয়ালি হ্যামন্ড আর জন অরমন্ড তো আছেই। জেসনকে ভয় পাচ্ছে ঠিকই কিন্তু ওর মুখোমুখি হতে আপত্তি নেই কারও। নেতার প্রতি সমীহ আছে ওদের, পাশাপাশি তার বিচক্ষণতা আর দূরদৃষ্টির ওপরও আস্থা আছে। ঠিকই জেসনের ট্রেইল ধরে পিছু পিছু চলে এসেছে গ্লিসন।

কি কুক্ষণে যে পন-শপে গিয়েছিলাম! মনে মনে নিজেকে অভিশাপ দিচ্ছে জেসন, *বিপজ্জনক এবং অনিশ্চিত ব্যবসা!* চিন্তাটা আগেই মাথায় পেছনে শত্রু

আসা উচিত ছিল, গ্লিসন যে পন-শপে খোঁজ নেবে এতে বিস্ময়ের কি আছে।

কি করা উচিত ঠিক বুঝতে পারছে না ও। জানালাটা মুক্তির একটা উপায় হতে পারত, কিন্তু পথটা বন্ধ এখন। হোটেলের সামনের দরজায়ও নিশ্চই নজর রেখেছে ওরা। অবশ্য এক ফ্লোর নিচে খালি একটা কামরা খুঁজে জানালা দিয়ে সামনের রাস্তায় বা পেছনের দিকে বেরিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু দেয়ালে কারও পিঠ ঠেকে গেলে কি করতে পারে লোকটা?

এখানে এই কামরায় প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হতে পারে ও, হয়তো হটিয়ে দিতে পারবে গ্লিসনের লোকজনকে, কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হবে না। নিশ্চিত ভাবেই লিন্টনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে শেষে, ইতোমধ্যে এসে না থাকলেও শিগ্‌গিরই অ্যাপাচী ক্রসিংয়ে পৌঁছে যাবে লস ক্যাভালসের ডেপুটি শেরিফ।

জিনিসপত্র নিয়ে উঠে দাঁড়াল ও, করিডরে মৃদু পদশব্দ শুনে থমকে দাঁড়াল। আলগোছে ঠেলা দিয়ে দরজার কবাট খানিকটা ফাঁক করল কেউ। উদ্যত পিস্তল হাতে অপেক্ষায় থাকল জেসন, দেয়ালের সঙ্গে শরীর মিশিয়ে দিয়েছে। কবাটের ফাঁক দিয়ে আসা করিডরের আলো পড়ল কামরার ভেতর, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে মিলিয়ে গেল আলোটা। গম্ভীর, ধাতব ক্লিক শব্দ শোনা গেল এবার।

'না, এখনও আসেনি,' ফিসফিস করে বলল দরজায় দাঁড়ানো লোকটা।

'বলেছি তো, আরমিনের কি পাখা আছে যে উড়ে এসে দোতলার রুমে ঢুকে পড়বে!' পেছনে আরেকজনের কণ্ঠ শোনা গেল।

'নিশ্চিত হতে চাইছে গ্লিসন, পারলে দ্বিগুণ নিশ্চিত হয় ও, এই হচ্ছে আসল কথা। চলো ভেতরে গিয়ে অপেক্ষায় থাকি।'

'ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না আমার।'

'কেন?'

'অন্ধকারে গোলাগুলি করা সত্যিই বিপজ্জনক, এমন পরিস্থিতি নরকের চেয়েও বেশি ঘৃণা করি আমি। তাছাড়া এ তো স্রেফ খুন হবে!'

'খুন! তোমার পেটে সইছে না ব্যাপারটা, এই তো? ভাবতে থাকো, আরমিনের সঙ্গের টাকাগুলো নিশ্চই ঔষধের কাজ করবে!'

'ভেতরে এসো!' চাপা স্বরে ডাকল জেসন।

দরজার ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছে লোক দুটো, একই সময়ে জানালার দিক থেকে উচ্ছ্বসিত একটা কণ্ঠ শোনা গেল: 'হ্যালো, বয়েজ!'

স্থির দাঁড়িয়ে থাকল লোকগুলো, বিস্ময়সূচক গোঙানি বেরিয়ে এল একজনের মুখ থেকে, তারপর জানালার দিকে ছুটে গেল। ফিসফিস করে আলাপ শুরু করল চারজনে মিলে, এদিকে চটজলদি নিঃশব্দে দরজার দিকে সরে গেছে জেসন। বেরিয়ে এসে আস্তে করে দরজার পাল্লা ভিড়িয়ে দিল।

Boighar.com

'কে ওখানে?' চাপা স্বরে জানতে চাইল অরমন্ড। 'শুনেছ?'

দরজা বন্ধ করে চাবিটা ঘুরিয়ে দিল জেসন। তৎক্ষণাৎ দরজার ওপাশে নব চেপে ধরে তালা খোলার চেষ্টা করল ভারী একটা হাত, ব্যর্থ হয়ে তীব্র খিস্তি শুরু করল। দ্রুত পায়ে করিডর ধরে এগোল ও, স্বস্তির শীতল পরশ ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে। করিডরের শেষে একটা জানালা দেখতে পেয়ে সেদিকে এগোল, চৌকাঠে উঠে বসে হাতের প্যাকটা নিচের জমিনের ওপর ছুঁড়ে ফেলল, তারপর নেমে এল মাটিতে। মাত্র কয়েক ফুট নিচু, ফলে শব্দ হলো না তেমন। হাতড়ে প্যাক তুলে নিয়ে গলি ধরে ছুটল ও।

গলির মাথায় এসে থেমে চারপাশে দৃষ্টি চালাল জেসন। হোটেলের একপাশের রাস্তা চোখে পড়ছে, ওর জানালাটাও দেখা যাচ্ছে–অদ্ভুত ভাবে হাত-পা নেড়ে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে চারটে ছায়া। তীব্র প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠল জেসনের পেটের ভেতরটা, অজান্তে হাতে চলে এল কোল্ট, কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিল।

যতক্ষণ না নিরাপদ কোথাও পৌঁছতে পারছে, একমাত্র নীরবতা আর গতিই বাঁচিয়ে রাখতে পারে ওকে–বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হলে এগুলোই ওর সম্বল। ঘুরে পাশের গলি ধরে স্টেবলের দিকে এগোল জেসন।

যতই স্বস্তি বোধ করুক, জানে না ওর ভোগান্তি আসলে শেষ হয়নি, শুরু হয়েছে কেবল।

দশ

স্টেবলের বাড়তি একটা সুবিধা আছে, অন্তত জেসনের দৃষ্টিতে–মূল রাস্তা থেকে কিছুটা দূরে থাকায় সহজে কারও চোখে পড়বে না ওটা, বিশেষ করে রাতের বেলায়। সরু গলি ধরে শেষ মাথায় এলে শুরুতে বার্নে উপস্থিত হতে হয়, পেছনে মূল স্টেবল। কিন্তু একটা দারুণ অসুবিধেও আছে, ঢোকার বা বেরোনোর মাত্র একটা পথ, অন্য কোন দরজা থাকলেও চোখে পড়েনি ওর। ফেরার সময় একই পথে ফিরে যেতে হবে, ভাবছে ও, মাত্র একজন লোক গলির মুখে দাঁড়িয়ে থাকলে গলিতে আসা-যাওয়া করতে থাকা লোকের ওপর অনায়াসে খবরদারি করতে পারবে।

দ্রুত এগোচ্ছে জেসন, দৌড়াতে পারলে খুশি হত, কিন্তু তাতে কেবল অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই হবে। হোটেল থেকে কেউ বেরোনোর আগেই স্টেবলে পৌঁছতে পারা জরুরী হয়ে পড়েছে ওর জন্যে, এবং কারও চোখে না

বইঘর.কম

পড়ে শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়াও একই ভাবে সমান গুরুত্বপূর্ণ।

সরু গলিতে ঢুকে পড়ল ও, স্টেবলের সামনে ঝুলন্ত লণ্ঠনের ম্লান আলোয় গলির ও-মাথায় এক লোকের গাঢ় ছায়া দেখতে পেল। না দেখেই বুঝতে পারল থমকে দাঁড়িয়েছে লোকটি, সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে ওর ব্যাপারে। আচমকা শীতল আতঙ্ক গ্রাস করল ওকে, আড়ষ্ট হয়ে গেছে শরীর। নিঃশ্বাস আটকে ঘুরে তাকাল, কিন্তু ভোজবাজির মত উধাও হয়ে গেছে লোকটা! বোধহয় দেয়ালের অন্ধকারের সাথে মিশে আছে কিংবা ভীত খরগোশের মত গলি ধরে ছুটছে। নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় ওকে চিনতে পেরেছে, সঙ্গীদের সতর্ক করার জন্যে ছুটছে।

কি করার আছে এখন? ঘোড়া ছাড়া পালালে ক্ষণিকের জন্যে হয়তো নিরাপদ থাকতে পারবে, কিন্তু মলিকে স্যাডল পরিয়ে অপেক্ষা করাও বিপজ্জনক হবে। আবারও অদ্ভুত একটা অনুভূতি কাজ করল মনে—মলি ম্যালোনকে ছাড়া এ লড়াইয়ে জিততে পারবে না ও। ঘোড়াটাই ওর তুরুপের তাস; এবং কোন লোক যখন অনুভব করে ঘোড়ার ওপর নিজের ভাগ্য নির্ভর করছে, ঘোড়াটাকে ত্যাগ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না।

ঘুরে স্টেবলের উদ্দেশে ছুটল জেসন। এত দ্রুত ভেতরে ঢুকল যে চমকে খিস্তি করল বুড়ো হসল্যার। নির্দিষ্ট স্টলের দিকে এগোল ও, কাছে গিয়ে একটানে খুলে ফেলল মলির লাগাম। দেয়ালের সাথে ঝুলিয়ে রাখা ভারী স্যাডল তুলে নিল এক হাতে। দ্রুত, অভ্যস্ত হাতে স্যাডল চাপাল, তারপর এক মুহূর্তও দেরি না করে চেপে বসল। দরজার দিকে মলিকে ছুটিয়ে দিল ও, খুরের দাপটে গম্ভীর শব্দ উঠল বোর্ডের তৈরি মেঝেতে, পরমুহূর্তে মেঝের ওপর দুটো রূপার কয়েনের ঝনঝনানি শোনা গেল—হসল্যারের উদ্দেশে ছুঁড়ে দিয়েছে জেসন।

স্টেবল থেকে বেরিয়ে এল মলি। গলির মুখে নজর পড়তে সমূহ বিপদ দেখতে পেল জেসন—নিশ্ছিদ্র একটা ফাঁদ তৈরি করেছে প্রতিপক্ষ। পাঁচ-ছয়জনের একটা দলকে দেখা যাচ্ছে গলির মুখে, হাতের খোলা পিস্তলের নলে চাঁদের আলো চকচক করছে। ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে ওরা, তাড়াহুড়ো নেই আচরণে, নিশ্চিত জানে শিকার আছে সামনে এবং ব্যর্থ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

দাঁতে দাঁত চেপে মলিকে ঘুরিয়ে নিল ও। দারুণ একটা ফাঁদ মনে হচ্ছে স্টেবলটাকে। দেয়ালগুলো বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। চার ফুট উঁচু কাঠের বেড়ার ওপর তিন ফুট কাঁটাতার। কোন ঘোড়ার পক্ষেই ওই বেড়া অতিক্রম করা সম্ভব নয়, যদি পেরোতে পারেও, নিরাপত্তার কোন নিশ্চয়তা নেই। যদি মলিকে ফেলে পালিয়ে যায় ও, পরের ঘটনা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। লোকবলের অভাব নেই গ্লিসনের, ওর খোঁজে ক্রুদের ছড়িয়ে দেবে সে।

Boighar.com

জেসনকে চেনে ওরা, কিন্তু বেশিরভাগ লোককে চেনে না জেসন। অনায়াসে ওকে খুন করবে লোকগুলো, হয়তো দেখা যাবে কার গুলিতে মরল জানতেই পারবে না।

চিন্তাগুলো এত দ্রুত চলছে ওর মাথায়, দ্রুত গতির একটা ট্রেনের মত–মুহূর্তের জন্যে কিছু আলোর ঝলকানি, তারপর ফের অন্ধকার। হতাশায় বিড়বিড় করে গাল দিল জেসন, অদম্য ক্রোধ আর জেদে আড়ষ্ট হয়ে গেছে শরীর। তারপর হঠাৎ করেই ক্ষীণ একটা সম্ভাবনা দেখতে পেল।

ঠিক সামনেই একটা খুঁটি বেঁকে থাকায় নিচু হয়ে গেছে কাঁটাতার। মলিকে সেদিকে ছুটিয়ে দিয়ে বুক ভরে তাজা বাতাস টেনে নিল ও, বেড়ার কাছে পৌঁছে খুঁটি চেপে ধরে টান দিল। টানের চোটে নড়বড়ে হয়ে গেল তারের বেড়া, তিনটে খুঁটি বেঁকে যাওয়ায় ফুটখানেক নিচু হয়ে গেল তারের উচ্চতা।

মলি লাফাতে পারবে ঠিকই, কিন্তু ছয় ফুট উঁচু বাধা কি পেরোতে পারবে? ঘোড়া ঘুরিয়ে স্টেবলের দরজার কাছে চলে এল জেসন, যথেষ্ট দূরত্ব দৌড়ানোর সুযোগ দরকার মলির। বাইরের গলিতে শোরগোল কানে এল ওর, দ্রুত ছুটে আসছে লোকগুলো। বেড়া ভাঙার শব্দ কানে গেছে তাদের, এবং হয়তো ঠিকই আন্দাজ করতে পেরেছে ওর উদ্দেশ্য।

নিচু স্বরে মলিকে ডাকল ও। ছোট্ট এক লাফে স্টেবলের দরজা থেকে সরে গেল ঘোড়াটা, ঘুরে গলির দিকে ছুটতে চাইছিল, কিন্তু লাগাম টেনে বেড়ার দিকে ফেরাল জেসন। মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল মলি, মাথাটা উঁচু হয়ে গেল যেন প্রয়োজনটা বুঝতে পেরেছে কিন্তু নিজের সামর্থ্যের ব্যাপারে সন্দিহান এখনও।

জেসন দ্বিতীয়বার ডাকার আগেই বিদ্যুৎ খেলে গেল ওটার দেহে, স্যাডলের নিচে পুষ্ট পেশীর স্পন্দন স্পষ্ট টের পেল ও। সরাসরি বেড়ার দিকে ছুটছে মলি। যতই কাছাকাছি হচ্ছে বেড়াটাকে আগের চেয়েও বেশি উঁচু মনে হচ্ছে। মরচে ধরা পুরানো তার, লণ্ঠনের আলো প্রতিফলিত না করলেও আকাশের বিপরীতে আবছা ভাবে তিনটে রেখা চোখে পড়ছে শুধু। মাকড়সার জালের মত দেখালেও আসলে ওগুলো ল্যারিয়েটের মত মজবুত, এতটা মজবুত যে লাফিয়ে পেরোনোর সময় মলির গোড়ালি দু'ভাগ হয়ে যেতে পারে। যদি তা না-ও হয়, কোন রকমে একবার পায়ে বেধে গেলে মুখ থুবড়ে পড়বে ঘোড়াটা এবং নিশ্চিত ভাবেই মলিকে হারাতে হবে। এমনকি ওর নিজেরও মৃত্যু হতে পারে।

কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে জেসন, ঝুঁকিটা নেবে। মলিকেও নারাজ মনে হচ্ছে না। ছোটার মধ্যেই, চোখের কোণ দিয়ে স্টেবলের দরজায় কয়েকটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেল জেসন। ঠিক তখনই লাফ দিতে মলিকে

বইঘর.কম

প্ররোচিত করল ও।

প্রায় শেষ মুহূর্তে থমকে দাঁড়াল মলি, তারপর সামনের দিকে প্রসারিত করে দিল পুরো শরীর, ধনুকের ছিলা থেকে তীর ছুটল যেন। শূন্যে উঠে গেল দেহটা, একেবারে সোজাসুজি। জেসনের আশঙ্কা হলো তা-ও যথেষ্ট হবে না বোধহয়, কোন ভাবেই বেড়া অতিক্রম করতে পারবে না মলি; কাঁটাতারের ওপর মুখ থুবড়ে পড়বে।

ঘোড়ার সাথে ও-ও যেন নিক্ষিপ্ত হয়েছে শূন্যে, বেড়ার ওপাশের বাড়ির আঙিনায় সব্জি বাগান চোখে পড়ল–ঝুলন্ত আঙুরের র‍্যাক, ডান দিকে মাল বহনের জন্যে একটা ঠেলাগাড়ি পড়ে আছে–পরমুহূর্তে নিজের শরীর সামনের দিকে নিয়ে গেল জেসন, যাতে মলির লাফ শেষ হওয়ার মুহূর্তে ওর ওজনের কিছুটা কমে যায়।

ওর মনে হলো ক্রমশ নিচে পড়ে যাচ্ছে, একেবারে বেড়ার ওপর। মলির পেশীর কাঁপন স্পষ্ট অনুভব করল, বুদ্ধি করে পেটের নিচে গোড়ালি তুলে নিয়েছে মলি। এই শেষ প্রয়াসের কারণেই বেড়া পেরিয়ে গেল মেয়ারটা, সব্জি বাগানের নরম মাটির ওপর নেমে এল। পেছনে রাইফেলের গর্জন কানে এল জেসনের, ওর কোটের শোল্ডার টিপ ছুঁয়ে গেল তপ্ত সীসা।

মাত্র একটা লাফে বেরির বাগানের আড়ালে চলে গেল মলি, সামনে নিচু একটা গেট দেখতে পেল জেসন। বন্ধ। থেমে ওটা খোলার মত সময় নেই হাতে, পেছনে বেড়া টপকে আঙিনায় ঢুকে পড়েছে প্রতিপক্ষ। সমানে খিস্তি করছে লোকগুলো। স্পার দাবাতে হলো না ওকে, প্রয়োজন বুঝে নিজেই ছুটছে মলি। চোখের পলকে পেরিয়ে গেল বিশ গজ। বেড়াটা এমন কোন বাধা নয় ওটার কাছে, সবে যখন ছয় ফুট উঁচু কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে এসেছে!

আচমকা বাগানের পাশে পাথর বিছানো রাস্তায় পা হড়কে গেল মলির, কিন্তু অসামান্য দক্ষতায় সামলে নিল। সরে গিয়ে নরম মাটির ওপর দিয়ে এগোল এবার, সরাসরি বেড়ার দিকে ছুটছে। মাথা ঘুরিয়ে পেছনে রাস্তার দিকে তাকাল জেসন, মলির বুকের ধুকপুক স্পষ্ট টের পাচ্ছে। জানে এখনও সামর্থ্যের পুরোটা ব্যয় করেনি ঘোড়াটা। ঝুঁকে মেয়ারের ঘাড়ে আলতো হাত বুলাল ও, একপাশে মাথা সরিয়ে ওর দিকে ফিরে তাকাল মলি, এমন দৃষ্টি ফুটে উঠল যেন এরকম অভিযান আর সওয়ারীর দুঃসাহস ওটাকে চমৎকৃত করেছে। সহসা জেসন অনুভব করল পকেটের রত্নগুলোর চেয়েও দামী একটা জিনিস সাথে রয়েছে ওর–মলি ম্যালোন। কখনও যদি যে কোন একটা বেছে নিতে হয়, তাহলে কোন্‌টা নেবে?

আনমনে হাসল জেসন, কোন কিছুই বেছে নেওয়ার প্রয়োজন পড়েনি। দুটো জিনিসই ওর! অন্তর থেকে অনুভব করছে প্রয়োজনে মলির বিনিময়ে

Boighar.com

সব নোট বা রত্নও হারাতে প্রস্তুত আছে। টাকা দিয়ে মাল ম্যালোনের মত তেজী, দুঃসাহসী ঘোড়া আর পাওয়া যাবে না।

শহুরে শব্দ আর বাড়ির ছায়াগুলো হারিয়ে গেল, দৃষ্টির আড়াল হলো অ্যাপাচী ক্রসিংয়ের সবচেয়ে উঁচু দালানটাও। অবারিত মরুর অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ আর একঘেয়ে তারাজ্বলা আকাশ সঙ্গী হলো ওর। আকাশে হাজারো তারার মেলা বসেছে। নিঃসঙ্গ রাত ওর সঙ্গী, আর মরুভূমি হচ্ছে ওর মাতৃভূমি। যদি পারে ওরা, পিছু নিয়ে ধরুক ওকে!

তাড়াহুড়ো করছে না জেসন। জানে প্রথমেই ওর গন্তব্য সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা করতে পারবে না প্রতিপক্ষ, যদি সহজ ট্রেইলগুলো এড়িয়ে চলে ও। হয়তো সকালের আগে ওর পিছু নেবে না, রাতে ট্র্যাক অনুসরণ করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে। চিন্তাটা মাথায় আসতে ট্রেইল ছেড়ে পাশের নরম বালির ওপর সরে গেল জেসন, ঘণ্টাখানেক টানা এগিয়ে একটা ওঅটর হোলের কাছে পৌঁছল। থেমে স্যাডল ছাড়ল ও, ভোর পর্যন্ত খানিকটা বিশ্রাম নেওয়ার ইচ্ছে।

মলির জন্যে সবুজ ঘাস রয়েছে ওঅটর হোলের পাশে। আর ওর জন্যে রয়েছে নিরাপত্তা। স্বস্তি জেসনের মনে, আর পকেটে অমূল্য কিছু রত্ন। যেসব বিপজ্জনক মুহূর্ত পেরিয়ে এসেছে কিংবা ঠিক এমন আরেকটি ওঅটর হোলের কাছে ড্যানি ফিঞ্চের সাথে দেখা হওয়ার পর থেকে ঘটে যাওয়া অদ্ভুত ঘটনাগুলো নিদারুণ আনন্দ যোগানোর পাশাপাশি ওর চিন্তাকে পরিপূর্ণও করেছে। যদিও একটা ব্যাপারে হতাশা রয়ে গেছে। ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না ওর–অস্পষ্ট একটা অনুভূতি, মনে হচ্ছে এরচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কিংবা মূল্যবান কি এক জিনিস নেই ওর কাছে, এবং হয়তো জিনিসটা পেয়েও হারাতে হবে। অনুভূতিটার গভীরতা অনেক বেশি হলেও সেটাকে চিহ্নিত করতে পারল না জেসন।

ভোরে ঘুম ভাঙল ওর। চোখ খুলতে ফ্যাকাসে আকাশ চোখে পড়ল, মরুভূমির উদ্ভট আবহাওয়ার কারণে জায়গায় জায়গায় লাল ছোপ পড়েছে। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে এবং রাইডিংয়ের বিকল্প কিছু নেই, জানে জেসন। নাস্তার আয়োজন না করেই কোমরের বেল্ট আরও দুই ঘর কষে বেঁধে স্যাডলে চাপল ও, ক্ষুধার্ত কুকুর লড়াই ভাল করে–প্রবাদটা স্মরণ করে প্রবোধ দিল নিজেকে। ক্রমশ পুবে বিস্তৃত হওয়া মরুভূমির দিকে এগোল ধীরে ধীরে।

দু'পাশে পাহাড়ের সারি দূরে সরে গেছে, নীলচে কুয়াশার স্তূপের মত দেখাচ্ছে ওগুলোকে। উচ্চতার বিচারে পেছনে অ্যাপাচী ক্রসিংকে খুব কাছে মনে হচ্ছে, জেসন আরও খুশি হবে যদি দিগন্তের শেষ সীমায় শহরটার অস্তিত্ব মিলিয়ে যায় একসময়!

বইঘর.কম

চারপাশে নজর রাখছে ও, কোথাও আকাশের দিকে উঠে যাওয়া ধোঁয়ার ক্ষীণ রেখা আবিষ্কার করতে চাইছে–তাহলে একটা বাড়ি আর খাবার পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু দূরে তিনটে ফোঁটা দেখতে পেল, কিছুক্ষণের মধ্যে তিন অশ্বারোহীর রূপ নিল ফোঁটাগুলো। অস্বাভাবিক ব্যাপারটা চোখে পড়ল একটু পর, পরস্পরের সাথে বেশ ব্যবধান রেখে ছুটে আসছে লোকগুলো। এখনও অন্তত মাইল খানেক দূরে আছে, কিন্তু ক্রমশ নিজেদের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্যের দিকে ছুটে আসছে।

লক্ষ্য একটাই, জানে জেসন–যে কোন উপায়ে ওকে চায় এরা।

মলি ম্যালোনকে থামাল ও, দুশ্চিন্তা আর সংশয়ে কপাল কুঁচকে গেছে। সাথে ফিল্ড গ্লাস থাকলে অনেক আগেই নিশ্চিত হতে পারত। ঘোড়া ঘুরিয়ে দক্ষিণে, প্রথম যাত্রাপথের ডানে এগোল ও এবার। ভাবছে লোকগুলো সত্যিই ওর ব্যাপারে আগ্রহী কিনা পরখ করে দেখবে।

ফলাফলটা সন্তুষ্ট করতে পারল না ওকে, বিরক্তির সাথে দেখল একই দিকে নিজেদের ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়েছে প্রতিপক্ষ। স্পার দাবাতে গতি বাড়াল মলি। এদিকে পেছনের তিনজনও গতি বাড়িয়ে দিয়েছে।

একইসঙ্গে সতর্কতা আর অবজ্ঞার মিশ্র অনুভূতি হচ্ছে ওর। এড লিন্টন বা গ্লিসনের লোক হতে পারে এরা, যদিও কেউই কম বিপজ্জনক নয় ওর জন্যে। সংক্ষিপ্ত সময়ে পিছু নিয়েছে ওরা, অন্তত এত তাড়াতাড়ি আশা করেনি জেসন। দুশ্চিন্তার কারণ এটাই। কিন্তু সাধারণ কয়েকটা ঘোড়া মলির সাথে পাল্লা দিতে চাইছে ভেবে অবজ্ঞাও অনুভব করছে।

মিনিট কয়েকের জন্যে মলিকে টানা ছোটাল ও, খুরের আঘাতে পেছনে ধুলোর ট্রেন ছুটছে। বেশ কিছুক্ষণ পর, প্রতিপক্ষের সঙ্গে প্রত্যাশিত দূরত্ব তৈরি করতে পারেনি দেখে চিন্তিত হয়ে উঠল। *যাক্‌গে, সত্যিকার একটা পরীক্ষার চেয়ে ভাল আর কি হতে পারে?* আনমনে ভাবল জেসন।

রাইডিংয়ে মনোযোগ দিল ও, কিছুক্ষণের মধ্যে টের পেল একটু একটু করে দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে। এমন নয় যে সর্বোচ্চ গতিতে ছুটছে মলি, যদিও ওই সীমার কাছাকাছি আছে, কিন্তু ধাওয়াকারীদের পেছনে ফেলে দিয়েছে। হাতের ডানে কাছিয়ে এসেছে পাহাড়সারি, সেদিকে যেতে মনস্থির করে ফেলল জেসন, লোকগুলোকে খসিয়ে দিতে না পারলেও ওপাশের মরুভূমিতে যখন পৌঁছবে, বেশ পেছনে পড়ে যাবে প্রতিপক্ষ। এখনও তুমুল গতিতে ছুটে আসছে ঘোড়াগুলো, কিন্তু সাফল্যের সম্ভাবনা নেই বুঝতে পেরে থেমে গেল লীডার, স্ক্যাবার্ড থেকে একটানে রাইফেল বের করে নিশানা করল ওর পিঠ বরাবর।

লোকগুলোকে ভাল করে দেখার মত দূরত্বে আছে জেসন। তিনটে ঘোড়াই যথেষ্ট শক্তিশালী, মরুভূমিতে রাইড করার জন্যে বাছাই করে আনা।

Boighar.com

ঝড়ের গতিতে পাহাড়ের সোজাসুজি মলি ম্যালোনকে ছোটাল ও, এখন আর আড়াআড়ি এগোচ্ছে না, কারণ এ অবস্থায় গুলি লাগতে পারে মলির শরীরে।

একই গতিতে ছুটছে মলি, গন্তব্য পুবের পাহাড়সারি। পুব আকাশে ঝলমলে আভা ছড়িয়ে রক্তলাল সূর্যের উদয় হলো একসময়, পাহাড়ের আনাচে-কানাচে ঘাপটি মেরে থাকা চাপ চাপ অন্ধকার ফিকে হতে শুরু করল, পাইনের সুবাস মাখা বাতাস ভেসে আসছে পাহাড় থেকে। মাইল খানেক সামনে পাহাড়ের সমান্তরালে তীরবেগে ছুটে আসছে চার ঘোড়সওয়ার।

ভাগ্য ভাল যে মলি বুনো ঘোড়া নয়, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পাওয়ায় চৌকস হয়ে উঠেছে। মুহূর্তের মধ্যে ওটাকে থামিয়ে ফেলতে পারল জেসন; খুরগুলো স্কিড করল বালির ওপর। লাগাম টেনে উল্টো ঘুরে উপত্যকার আড়াআড়ি ছুটতে শুরু করল এবার। বাতাসের মত পিছু পিছু ছুটে আসছে তিনজনের দলটা। পরিস্থিতি বিবেচনা করে দাঁতে দাঁত চাপল জেসন, অজান্তে একটা ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছে বলে নিজের ওপর বিরক্ত।

এই শিকার অভিযানে গ্লিসন বা যেই নেতৃত্ব দিক, সেরা ঘোড়া আর লড়াকু কিছু লোক সংগ্রহ করেছে। মরুভূমিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ওরা, এ পর্যন্ত দুটো দলকে দেখতে পেলেও জেসন নিশ্চিত আরও কয়েকটা দল আছে। পরিকল্পনাটা একেবারেই সহজ–যে কোন একটা দল ওকে খুঁজে পেয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে অন্যদের কাছে।

বৃত্তটা ক্রমশ ছোট করে আনছে ওরা, অবস্থাদৃষ্টে তাই মনে হচ্ছে। কোন ঘোড়াই অনন্ত কাল ছুটতে পারবে না, একসময় গতি কমবেই। মুহূর্তের জন্যে পেছন ফিরে তাকাল জেসন, খুব একটা এগোতে পারেনি। ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত তীরের মত ছুটে আসছে লোকগুলো, জেসন জানে ওর প্রাণের জন্যে ছুটছে এরা। ডান দিকের লোকগুলো কোণাকুণি ছুটছে, সরাসরি ওর দিকে আসছে না, গতিও বেশি নয়। পরে একসময় রেসে যোগ দেবে এরা, আপাতত অন্য দলটাকে সুযোগ দিচ্ছে।

মরুভূমির দিকে ছুটছে মলি ম্যালোন, দক্ষিণের পাহাড়সারির সোজাসুজি–বলা যেতে পারে অ্যাপাচী ক্রসিংয়ের দিকে। খেলাটা এখন আর পছন্দ হচ্ছে না জেসনের। পিছু নেওয়া তিনজন কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে, কিন্তু মলির ওপর দিয়ে ভাল ধকল গেছে, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ঘোড়াটা। ঘামে জবজব করছে সারা দেহ, নাকের পাটা ফুলে উঠছে নিঃশ্বাসের সাথে, ঘাড়ে স্পষ্ট হয়ে উঠছে শিরাগুলো। বাধ্য হয়ে গতি কমিয়ে আনল জেসন।

মাঝারি গতিতে মলিকে ছোটাতে পারে ও, কিন্তু দুটো দলকে পেছনে ফেলা তাহলে সম্ভব হবে না। নিজেদের ঘোড়ার সর্বোচ্চ গতি আদায় করতে দ্বিধা করছে না ওরা, প্রায়ই একজন আরেকজনকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, রাইফেলে

বইঘর.কম

নিশানা করার মত দূরত্বে পৌঁছে গুলি করছে। গুলিগুলো টার্গেটের কতটা দূর দিয়ে যাচ্ছে তার পরোয়া করছে না। জেসন আর ওর ঘোড়াকে ব্যস্ত রাখাই উদ্দেশ্য। গুলি লাগার সম্ভাবনা নেই, কিন্তু তারপরও বিরক্তি বোধ করছে জেসন।

পাল্টা গুলি চালাতে গিয়ে সময় নষ্ট করল না ও, আপাতত প্রতিপক্ষের সাথে দূরত্ব বজায় রাখতে ব্যস্ত, এবং একইসঙ্গে সজাগ মেয়ারটা যাতে খুব বেশি ক্লান্ত হয়ে না পড়ে। ইতোমধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেছে মরুভূমিতে সুবিধা করতে পারবে না মলি, সেজন্যেই দূরের পাহাড়সারির উদ্দেশে যাত্রা করেছে জেসন, যেখানে পাহাড়ে আরোহন করার দক্ষতা অনায়াসে ব্যবহার করতে পারবে মলি, খুব কম ঘোড়ার মধ্যে এই গুণটা থাকে। অতটা পথ পৌঁছতে পারলে হয়তো শেষপর্যন্ত টিকে যাবে ও–তখন দেখা যাবে কি করে ওকে ধরে ব্যাটারা!

চিন্তাটা প্রশান্তি এনে দিল ওর মনে। চোখ কুঁচকে দূর পাহাড়ের কোলে ছোট্ট বনভূমির ওপর চোখ বুলাল, সহসাই মনে হলো গাছ ছাড়াও অন্য কিছু দেখতে পেয়েছে। এখনও মাইল খানেক দূরে আছে জায়গাটা, জেসন জানে এভাবে বেশিক্ষণ ছুটতে পারবে না মলি, যে কোন কাউপনিই হয়তো ধরে ফেলতে পারবে ওদের। এখনও লম্বা লাফ দিচ্ছে মেয়ারটা, স্বতঃস্ফূর্ত কিন্তু সামর্থ্যের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে মলি।

বামে মোড় নিয়ে সরাসরি পাহাড়ের দিকে এগোল ও, বাঁক নেয়ার সময় পিছু নেওয়া লোকগুলোকে দেখল এক নজর। সমানে স্পার দাবাচ্ছে তারা, মাঝখানের দূরত্ব কমাতে চাইছে কিন্তু এখনও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে পেরেছে মলি। দুই পাহাড়ের মাঝখানের সঙ্কীর্ণ ড্র বরাবর ঘোড়াকে চালনা করল জেসন, আশা করছে ঢালু জমি পাবে ওপরে ওঠার সময়।

আচমকা ভূতের মত উদয় হলো চার ঘোড়সওয়ার, ঠিক যেদিকে যেতে চাইছে ও, ড্র ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে লোকগুলো। অজান্তে ঘামতে শুরু করল জেসন, অদৃষ্টবাদ কাজ করল মনে–হয়তো মরুভূমিই এই রাইডারদের 'গতি' করবে। প্রত্যেকটা লোকই সশস্ত্র, কুৎসিত এক দুঃস্বপ্নের মত মনে হচ্ছে এদের উপস্থিতি।

পেছনের লোকগুলো খুব বেশি হলে ছয় বা সাতশো গজ পিছিয়ে আছে, এবং দূরত্বটা ক্রমশ কমে আসছে। এদিকে মলির গতি বাড়ানোর সাহসও করতে পারছে না জেসন। যে কোন মুহূর্তে হাল ছেড়ে দেবে মেয়ারটা, সামনের রাইডারদের দেখেছে এবং তাদের উপস্থিতির তাৎপর্যও বুঝে ফেলেছে–এবার আর রক্ষা নেই! মলির বর্তমান গতির ওপর নির্ভর করতে হবে ওকে, এবং শুধু আশাই করতে পারে এভাবেই শত্রুপক্ষকে হটাতে পারবে।

Boighar.com

আবছা আঁধার সরে গিয়ে আলোর দ্বার খুলে গেল যেন, স্পষ্ট হয়ে গেল সামনের উপত্যকা–জীবন-মৃত্যুর দরজা মনে হলো জেসনের কাছে। অজান্তে উইনচেস্টারের বাঁটে চলে গেল ওর হাত, যেন জানে পরের মুহূর্তে কি ঘটতে যাচ্ছে।

সঙ্কীর্ণ উপত্যকা ধরে এগোনোর সময় পেছন ফিরে তাকাল ও। তুফান বেগে ধেয়ে আসছে চার অশ্বারোহী, কিছুটা পেছনে ডান দিকে অন্য তিনজন। আর বামে, বহু দূরে তিনজনের আবছা আকৃতি চোখে পড়ছে। শেষের এই রাইডাররা প্রথমে পিছু নিয়েছিল, রিলে রেসের মত তিনটে দল পালাক্রমে সকাল থেকে ধাওয়া করেছে ওকে। প্রথম দুটো দলকে হারিয়ে দিয়েছে জেসন, এবং তা সম্ভব হয়েছে শুধুই মলির জন্যে, অন্তর থেকে অনুভব করে ও।

সূর্য এখন ঠিক মাথার ওপর। গোলাপী আভা আর নেই, স্রেফ ঝকঝকে পরিষ্কার আকাশ। রোদের প্রতিফলনে ফিকে হতে শুরু করেছে দূরের পাহাড়ের চূড়া, দৃষ্টি সীমায় ক্রমশ উচ্চতা বাড়ছে ওগুলোর। মাঝে মধ্যে ছড়ানো-ছিটানো কিছু বোল্ডার বা ঝোপ চোখে পড়ছে যেগুলোর আড়ালে ক্ষণিকের জন্যে কাভার নিতে পারে জেসন। কিন্তু সে-ইচ্ছে নেই ওর, উপায়ও নেই, কেবল মলি ম্যালোনের চারটে পা-ই বাঁচাতে পারে ওকে।

সামনের গিরিখাতটা প্রসারিত হলো ক্রমশ, কানা ক্যানিয়নে ঢোকেনি বুঝতে পেরে খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করল ও। ঘোড়ার খুরের জোরাল শব্দ কানে এল এবার, বুঝতে পারল উপত্যকায় ঢুকছে লোকগুলো।

বাঁক ঘুরতে খুরের শব্দ হারিয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্যে, সামনে ঢালু জমি ক্রমশ চড়াইয়ে উঠে গেছে। আশান্বিত হয়ে উঠল ও, এরকম পরিবেশই মলির জন্যে অনুকূল। সবচেয়ে সহজ পথ ধরে চড়াইয়ে উঠে এল মেয়ারটা, গতি কমিয়ে প্রায় হাঁটার পর্যায়ে নিয়ে এসেছে জেসন। প্রথম পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার পর উপত্যকার কোণে ঘোড়সওয়ারদের খুরের শব্দ শুনতে পেল, হৈচৈ করছে লোকগুলো। খুব বেশি দূরে নেই, মাথা নিচু করে ধেয়ে আসছে সবাই, ছুটন্ত ঘোড়াগুলোকে দেখতে অসাধারণ লাগছে।

প্রাণপণে ছুটতে থাকা একটা ঘোড়া আচমকা চড়াইয়ে উঠতে গেলে কি পরিণতি হতে পারে জানে জেসন, তাই তাড়াহুড়ো করল না। মনোযোগ দিয়ে মলির নিঃশ্বাসের গভীরতা আর কর্কশ শব্দ শোনার প্রয়াস পেল। আচমকা ছোট্ট একটা পাথরে হোঁচট খেল মেয়ারটা। একই মুহূর্তে পেছনে উত্তেজিত চিৎকার কানে এল–ওকে দেখতে পেয়েছে প্রতিপক্ষ।

জেসনের মনে হলো দু'জনকে চিনতে পেরেছে। ড্যানিয়েল ফিঞ্চ এদের একজন, স্বার্থ আর পরিস্থিতির খাতিরে পুরানো শত্রুর সাথে হাত মিলিয়েছে। চওড়া কাঁধের লোকটার স্যাডলে বসার ভঙ্গিই চিনিয়ে দিল তাকে–চ্যান্ডোজ,

বইঘর.কম

ঘোলাটে চোখের রহস্যময় লোকটি। লোকটার কথা চিন্তা করলেই যা হয়, এবারও শীতল শিহরণ বয়ে গেল ওর শিরদাঁড়া বেয়ে।

বাকি দু'জনের একজন বোধহয় কুখ্যাত বিল গ্লিসন।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল মলি। সামনে বিস্তৃত প্রেয়ারি, প্রায় সমতল বলা চলে। দিগন্তের শেষ সীমায় অস্পষ্ট ভাবে কিছু পাহাড়ের অবয়ব চোখে পড়ছে। নিজের ইচ্ছেমত মলিকে এগোতে দিল ও। পেছনের পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার পর হেঁটে এগিয়েছে ঘোড়াটা, ক্ষণিকের জন্যে খানিকটা বিশ্রামও পেয়েছে, প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয় কিন্তু এ মুহূর্তে এরচেয়ে বেশিও সম্ভব নয়। জেসন আশা করল ঘোড়াটার জন্যে তাই যথেষ্ট হবে।

পরের পাহাড়ে ওঠার সময় স্রেফ দুলকি চালে মলিকে ছোটাল ও। স্যাডলের ওপর পাশ ফিরে পেছনের চার রাইডারের ওপর নজর রাখল, কড়া রোদে ঘর্মাক্ত ঘোড়াগুলোকে ধাতব পদার্থে তৈরি প্রাণীর মত চকচকে আর উজ্জ্বল দেখাচ্ছে–ক্লান্তিহীন, উদ্যাম গতিতে ছুটে আসছে ওর দিকে!

বড়জোর দেড়শো গজ দূরে আছে ওই চারজন, এবং প্রতি মুহূর্তে আরও কাছে চলে আসছে। পরের ঢালের চূড়ায় উঠে সামনের জমি দেখে খুশি হয়ে উঠল জেসন। ভাঁজ খাওয়া অসংখ্য পাহাড়ের সারি, প্রতিটিই পেছনেরটির চেয়ে উঁচু। উচ্চতা নিয়ে ক্ষণিকের জন্যেও ভাবল না ও, বরং লাগাম ঢিলে করে দিল। দুলকি চালে এগোল মলি ম্যালোন।

দুটো ব্যাপার ভীতিকর ওর জন্যে–মলিকে হয়তো খুন করতে যাচ্ছে, অবচেতন মনে চিন্তাটা কাঁটার মত বিঁধছে। নিজের সবকিছু উজাড় করে দিচ্ছে মেয়ারটা, জানে যেভাবেই হোক ধাওয়াকারীদের নাগাল থেকে দূরে থাকতে হবে। চড়াই-উৎরাই বলে রক্ষা, নয়তো বহু আগেই ওকে ধরে ফেলত লোকগুলো। সাথে তাজা ঘোড়া থাকার পরও বন্ধুর জমির কারণে মলির সাথে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। পরের চড়াইয়ে ওঠার সময় পেছন ফিরে তাকাল জেসন, দেখল মাঝখানের দূরত্ব কমে পঁচাত্তর গজে নেমে এসেছে এখন।

স্টিরাপে পা রেখে স্যাডল থেকে শূন্যে শরীর তুলে ফেলল ও, নিচে নেমে ঘোড়ার পাশাপাশি ছুটতে শুরু করল। আশঙ্কা করছে যে কোন সময়ে গুলি শুরু করবে প্রতিপক্ষ। কিন্তু এল না, হয়তো নিজেদের সাফল্যের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেছে ওরা।

নিরাপদে চূড়ায় উঠে এল জেসন, পেছন ফিরে চার রাইডারকে পাহাড়ের তলায় দেখতে পেল। মেয়ারের ঘাড়ে হাত বুলাতে আরও কয়েক গজ এগিয়ে গেল ওটা, আপাতত নিরাপদ দূরত্বে সরে গেছে। ঘাসের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল ও, উইনচেস্টার তুলে নিয়েছে হাতে। *ঘোলাটে চোখের*

Boighar.com

লোকটাকে প্রথমে ফেলতে হবে–নিজেকেই বলল, কিন্তু প্রথম বুল্লেট চ্যান্ডোজের মাথা থেকে হ্যাটটা তুলে নিয়ে গেল কেবল। মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল লোকগুলো। দু'পাশেই গুলি চালাল জেসন, কিন্তু এরই মধ্যে গাছের আড়ালে চলে গেছে দু'জন, অন্যজন স্রেফ গায়েব হয়ে গেছে পাহাড়ের তলায়, ওপর থেকে দেখা যাচ্ছে না লোকটাকে।

নিঃসন্দেহে অন্য পথে ওপরে ওঠার চেষ্টা করবে লোকগুলো।

পিছিয়ে এসে মেয়ারে চড়ল জেসন। মুহূর্তের জন্যে থেমেছিল, কিন্তু আশা করল সেটাই হয়তো মলির জন্যে অমূল্য কিছু সময়ের বিশ্রাম হতে পারে। ফের তুমুল বেগে ঘোড়া ছোটাল ও। পরের চড়াইয়ে ওঠার সময় প্রায় সিকি মাইল এগিয়ে থাকল, ফেলে আসা রীজের চূড়ায় পৌঁছেছে শত্রুপক্ষ। আশান্বিত হয়ে উঠেছে ও, সন্তুষ্ট মনে স্যাডল ছেড়ে ঘোড়ার পাশাপাশি ছুটল। রীজগুলো খুব উঁচু নয়, বরং ঢালু বলা চলে। মাঝামাঝি উচ্চতায় যখন পৌঁছল, কানের পাশ দিয়ে সুর তুলে ছুটে গেল একটা বুল্লেট, সামনের একটা পাথরে ছিটকে গিয়ে মাটিতে বিঁধল।

পেছন ফিরে তাকাল জেসন। দূরত্ব কমিয়ে আনতে মরিয়া চেষ্টায় ছুটে আসছে তিন শত্রু, কিন্তু অন্যজন ঘোড়া থামিয়ে স্যাডলে বসেই সযত্নে রাইফেলে নিশানা করছে। রাইফেলের জন্যে অনায়াস রেঞ্জ, কেবল ভাগ্যই বাঁচাতে পারে ওকে, এবং তাই ঘটল।

রীজের চূড়ায় পৌঁছল জেসন। সামনের জমি দেখে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলো, অসংখ্য চড়াই-উৎরাই, কিন্তু কোনটাই খুব বেশি উঁচু নয়। অনায়াসে পাড়ি দিতে পারবে মলি। আরেকবার থেমে পেছনের শত্রুদের ওপর গুলি বর্ষণ করল ও, কিন্তু সুবিধা করতে পারল না। গুলির শব্দে বা ওকে দেখতে পেয়ে দ্রুত আড়াল নিয়ে ফেলেছে লোকগুলো।

ফের স্যাডলে চড়ার সময় মলির দিকে তাকাল ও, ঘোড়াটার সামনের পা দুটো মৃদু কাঁপতে দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়ল। মাথা ঝুলে পড়েছে মলির, যদিও কান খাড়া করে ওর নির্দেশের অপেক্ষায় আছে, ঘোলাটে হয়ে গেছে চোখের চাহনি। কি যেন দলা পাকিয়ে উঠল জেসনের গলায়, কিন্তু ঘোড়াটার সাথে কথা বলার সময় উৎফুল্ল থাকল ওর কণ্ঠ। ফের ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

ঘণ্টাখানেক এভাবেই চলল। গুলি করে একজনকে স্যাডল থেকে ফেলে দিয়েছে জেসন, আর প্রতিপক্ষের একটা গুলি ওর বাহুতে তপ্ত ছ্যাঁকা লাগিয়ে চলে গেছে। বিষফোঁড়ার মত ক্রমাগত জ্বলুনি হচ্ছে সেখানে। এখনও ওকে ধাওয়া করছে লোকগুলো, সুযোগ পেলেই গুলি চালাচ্ছে, কিন্তু ভাগ্যের সরু সুতোটা ওর পক্ষে আছে বলেই হয়তো অল্পের জন্যে মিস্ করছে বারবার। প্রতিপক্ষের চেয়ে কিছুটা এগিয়ে আছে ও, ঘোড়ার ওপর ভার কমাতে ঢাল বেয়ে ওঠার সময় স্যাডল ছেড়ে দৌড়ে উঠছে। সহজ পথ থাকলে ফের

বইঘর.কম

স্যাডলে চড়ছে।

রুক্ষ জমি পাড়ি দিতে লাগল ওরা, ক্রমশ উঁচুতে উঠছে। ঝকঝকে আকাশে এক ফোঁটা মেঘ নেই যে কোথাও খানিকটা ছায়া পাওয়া যাবে। দুপুরের সূর্য গা তাতাচ্ছে এখন, পাথরে ঠিকরে যাচ্ছে রোদ। পর্বতমালার ফোকর দিয়ে ক্রীকের পানির রূপালী ঝিলিক দেখা যাচ্ছে। যাত্রাপথে দু'বার ওঅটর হোলে ক্ষণিকের জন্যে থেমে মলিকে পানি পান করার সুযোগ দিয়েছে জেসন। নিজে স্যাডলে বসেই ঝুঁকে মাথায় পানির ছিটা দিয়েছে।

ক্লান্ত বোধ করছে ও, অবসাদে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর। ঢাল বেয়ে ওঠার সময় নিজের ওপর ধকল তো কম যায়নি। ওর উদাহরণ নিজেদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছে এখন শত্রুপক্ষ—প্রয়োজন না হলে ঘোড়ায় চড়ছে না। বুঝতে পেরেছে জেসনকে ধরতে হলে আরও দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে, সেক্ষেত্রে ঘোড়ার শক্তি অটুট রাখার ওপর শুধু সাফল্যই নয়, নিজেদের জীবন-মরণও নির্ভর করছে।

দূরত্ব কমাতে পারেনি ওরা। কখনও এক ফার্লং দূরে থাকল, কখনও আধ-মাইল দূরে। জুত মত নিশানা করার সুযোগও পায়নি, রুক্ষ বন্ধুর পরিবেশ দায়ী সেজন্যে। আশপাশে প্রচুর গাছপালা ছাড়াও বোল্ডার, পাথর আর ঝোপের ছড়াছড়ি; যদিও এমন কোন জায়গা নেই যেখানে লুকিয়ে থাকতে পারবে জেসন, কিংবা পেছনের অনুসন্ধিৎসু চোখগুলোকে ফাঁকি দিয়ে ট্রেইল থেকে সরে পড়বে। এমন কোন সুবিধাজনক জায়গাও নেই যেখানে থেমে শত্রুপক্ষের মুখোমুখি হতে পারে, ওর এক রাইফেলের বিপরীতে চারটা রাইফেলের মোকাবিলা করতে পারবে।

অবস্থাটা অবশ্য তারচেয়েও বিপজ্জনক। কোথাও যদি থামে ও, ক্রমশ যেহেতু চড়াইয়ে উঠছে, নিচে তাকালে কয়েক মাইল দূরে তিন রাইডারকে চোখে পড়ছে। এখনও হাল ছাড়েনি ওরা। এদেরও পেছনে, জেসন নিশ্চিত আরও তিনজনের একটা দল রয়েছে। কয়েক মিনিটের জন্যে যদি বিশ্রাম নেয়, অনায়াসে ওকে ধরে ফেলবে নাছোড়বান্দা লোকগুলো। এ মুহূর্তে গতির কোন বিকল্প নেই, ছোটার মধ্যেই থাকতে হবে ওকে।

পরে, উঁচু এক রীজের চূড়ায় পৌঁছল জেসন আরমিন। ওপাশে বিস্তৃত উপত্যকার মাঝখানে পানির উৎস চোখে পড়ছে। জমিটা সমতল, যে কোন ঘোড়া ছুটতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে। যদি অর্ধেকটা সামর্থ্যও অবশিষ্ট থাকে মলির, এখন থেকে ধাওয়াকারীদের প্রতি স্রেফ করুণা বোধ করবে ওটা!

ঝুঁকে ঘোড়ার নিঃশ্বাস শোনার প্রয়াস পেল জেসন। কর্কশ, দ্রুত এবং হালকা শ্বাস ফেলছে মলি। বুকের কাছে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। ঘোড়াটার জন্যে বেদনা অনুভব করল ও, অমঙ্গল আশঙ্কায় শীতল হয়ে এল শরীর। থেমে মলিকে পানি খাওয়ার সুযোগ দিল। পেছনে তিনশো গজ দূরে দলটাকে

Boighar.com

দেখার পর ফের ঘোড়া ছোটাল। মিনিট কয়েকের বিশ্রাম জাদুর মত কাজ দেখিয়েছে, সহজ গতিতে ছুটছে মলি, পাগুলো আর কাঁপছে না এখন।

ওকে দেখে গতি বাড়িয়ে দিয়েছে লোকগুলো, সবার আগে ছুটছে চওড়া কাঁধের লোকটা–চ্যান্ডোজ। ধীর, নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে আসা যমদূতের মত মনে হচ্ছে তাকে, টাক মাথার কারণে অনায়াসে অন্যদের থেকে আলাদা করা যাচ্ছে। এ পর্যন্ত ছয়বার লোকটাকে বেঁধানোর চেষ্টা করেছে জেসন কিন্তু প্রতিবারই মিস্ করেছে। শেষদিকে অবস্থা এমন হয়েছে প্রতিবার ট্রিগার টেপার সময় নিশ্চিত জানত মিস্ করবে।

ব্যাপারটা ঠিক স্পষ্ট নয় ওর কাছে, ধোঁয়াটে এবং দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে। পরিষ্কার কোন ধারণা না থাকায় মৃদু অস্বস্তি বোধ করছে। কারও যদি শেষ দিন উপস্থিত হয়, ভাগ্যের সব চাকা তখন ঘুরে যায় তার দিক থেকে। হয়তো আজকেই ওর শেষ দিন!

অজান্তেই দুশ্চিন্তা আর আশঙ্কায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল জেসন, মাঝে মধ্যে ভুলেই গেল বিপদের মধ্যে আছে, জীবন হাতে নিয়ে ছুটতে হচ্ছে ওকে। বলা যায় লস ক্যাভালস থেকে পালানোর পর থেকে ছোটার মধ্যে আছে, মনের ওপর দিয়েও কম ধকল যায়নি। ক্লান্তির কারণে লাগাম ধরা হাত পর্যন্ত কাঁপছে, হয়তো সেজন্যেই রাইফেল হাতে বেশিরভাগ সময় টার্গেট মিস্ করেছে।

আচমকা চ্যান্ডোজের চিন্তা মাথায় আসতে শীতল শিহরণ বয়ে গেল ওর সারা শরীরে। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী লোকটা, নিজের উদ্দেশ্য আর সাফল্য সম্পর্কে যেন দারুণ নিশ্চিত। একবারের জন্যেও পাল্টা গুলি ছোঁড়েনি সে, যেন মুখোমুখি ডুয়েল বা হাতাহাতিতে যে কাজ একেবারেই সহজ, দূর থেকে তা করা দারুণ অপছন্দ তার।

পেছন ফিরে দলটাকে আরেকবার দেখল জেসন, অস্বস্তির সাথে এখন আশঙ্কাও কাজ করছে মনে। নিজেও জানে না ঠিক কতটা ক্লান্ত, মনে হচ্ছে সোজাসুজি ছুটে চলেছে মেয়ারটা, ওটার পেটের নিচে কেবল ধূসর বা লালচে মাটির কাঁপনই দেখতে পাচ্ছে ও।

উপত্যকায় পৌঁছে গেল ওরা। পেছন ফিরে তাকাল জেসন, ঢাল বেয়ে নেমে আসায় প্রতিপক্ষের সাথে দূরত্ব বাড়াতে পেরেছে, কিন্তু একইসঙ্গে ঘোড়াটার ওপর দিয়ে ধকলও কম যায়নি। হঠাৎ করেই হোঁচট খেল মলি ম্যালোন, হুড়মুড় করে পড়ে যাওয়ার অবস্থা হলো প্রায়। রীতিমত কাঁপছে ওটার চার পা, খাড়া হয়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে যেন। ছোটার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা নেই, ছন্দহীন এবং অনিশ্চিত। ঘাড়ের কাছে ঝুলে পড়েছে কান দুটো, মুখ হাঁ হয়ে আছে। কশ বেয়ে ফেনা গড়াচ্ছে।

এখানেই মলির সামর্থ্যের শেষ। মরিয়া দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল

বইঘর.কম

জেসন; বুঝতে পারছে অচিরেই স্যাডল ত্যাগ করে মুখোমুখি হতে হবে প্রতিপক্ষের। পছন্দসই জায়গা পেলে হয়তো কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে লোকগুলোকে। শ্লথ গতিতে ট্রেইলের মোড় পেরোল ও, সামনে দৃষ্টি পড়তে রাস্তার ধারে একটা বাকবোর্ড দেখতে পেল। ধীর গতিতে এগোচ্ছে ওটা, ড্রাইভারের আসনে একটা মেয়ে বসে আছে।

অজান্তে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জেসন, বিড়বিড় করে ধন্যবাদ জানাল ঈশ্বরকে, যদিও বিপদ থেকে উদ্ধার পায়নি আসলে। এখনও ওর উপস্থিতি টের পায়নি মেয়েটি, তাহলে নিশ্চই ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিত, এবং বেচারা মলির পক্ষে বাকবোর্ডটাকে ধরা আর সম্ভব হত না। ধুলোর পুরু আস্তর রয়েছে ট্রেইলে, তাছাড়া দুটো মিউলের খুরের আওয়াজ, চাকা আর কলকব্জার ধাতব শব্দ–সব মিলিয়ে মেয়েটি হয়তো মলির খুরের শব্দ শুনতেই পায়নি।

জেসন কাছাকাছি পৌঁছতে ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল মেয়েটা। চরম বিস্ময়ের সাথে চেনা মুখটা দেখল জেসন–ক্যাথেরিন লরেন্স! একবার মনে হলো হয়তো ভুল দেখেছে, কিন্তু পরমুহূর্তেই উপত্যকাটা চেনা চেনা লাগল। ভাল করে তাকাতে বুঝতে পারল লরেন্স হাউস থেকে পালিয়ে এই উপত্যকা ধরে অ্যাপাচী ক্রসিংয়ের দিকে যাত্রা করেছিল ও।

স্রেফ রিফ্লেক্সের বশে ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিয়েছিল কেট লরেন্স, কিন্তু পরমুহূর্তে গতি কমিয়ে দিল–দুলকি চালে ছুটছে মিউলগুলো। এদিকে স্যাডল ছেড়ে বাকবোর্ডের পাটাতনে চলে এসেছে জেসন। আর ট্রেইল থেকে সরে গেছে মলি, গতি কমিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল একসময়, থরথর করে কাঁপছে চার পা। মাথাটা ঝুলে পড়েছে। বিধ্বস্ত, কিন্তু সত্যিই দারুণ সেবা উপহার দিয়েছে জেসনকে!

কেটের দিকে মনোযোগ দিল জেসন। বিস্ফারিত হয়ে গেছে মেয়েটির আয়ত নীল চোখ, উৎকণ্ঠা ফুটে উঠেছে চাহনিতে। কিন্তু জেসন নিশ্চিত ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিল মেয়েটি, এবং মেয়েটির সাহসিকতায় মুগ্ধ হলো ও।

'কার ওরা?' নিচু স্বরে প্রশ্ন করল কেট।

'গ্লিসনের ভূত! দলের একজন আবার তোমার বন্ধু–ফিঞ্চ।'

চোখ বন্ধ হয়ে গেল মেয়েটির, কিন্তু পরে যখন খুলল আয়ত দুই চোখে গভীর উজ্জ্বল চাহনি দেখা গেল।

'এই ঘোড়াগুলো কতক্ষণ টিকতে পারবে?' লরেন্স-কন্যার পাশে বসে জানতে চাইল জেসন।

'জানি না। লাগাম ধরো, চাবুকটা ব্যবহার করছি আমি।'

লাগাম তুলে নিল ও, পেছনে জোরাল হয়ে উঠছে ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ। তীক্ষ্ণ শব্দে চাবুক চালাল কেট, লাফিয়ে এগোল মিউল দুটো।

Boighar.com

বাকবোর্ডটাকে এতক্ষণ যেন পেছন থেকে আটকে রেখেছিল কেউ, বাঁধন আলগা হতে কেঁপে উঠল প্রথমে, তারপর টালমাটাল অবস্থায় ছুটে চলল। উল্কা বেগে ছুটছে ঘোড়াগুলো, যত জোরে ছোটা সম্ভব, সর্বোচ্চ গতি আদায় করেছে ওরা।

ক্লান্তি সত্ত্বেও জেসনকে কতটা এগিয়ে দিয়েছে মলি ম্যালোন, প্রমাণিত হলো এবার। বিপুল বিক্রমে ছুটে আসছে চারজন, একইসঙ্গে। মাইল খানেক পেছনে আছে ওরা, নিচু একটা ঢালের চূড়ায় উঠে এসেছে এইমাত্র। নামার সময় ঢালের বাড়তি সুবিধা পাবে।

ঘাড় ফিরিয়ে দলটাকে দেখল কেট, অস্ফুট গোঙানি বেরিয়ে এল ওর গলার গভীর থেকে। 'ওহ্, আমাদের ধরে ফেলবে ওরা!'

'এখনও খানিকটা এগিয়ে আছি আমরা।'

'ওই লোকই গ্লিসন! বিল গ্লিসন! খোদা, সাহায্য করো আমাদের!'

'কোন্ জন?'

'হ্যাট ছাড়া লোকটা।'

'না, ও তো চ্যান্ডোজ, গ্লিসন নয়।'

'বিল গ্লিসন! শয়তানকে যেমন জানি, ঠিক ততটাই চিনি ওকে! ও-ই গ্লিসন। ওর ঠিক পাশে ড্যানি ফিঞ্চ, কিন্তু গ্লিসনই নেতৃত্ব দিচ্ছে!'

লাগামগুলো আরও টানটান করল জেসন। 'চাবুকটা দাও!'

'চূড়ান্ত চেষ্টা করছে ঘোড়াগুলো,' উত্তরে দ্বিমত প্রকাশ করল লরেন্স-কন্যা। 'চাবুক চালিয়ে কাজ হবে না। চাবুক নয়, বরং ঘোড়ার আরও কয়েকটা করে পা দরকার এখন! কোত্থেকে তোমাকে অনুসরণ করছে ওরা?'

'অ্যাপাচী ক্রসিং থেকে।'

'তাহলে বলতেই হবে ওদের ঘোড়াগুলোর সব কেরামতি ফুরিয়ে যায়নি এখনও। পৃথিবীর সেরা ঘোড়া সংগ্রহে রাখে গ্লিসন। মলি হয়তো শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ওর ঘোড়াগুলোও কম যায় না।'

মেয়ারের হ্রেষাধ্বনি কানে এল জেসনের, যেন সায় জানাচ্ছে ওটা। এখনও আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, মুখ তুলে দেখল ওদের, যেন এভাবে ওটাকে ছেড়ে যাওয়ায় প্রতিবাদ করছে।

'ওকে নেয়ার জন্যে ফিরে আসব আমি!' বিড়বিড় করে বলল জেসন।

'নিজের জীবন নিয়ে ভাবো এখন!' পরামর্শ দিল মেয়েটা। 'সাধারণত একা রাইড করে গ্লিসন। ও যদি কারও সাহায্য নিয়ে থাকে, তাহলে বলতেই হবে মরিয়া হয়ে উঠেছে।'

'জানতে চাও না কেন?'

'নিশ্চই।'

বইঘর.কম

'আমার কোটের পকেটে হাত ঢোকাও।'

দ্বিধা করল মেয়েটি, তারপর ওর নির্দেশ তামিল করল। এক মুঠো রত্ন বের করে আনল–সবই চুনি আর পান্না, সূর্যের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল জিনিসগুলো। 'কি-কি এসব?'

চাবুক ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে এখন। উল্কা বেগে ছুটে চলেছে জোড়া মাসট্যাঙ।

'এগুলো পাওয়ার জন্যে এত আয়োজন ওদের, সেজন্যে নিজেদের বিক্রি করে দিতেও দ্বিধা করবে না কেউ। পাশাপাশি আমাকেও ধরতে চায়।'

'তোমাকে সাহায্য করার বিনিময়ে নিজেকে বিকিয়ে দিতেও রাজি আছি আমি!' নিচু স্বরে বলল মেয়েটি। 'তুমি যদি না আসতে, আজই মিসেস ফিঞ্চ হওয়ার কথা ছিল আমার।'

পাশ ফিরে তাকানোর লোভ সংবরণ করতে ব্যর্থ হলো জেসন। আভা ছড়িয়ে পড়েছে কেট লরেন্সের মুখে, চোখাচোখি হতে সেটা যেন আরও বেড়ে গেল। ক্ষণিকের জন্যে ক্লান্তি, বিপদ, ভবিষ্যৎ–সবই ভুলে গেল জেসন। সামনে ট্রেইলের বাঁকে নদীর ওপর সরু একটা কাঠের সেতু দেখা যাচ্ছে। ঢালু পথ খাড়া ভাবে নেমে গেছে সেতুর গোড়ায়।

ব্রীজের ওপর যখন উঠে এল ওরা, মড়মড় শব্দ এতই তীব্র হয়ে উঠল যে জেসনের মনে হলো সেতুটা এখুনি ভেঙে পড়বে। গতি না কমিয়ে ব্রীজ পেরিয়ে পরের বাঁকের দিকে এগোল বাকবোর্ড, পেছন ফিরে তাকাল জেসন। রীজের চূড়ায় উঠে এসেছে দলটা, সর্বাগ্রে চ্যান্ডোজ ওরফে গ্লিসন। অন্যরা স্রেফ ওর গায়ের সাথে লেগে থাকছে যেন। খাড়া ঢাল বেয়ে অনায়াসে নেমে আসছে, সঙ্গে বাকবোর্ড থাকায় যা করতে পারেনি জেসন। ওদের মত একই গতিতে নামতে গেলে হয়তো বাকবোর্ড সহ ভূপতিত হত।

তাছাড়া চ্যান্ডোজের দলের ঘোড়ার মত বাকবোর্ডের মিউলগুলো ততটা তেজীও নয়, দু'টোর মধ্যে মূলত কুৎসিত একটা রোয়ানই আসল কাজ করছে–ওজন বহন করা ছাড়াও বাকবোর্ডটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ঢালু পথ ধরে এগোল ওরা, কয়েকশো গজ দূরে হঠাৎ করেই বাঁক নিয়েছে ট্রেইল। আশপাশে গাছের সংখ্যা বেড়ে গেছে, প্রচুর আড়াল পাওয়া যাবে সামনে, ধারণা করল জেসন। পেছনে গাছের আড়ালে পড়ে গেছে চার অশ্বারোহী, কিন্তু খুরের দাপট স্পষ্ট কানে আসছে। সাধারণ ট্রেইল এড়িয়ে আড়াআড়ি ছুটে আসছে প্রতিপক্ষ, দূরত্ব কমিয়ে আনতে চাইছে।

কেটও আসন্ন বিপদ বুঝতে পেরেছে, মরিয়া হয়ে চাবুক চালাল ও। কিন্তু বাড়তি আর কিছুই করার নেই ঘোড়াগুলোর। ব্যথায় মাথা নাড়ল ঘোড়া দুটো, এরচেয়ে দ্রুত গতিতে ছোটা সম্ভব হলো না।

'এখানেই আমার যাত্রা শেষ!' প্রায় নিস্পৃহ স্বরে বলল জেসন।

Boighar.com

'ওদেরকে খসাতে পারব না। প্রথম থেকেই জানতাম শেষপর্যন্ত ফাঁকি দেয়া সম্ভব হবে না।'

'না, শেষ হয়নি সবকিছু,' দৃঢ় স্বরে প্রতিবাদ করল কেট। 'ঘোড়ার শেষ শক্তি খরচ করছে ওরা। কোন রকমে এই গতি ধরে রাখতে পারলে টিকে যাব আমরা।'

মাথা নাড়ল জেসন। 'ঘোড়াগুলোর কি দশা, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি,' প্রায় অনীহার সুরে বলল ও। 'আমার পকেটটা খালি করো, যা কিছু আছে বের করে নাও। তোমার যদি এসবের দরকার নাও থাকে, তোমার বাবা-মার দরকার হবে।'

'দেনা শোধ করতে চাইছ?'

'তর্ক করার সময় নেই। জীবনে মিষ্টি কথা বলে মেয়েদের সাথে সময় নষ্ট করিনি আমি। তবে এটাও ঠিক, তোমার মত এত সুন্দর কোন মেয়ের মুখও দেখিনি, অন্তত যেভাবে আমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে তোমার মুখ! সাথে যা কিছু আছে, সবই তোমাকে দিতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু সেটা বোকামি হবে। আমার কাছে কিছু খুঁজে না পেলে তোমাকে তল্লাশি করে দেখবে ওরা। কিন্তু এক পকেট খালি করে ফেললে কখনোই ফাঁকিটা ধরতে পারবে না। তাছাড়া তোমাকে সার্চ করার সাহসও করবে না!'

'গ্লিসনকে চেনো না তো, যে কোন কিছু করার সাহস আছে ওর।'

'তবু, ঝুঁকিটা নেয়াই ভাল।'

'পারব না আমি!'

'পারবে। টাকা দরকার তোমার বাবার, প্রায় পথে বসতে যাচ্ছে সে।'

'দারিদ্র্যকে ভয় নেই আমাদের, দরকার হলে পরিশ্রম করে...'

'তর্ক করা বন্ধ করবে? আমি চাই এসব নেবে তুমি।'

'কিন্তু তাতে তোমার রক্ত লেগে থাকবে!'

তীক্ষ্ণ বাঁক পেরিয়ে এগোল বাকবোর্ড, টলমল করে উঠল বাঁক নেওয়ার সময়। সাহস করে মেয়েটির দিকে তাকাল জেসন, বিস্মিত হয়ে দেখল রাস্তা নয় বরং স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে ক্যাথেরিন লরেন্স। দৃষ্টি এক হলো ওদের, মুহূর্তের জন্যে হলেও, যা দেখার স্বপ্ন দেখেছে ওরা তারচেয়েও বেশি দেখতে পেল দু'জনেই।

হঠাৎ করেই আশঙ্কা আর ভয় দূর হয়ে গেল জেসনের মন থেকে, বদলে সেখানে গভীর বেদনা অনুভব করল। আজকের দিনটা ওর জন্যে ব্যর্থতার, প্রতিপক্ষের কাছে চূড়ান্ত পরাজয় ঘটতে যাচ্ছে একটু পর, মলি ম্যালোনের গতি, সৌন্দর্য, দুঃসাহস—সবই হারিয়েছে, যার মূল্য ওর কাছে সারা দুনিয়ার সমান। এবার যেন এর বাইরেও কিছু হারাতে যাচ্ছে, ন্যূনতম প্রত্যাশাটুকুও আর অবশিষ্ট নেই ওর মধ্যে। আসলে তা প্রত্যাশার চেয়েও বেশি কিছু,

বইঘর.কম

মেয়েটির চোখে গভীর দৃষ্টি দেখে তাই মনে হলো ওর।

খোলামেলা একটা জায়গায় এসে পড়েছে ওরা। আঠার মত পেছনে লেগে আছে চার রাইডার, খুব বেশি দূরে নেই এখন, দুর্দান্ত গতিতে ছুটে আসছে। যেন চার বুনো ইন্ডিয়ান উল্লাস করছে, গলার গভীর থেকে বেরোনো শব্দগুলো স্পষ্ট কানে এল জেসনের। প্রতিপক্ষ টের পেয়ে গেছে ট্রেইলের শেষ প্রান্তে চলে এসেছে শিকার।

আচমকা ওর বাহু চেপে ধরল কেট। 'দু'শো গজ সামনে একটা রাস্তা আছে বাম দিকে। আড়ালও পাবে। শুনতে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি।'

'বাকবোর্ডের গতি যদি বাড়ানো যায়, হয়তো জায়গাটা এড়িয়ে যাবে ওরা।'

'আসল ব্যাপার বুঝে ফেলতে আধ-মিনিটও লাগবে না ওদের।'

'আমাদের হাতে আসলে এই সময়টুকুই আছে। ছুরি আছে তোমার কাছে?'

'হ্যাঁ।'

'ওখানে পৌঁছানোর সাথে সাথে রোয়ানে চাপবে তুমি, হার্নেস থেকে ওটার বাঁধন কেটে সরে পড়বে। এক লাগামে রাইড করতে অসুবিধে হবে না তেমন। প্রাণ বাঁচাতে স্যাডল ছাড়াই রাইড করতে হবে তোমার।'

'আর তুমি?'

'আমার ক্ষতি করার সাহস করবে না গ্লিসন।'

'যদি তোমার কাছ থেকে কখনও পালিয়ে যাই–ঈশ্বর যেন ক্ষমা করেন আমাকে!'

'তুমি কি মরতে চাও–চাইছ পাশে দাঁড়িয়ে থেকে তাই দেখি আমি? এর কোন যৌক্তিকতা আছে?' রাগে তপ্ত শোনাল কেটের কণ্ঠ।

উত্তর দিল না জেসন। কয়েকশো গজ দূরে ট্রেইলের বাম দিকে গাছের সারির ফাঁকে খোলা একটা জায়গা চোখে পড়ছে। দ্রুত কাজ দেখাল ও, আচমকা ওই ফাঁকে বাকবোর্ড ঢুকিয়ে দিল, এতই আচমকা যে স্কিড করে একটা গাছের ওপর প্রায় আছড়ে পড়ার দশা হলো বাকবোর্ডের। রাম দিকের চাকা মাটি থেকে শূন্যে উঠে গেছে, ওর মনে হলো উল্টোদিকে আছড়ে পড়বে ওটা। কিন্তু পড়ল না, কোন রকমে বাঁক ঘুরে ট্রেইল ধরে চলতে শুরু করল আবার। লাগাম টেনে ধরে প্রায় দাঁড়িয়ে পড়েছে জেসন, দ্রুত বাকবোর্ড থামিয়ে ফেলল।

লাফিয়ে মাটির ওপর নামল ও, আড়চোখে দেখল রাইফেল হাতে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কেট। হার্নেস থেকে রোয়ানের লাগাম মুক্ত করল জেসন, বুক ধড়ফড় করছে উত্তেজনায়। কেবলই মনে হচ্ছে ধরা পড়ে যাবে, যে

Boighar.com

কোন সময়ে ওদের ওপর চড়াও হবে গ্লিসনের দলবল।

রোয়ানের খোলা পিঠে চেপে বসল জেসন। দূরে একটা চিৎকার শোনা গেল। ফাঁকিটা ধরে ফেলেছে প্রতিপক্ষ।

হাত বাড়িয়ে কেটের কাছ থেকে রাইফেল নিল ও। মুহূর্তের জন্যে সময় যেন স্থির হয়ে গেল, স্থবির হয়ে স্যাডলে বসে থাকল জেসন। গাছের ফাঁক দিয়ে ছুটন্ত ধাওয়াকারীদের দেখতে পেল আবছা ভাবে, কিন্তু পরোয়া করল না। মাত্র এক সেকেন্ডের জন্যে চোখ তুলে মেয়েটির দিকে তাকাল, চোখাচোখি হলো দু'জনের। কোন বিদায় সংবর্ধনা বা বাক্য বিনিময় ছাড়াই রোয়ানের মুখ ঘুরিয়ে পাশের ট্রেইলের দিকে ঘোড়া ছোটাল জেসন, এইমাত্র যেদিক থেকে এসেছে।

মূল ট্রেইলে এসে পেছন ফিরে তাকাল ও। ততক্ষণে বাকবোর্ডের কাছে পৌঁছে গেছে চার রাইডার। কিন্তু নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেট লরেন্স, যেন অভ্যর্থনা জানাচ্ছে তাদের। পেরিয়ে যাওয়ার সময় রাইডিং কোয়ার্ট দিয়ে কেটকে আঘাত করল একজন, কিন্তু লোকটাকে শনাক্ত করতে পারল না জেসন। থামতে গিয়ে সময় নষ্ট করল না চারজনের কেউ, পূর্ণ বেগে ঘোড়া ছোটাল জেসনের গমনপথের দিকে।

এগারো

লস ক্যাভালস থেকে গ্লেন্ডেল, তারপর অ্যাপাচী ক্রসিং হয়ে ফিরতি পথে দুই দিনে কয়েকশো মাইল পাড়ি দিয়েছে মলি ম্যালোন–দ্রুত এবং স্বচ্ছন্দে, সেই তুলনায় রোয়ানের গতিকে একেবারে মন্থর মনে হলো জেসনের। সন্তুষ্টির সাথে দেখল তাতে শঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই, কারণ পেছনের রাইডাররা তাল বজায় রাখতে পারছে না আর। দীর্ঘ, ক্লান্তিকর ধাওয়ার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে লোকগুলো, যেই ধাওয়ার গল্প পরে ছড়িয়ে পড়েছিল আশপাশের কয়েকশো মাইল পর্যন্ত। অ্যাপাচী ক্রসিং বা লস ক্যাভালসের লোকজন মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে এই গল্প করেছে বহুদিন, খুঁটিনাটি কোন জিনিসই বাদ যায়নি তাদের আলোচনা থেকে, যদিও কারও ধারণায় আসেনি রক্তমাংসের কোন ঘোড়ার পক্ষে এতটা পথ পাড়ি দিয়ে জয়ী হওয়া কিভাবে সম্ভব হয়েছে, কারণ প্রতিপক্ষ এই দীর্ঘ যাত্রায় কয়েকবার তাজা ঘোড়া বদল করেছে, উল্টোদিকে সারাক্ষণই একটা ঘোড়ায় রাইড করেছে জেসন।

ওর সাফল্যের কারণ আর কেউ না জানলেও নিজে ভাল করেই

বইঘর.কম

জানে–ঘোড়ার ওপর ধকল কমাতে মলির পাশাপাশি ছুটেছে ও, পাড়ি দিয়েছে বহু বন্ধুর পথ। লোকজনের আলোচনায় এ ব্যাপারটারও উল্লেখ ছিল, যদিও সবারই নিজস্ব কিছু মতামতও ছিল সঙ্গে, বিশেষ করে ধাওয়ার শেষ পর্যায়ের ঘটনাবলীর ব্যাপারে ভিন্নমত দেখা গেছে। কারও কারও মতে রোয়ানটা আসলে মলির চেয়েও ভাল জাতের ঘোড়া, যদিও সেই সময়ে রোয়ানগুলোকে পশু চারণের কাজেই ব্যবহার করা হত বেশি, পরিশ্রমের কাজে ব্যবহার করত না কেউ।

কারও কারও মতে জেসনকে আশা করেছিল কেট লরেন্স এবং ওর সাথে দেখা করতে বেরোনোর সময় সঙ্গে সেরা ঘোড়া নিয়েছিল মেয়েটি। একেবারেই অবাস্তব ধারণা! অন্যদের মতে দূর থেকে জেসনকে আসতে দেখেছিল মেয়েটি, এবং ঘোড়াসমেত বাকবোর্ড নিয়ে তৈরি হতে যেটুকু সময় লাগে, ঠিকই পেয়েছিল কেট লরেন্স।

কিন্তু বাস্তব থেকে এসব ছিল একেবারেই ভিন্ন।

শঙ্কা আর ক্ষোভ নিয়ে রোয়ানটাকে টানা ছুটিয়েছে জেসন, কেটকে একা ফেলে আসার জন্যে দোষী সাব্যস্ত করছিল নিজেকে, যেখানে ওকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে মেয়েটা। গ্লিসন-বাহিনী পুরো এক ঘণ্টা লেগে থাকল ওর পেছনে, কিন্তু সময় গড়ানোর সাথে সাথে পিছিয়ে পড়ল ক্রমশ। ওদের ঘোড়াগুলো এমনিতেই ক্লান্ত ছিল, মলির সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে সামর্থ্যের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছিল। তেমন তেজী না হলেও পাহাড়ী ঘোড়া ছিল রোয়ানটা, হয়তো সারা দিনই মাঝারি গতিতে টানা ছুটতে পারত। এবং তাই করেছিল ওটা, গ্লিসনের দল হাল ছেড়ে দেওয়ার আগ পর্যন্ত পনেরো মাইল পথ পাড়ি দিয়েছিল।

মলিকে যেখানে ছেড়ে গিয়েছিল, ঘণ্টা চারেক পর ঘুরপথে সেখানে এসে পৌঁছল জেসন। বিশ্রাম পেয়ে ততক্ষণে ধকল সামলে নিয়েছে মেয়ারটা। ওকে দেখে খুশিতে হ্রেষাধ্বনি করে উঠল, ছুটে এসে রোয়ানের সাথে তাল মেলাল। দূরের এক পাহাড়ের চূড়া থেকে দুটো ঘোড়া নিয়ে জেসনকে ছুটতে দেখল গ্লিসন এন্ড কোম্পানি। সেদিনের জন্যে সমস্ত কাজ শেষ হয়ে গেল তাদের, একেবারে শূন্য হাতে ফিরতে হলো।

কিন্তু জেসন আরমিনের জন্যে অপূর্ব, অভূতপূর্ব এক সাফল্যের দিন।

নিরাপদ দূরত্বে এসে পর্যাপ্ত পানি আর ঘাস আছে এমন এক জায়গায় থামল জেসন। প্রথমেই মলির যত্ন নিল–সারা শরীর দলাই-মলাই করে দিল, হ্যাটে পানি ভরে মুছে দিল শরীর। খেয়াল করল ধীরে ধীরে প্রাণের সঞ্চার হচ্ছে ঘোড়াটার চোখে, নিচু হয়ে যাওয়া কাঁধ ক্রমশ আগের মত টানটান হতে শুরু করল। পর্যাপ্ত পানি আর ঘাসের সদ্ব্যবহার শুরু করল মলি। নিশ্চিন্ত হয়ে গাছের ছায়ায় এসে মাটিতে শুয়ে পড়ল জেসন. অজান্তে চোখ

Boighar.com

বন্ধ হয়ে গেল ওর। মাথার ভেতরটা দপদপ করছে, ভোঁতা যন্ত্রণা হচ্ছে সারাক্ষণ–যন্ত্রণার কারণ সীমাহীন ক্লান্তি আর সারা দিনে অনুভব করা আশঙ্কা। বাহুর ক্ষতটার কথা ভুলেই গেছে।

সন্ধে পর্যন্ত টানা ঘুমাল ও। জেগে প্রথমে রাজ্যের খিদে অনুভব করল, বেল্টের নিচে চুপসে গেছে পেট। আসলে গত ক'দিন ধরেই ঠিকমত খাওয়া হয়নি। চারপাশে চোখ বুলাতে দূরে কয়েকটা আলো চোখে পড়ল, স্থির এবং টিমটিম করে জ্বলছে। জেসন নিশ্চিত কোন কেবিন বা বাড়ির আলো ওগুলো, ক্যাম্পের আলো এত স্থির থাকে না। এর যে কোন একটায় গেলে হয়তো রাতের খাবার পেয়ে যেতে পারে।

সবচেয়ে কাছের আলোর উৎসের দিকে এগোল ও, কিন্তু পৌঁছতে পুরো এক ঘণ্টা রাইড করতে হলো। ছোট্ট এক উপত্যকায় একটা কটেজের সামনে পৌঁছল একসময়, দরজা খোলাই রয়েছে কটেজের। পেটের কাছে মাথা গুটিয়ে বারান্দায় ঝিমাচ্ছে ধূসর রঙের একটা কুকুর। ভেতরে মাঝবয়সী এক মহিলা আর এক কিশোরকে দেখতে পেল। মহিলার ছেলে বোধহয়, বারো বা তেরো হবে বয়স।

কোন রকম দ্বিধা করল না জেসন। দরজার কাছে এসে চড়া কণ্ঠে দৃষ্টি আকর্ষণ করল: 'ভাগ্য খারাপ আমার, তবে পকেট ফুটো হয়ে যায়নি। কিছু খাবার দিতে পারবে আমাকে? দাম শোধ করতে পারব।'

সন্ত্রস্ত দৃষ্টি ফুটে উঠল মহিলার চাহনিতে। দেয়ালে ঝোলানো লণ্ঠন তুলে এগিয়ে এল সে, সামনে তুলে ধরেছে বাতিটা। একটা শটগান চলে এসেছে ছেলেটার হাতে। 'দাঁড়াও, পল,' নিচু স্বরে বলল মহিলা। 'বোধহয় সত্যিই বিপদে পড়েছে বেচারা। ভেতরে এসো, মিস্টার। কিছু মনে কোরো না, এখানে সারাক্ষণ সতর্ক থাকতে হয় আমাদের।'

কেবিনের কোণে ওঅশ বেসিনে হাত-মুখ ধুয়ে টেবিলে বসল জেসন। সেদ্ধ আলু দিয়ে এইমাত্র সাপার শেষ করেছে মা আর ছেলে, এঁটো থালা-বাসন সরানোর সময় পায়নি।

'মা, দেখো!' উত্তেজিত স্বরে বলল ছেলেটা।

জেসনও তাকাল। দরজায় মলি ম্যালোনের মাথা দেখা যাচ্ছে, জ্বলজ্বল করছে ওটার চোখ, ঠিক আকাশের তারার মত। মৃদু হ্রেষাধ্বনি করল মেয়ারটা।

'মলি ম্যালোন!' বিস্ময় আর উত্তেজনায় কাঁপা শোনাল পলের কণ্ঠ।

'ঘোড়াটাকে চেনো তুমি?'

'মাত্র একবার দেখেছি, কিন্তু ভুলে যাইনি, স্যার!'

'আমাকে চেনো তুমি?'

নীরব হয়ে গেল ছেলেটা। উজ্জ্বল কৌতূহলী চোখে জরিপ করছে ওকে,

বইঘর.কম

কিন্তু উত্তরে কিছুই বলল না। মহিলাকে বেরিয়ে যেতে দেখল জেসন, খানিক পর বাইরে পাখা ঝাপটানির শব্দ শোনা গেল।

'দারুণ সাপার করতে যাচ্ছ তুমি, স্যার!' বলল ছেলেটা।

হাতে একটা মুরগী নিয়ে কেবিনে ঢুকল মহিলা, এইমাত্র গলা কাটা হয়েছে ওটার। 'মনে হচ্ছে তোমাকেই চমক উপহার দিয়েছি আমরা, মি. আরমিন,' সহাস্যে মন্তব্য করল পল।

'মলির ব্যাপারে আগ্রহী তুমি, তাই না?'

ছেলেটা মুখ খুলতে যেতে বাধা দিল মহিলা। 'চুপ করো, বাছা। এই ভদ্রলোকের সাথে আলাপ করার মত যথেষ্ট বয়স এখনও হয়নি তোমার। যাক্‌গে,' হেসে জেসনের দিকে ফিরল মহিলা, স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিক হাসি দেখা গেল মুখে। 'তোমাকে এখানে পেয়ে সত্যি আনন্দিত হয়েছি। ধনী হতে না পারি, কিন্তু সামান্য সাপারের বিনিময়ে তোমার কাছ থেকে টাকা নেব, তেমন মানুষ নই আমরা, মি. আরমিন!'

দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল জেসন, উপত্যকায় সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না।

'নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, নিজের বাড়ির মত নিরাপদ এই জায়গা। বিল গ্লিসনকে মরতে দেখলে যতটা শান্তি পেতাম, তোমাকে দেখে ঠিক ততটাই পাচ্ছি আমরা!'

'অ্যাপাচী থেকে সারাটা পথ তোমাকে ধাওয়া করেছে ওরা, তাই না?' জানতে চাইল ছেলেটা।

'হ্যাঁ।'

'তোমাকে ধাওয়া করতে গিয়ে তিনটা ঘোড়াকে খুন করেছে ওরা!'

'ওদের কোন ঘোড়াকে পড়ে যেতে দেখিনি আমি, বাছা।'

'কিন্তু আমি দেখেছি। আচ্ছা, গ্লিসনের ঘোড়ার রঙ কেমন ছিল, বলো তো?'

'বাদামী একটা চেস্টনাট।'

'উপত্যকার মুখে মুখ থুবড়ে পড়ে যায় ঘোড়াটা। সমানে ওটাকে গালাগাল করছিল গ্লিসন, শেষে পিস্তল বের করে বলল: "এই জঘন্য ঘোড়াই ডুবিয়েছে আমাকে! এই যে, বিশ্রামের টিকেট দিয়ে দিচ্ছি তোকে!" তারপর চেস্টনাটের মাথায় গুলি করেছে সে। ওর মুখের হাসি দেখেছি আমি, একটা নেকড়ের মত দেখাচ্ছিল ওকে, মনে হচ্ছিল আশপাশে কাউকে পেলে তার শরীরে দাঁত বসিয়ে দিতে পারলেই ওর রাগ কমবে।'

'ঠিক তাই করবে ও!' উষ্মার সাথে যোগ করল মহিলা। 'ও হচ্ছে একটা মানুষখেকো শয়তান! ঠাণ্ডা মাথার খুনী! কেউ যদি ওকে দমাতে না পারে, একদিন হয়তো সত্যিই অন্যের রক্ত পান করবে!'

Boighar.com

'এখানকার বেশিরভাগ লোকের ধারণা কি তোমাদের মত?'

'আমরা অন্তত তাই মনে করি–আমি এবং আমার স্বামী। পল-কে জিজ্ঞেস করে দেখো গ্লিসনকে কি চোখে দেখে ও।'

আচমকা জল ছাপিয়ে উঠল ছেলেটার চোখে। 'একদিন যখন বড় হব আমি, ওর সামনাসামনি দাঁড়াব!' সজল চোখে, কাঁপা কণ্ঠে প্রতিজ্ঞা করল পল, কিন্তু চোখের গভীরে সাহস আর প্রত্যয় দেখা যাচ্ছে।

'ব্যাখ্যা করছি তোমাকে,' খেই ধরল মহিলা। 'কখনও জন ক্র্যাকেনের নাম শুনেছ?'

মাথা ঝাঁকাল জেসন।

'কি শুনেছ ওর সম্পর্কে?'

'ঠিক কি জানতে চাইছ, ম্যা'ম?' সতর্ক কণ্ঠে বলল ও।

'ভাল বা মন্দ, কি শুনেছ?'

'ওর সম্পর্কে যারাই আলাপ করছিল, বলছিল সত্যিই সাহসী মানুষ ছিল সে।' যে কোন দিকেই খাটবে কথাটা, নীরব বিস্ময়ের সাথে ভাবল জেসন, এবং মূল অর্থও বদলে দেয়া যাবে। জন ক্র্যাকেন রহস্যময় এক বন্দুকবাজ, ভাল-মন্দে মেশাল এক আউট-ল।

'সাহসী মানুষ! হ্যাঁ, স্যার, সত্যিকার মানুষ! এবং গ্লিসনের লোকেরাও তা ভাল করে জানত, এজন্যেই পেছন থেকে গুলি করে মেরেছে ওকে!'

'কাপুরুষের কাজ।'

'শয়তানও এমন জঘন্য কাজ করে না! সামনে দাঁড়িয়ে ভাল ভাল কথা বলছিল, কিন্তু আগেই পেছন থেকে খুন করার আয়োজন করে রেখেছিল। ওই পিশাচটা ছাঁড়া আর কে করবে এমন কাজ? শয়তান গ্লিসনের কাজই এমন! জনির সাথে কথা বলছিল সে, এবং পেছন থেকে সঙ্গীরা খুনটা করেছে। তুমিও নিশ্চই শুনেছ, আরমিন?'

'হ্যাঁ, শুনেছি,' একমত হলো ও।

'শুনলাম গ্লিসনকে হারিয়ে দিয়েছ তুমি! ওর কাছ থেকে এতটাই ছিনিয়ে নিয়েছ যা সারা জীবনে পেতে পারে সে! সত্যি নাকি?'

'কিছুটা।'

'ঈশ্বর তোমার সহায় হোন! আমি সবসময়ই প্রার্থনা করেছি গ্লিসনের কাছ থেকে কেউ যদি কিছু ছিনিয়ে নেয়, সেটা যেন ওর প্রাণ হয়, কারণ কেবল তাতেই পিশাচটার শয়তানি বন্ধ হবে!'

ফ্রাইং প্যানে হিসহিস শব্দ শুনে খিদে চাগিয়ে উঠল জেসনের, হাত বাড়িয়ে গ্লাসে পানি ঢেলে পান করল। টেবিল সাজানোর ফাঁকে ওকে খেয়াল করল মহিলা, মৃদু হাসল। টেবিলের ওপর থেকে শটগান তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল পল।

বইঘর.কম

'এখানে নিরাপদে থাকতে পারবে তুমি,' বলল মহিলা। 'খরগোশের মত খাড়া আর তীক্ষ্ণ পুলের কান, ওকে ফাঁকি দিয়ে উপত্যকায় ঢুকতে পারবে না কেউ। তাছাড়া কুকুরটাও আছে, অচেনা কাউকে দেখলেই চিৎকার শুরু করবে।'

'কিন্তু গ্লিসন বা ওর দলবলের এখানে আসার সম্ভাবনা কম। এত ধকল যাওয়ার পর মনে হয় না আবার রাইড করবে ওরা। পল যদি কিছু করেই, তো দয়া করে আমার ঘোড়াটার যত্ন নিতে বলো ওকে, ম্যা'ম।'

'পল!' গলা চড়িয়ে ছেলেকে ডাকল মহিলা।

দরজায় দেখা গেল পলকে, ছুটে আসায় হাঁপাচ্ছে।

'মলি ম্যালোনকে বার্নে নিয়ে যাও। ভাল খড় আর ওট দিয়ো ওকে।'

খাওয়া শেষে কফির মগে চুমুক দিল জেসন। 'এবার বিদায় নেব আমি, ম্যা'ম। তোমাদের অনেক দয়া, কিন্তু খাবারের দাম আমার কাছ থেকে নিতেই হবে।'

'না।'

'না নিলে সত্যিই দুঃখ পাব। তাছাড়া, গ্লিসন যদি আমার খোঁজে এখান পর্যন্ত আসে, আমাকে আপ্যায়ন করার জন্যে হয়তো খেপে যাবে তোমাদের ওপর, তাই না?'

'এই বাড়িতে কখনোই মুখ দেখাবে না সে, সেই সাহস নেই ওর! ও ভাল করেই জানে এখানে এলে কি হবে। শেরিফ অবশ্য মাঝে মধ্যে আসে। তাকে কিংবা গ্লিসনকে, কাউকেই ভয় পাই না আমরা। শেরিফ নিশ্চই গ্লিসনের মত অসৎ নয়?'

'তাহলে আমার কাছ থেকে টাকা নেবে না তোমরা?'

'একটা পেনিও নয়। আমার মানুষটা যদি বাড়ি ফিরে শোনে তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছি, কি মনে করবে? গ্লিসনের ন্যূনতম ক্ষতি করার জন্যে নিজের নাক কাটতেও রাজি আছে সে।'

'গ্লিসনকে ঘৃণা করে?'

'বোধহয় ওর ছায়াকেও ঘৃণা করে!'

'গ্লিসনের সাথে কিছুটা শোধ-বোধ হয়েছে আমার। আমার ভাইয়েরও।'

'তাই?' সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল মহিলা। 'আমার দেবরও ঝামেলায় পড়েছিল ওর সঙ্গে। একসময় গ্লিসনের সাথে কাজ করত বেচারা জেরি। শয়তানটার সাথে একবার জড়ালে কেউই ফিরে আসতে পারে না।'

'সরে আসার চেষ্টা করেছিল?'

'হ্যাঁ, হঠাৎ বদলে গিয়েছিল জেরি। হয়তো কেট লরেন্সের কারণেই, মেয়েটা নাকি ওর উদ্দেশে হেসেছিল। সেই থেকে সবকিছু ছেড়ে ভাল হয়ে যাওয়ার চেষ্টায় ছিল জেরি। গ্লিসনকে সরাসরি নিজের দলত্যাগের কথা

Boighar.com

জানায় ও।'

'হেসেছিল···কেট লরেন্স?'

'হ্যাঁ, প্রচুর। আমার ধারণা, আজকের ঘটনা যা শুনেছি, নিশ্চই তোমার উদ্দেশেও হাসি উপহার দিয়েছে মেয়েটা?'

'ওর সম্পর্কে খারাপ কিছু শোনার ইচ্ছে নেই আমার।'

'নিশ্চই, সেটাই স্বাভাবিক। আমি নিজেও ওকে পছন্দ করি খুব। ···জেরি নিজের মতামত জানাতে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে গ্লিসন। বোকা বলে তিরস্কার করেছে ওকে, আর ভালমত ভেবে দেখার জন্যে দশ দিন সময় দিয়েছিল।

'ফিরে এসে আমাদের সাথে এ নিয়ে আলোচনা করেছিল জেরি। আমার স্বামী ওকে দেশছাড়া হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল, বলেছিল ওই আট-দশ দিনে যতদূর পারে যেন চলে যায় ও। কিন্তু পাত্তা দেয়নি জেরি, কেট লরেন্সের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না ওর। দেখতে দেখতে দশ দিন পেরিয়ে গেল, তারপর একদিন ড্যানি ফিঞ্চ এল এখানে, জেরি তখন উপত্যকায় কাঠ কাটছিল।'

'ফিঞ্চ?'

'হ্যাঁ। জেরির সাথে কথা বলল সে। কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে অটল ছিল জেরি। সিদ্ধান্ত জেনে চলে যায় ফিঞ্চ, মলি ম্যালোনে রাইড করত ও তখন। পরের এক সপ্তাহে তেমন কিছুই ঘটল না। নয় দিন পর কাঠ বেচতে শহরে গিয়েছিল জেরি, আর ফিরে আসেনি। ওকে খুঁজতে বেরিয়েছিল আমার স্বামী। ট্রেইলে জেরির ল্লাশ পায় সে, পেছন থেকে গুলি করা হয়েছে।'

'পেছন থেকে?'

'হ্যাঁ, কোন ঝুঁকি নেয়নি গ্লিসন। ইনজুনদের মত মুখোমুখি লড়ার চেয়ে পেছন থেকে খুন করাই পছন্দ ওদের। সবচেয়ে নিরাপদ উপায়, তাই না? আমার স্বামী যখন খুঁজে পায় জেরিকে, তখনও বেঁচে ছিল ও। মরার আগে একটা শব্দই উচ্চারণ করতে পেরেছিল জেরি–গ্লিসন।

'মাথা গরম করে গ্লিসনের পিছু নিতে চাইছিল আমার স্বামী, কিন্তু তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে নিরস্ত করেছি। কিছুদিন খাবারের টেবিলে স্বামীর বিষণ্ন মুখ দেখতে হয়েছে আমাকে, ঘৃণার সাথে যেন খাবার গিলত ও। পরে, একদিন ফিঞ্চ এসে খাবার চেয়েছিল। কিন্তু ও সাফ বলে দিয়েছে গ্লিসন বা ওর দলের কাউকে খাবার তো দেবেই না, বরং ফের কেউ যদি এই কেবিনের আশপাশে আসে, সরাসরি গুলি করবে।

'ভীতু নয় ফিঞ্চ। কিন্তু সেদিন তর্ক করেনি ও, কোন ঝামেলাও করেনি। ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরে গিয়েছিল সে, এবং গ্লিসনের কোন লোক আর এই উপত্যকায় আসেনি। ঈশ্বরকে সেজন্যে ধন্যবাদ। এবার বুঝেছ তো, কেন

গ্লিসনের কোন শত্রুর কাছ থেকে টাকা নেওয়ার সাহস নেই আমার? ইচ্ছেও নেই।'

উঠে দাঁড়াল জেসন। 'তোমাদের জন্যে কি কিছুই করার নেই আমার?'

'হ্যাঁ, আছে। সত্যিই হয়তো আমাদের জন্যে একটা কাজ করতে পারো তুমি, সেটা আশপাশের ভাল মানুষগুলোর জন্যেও হতে পারে, যদি সত্যিই করতে পারো। মনে হয় না ওই কাজ করার সাহস বুকে নিয়ে বেঁচে আছে কেউ! শয়তানটাকে খুন করো, আরমিন! গির্জায় হাজার দিন প্রার্থনা করার চেয়ে মূল্যবান কাজ হবে সেটা, এবং এ বাড়িতে তারচেয়েও বেশি মর্যাদা পাবে!'

'তারমানে তুমি চাও এখান থেকে বেরিয়ে ওকে খুন করি আমি?'

'কাজটা তোমার পক্ষে সম্ভব। জীবনের আনন্দ কিভাবে উপভোগ করো তুমি? সবাই তো তাই বলে তুমিও ওর চেয়ে কম যাও না! আশপাশে কয়েকশো মাইলের মধ্যে তোমার নাম ছড়িয়ে পড়েছে, এমন সাহস কে দেখাতে পারত! এড লিন্টন আর স্যারা লস ক্যাভালসবাসীকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে এসেছ তুমি, গ্লিসন আর ওর দলের কথা নাই-বা বললাম। শত্রুদের অ্যাপাচী ক্রসিংয়ে নিয়ে গেলে, তোমার জন্যে ফাঁদ পেতে অপেক্ষায় ছিল লোকগুলো, কিন্তু স্রেফ হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসেছ। না, কখনও নিজেদের ব্যর্থতার কথা বলবে না ওরা, কিংবা এ ক'দিনে যে শিক্ষা পেয়েছে, তা-ও কখনও ভুলবে না!'

কথা বলার সময় ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল মহিলা, উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল মুখ। জেসন বুঝতে পারল লস ক্যাভালসে পৌঁছার পর থেকে ক'দিনের ঘটনায় কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে ও। আজ রাতে এই উপলব্ধি হলেও, ড্যানিয়েল ফিঞ্চের সাথে যখন মরুভূমির ওঅটর হোলে দেখা হয়েছিল, ওর ধারণা ছিল জীবনটা অদ্ভুত ভাবে বদলে গেছে, অবিশ্বাস্য সব ঘটনা দ্বিধান্বিত করে তুলেছিল ওকে।

বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল ও। স্টেবলে এসে দেখল দানাপানি শেষ করে ফেলেছে মলি, ওট শেষ করে খড়ের সদ্ব্যবহার শুরু করেছে। দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল জেসন, নিদারুণ আগ্রহের সাথে ঘোড়ার খাওয়া দেখল। জানে হারানো শক্তি ফিরে পাচ্ছে মেয়ারটা, এবং মলির সামর্থ্যের ওপর ওর নিজের জীবন নির্ভর করছে। তাছাড়া এরই মধ্যে ঘোড়াটাকে রীতিমত ভালবেসে ফেলেছে জেসন, ক্ষুধার্ত বাচ্চার খাওয়া যেমন সস্নেহে দেখে বাবা-মা, তেমনি দেখছে ও।

স্যাডল পরানোর সময় দরজায় দেখা গেল পলকে। 'সত্যিই চলে যাচ্ছ? আমাদের এখানেই থাকতে পারতে।'

'তাড়া আছে আমার, বাছা।' পকেট থেকে একটা রত্ন বের করে কাগজে

Boighar.com

মুড়ে ছেলেটার হাতে ধরিয়ে দিল ও।

'এটা কি?'

'তোমার মা-কে দিয়ো, বোলো এটা গ্লিসনের পক্ষ থেকে–যদিও এ ব্যাপারে কিছুই জানে না সে!'

'নিশ্চই দেব, স্যার। ইচ্ছে করছে তোমার সাথে রাইড করে খুঁজে বের করি পিশাচটাকে। তাই তো করবে তুমি, তাই না?'

'যদি সম্ভব হয়, বাছা, তাই করব আমি। বিদায়!'

*

আধা-শঙ্কর একটা ধূসর রঙের সোরেলে রাইড করছে বিল গ্লিসন। সকালের সূর্য তেতে ওঠেনি এখনও, তাছাড়া গাছপালা থাকায় যথেষ্ট ছায়া পাচ্ছে চলার পথে।

বিশালদেহী মানুষ সে। বিশাল ধড়, চওড়া বুকের ছাতি। যে ঘোড়ায় রাইড করবে স্বভাবতই সেটাও বিরাট আকারের এবং শক্তিশালী। পরিপাটি পোশাক পরার ব্যাপারে অনীহা আছে ওর, সাধারণত এসব ব্যাপারে উদাসীন সে। আজ মাথায় সমব্রেরো নেই, বদলে রঙ ঝলসে যাওয়া একটা ফেল্ট হ্যাট রয়েছে, ব্যান্ডের কাছে ঘামের দাগ বসে গেছে। চেক ফ্ল্যানেল শার্ট, ব্যানডানা, বাদামী রঙের চ্যাপস এবং টেকসই মোটা সূতীর ট্রাউজার পরনে ওর। আর ঘোড়াটা একেবারেই সাদাসিধে, কিন্তু শক্তিশালী এবং তেজী।

পাহাড়ের কিনারায় এসে নীল জিন্স পরা এক লোককে দেখে থামল ও। লোকটার হাতে একটা রাইফেল, নাস্তার আয়োজনে শিকারের প্রত্যাশায় আছে যেন। বিশাল একটা স্প্রুসের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে নড করল গ্লিসনের উদ্দেশে। কিন্তু গতি কমাল না গ্লিসন, হাত নেড়ে নিজের জায়গায় ফিরে যেতে বলল লোকটাকে।

কয়েকশো গজ এগোনোর পর আরেকজনকে দেখতে পেল গ্লিসন। পাঞ্চারের পোশাক পরা এক লোক, একটা মাসট্যাঙে রাইড করছে, ট্রেইলের মাঝখানে মুখোমুখি হলো ওর।

'কেমন চলছে সব?'

'কোন ঝামেলা হয়নি এখনও।'

'মেয়েটা কোথায়?'

'ডানের উপত্যকায় আছে।'

'কোন খবর পেয়েছ?'

'না, স্রেফ মিলিয়ে গেছে হারামজাদা!'

গ্লিসনের অধীন লোকেরা জেসন আরমিনের ব্যাপারে সচেতন, খুব ভাল ভাবেই সচেতন, কারণ এ ক'দিনে এদেরকে ভালই ভুগিয়েছে জেসন। গ্লিসন ওদের কাছে একটা আদর্শ হলেও সেই মনোভাবে ক্রমশ চিড় ধরতে শুরু

বইঘর.কম

করেছে, কারণ এই প্রথম নেতাকে ব্যর্থ হতে দেখেছে ওরা। তাছাড়া ক্লান্তির কারণে নিজেরাও অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

শুধু এবারই সারা দুনিয়ার চোখে বোকা বনেছে বিল গ্লিসন, চরম বিস্ময় নিয়ে তা দেখেছে সবাই। কারণটা কেউই বুঝতে পারেনি। কোন ফাইটে শেষ পেনি বাজি ধরার পর লড়াইয়ে চ্যাম্পিয়নকে হারতে দেখার মতই ব্যাপারটা—নবীশ লড়িয়ে যেন প্রতিটি আঘাতে পর্যুদস্ত করে ফেলছে লড়াকু চ্যাম্পিয়নকে।

পুরো রেঞ্জ আরমিনের বিজয় আর অজেয় গ্লিসনের পরাজয় দেখে স্তব্ধ হয়ে গেছে। নিজের রাগ আর হতাশা চেপে রেখেছে সে, বরাবরের মত মাথা উঁচু করে চলাফেরা করছে এখনও। কিন্তু তলে তলে শীতল ক্রোধে ফুঁসছে।

পরের বাঁকে ডানে মোড় নিল গ্লিসন, কয়েকশো গজ এগিয়ে নিচু এক উপত্যকায় কয়েকটা সিডারের নিচে কেট লরেন্সকে দেখতে পেল। পড়ে যাওয়া একটা গাছের গুঁড়িতে বসে আছে মেয়েটা, পাশেই দাঁড়িয়ে আছে বাদামী একটা রোয়ান।

'সুপ্রভাত, কেট!' উইশ করল ও।

মৃদু হাত নাড়ল কেট, ওর ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহী মনে হলো না।

'তাহলে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিয়েছ ওকে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'ক্ষণিকের জন্যে নিজেকে আড়াল করতে পেরেছে আরমিন, অন্তত আমার তাই ধারণা।'

'হয়তো। আমার ধারণা কিন্তু অন্যরকম। ভীত খরগোশের মত ছুটছিল ও—জেসন নিজেই বলেছে।'

'এটাই ওর নামের শুরু?'

'হ্যাঁ, জেসন আরমিন।'

'কিন্তু জেস বলে ওকে এখনও ডাকছ না তুমি!'

'ওই নামে ডাকার মত অন্তরঙ্গতা হয়নি আমাদের। এখানে কি করছ তুমি, বিল?'

'কিছুই না।'

'উঁহুঁ, বিশ্বাস হচ্ছে না আমার।'

'আমি দেখতে চাই কিভাবে রোয়ানটাকে তোমার কাছে ফেরত দেয় আরমিন।'

'এরই মধ্যে ওটাকে ফেরত দিয়েছে ও।'

সন্দিহান চোখে কেটের দিকে তাকাল গ্লিসন। 'বিশ্বাস হচ্ছে না!'

দুই কাঁধ উঁচাল কেট, যেন গ্লিসনের বিশ্বাস-অবিশ্বাসে ওর কিছুই যায়-আসে না।

Boighar.com

'কাজটা প্রায় অসম্ভব ছিল,' খেই ধরল গ্লিসন। 'চারপাশে আমার লোকজন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, ওদেরকে ফাঁকি দিয়ে...'

'হ্যাঁ, লোকজন ছিল তোমার,' তিক্ত, অধৈর্য স্বরে বলল কেট। 'কিন্তু তোমার লোককে এই প্রথম ফাঁকি দেয়নি জেসন। নিশ্চিন্তে তোমাদের ফাঁদে পা দিয়েছে ও, তারপর বেরিয়েও গেছে, একটা আঁচড়ও লাগেনি গায়ে!'

স্যাডল ছেড়ে কেটের পাশে গিয়ে বসল গ্লিসন। 'এই জায়গাটা দারুণ, তাই না? একেবারে শান্ত, নিরিবিলি।' গাছের ফোকর দিয়ে চোখে পড়া সকালের উজ্জ্বল সূর্যের দিকে তাকাল ও।

'আমাকে খবর পাঠালে কেন, বিল?'

'তোমার সাথে কথা বলার দরকার ছিল। লরেন্স হাউসের কাছে আমাকে দেখতে পেলে তোমার বাবা হয়তো হার্টফেল করেই মারা যাবে, তাই বাধ্য হয়ে খবর পাঠাতে হলো।'

'বাবা তোমাকে পছন্দ করে না।'

'তুমি কি মনে করো শেষপর্যন্ত জিততে পারবে আরমিন?'

'তোমার সাথে টেক্কা দিয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'আমার মনে হচ্ছে তোমাকে হারাবে ও, বিল।'

নড করল গ্লিসন, যেন নিজের মনে নাড়াচাড়া করে দেখছে সম্ভাবনাটা। 'ঠিক বুঝতে পারছি না,' শেষে খানিকটা নিস্পৃহ সুরে বলল। 'এমন নয় যে এই প্রথম কারও সাথে টেক্কা দিয়ে হেরেছি, কিংবা কারও সাথে ঝামেলা হয়েছে আমার! লোকজন বলবে বিল গ্লিসন ভাঙতে শুরু করেছে। এমনকি তুমিও বলবে, কেট। ভাবতেই অবাক লাগছে!'

'অবাক হওয়ার কথাই। এর আগে বহু ঝামেলায় পড়েছ, এবং উতরেও গেছ। কিন্তু এ ব্যাপারটা বোধহয় একটু ভিন্ন।'

'আসলে বলতে চাইছ আরমিন একটা ট্রাউটের মতই পিচ্ছিল, অনায়াসে আমার হাতের মুঠি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে?'

'কিছুটা হলেও তাই বোঝাতে চেয়েছি আমি, যেখানে শেরিফ আছে তোমার সাথে!'

লাল হয়ে গেল গ্লিসনের মুখ।

'তাছাড়া তোমার পকেটে হাত ঢুকিয়ে পকেটগুলো খালি করে ফেলেছে জেসন।'

ঘোলাটে অদ্ভুত চোখজোড়া স্থির হলো কেটের ওপর, ওর কণ্ঠের চাপা ভর্ৎসনা টের পেলেও গ্রাহ্য করল না সে। কাঁধ সামান্য নাচাল গ্লিসন, দৃঢ় চোয়ালের একটা পেশী কাঁপছে, আর কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না।

বইঘর.কম

'শুনলাম,' বলতে থাকল কেট। 'ফিঞ্চের কৌশল অনুযায়ী জেসন যখন মলিকে নিয়ে লস ক্যাভালসে এসেছিল, ফিঞ্চ আশা করেছিল তার সাথে জেসনকে গুলিয়ে ফেলবে তুমি, খুন করবে ওকে। এটা কি সত্যি?'

'কি মনে হয় তোমার?' সাবধানী অসন্তোষের ছাপ পড়ল গ্লিসনের চেহারায়। তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করছে কেটকে, চোখ সরু হয়ে এসেছে।

'যে কোন কিছু হতে পারে।'

'হয়তো। আমি তো জানতাম ড্যানি ফিঞ্চকে পছন্দ করো তুমি।'

'করতাম, কিছুটা। পরে জানতে পারলাম জেসনের সাথে কি জঘন্য চালিয়াতি করেছে ও, এসব জানার পরও···' থেমে গেল কেট, কথাটা শেষ করার ইচ্ছে হলো না। 'কিন্তু তুমি দেখছি এ ব্যাপারে বেশ উদার, ফিঞ্চকে আবারও দলে নিয়েছ।'

'ওকে আমার দরকার এখনও। পুরানো ঝগড়া জিইয়ে রেখে লাভ কি!'

'কিন্তু সেই পুরানো ঝগড়ার সঙ্গে অন্তত কয়েকজনের রক্ত মিশে রয়েছে, আমার ধারণা।'

ক্ষীণ হাসি দেখা গেল গ্লিসনের মুখে। 'আরমিন কিন্তু আমার হাতের মুঠোর ভেতর আছে, একেবারে হাতের তালুতে।'

'তাই কি? ওকে ধরার ফাঁদটা কোথায়?'

'তুমি, কেট। তোমার জন্যে ফিরে আসবে ও। তোমার কারণেই এখানে আছে, নইলে অনেক আগেই এ তল্লাট ছেড়ে চলে যেত।'

'ইচ্ছে করলেই বেরিয়ে যেতে পারবে ও, ভাগ্যও ওর পক্ষে আছে।'

'অ্যাপাচী ক্রসিংয়ে যেমন ছিল?' তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেল গ্লিসনের কণ্ঠে।

'হ্যাঁ।'

'কিছুটা হলেও ভাগ্যের সহায়তা পেয়েছিল আরমিন, তাছাড়া দারুণ ওই ঘোড়াটা সঙ্গে ছিল ওর। কিন্তু এ ব্যাপারটা ভিন্ন, এখানে যদি থাকে ও, শেষপর্যন্ত ঠিকই ধরা পড়বে।'

'আমার ধারণা ব্যাপারটা আটকাতে পারব আমি।'

'মনে হয় না। নিরাপদ একটা সমাধান আছে আমার কাছে,' ক্রূর হাসি দেখা গেল বিল গ্লিসনের ঠোঁটের কোণে, পকেট থেকে সীল করা একটা খাম বের করে এগিয়ে ধরল সে, খামের ওপর জেসন আরমিনের নাম লেখা। 'ওকে এটা দেবে তুমি।'

'কি আছে এতে?'

'কোন বিষ নয়, নিশ্চিত থাকতে পারো,' এখনও হাসছে গ্লিসন।

'যদি না দেই?'

তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে কেটকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল বিল গ্লিসন। তারপর স্রেফ নিস্পৃহ কণ্ঠে ঘোষণা করল: 'তাহলে তোমাকেই দুঃখ করতে

Boighar.com

হবে।'

'কিন্তু কেন তোমার কথা শুনব আমি?'

'কারণ এটাই হচ্ছে একমাত্র সমাধান।'

'তোমার জন্যে, তাই না?'

'সবার জন্যে। এভাবেই নিষ্পত্তি হবে সবকিছুর।'

আনমনে খামের দিকে তাকিয়ে থাকল কেট লরেন্স। 'কাজটা করা উচিত হবে না, তাছাড়া ওর সাথে হয়তো দেখাই হবে না আমার।'

'হবেই না, তাও নিশ্চিত নয়।'

'কি জন্যে তোমার মনে হলো এই এলাকা ছেড়ে যায়নি জেসন?'

'দুটো উপযুক্ত কারণ দেখাতে পারব। দীর্ঘ ছোটাছুটির পর মলিকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম দিচ্ছে ও, কিন্তু তারচেয়েও বড় কারণ–তোমার সাথে দেখা করতে আসবে ও।'

আচমকা উঠে দাঁড়াল কেট। 'বাড়ি ফিরে যাচ্ছি আমি।'

'যাও।'

স্যাডলে চড়ল কেট।

'তুমি হয়তো জানো, কেট, যা কিছু চেয়েছি বরাবরই পেয়ে এসেছি আমি,' গ্লিসনের চোখে ঠাণ্ডা উদ্ধত দৃষ্টি, শীতল পাথরের মতই কঠিন। 'অন্যরা এসেছে, চলেও গেছে, কিন্তু আমি লেগে আছি এখনও, থাকবও। এটাই ভাবতে হবে তোমাকে।'

স্পার দাবিয়ে ঘোড়াটাকে ছুটিয়ে দিল কেট, দ্রুত সরে এল গ্লিসনের কাছ থেকে–খানিকটা ভয়ে, খানিকটা বিতৃষ্ণা আর তিক্ততায়।

একই জায়গায় বসে থেকে মেয়েটিকে যেতে দেখল বিল গ্লিসন, নীরব কৌতূহলে মাথা কিছুটা হেলে আছে এক দিকে। এখনও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না জেসন আরমিনের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছে কেট, ভাবতেই ঈর্ষায় পুড়ে যাচ্ছে সে।

ধৈর্য ধরতে জানে ও, বেড়াল যেমন ইঁদুরের গর্তের মুখে ধৈর্য ধরে অপেক্ষায় থাকে, ঠিক ততটাই অপেক্ষা করতে রাজি আছে। তারপরও যদি মেয়েটির মানসিকতা বদলে যায়!

স্যাডলে চড়ে ধীর গতিতে লস ক্যাভালসের দিকে এগোল গ্লিসন। মাইল দুই এগোতে এক রাইডারের সাথে দেখা হলো। একটা বে ঘোড়ায় রাইড করছে সে, স্যাডল পরানো একটা মাসট্যাঙও আছে সঙ্গে। শক্তিশালী ঘোড়াটায় চড়ে নিজের পথে এগোল গ্লিসন, কোন বাক্যব্যয় হলো না লোকটার সাথে।

অধীন লোকদের সঙ্গে আন্তরিক হওয়ার চেষ্টা ধাতে নেই ওর। অযথা শব্দ খরচ করার চেয়ে কাজে বিশ্বাসী সে, প্রয়োজনে কঠিন হতে দ্বিধা করে

বইঘর.কম

না। জানে অন্যরা ঈর্ষা বা অসন্তোষের সাথে দেখে ওকে, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করে না গ্লিসন, কেবল ভবিষ্যতের দিকেই ওর নজর। এ পর্যন্ত আইন ওর পিছু না নেওয়ার কারণ বোধহয়–যদিও সবাই বলে অপরাধ করেই বেঁচে আছে ও–নিজের কীর্তি সম্পর্কে বলে বেড়ায় না সে। বরং সুযোগ পেলে আইনকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত। আপাতত একটা পরিকল্পনা খেলা করছে ওর উর্বর মস্তিষ্কে, আজীবন যা কামিয়েছে তারচেয়ে হাজার গুণ দামী পুরস্কার পড়ে আছে সামনে।

পরিকল্পনাটা সত্যিই দারুণ, এত চমৎকার পরিকল্পনা এর আগে করেছে কিনা সন্দেহ। কাজ হওয়ার সম্ভাবনা ষোলো আনা। কারণ আইনের হাতকে ব্যবহার করার সুযোগ আছে, যে আইন ওর জন্যে গলার কাঁটা হতে পারত তাকেই ব্যবহার করবে নিজের স্বার্থে। ফলাফলটা আগাম চিন্তা করতে অজান্তে পুলকিত হয়ে উঠছে গ্লিসন।

ভর দুপুরে লস ক্যাভালসে পৌঁছল ও। তপ্ত হলকা ছড়াচ্ছে সূর্য। রাস্তা-ঘাট একেবারেই ফাঁকা, এমনকি কুকুর বা মুরগীগুলোও রোদ এড়িয়ে চলছে। মাঝে মধ্যে দু'একটা বিড়ালকে রাস্তা পেরিয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে। সূর্যের তাপ আর উজ্জ্বল রোদ বাদ দিলে, লস ক্যাভালসের এ চিত্র যেন রাতেরই ছবি।

চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি চালাল গ্লিসন, ফের নিকট ভবিষ্যৎ ভেবে নীরব বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। বহু বড় শহরে নিজের ভাগ্য পরখ করেছে ও, প্রাপ্তির পরিমাণও কম ছিল না, কিন্তু তুলনামূলক সহজ ছিল সেসব। দুটো দিন পেরোনোর আগেই প্রাচুর্যের অধিকারী হবে সে, এমন প্রাচুর্য যা কখনও কল্পনাও করতে পারেনি।

সরাসরি শেরিফের অফিসে গেল ও। কিন্তু পাওয়া গেল না শেরিফকে, এক কেরানির কাছে জানতে পারল এড লিন্টন আছে অফিসে। ওর প্রশ্নের জবাবে লোকটা জানাল: হতাশা আর ক্ষোভের আগুনে পুড়ছে লিন্টন।

'ওকে বলো চ্যান্ডোজ দেখা করতে এসেছে।'

'চ্যান্ডোজ? নিশ্চই, বলছি এখুনি।'

লস ক্যাভালসের বেশিরভাগ মানুষই চেনে না গ্লিসনকে, নিজের পরিচয় বলে বেড়ানোর ইচ্ছেও নেই ওর। অলিখিত একটা নিয়ম মেনে চলে সে–কাজের চেয়ে আসলে কারও মুখের কথাই বেশি বিপজ্জনক, প্রবাদটা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে গ্লিসন।

ডেপুটির অফিসে নিয়ে আসা হলো ওকে। ডেস্কের পেছনে বসে ছিল সে, মাথায় ব্যান্ডেজ ছাড়াও এক চোখের ওপর শুকনো রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু অন্য চোখে বরাবরের মত রাগ আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। স্থির দৃষ্টিতে অতিথির দিকে তাকিয়ে থাকল লিন্টন। 'তুমিই চ্যান্ডোজ?'

Boighar.com

'হ্যাঁ।'

'এবং গ্লিসনও, তাই না?'

'হয়তো।'

'আমার অফিসে এসেছ, সাহস আছে তোমার!' তপ্ত স্বরে বলল লিন্টন। ক্রোধের বদলে বরং খানিকটা বিস্ময়ই প্রকাশ পেল।

পাথুরে নির্লিপ্ততা বিল গ্লিসনের মুখে। জেসন আরমিনের ব্যাপারে নিজের ব্যর্থতা পুষিয়ে নেয়ার জন্যে প্রয়োজনে খাঁচাভরা বাঘের মুখোমুখি হতেও রাজি আছে লিন্টন, ভাল করেই জানে ও। 'সাহসের কি আছে!'

'তোমার যা খ্যাতি!'

'আইনের অফিসারের কাছে আসতে সাহস লাগে নাকি!'

'ব্যাপারটা তোমার জানা আছে দেখে বিস্মিত হচ্ছি।'

'তাই? কিন্তু উপযুক্ত কারণ বা ওয়ারেন্ট ছাড়া আমার বিরুদ্ধে কিছুই করার নেই তোমার।'

'অ,' ঠোঁট বাঁকিয়ে সরু করল লিন্টন, চোখে সন্দিহান দৃষ্টি। 'কিন্তু কি দেখে এই ধারণা হলো তোমার? বিল গ্লিসন কি জিনিস তা ভালই জানা আছে আমার,' বলে থেমে গেল সে, একটা হাত তুলেছে গ্লিসন, ঘোলাটে চোখে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা যাচ্ছে।

'নিশ্চই আমার সম্পর্কে অনেক জানো তুমি,' বলল সে। 'কিন্তু সেটা আসল ব্যাপার নয়, অন্তত এখন। সাহায্য করার প্রস্তাব নিয়ে এখানে এসেছি আমি।'

'কি কাজে? তোমাকে অ্যারেস্ট করতে?'

ডেপুটির কণ্ঠের বিদ্রূপ গ্রাহ্য করল না গ্লিসন। 'আমার চেয়েও বেশি চাও এমন একজনকে চিনি আমি।'

'কে?'

'নিজেই নামটা উচ্চারণ করতে পারো তুমি, তাই না?'

'আরমিনের কথা বলছ?'

'ঠিক।'

'তুমি কি সত্যিই জানো তোমার চেয়ে ও-ই বেশি গুরুত্বপূর্ণ?'

'খুব বেশি নয়,' স্বীকার করল গ্লিসন। 'সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের দু'জনকে ভালই ঘোল খাইয়েছে আরমিন। আমার ধারণা তুমিও স্বীকার করবে!'

চোখ বন্ধ করে কি যেন বিড়বিড় করল ডেপুটি, রাগ আর ক্ষোভে তপ্ত শোনাল কণ্ঠ। 'আমাকে বোকা বানিয়েছে ও,' ঘোষণা করল সে। 'একেবারে হেনস্তা করে ছেড়েছে। কিন্তু সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি এখনও।'

'কোন পরিকল্পনা করেছ?'

'আরেকটা সুযোগ পাওয়ার আগে বিশ্রাম নেওয়ার ইচ্ছেও নেই আমার!'

বইঘর.কম

'তোমার হাতে সময় কিন্তু খুব কম। যে কোন মুহূর্তে পুবে চলে যাবে সে। তেজী ঘোড়া আছে সঙ্গে, একবার মরুভূমিতে পৌঁছতে পারলে আর ধরা যাবে না ওকে। হতে পারে দেখা তো পাবই না, ওর কথাও শুনতে পাব না কখনও।'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলল এড লিন্টন। 'তুমি কি ভাবছ, গ্লিসন?' নরম হয়ে এসেছে কণ্ঠ।

'এমন একটা কাজ আছে আমাদের হাতে, একার পক্ষে সামলানো বেশ কঠিন, প্রায় অসম্ভব বলা যায়।'

'ততটা কঠিন কিন্তু মনে হচ্ছে না আমার, ওর ভাগ্য বরাবরই...'

'শুধু ভাগ্যের জোরে সব বাধা উতরে যায়নি আরমিন,' বাধা দিয়ে বলল গ্লিসন। 'তোমার মুঠোর ভেতর ছিল ও, অথচ অনায়াসে বেরিয়ে গেছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমিও দু'বার কোণঠাসা করেছিলাম ওকে, কিন্তু প্রতিবারই নিরাপদে বেরিয়ে গেছে সে। শুধু ভাগ্যের দোহাই দিতে রাজি নই আমি। আসল ব্যাপার হচ্ছে খুব ধূর্ত, দুঃসাহসী এবং বেপরোয়া একটা শয়তান ও। আইন ধরতে চাইছে ওকে, আমিও চাই। আমরা যদি একাট্টা হতে পারি, এবার আর রক্ষে নেই ওর।'

'কিন্তু আইনের লোক তোমার সাথে জোট বাঁধতে যাবে কেন?'

'খুব কঠিন কথা বললে। ঠিক আছে, ধরে নিলাম পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্য মানুষ আমি। তাতে কিন্তু প্রমাণ হয় না যে জেসন আরমিনের দায়িত্ব এড়াতে পারবে তুমি।'

'নিজের কাজ আমি ভালই বুঝি, গ্লিসন।'

'কিন্তু ওকে ধরবে কিভাবে? উপায়টা জানা নেই তোমার। একটা সুযোগ তৈরি করে দিতে পারি আমি। নাকি আমার বুদ্ধি মনে ধরবে না?'

'শোনা যাক।'

'কিন্তু তার আগে জানতে চাই বিনিময়ে কি পাব, এমনিতে কিছু করতে রাজি নই আমি।'

'অ, তাহলে কি চাও ওর কাছ থেকে, ওর রক্ত?'

'সেটা আইনের ওপর ছেড়ে দেব, কারণ আইন সবসময় এই জিনিসই চেয়ে এসেছে। ওকে ধরার পর, ওর পকেটে যা থাকবে সব চাই আমার। ফেয়ার মনে হচ্ছে? আসল কাজ আমি করব, সবকিছু একেবারে তৈরি করে তোমার ওপর ছেড়ে দেব বাকিটা।'

দাঁত বের করে হাসল লিন্টন। 'লোকজন বলছে এরই মধ্যে তোমাকে নাকানি-চুবানি খাইয়ে ছেড়েছে ও।'

'ঠিকই শুনেছ,' অকপটে স্বীকার করল সে।

'এখন তুমি ওকে নাকানি-চুবানি খাইয়ে ছাড়তে চাইছ? যথেষ্ট তাড়া কি

Boighar.com

ওকে করোনি?'

'তাড়া করেছি–প্রায় ধরেও ফেলেছিলাম–কিন্তু জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে ও। এবার অন্য ভাবে চেষ্টা করব, আমি ওকে তাড়া করতে যাচ্ছি না বরং ওই তাড়া করবে আমাকে।'

শিস দিয়ে উঠল ডেপুটি, চোখে সন্দেহ। 'তাই?'

'নিশ্চিত থাকতে পারো।'

'তোমাকে কোথায় তাড়া করবে ও?'

'ধরো, আমি ওকে এখানে আসার আমন্ত্রণ জানালাম?'

বিস্ময় দেখা গেল ডেপুটির চোখে। 'মাথা খারাপ হয়েছে তোমার?'

'মনে হয় না।'

'কেন আসবে ও?'

'কোন কিছুর পরোয়া করে না আরমিন, এরই মধ্যে কি জানা হয়নি তোমার? এই শহরে আসবে ও, এবং এখানে এলে তোমার পিস্তলের নলের মুখে ওকে ফেলব আমি।'

'হয় গ্রেপ্তার হবে, নয়তো মরতে হবে ওকে।'

'কিন্তু অবিচল থাকতে হবে তোমাকে, লিন্টন, ওর ধাত ভালই জানা হয়ে গেছে আমার–আরমিনের শূটিং অসাধারণ।'

'ওকে কোন সুযোগই দেব না এবার।'

'কিন্তু আমার পাওনা?'

'ঠিক আছে, পাবে। যদি সত্যিই মূলোর লোভ দেখিয়ে ওকে আমার সামনে আনতে পারো। রান্নার কাজ তুমি সারবে, কিন্তু রোস্টটা শেষে আমার ভাগ্যে জুটবে।'

হাত বাড়িয়ে দিল গ্লিসন। স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ হাতটা দেখল এড লিন্টন, তারপর হাত মেলাল।

বারো

পড়ন্ত বিকেল। গাছের ফাঁক গলে মাটিতে নেমে এসেছে সোনালী রোদ, পাহাড়ের আনাচে-কানাচে প্রতিটি গুহাই আলোকিত হয়ে গেছে। সিডারের সারি পেরিয়ে উপত্যকায় ঢুকল ক্যাথেরিন লরেন্সের সোরেল, মূল ট্রেইল ছেড়ে এবার বামে এগোল। পাথুরে ঢালু পথ, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বোল্ডারের ফাঁক দিয়ে এগোতে হচ্ছে ওকে। ঢালু পথের শেষে ছোট্ট এক

বইঘর.কম

উপত্যকায় এসে পৌঁছল, স্টির‍্যাপের ওপর ভর দিয়ে শরীর উঁচু করে চারপাশে নজর চালাল, কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল।

উপত্যকার উল্টোদিকের গুহা থেকে এক অশ্বারোহীকে বেরিয়ে আসতে দেখল কেট, ট্রেইলের ওপর লেগে আছে লোকটির চোখ–ছোটার মধ্যেই দক্ষ ইন্ডিয়ানের মত ট্রেইল জরিপ করছে। একটু আগে যেখানে পৌঁছে বামে মোড় নিয়েছিল কেট, সেখানে এসে থামল না সে বরং একই গতিতে এগোল। কয়েক গজ এগোতে বোল্ডারের আড়ালে পড়ে গেল লোকটা, কিন্তু মিনিট দুয়েক পর পেছনে আরও দুই রাইডারকে দেখা গেল, নিরাপদ দূরত্বে থেকে প্রথমজনকে অনুসরণ করছে।

শেষ দুই রাইডারও হারিয়ে গেল বোল্ডারের আড়ালে। অজান্তে খানিকটা কেঁপে উঠল কেটের শরীর। সাথে একটা উইনচেস্টার আছে ওর, যে কোন পুরুষের মত সমান দক্ষতায় ওটা চালাতেও পারে। নার্ভাস ভঙ্গিতে অজান্তে একটা কাঁধ উঁচাল ও, তারপর স্পার দাবাল। রুক্ষ জমি ধরে এগোল ঘোড়াটা, আরও ওপরে উঠতে শুরু করল। কিছুটা এগিয়ে পাশের ট্রেইল ধরে ফের উপত্যকায় ফিরে এল, তারপর ফিরতি পথে এগোতে থাকল। সিডারের বন এড়িয়ে পাশের রুক্ষ ট্রেইল ধরে এগোতে থাকল, ক্রমশ ওপরে উঠছে। ঘন জুনিপার আর মেস্কিটে ভরা উপত্যকা পেরিয়ে ছোট্ট একটা ক্রীকের ধারে পৌঁছল কেট। পাহাড় থেকে নেমে এসে নিচের উজানের দিকে চলে গেছে পানির স্রোত।

ঘুরে পেছনে তাকাল কেট, বোঝার চেষ্টা করল সত্যিই লোকগুলোকে ফাঁকি দিতে পেরেছে কিনা, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারল না। ক্রীকের পাড় ধরে এগোতে শুরু করল ও, কয়েকশো গজ এগোনোর পর হঠাৎ সঙ্কীর্ণ একটা উপত্যকায় পৌঁছে গেল। সিডার আর পাইনের ঘন সারি জন্মেছে এখানে, পায়ের নিচে সবুজ ঘাসের গালিচা। পাইনের সুবাসমাখা বাতাস প্রায় ধাক্কার মত লাগল ওর কাছে। সহসা জেসন আরমিনকে দেখতে পেল, রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে একটা সিডারের পাশে। নীরব কৌতূহলে দেখছে ওকে।

'মনে হয় ঝামেলায় পড়েছ?' মন্তব্যের সুরে জানতে চাইল জেসন।

'হয়তো খসিয়ে দিতে পেরেছি ওদের, তিনজন,' স্যাডল ছাড়ার সময় উত্তরে বলল কেট, সোরেলকে বাঁধার প্রয়োজন মনে করল না, জানে দূরে কোথাও যাবে না ওটা। 'এখান থেকে সরে পড়া উচিত তোমার, জেসন। লোকগুলো আঠার মত লেগে থাকছে আমার পেছনে, যখুনি রাইড করতে বেরোই, অনুসরণ করছে ওরা। ওদের ধারণা আমাকে অনুসরণ করলে তোমার হদিশ পেয়ে যাবে। হয়তো তাই হবে, নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। কখনও আমার মনে হয়েছে বোকা বানাতে পেরেছি লোকগুলোকে, কিন্তু পরেই দেখি ঠিকই আমার ট্রেইল খুঁজে পেয়েছে। লোকগুলো দারুণ দক্ষ,

Boighar.com

বারবার একই ভাবে বোকা বানানো যাবে না।'

সব শোনার পর মৃদু নড করল জেসন। 'ঠিকই বলেছ, এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। মলিকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্যেই থাকছি।'

'ঘোড়াটা কোথায়?'

নিচু স্বরে শিস বাজাল জেসন। সিডারের সারির গভীর থেকে ত্রস্তা হরিণীর মত ছুটে এল মেয়ারটা, সামনে এসে কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল।

''একেবারে তাজা দেখাচ্ছে ওটাকে,' মন্তব্য করল কেট। 'এর আগে কখনও এতটা চাঙা দেখিনি ওকে।'

'এখন যদি ওর পিছু নেয় গ্লিসন, এবার আরও বেশি ঘোড়া ব্যবহার করতে হবে ওকে।'

প্রভুর কাছ থেকে সরে মেয়েটির দিকে এগোল মলি। মুখ দিয়ে খোঁচা মারল কেটের হ্যাটের ব্রিমে, কিন্তু হাত বাড়িয়ে মলির মুখ সরিয়ে দিল কেট। হাত-মুখ নাচিয়ে ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর ভঙ্গি করল, কিন্তু নিজেও জানে কাজ হবে না তাতে।

'কেউ ওর সাথে দুর্ব্যবহার করেনি কখনও,' বলল কেট। 'এমনকি ড্যানি ফিঞ্চও করেনি, আমার ধারণা! ভয় বলতে কিছু নেই ঘোড়াটার মধ্যে। পুরো এলাকায় বিখ্যাত হয়ে গেছে ও এখন। অ্যাপাচীর খবরের কাগজে গ্লিসনের ব্যর্থ অভিযানের দীর্ঘ বিবরণ বেরিয়েছে।'

'সবই কি সত্যি লিখেছে, কিছু বাড়িয়ে লেখেনি?'

'কিছুটা। তিন জায়গায় ছিল গ্লিসনের রিলে-ঘোড়া, কিন্তু সংখ্যাটাকে পাঁচ বানিয়েছে ওরা। আর, তোমাদের পুরো যাত্রাপথকে দ্বিগুণ লিখেছে। এই তো···না, পত্রিকায় লিখেছে তুমি যখন আমার দেখা পেলে তখন নাকি ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিলে, আমিই তোমাকে বাকবোর্ডে তুলে নিয়েছিলাম।

'পূর্ব-পশ্চিমে সব দিকে খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে,' খেই ধরল কেট। 'তোমাকে বেপরোয়া এক আউট-ল হিসেবে চিহ্নিত করেছে ওরা, এমন ভয়ঙ্কর এক লোক যে নিজের ভাইকে খুন করেছে এবং শেরিফ আর মবের জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে গেছে, সেনাবাহিনীর মত একটা দলকেও পর্যুদস্ত করতে সক্ষম। গ্লিসনের সাথে কোন পার্থক্য নেই তোমার–ওর মতই খারাপ লোক তুমি!'

দু'জনেই হেসে উঠল ওরা।

সাথে কিছু জিনিস নিয়ে এসেছে কেট–কফি, বেকন, আটা, জ্যাম। সন্তুষ্টির সাথে জিনিসগুলো দেখল জেসন। নীরব সুনসান এই উপত্যকাটা এ মুহূর্তে ঘরের মতই মনে হচ্ছে ওর কাছে, ঘোষণা করল ও।

কিন্তু তীব্র প্রতিবাদ করল কেট লরেন্স। 'ওই গাছের আড়াল পর্যন্ত শুধু

বইঘর.কম

একজনই যদি আসতে পারে, তোমাকে খুঁজে পেলে–সেদিন ট্রেইলের শেষে আমার পাশে থাকার জন্যে জেসন আরমিন নামে থাকবে না কেউ!'

ঘুরে মেয়েটির দিকে তাকাল জেসন, চোখে চোখ রাখল। 'ধরো, যদি আমাকে শেষ করে দেয় ওরা, তুমি কি···'

'কি?'

'মনে হচ্ছে তোমার ব্যাপারে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছি আমি,' খানিকটা দ্বিধার পর স্বীকার করল ও।

'আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

'বরাবরই মনে হয়েছে হয়তো আমার মুখের ওপর অবজ্ঞার হাসি হাসবে তুমি!'

'তাই? আমি কি তোমাকে বিদ্রূপ করছি?'

'এই তো···' কেটের কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল জেসন, হাত বাড়িয়ে মেয়েটির কাঁধ স্পর্শ করল। পিছিয়ে গেল না কেট, কিংবা ওর হাতও সরিয়ে দিল না যদিও স্পর্শটা এতই মৃদু যে প্রায় বোঝাই যায় না।

'থাক, না বলাই ভাল,' বলল কেট, কিন্তু উজ্জ্বল দেখাচ্ছে চোখজোড়া।

'হ্যাঁ,' তৎক্ষণাৎ একমত হলো জেসন। 'কিন্তু–আমি যদি বলি কখনও, শুনবে তো?'

'তোমার কথা শোনার জন্যে হাজার মাইল রাইড করব, জেসন,' চেষ্টাকৃত নিরাবেগ কণ্ঠে বলল মেয়েটি। 'এবং তোমাকে অনুসরণ করতেও হাজার মাইল রাইড করব। কিন্তু তাতে কাজ হবে কি? কি থেকে শেষে কি হয়, বাসায় বসে থেকেই দেখতে হবে আমাকে।'

আর কিছু বলল না জেসন। দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল মলি।

'তোমার এক বন্ধুর সাথে দেখা হলো আজ,' বলল কেট।

'কে?'

'গ্লিসন।'

মাথা তুলে তাকাল জেসন, বিস্মিত। 'গ্লিসনকে দেখেছ তুমি?'

'হ্যাঁ। তাকে ভালই চিনি আমি, এবং সেও জানে আমাকে–খুব বেশি নয় যদিও, আমার ধারণা।'

'তোমার কাছে কেন গেছে সে?'

'জেসন আরমিনের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছিল।'

'কি বলল?'

'তোমাকে দেয়ার জন্যে একটা চিঠি দিয়েছে ও।'

খামের ভাঁজ খুলে ভেতরের কাগজটা মেলে ধরল জেসন। হাতের লেখাটা সুন্দর, মেয়েলি। শব্দ করেই পড়ল ও, কিছু সময় শব্দগুলো উচ্চারণ করে কাটাতে চাইছে। পড়ল ওঃ

Boighar.com

"প্রিয় আরমিন,

"ইদানীং আমরা এত কাছাকাছি থাকছি যে আমাকে লিখতে দেখে নিশ্চই খুব বিস্মিত হওনি। লস ক্যাভালসে আসার পর থেকে দারুণ সাহস আর বুদ্ধির স্বাক্ষর রেখেছ তুমি, এমন এক খ্যাতি অর্জন করেছ যে তোমাকে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে উপায় নেই।

"শুরুতে একেবারে সহজ উপায়ে তোমাকে খসিয়ে ফেলার ইচ্ছে ছিল। অনুকূল একটা পরিস্থিতিও তৈরি হয়েছিল–ওয়ালি হ্যামন্ডের শ্যাকে যখন জিমির সাথে দেখা করতে গিয়েছিলে–স্টেবল থেকে বেরিয়ে আসার পর সহজেই খুন করা যেত তোমাকে। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্তটা বদলে ফেলি আমি। এখন মনে হচ্ছে, আমার হাত ধরে নিয়তিই তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে সেদিন। পরে বোঝা গেছে অসহায় একটা কুকুরের মত মরার চেয়ে সত্যিকার পুরুষের মত মৃত্যুই কাম্য হতে পারে তোমার।

"আমাদের অভিযানটা সত্যিই জমে উঠেছিল, এবং আপাতত বোধহয় কেবল তুমিই উপভোগ করতে পারছ ব্যাপারটা। কুশলী, দুঃসাহসী এক বীর হিসেবে চৌহদ্দিতে তোমার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। তাহলে, ওল্ড সান, একজন বীরের যথার্থ সুযোগ কেন নেবে না এখন?

"আমার ব্যাপারে একটা ফেয়ার সুযোগ দিতে যাচ্ছি তোমাকে। লস ক্যাভালসের প্লাজায় প্রতিদিন সূর্যাস্তের পর এক ঘণ্টার জন্যে থাকব আমি। শূটিংয়ের জন্যে যথেষ্ট আলো থাকবে তখনও, তাই না?

"নিশ্চই প্রস্তাবটাকে ফাঁদ মনে হচ্ছে? কথা দিচ্ছি আমি বা আমার কোন লোক লস ক্যাভালসে আসার পথে তোমার ওপর হামলা করবে না। তাছাড়া, পুরো শহরবাসী জানতে পারবে আমিই তোমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। খারাপ, কঠিন মানুষ হিসেবে কুখ্যাতি থাকলেও সুখ্যাতিও আছে আমার–কাউকে বা নিজেকেই; জানালা পথে ছুঁড়ে ফেলি না আমি।

"যদি না আসো, এই রেঞ্জের প্রতিটি কুকুর তোমাকে দেখে চিৎকার করবে, বলবে জেসন আরমিন আসলে একটা কাপুরুষ! যদি আসো–তোমার সৌভাগ্য কামনা করছি।

"আরেকটা ব্যাপার ব্যাখ্যা করা জরুরী মনে করছি। তোমার মনে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে কেন জায়গা হিসেবে লস ক্যাভালসকে নির্বাচন করেছি। কারণ আশপাশে ভিড় থাকলেই কেবল তোমার আস্থা জন্মাবে আমার ওপর–সত্যিই ফেয়ার সুযোগ দিচ্ছি তোমাকে। নয়তো ভাববে স্রেফ ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছ। লস ক্যাভালসের মত ব্যস্ত শহরে কিভাবে তোমাকে ফাঁদে ফেলতে পারি আমি?

"এই চিঠির পুরো তথ্যই চারপাশে ছড়িয়ে দেব আমি। ক'দিনের মধ্যে জেনে যাবে সবাই। এই শহরে তোমার খ্যাতি দিন কে দিন আরও বেড়ে

বইঘর.কম

যাবে।
"অ্যাডিওস।

–বিল গ্লিসন"

চিঠি শেষ করে কেটের উদ্দেশে ভুরু কোঁচকাল জেসন, কিন্তু পাল্টা ভুরু কুঁচকে তাকাল মেয়েটি, চোখে প্রশ্ন ফুটে উঠেছে।

'চিঠিটা দেখি তো।'

কেটের হাতে চিঠিটা ধরিয়ে দিল ও।

'এটা গ্লিসনের হাতের লেখা,' বিড়বিড় করে বলল কেট। 'আমার মনে হয় না সারা পৃথিবীতে দশজন লোকের ওর লেখার নমুনা দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। ওহ্, জেসন! তুমি কি বুঝতে পারছ না তোমাকে সরিয়ে দিতে কতটা মরিয়া হয়ে উঠেছে ও?'

'ঠিক, এতটাই বেপরোয়া যে ফেয়ার একটা সুযোগ দিতে চাইছে।'

'ফেয়ার ফাইট? ফুঃ! এই চিঠির সবকিছু স্পষ্ট বুঝিনি, কিন্তু এটুকু বুঝেছি গ্লিসন যাই বলুক এই ফাইট ফেয়ার হতে পারে না, কোন একটা ফাঁদ পেতে অপেক্ষায় আছে সে। যদি জিনিসটা কি বুঝতে পারতাম!'

কেটকে এতটাই আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে কিছুটা হলেও ওর কথাকে গুরুত্ব দিতে বাধ্য হলো জেসন। 'ধরো লস ক্যাভালসে গেলাম আমি, কি করতে পারবে সে?'

'অন্তত বিশজন লোককে তৈরি রাখতে পারবে, দেখামাত্র যাতে তোমাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে–পরের জীবনের জন্যে তোমার দারুণ একটা সূচনা করে দেবে ওরা!'

নড করল জেসন। 'কিন্তু ফেয়ার ফাইটের প্রতিশ্রুতি দেয়ার পরও যদি আমার সাথে কোন চালাকি করে গ্লিসন, ওর সম্পর্কে কি ভাববে লোকজন? বেতাল কিছু করলে ঠিকই টের পাবে সবাই।'

'তাতে কি? এরকম ঠাণ্ডা মাথায় খুন এর আগেও করেছে সে।'

'তারপরও কি অন্যরা ওর পক্ষেই থাকবে?'

'পশ্চিমের সাধারণ লোকজন অবশ্য ব্যাপারটাকে ভিন্ন চোখে দেখবে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, গ্লিসনকে লোকজন যাই ভাবুক তোমার তো তাতে কিছু যাবে-আসবে না, আগেই চড়া মূল্য দিয়ে বসবে তুমি!'

'ব্যাপারটাকে অন্য ভাবে দেখছি আমি, কেট। আমাকে নিকেশ করতে চাইছে সে, প্রায় মরিয়া হয়ে উঠেছে, কিন্তু একইসঙ্গে নিজের মুখও রক্ষা করতে চাইছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে নিজের ভাবমূর্তি ঠিক রাখতে চাইছে ও। প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করলে ভবিষ্যতে পশ্চিমে খারাপ সময় যাবে ওর। কিন্তু তোমাকে মনে

Boighar.com

রাখতে হবে এর কোন কিছুই আগে থেকে স্থির করা নয়। আমরা জানি না তোমাকে খুন করার জন্যে গ্লিসন কোন লোক পাঠিয়েছে কিনা। একটা ব্যাপার এখনও অদ্ভুত লাগছে–পরোক্ষ ভাবে ও কি জিমির খুনের দায় স্বীকার করেনি?'

'সেটা সত্যি। কিন্তু এটা এমন কোন ক্লু নয় যার মাধ্যমে ওকে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারে শেরিফ।'

'সত্যিই কি জিমিকে খুন করার সুযোগ ছিল ওর?'

'পরিচিত কেউ ছাড়া ওভাবে জিমিকে খুন করতে পারত না কেউ।'

'গ্লিসন কি ওর বন্ধু ছিল?'

'না। হয়তো গ্লিসন নিজেই খুন করেছে, কিন্তু আমার ধারণা ওয়ালি হ্যামন্ড কাজটা করেছে।'

'কিন্তু এত খুন, এত ধাওয়ার কারণটা বুঝতে পারছি না! তোমাকে খুন করে কি লাভ গ্লিসনের, বিনিময়ে কি পাবে সে?'

'এই যে, এসব!' মাটিতে হ্যাট উল্টো করে রাখল জেসন, মানিবেল্ট খুলে হ্যাটের মধ্যে রাখতে শুরু করল রত্নগুলো। হ্যাটের অর্ধেকেরও বেশি ভরে গেল। 'এবং এগুলোও,' লাল ওয়ালেট বের করে স্টিক পিন আর নোটের বান্ডিল দেখাল ও।

বিস্ময়ে উজ্জ্বল দেখাল কেট লরেন্সের চোখ। 'এসবের মূল্য কত হতে পারে?'

'জানি না। আন্দাজ করার সাহসও করতে পারছি না। অন্তত অর্ধ-মিলিয়ন তো হবেই।'

'ওয়ালেটটা ভাল করে দেখতে দেবে আমাকে?'

'নিশ্চই।'

ওয়ালেট নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল কেট, কৌতূহল ফেটে পড়ছে চোখে। টাকা নয়, বরং ওয়ালেটের চামড়া আকৃষ্ট করেছে ওকে। 'তুমি কি বব স্যালের বন্ধু?'

'কেন জানতে চাইছ?'

'আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।'

'এর আগে কখনও নামটাই শুনিনি।'

'এটা ববের ওয়ালেট। জিনিসটা ওর কাছে বহুবার দেখেছি। ফিঞ্চের সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এসেছিল বব স্যালে।'

'কোন স্যালের সাথে পরিচয় হয়নি আমার, কেট। জিমি পেয়েছিল এই ওয়ালেট, রত্নগুলো খুঁজে পাওয়ার জন্যে অপরিহার্য ম্যাসেজ ছিল ভেতরে।'

মাথা নাড়ছে কেট। 'বুঝতে পারছি না! স্যালে এখন জেলে আছে, ওর ওয়ালেট তোমার কাছে এল কি করে?'

'জানি না। স্যালে কে?'

বইঘর.কম

'জঘন্য এক মিথ্যুক, কখনও কোন কাজ করে না, কিন্তু প্রচুর টাকা ছিল ওর।'

'জুয়াড়ী?'

'হ্যাঁ। কিংবা তারচেয়েও বেশি কিছু। স্কর্প নামে এক বন্ধু ছিল ওর। দু'জনে মিলে এল্‌ম সিটির ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাংক লুঠ করেছিল ওরা।'

'কবে?'

'এক মাস বা তার কিছু বেশি হবে।'

'কি লুঠ করেছিল?'

'প্রায় পঞ্চাশ হাজার ডলারের মত ব্যাংক নোট।'

'ওয়ালেটে ঠিক ওই পরিমাণ টাকা আছে এখন।'

বিস্ময় দেখা গেল কেটের চোখে। 'এর মানে কি, জেসন?'

'নিশ্চিত জানি না! কিন্তু এই প্রথমবারের মত মনে হচ্ছে, বোধহয় আসল রহস্যের কাছাকাছি চলে এসেছি আমরা। স্কর্প আর স্ম্যালে একটা ব্যাংক লুঠ করে পঞ্চাশ হাজার ডলার নিয়ে পালিয়েছিল। স্ম্যালের ওয়ালেটটা পেয়ে যায় আমার ভাই, ভেতরে টাকা ছিল না কিন্তু এমন একটা কাগজ ছিল যার নির্দেশনা অনুসরণ করে লুঠের মাল খুঁজে পাওয়া সম্ভব। কেবল এরকম হলেই সবকিছু খাপে খাপে মিলে যায়!' ওয়ালেটের পকেট থেকে ম্যাসেজটা বের করে কেটকে দেখাল জেসন।

লেখাটার দিকে তাকিয়ে থাকল কেট। তারপর সহসাই উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'এ তো স্ম্যালের হাতের লেখা! এখনও জেলে আছে ও। সবকিছু কি পরিষ্কার হয়ে আসছে না?'

'বহু সময় এ নিয়ে ভেবে মাথা খারাপ করতে বাকি রেখেছি আমি।'

'নিজের ওয়ালেটের মাধ্যমে সাংকেতিক ম্যাসেজ পাঠিয়েছে স্ম্যালে। এই ওয়ালেট নিয়ে খুব অহঙ্কার ছিল ওর।'

'এল্‌ম সিটির ডাকাতির সাথে ড্যান ফিঞ্চ জড়িত ছিল নাকি?' হঠাৎ জানতে চাইল জেসন।

'জানি না।'

'স্কর্প নামের লোকটার কি হলো শেষে?'

'খুন হয়ে গেছে।'

'কবে?'

'ব্যাংক লুঠের চার দিন পর। পাসি আঠার মত লেগে ছিল ডাকাতদের পেছনে।'

'দু'জনই ছিল?'

'তিনজন ছিল ওরা। একজনের ট্রেইল হারিয়ে ফেলে পাসি।'

'জায়গাটা কোথায়, জানো?'

Boighar.com

'এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। দক্ষিণে যে পাহাড়গুলো আছে, তার আশপাশে কোথাও হবে।'

'খোদা! এবার যেন পরিষ্কার বুঝতে পারছি সব!'

'কি বুঝতে পারছ?'

'পুরো ব্যাপারটাই খুব পেঁচানো, কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গেছে এখন।'

'বলে যাও, শুনতে যত খারাপই লাগুক।'

'স্কর্প, স্ম্যালে আর ড্যান ফিঞ্চ–তিনজনে মিলে ব্যাংক লুঠ করেছিল। আসলে গ্লিসনের হয়ে কাজ করেছে ওরা, যদিও আমার ধারণা ফিঞ্চের সঙ্গে ব্যক্তিগত কোন পরিচয় ছিল না ফিঞ্চের। সম্ভবত সেবারই প্রথম গ্লিসনের দলে যোগ দেয় সে, এবং শুরুতেই বেঈমানি করে বসে।

'পাসি প্রায় ধরেই ফেলেছিল ওদের, কিন্তু টাকা নিয়ে সটকে পড়ে ফিঞ্চ। এসব ক্ষেত্রে প্রায়ই এমন হয়, যে কোন একজনের কাছে থাকে লুঠের মাল, যতক্ষণ না নিরাপদ কোন জায়গায় পৌঁছতে পারে দলটা। নিজে আলাদা হয়ে অন্যদের সরে পড়ার সুযোগ দিয়েছে ফিঞ্চ, নিজের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিল সে, কারণ মলি ম্যালোনের মত ঘোড়ায় রাইড করছিল। অন্যদের কাছ থেকে সরে গিয়ে পাহাড়ী এলাকায় এল ও। কিন্তু সাথে সব টাকা বয়ে বেড়ানোর ইচ্ছে ছিল না, তাছাড়া পাসি ওকে ধরতে না পারলেও বোধহয় আশপাশেই ছিল, নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে জিনিসগুলো লুকিয়ে রাখল সে।

'সত্যিই দারুণ এক জায়গা বেছে নিয়েছিল ফিঞ্চ। এরচেয়ে ভাল কোন জায়গা পেতে পারত না। ঘটনাচক্রে, এমন জায়গায় গেল ও যেখানে আগে থেকেই স্প্যানিশ জলদস্যুরা কিছু রত্ন লুকিয়ে রেখেছিল। রত্নের সাথে টাকাগুলো রাখল সে। নিশ্চিত ছিল নিরাপদে থাকবে ওর টাকা, কারণ বহু বছর ধরে স্প্যানিশ গুপ্তধনগুলো ছিল ওখানে, কেউই খুঁজে পায়নি।

'কিন্তু মারাত্মক একটা ভুল করেছিল ফিঞ্চ। নিজের ট্র্যাক ঠিকমত নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি সে, সময় ছিল না ওর হাতে। স্ম্যালে কি খুব ভাল ট্র্যাকার?'

'হ্যাঁ, এবং টম স্কর্প সেরাদের একজন। আধা-ইন্ডিয়ান সে, পেয়েছেও ইন্ডিয়ানদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।'

'তাহলে ধারণা করা যায় টম স্কর্পই ওর ট্র্যাক খুঁজে পেয়েছিল, ড্যানি ফিঞ্চ যে কেটে পড়েছে টের পেয়ে যায় ওরা। শেষপর্যন্ত ফিঞ্চের লুকিয়ে রাখা গুহায় পৌঁছে যায় দু'জন, পুরানো রত্ন আর টাকাপয়সা নিয়ে কেটে পড়ে। কয়েক মাইল দূরে এক স্প্রুসের নিচে লুকিয়ে রাখে সেসব।

'পরের ঘটনাগুলো একেবারেই সহজ। স্কর্প খুন হয়েছে, আর স্ম্যালে জেলে বন্দী, শিগ্‌গিরই ছাড়া পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। জেল থেকে জন

বইঘর.কম

অরমন্ডের মাধ্যমে গ্লিসনের কাছে ম্যাসেজ পাঠাল স্ম্যালে, যাতে লুঠের টাকা আর রত্ন উদ্ধার করতে পারে গ্লিসন। কিন্তু ম্যাসেজ ভরা ওয়ালেটটা হারিয়ে ফেলে অরমন্ড, এবং জিমি খুঁজে পায় জিনিসটা। এই হচ্ছে গল্পের একটা অংশ।'

'একেবারে কল্পকাহিনীর মত শোনাচ্ছে!'

'ওয়ালেট উদ্ধার করার জন্যে জিমির পেছনে লাগল ওরা। পোকারে ওকে সর্বস্বান্ত করল অরমন্ড, পরে ওকে অজ্ঞান করে ওয়ালেটটা খুঁজে না পেয়ে ভিন্নপথ ধরল ওরা–জিমির শুভাকাঙ্ক্ষী সাজল ওয়ালি হ্যামন্ড। নিজের কেবিনে নিয়ে গেল ওকে, কিন্তু ওয়ালেটটা ততক্ষণে সরিয়ে ফেলেছে জিমি। হয়তো কোন ভাবে পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল ওর কাছে, সেজন্যেই নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের গল্প করছিল আমার কাছে।

'এদিকে মরুভূমিতে অপেক্ষায় ছিল ফিঞ্চ। উত্তেজনা থিতিয়ে এলে ফিরে আসার ইচ্ছে ছিল ওর। ফেরার পথে দেখা হলো আমার সাথে। কথা প্রসঙ্গে আমার কাছ থেকে জিমির দুর্ভাগ্যের কথা শুনল সে, জানল থুতনিতে দাগঅলা এক লোক সম্পর্কে আগ্রহী আমি। জন অরমন্ডকে চিনত ও, শুনেই বুঝে ফেলল লস ক্যাভালসে আছে বিল গ্লিসন, কারণ বহু দিন ধরেই গ্লিসনের অধীনে কাজ করছে অরমন্ড।'

'বলে যাও!' উত্তেজিত শোনাল মেয়েটির কণ্ঠ। 'সত্যিই মনে হচ্ছে। অন্তত আমার কাছে।'

'আমিও তাই ভাবতে শুরু করেছি! বেঈমানি টের পেয়ে গ্লিসন ওকে ধরার জন্যে লস ক্যাভালসে এসেছে জানতে পেরে নিজের সিদ্ধান্ত বদলে ফেলে ফিঞ্চ। লস ক্যাভালস বা লুঠের মালের কাছাকাছি যাওয়ার ইচ্ছে বাদ দেয়। দারুণ একটা পরিকল্পনা করে ও। এই এলাকায় যথেষ্ট পরিচিত হলেও লস ক্যাভালসে কেউই চেনে না ওকে। ওর ব্যাপারে সেখানে একটা জিনিসই খ্যাতি পেয়েছে–ওর মেয়ার, মলি ম্যালোন।

'আমার সাথে পোকার খেলল ও, ইচ্ছে করেই নিজের সর্বস্ব খোয়াল–টাকা, জামাকাপড়, ঘোড়া! ডায়মন্ডের সাত ফেলে দিয়ে নিজের ঘোড়া বিসর্জন দিল। জানত লস ক্যাভালসে যাচ্ছি আমি, গ্লিসন আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে না চিনলেও, ভেবেছে প্রথম সুযোগেই আমাকে খুন করে ফেলবে এবং পরে ভুল বুঝতে পারলেও চেপে যাবে। এ সুযোগে নিশ্চিন্তে লুঠের টাকা উদ্ধার করে কেটে পড়বে সে। ভরাডুবি হওয়ার কথা ছিল আমার, কিন্তু ওর প্রত্যাশামত হয়নি কিছুই। যে জন্যে ফিঞ্চ এত আয়োজন করল, তাই উদ্ধার করলাম আমি।

'তোমাদের বাড়িতে ফিঞ্চের সাথে দেখা হওয়ার পর আমাকে কিনে নেওয়ার ইচ্ছে ছিল ওর। গুপ্তধনের গুহায় আমাকে নিয়ে গেল সে, কিন্তু

Boighar.com

লুঠের মাল বা রত্ন সবই ভোজবাজির মত উবে গিয়েছিল–স্ম্যালে আর স্কর্প আগেই সরিয়ে ফেলেছিল সব। পরে গ্লিসনের সাথে যোগ দিয়েছে ফিঞ্চ, এবং ওরা সবাই এখন কেবল আমার মাথাটাই চাইছে!'

কিছুক্ষণের মধ্যে দু'জনেই একমত হলো যে অদ্ভুত এ আমন্ত্রণ পেয়ে লস ক্যাভালসে যাওয়া ঠিক হবে না জেসনের, অন্তত যতক্ষণ না আশপাশের লোকজন ওই চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে অবগত না হয়। তারপরও, ওরকম যে কোন ঝুঁকির বিপক্ষে কেট লরেন্স, যদিও জেসনের পাল্টা যুক্তিতে নীরব হয়ে গেল মেয়েটা।

'আমার ভাইকে খুন করেছে ওরা। গ্লিসন সেজন্যে নিজেকে গৌরবান্বিত ভাবছে। সত্যিই যদি ও খুনী হয়ে থাকে, সুযোগটা নেব আমি।'

'কিন্তু যদি এমন হয় তোমাকে ফাঁদে ফেলার জন্যেই কেবল প্রসঙ্গটা তুলেছে গ্লিসন?'

'তেমন হলে নিজের ভাগ্যের ওপর নির্ভর করতে হবে, ব্যস!'

বিদায় নিয়ে চলে গেল কেট লরেন্স, নির্জন উপত্যকায় একা হয়ে গেল জেসন, কেবল মলি ম্যালোনই থাকল ওর সঙ্গী হয়ে। ইতোমধ্যে তরতাজা হয়ে উঠেছে ওটা, সম্ভবত এরচেয়ে ভাল অবস্থায় ওটাকে দেখেওনি জেসন। বুনো সৌন্দর্য আর পর্যাপ্ত বিশ্রাম পাওয়ায় পালিশ করা রত্নের মত মনে হচ্ছে।

পরদিন বিকেলে দূরে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল জেসন, একটা অ্যাসপেনের আড়ালে থেকে অপেক্ষায় থাকল, হাতে রাইফেল তৈরি। ভাবছিল হয়তো কেট লরেন্সের অপূর্ব সুন্দর মুখটা দেখবে, কিন্তু বদলে এক লোকের কঠিন মুখ দেখতে পেল। চওড়া কাঁধ আর সরু কোমর লোকটার, সমব্রেরো চাপিয়েছে মাথায়। লোকটির ভাবভঙ্গিতে অস্বাভাবিক কি যেন আছে, ধরতে পারল না জেসন। কাঁধে রাইফেলের নল চাপিয়ে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল ও। 'এদিকে কোথায় যাচ্ছ, স্ট্রেঞ্জার?'

উত্তর দিল না লোকটা, বরং একই গতিতে এগিয়ে আসতে থাকল।

'আরে, তুমি কি কালা নাকি?' চিৎকার করল জেসন। 'ঘোড়া থামাও!'

বিন্দুমাত্র নড়ল না আগন্তুক। ঝটিতি রাইফেল নামিয়ে নিশানা করল জেসন। ঠিক সেই মুহূর্তে ওর মনে হলো, অস্বাভাবিক হলেও সমব্রেরোর আড়ালে থাকা মুখটাকে তরুণ মনে হচ্ছে–এক মুহূর্ত পরে, চোখ তুলে তাকাতে দেখল ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে আগন্তুক, খুবই পরিচিত হাসি। কেট লরেন্স!

মাথা থেকে হ্যাট সরিয়ে দিল কেট। মধুরঙা চুলের রাশি নেমে এল কাঁধের ওপর, তারপর দীর্ঘ কয়েলের আকারে ঝুলে পড়ল পিঠে।

'এ কেমন তামাশা?' বিস্ময় কাটিয়ে জানতে চাইল জেসন, মাটির ওপর বসে পড়েছে। 'তুমি কি স্টিল্ট পরেছ নাকি?' খেয়াল করল মেয়েটিকে এখন প্রায় ওর সমান লম্বা দেখাচ্ছে, দাঁড়ানোর ভঙ্গি অস্বাভাবিক, নিজের পায়ের

বইঘর.কম

চেয়ে কয়েক সাইজ বড় জুতো পরায় হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছে।

এখনও হাসছে কেট, অদ্ভুত সাজের কারণ ব্যাখ্যা করল না। কয়েক পা এগিয়ে একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল। 'কি বুঝলে, জেসন?'

'দেখলাম, প্রায় আমার সাইজের এক লোকের ছদ্মবেশ নিয়েছ, হানি।'

সম্বোধনটা শুনে ক্ষণিকের জন্যে থমকে গেল কেট, চোখে চাপা কৌতুক ঝিলিক মারছে, ক্ষীণ হাসি ঠোঁটের কোণে, সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল শেষে। 'একেবারে সামনে আসার আগ পর্যন্ত কিন্তু চিনতে পারোনি আমাকে।'

'এরকম তামাশা বা বোকামি কে আশা করবে?'

'ধরো···সময়টা যদি সন্ধে হত, তাহলে?'

'ধরাধরির মধ্যে নেই আমি, কেট, কারণ ইচ্ছে করলে তোমার কপালে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিতে পারতাম–সত্যিই যদি ওভাবে অন্ধকারের মধ্যে তেড়ে আসতে আমার দিকে।'

নড করল মেয়েটা। 'জানতাম তোমাকেও ফাঁকি দিতে পারব।'

'তোমার মাথায় কোন দুষ্টবুদ্ধি চেপেছে বোধহয়। খেলাটা কি, কেট? পুরুষের কাঁপড় পরে নিশ্চই অস্বস্তিতে ভুগছ, তাছাড়া কাঁধেও ভার লাগার কথা।'

কোট খুলে ফেলতে একেবারে ছোট এবং মেয়েলি দেখাল লরেন্স-কন্যাকে, পাথরের সাথে হেলান দিয়ে বসল এবার। 'একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়, বিগ বয়। তুমি কি শুনবে আমার কথা?'

'শুনছি।'

'ধরো, গ্লিসনও যদি তোমার মত একই ভুল করে?'

'ধরলাম। কিন্তু একজন পুরুষের ছদ্মবেশ নিয়ে লাভটা কি হচ্ছে তোমার?'

'তুমি যদি সন্ধের সময় লস ক্যাভালসে যাও, লোকজন প্রথম দেখায় বা দূর থেকে তোমাকে শনাক্ত করবে কিভাবে?'

'নিশ্চই মেয়ারটাকে দিয়ে। অনায়াসে মলিকে চিনতে পারবে লোকজন। কিন্তু তাতে কি?'

'অনেক কিছু। গ্লিসনের সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে লস ক্যাভালসের প্লাজায় যাবে তুমি, আমার সোরেলে রাইড করবে। কিন্তু পশ্চিমের গেটের বদলে পুব গেট দিয়ে ঢুকবে শহরে, ঠিক গোধূলির সময়। ওদিক থেকে অন্য ঘোড়ায় তোমাকে আশা করবে না কেউ। তোমার জন্যে একজোড়া নকল গোঁফ এনেছি, যদি চাও দিতে পারি। দেখতে বদখৎ হলেও ভালই কাজে দেবে ওগুলো।'

'বলে যাও।'

'প্লাজায় পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামবে তুমি। ঠিক এসময় পশ্চিমের গেট দিয়ে তোমাকে আশা করবে ওরা। মলির স্যাডলে চড়ে পশ্চিমের গেট দিয়ে

Boighar.com

ঢুকব আমি, সূর্যের শেষ আলো পড়বে আমার পিঠে। সমব্রেরোটা নিচু করে মাথায় চাপাব। সবাই দেখবে মলির পিঠে এগিয়ে আসছে এক রাইডার। গ্লিসন যদি কোন ফাঁদ পাতে, আমার বা মলির ক্ষতি করতে পারবে, কিন্তু যার জন্যে ওর মরিয়া হয়ে ওঠা তা কিন্তু পারবে না।'

'ধরো আমার জন্যে কোন ফাঁদ পাতল না সে, কিন্তু যখন গেট দিয়ে ঢুকব স্রেফ একটা বুলেট ঢুকিয়ে দেবে কপালে, তখন?'

মাথা নাড়ল কেট। 'সেটাও ভেবেছি। কিন্তু তেমন কিছু হওয়ার চান্স কম। এর আগেও তোমাকে ঘায়েল করার চেষ্টা করেছে সে। এবার নিশ্চিত পরিকল্পনা করেছে, যাতে আগের মত হাত ফস্কে বেরিয়ে যেতে না পারো। এমনকি নিজেই কয়েকবার সুর্বণ সুযোগ পেয়েছিল সে, কিন্তু সামাল দিতে পারেনি তোমাকে। আর কোন ঝুঁকি নেবে না। আগে নিশ্চিত হতে চাইবে–হাতের মুঠোয় তোমাকে পেতে চাইবে প্রথমে, তারপর কাজ সারবে।'

'ওর কাজ আরও সহজ হয়ে যাবে, আমার বদলে তোমাকেই শেষ করে ফেলবে গ্লিসন!'

'সবকিছু এত সহজ ভাবে ঘটবে না। সত্যি কথা বলতে কি, একেবারে সামনা-সামনি না হলে আমাকে চিনতে পারবে না সে, এবং ততক্ষণে নিজের চাল দিয়ে ফেলবে। তোমাকে ওর মুখোমুখি হতে হচ্ছে না, ফলে ওর নোংরা কৌশল কাজে আসবে না, এটাই হচ্ছে বড় কথা। তেমন কিছু যদি হয়ও···কাপুরুষ হিসেবে কুখ্যাতি পাবে গ্লিসন।'

ক্ষীণ হাসল জেসন, মেয়েটির প্রতি করুণা বোধ করছে। একেবারে বাচ্চা মেয়ের মত উৎসুক হয়ে গেছে কেট, ঝুঁকে এসেছে ওর দিকে, চোখে চ্যালেঞ্জ।

'তাহলে তোমার ধারণা আমি তোমাকে লস ক্যাভালসে যেতে দেব?'

'নিশ্চই! এবং রওনা দেয়ার এখনই সময়, যদি না সন্ধের আগেই পৌঁছতে চাও।'

'পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

'হবে না, যদি তাড়াতাড়ি যেতে পারি আমরা।'

'কালই না হয় যাওয়া যাবে। তাড়াহুড়োর কি আছে।'

'মলিকে স্যাডল পরিয়েছ?'

'হ্যাঁ, প্রতিদিন কিছু সময় রাইড করছি।'

'ওর স্যাডলে তুলে দাও আমাকে।'

'যাতে লস ক্যাভালসে যেতে পারো? কেট, মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার! আমাকে কি ধরনের লোক মনে করো তুমি?'

'বিবেকবান মানুষ, জেসন। আমি যেভাবে বলেছি, তাই করবে তুমি, কারণ এটাই হচ্ছে সবচেয়ে সহজ উপায়।'

'একটা কুকুরের চেয়েও অধম এক কাপুরুষের ইচ্ছেমত এটা করতে

পারো না তুমি!'

'আমি জানি তুমি খুব সাহসী, জেসন, কিন্তু সাহস বা নিশানা ভেদ করে জেতা যায় না সবসময়–যখন কারও চান্স থাকে দশ ভাগের এক ভাগ। এও ঠিক, এভাবেই টিকে আছ তুমি। এতে হয়তো খ্যাতি পেয়েছ, কিন্তু শেষপর্যন্ত মারা পড়বে। আমার কথা শুনছ?'

'শুনছি।'

'তাহলে কি ভাবছ এত?'

'ভাবছিলাম তুমি কত অসাধারণ মেয়ে, হানি, এবং পাশাপাশি ভাবছি এই আইডিয়া কতটা বোকামির পর্যায়ে পড়ে–যেভাবে সরাসরি বুলেটের মুখে পড়তে যাচ্ছ–আসলে আত্মহত্যা করতে চাইছ তুমি!'

'তেমন কিছুই ঘটবে না, জেসন! তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, জানি আমি! তাই না, মলি?' উঠে দাঁড়িয়ে মলির দিকে এগোল কেট, কষ্টেসৃষ্টে প্যাডঅলা বিশাল কোট গায়ে চাপাচ্ছে।

একই জায়গায় শুয়ে থাকল জেসন, উপত্যকার ওপাশে সিডারের সারিতে ওর নজর। ভাবছে সত্যিই কতটা বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে কেট, আসলেই কি আত্মহত্যা করতে চাইছে না মেয়েটা? এত বড় দুঃসাহস করল কিভাবে? 'পুবের গেট দিয়ে ঢোকার আইডিয়াটা অবশ্য মন্দ নয়,' ভাবনা বাদ দিয়ে শেষে বলল ও, ইচ্ছে কেটের মনোযোগ ধরে রাখা। 'ওই পথে আমাকে আশা করবে না ওরা।'

কোন উত্তর পেল না ও, বরং মৃদু গোঙানি শুনতে পেল। তাকিয়ে দেখল ইতোমধ্যে মেয়ারের স্যাডলে চড়ে বসেছে মেয়েটা। বেঢপ সাইজের স্টিল্টের বুটজোড়া ঠিকমতই স্টিরাপের সাথে মানিয়ে গেছে।

'কেট!' আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল জেসন, ঝটিতি উঠে দাঁড়িয়ে ছুটল মেয়ারের দিকে। কিন্তু কাছাকাছি পৌঁছার আগেই মলিকে ছুটিয়ে দিয়েছে লরেন্স-কন্যা। 'কেট···খোদার দোহাই!' অজান্তে গোঙানি বেরিয়ে এল জেসনের কণ্ঠ চিরে, মেয়ারের পেছনে প্রাণপণ ছুটছে।

'সোরেলটাকে নিয়ে চলে এসো, জেসন!' কেট লরেন্সের মায়াবী স্বর ভেসে এল দূর থেকে।

*

লস ক্যাভালসে আর কেউ ডেপুটি শেরিফ এড লিন্টনের মত এতটা অস্থিরতা অনুভব করছে না। জেসন আরমিন ওকে ধাপ্পা দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে খাবার বা বিশ্রামের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে বসেছে সে। খ্যাতির প্রতি সীমাহীন দুর্বলতা ওর, পাশাপাশি আইনের প্রতি শ্রদ্ধা আর আইনের লোকদের প্রতি সমীহ বোধ করে। লড়াকু কর্মঠ মানুষ হিসেবে এমনিতেই পরিচিতি লাভ করেছে লিন্টন, বুড়ো অথর্ব শেরিফের কাজ একাই সামাল

Boighar.com

দিতে হয় ওকে ইদানীং।

সৎ, কুশলী এবং অকপট লিন্টন এখন নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে প্রায় বিস্মৃত হতে বসেছে। সবকিছু হয়েছে ওই আরমিনের জন্যে, তিক্ত মনে ভাবল সে, কি কুক্ষণে যে লোকটার সাথে পরিচয় হয়েছিল! তারপর থেকে দুর্ভাগ্যের শুরু। সর্ব শক্তি নিয়ে শয়তানটার পিছু নিয়েছিল, কিন্তু ফলাফল শূন্য। রাস্তায় হাঁটতে গেলে লোকজন করুণার সাথে দেখে ওকে!

বিখ্যাত বিল গ্লিসন পর্যন্ত দিশেহারা হয়ে পড়েছিল আরমিনকে ধরতে গিয়ে, চিন্তাটা তিক্ত ক্ষতে কিছুটা সান্ত্বনার প্রলেপ জোগালেও নিশ্চিন্ত হতে পারছে না লিন্টন। গ্লিসনকে তো মাথায় আঘাত করেনি আরমিন, যা কিনা করেছে ওকে–সামনে দিয়ে হেঁটে অনায়াসে বেরিয়ে গেছে ওরই বন্দী! চিন্তাটা প্রায়ই মাঝরাতে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে ডেপুটিকে, মাথাটা দপদপ করতে থাকে প্রচণ্ড রাগে।

কিন্তু এবার সুযোগ এসেছে। নিজের পথ থেকে সরিয়ে দেবে আরমিনকে, যদি পরিকল্পনাটা সফল হয়। কিন্তু সেজন্যে সামনে বসা ধূর্ত এই শয়তানের ওপর নির্ভর করতে হবে, উল্টোদিকে বসা গ্লিসনকে দেখার সময় বিতৃষ্ণার সাথে ভাবল ডেপুটি। লম্বা একটা সিগার যত্নের সাথে টানছে সে।

'আমার ধারণা আরমিন আসবে না এখানে,' নীরবতা ভাঙল লিন্টন। 'এত বোকা নয় ও।'

'কেন?'

'কোন ফাঁদ থাকতে পারে, সবার আগে এই চিন্তাটাই আসবে ওর মাথায়।'

'নিশ্চই। এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই তাই ভাববে।'

'তাহলে?'

'তাহলে আবার কি! আসবেই ও।'

'কিন্তু সবকিছুই অনিশ্চিত, তাই না? ওহ্, এ ক'দিনে মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় হয়েছে আমার। ওই ব্যাটা এখানে না এলেই বোধহয় ভাল হয়!'

'আসতেই হবে ওকে। চারপাশের লোকজন চ্যালেঞ্জের ব্যাপারে জেনে গেছে। আরমিন যেখানেই যাক কিংবা যতই সাহসিকতার পরিচয় দিক না কেন, এখানে এসে আমার মুখোমুখি দাঁড়ানোর আগ পর্যন্ত লোকজন মুখ টিপে হাসবে ওর কথায়।'

'সেটা সত্যি এবং খুবই স্বাভাবিক,' একমত হলো ডেপুটি। 'কিন্তু এভাবে ফাঁদ পাতা, এ তো একজন লোকের মর্যাদার হানি করা! এখানে একজন সম্মানিত লোকের মত আসবে সে, কিন্তু আমরা যা করতে যাচ্ছি…'

'কাজটা নোংরা, জানি আমি, কিন্তু এছাড়া উপায়ও নেই।'

'তাহলে নোংরা খেলাটা বাদ দিয়ে ওর মুখোমুখি দাঁড়াও, ফেয়ার চ্যালেঞ্জে মোকাবিলা করো ওকে।'

বইঘর.কম

'ওসব সস্তা বোকামি নেই আমার মধ্যে,' চাঁছাছোলা স্বরে ঘোষণা করল গ্লিসন। 'নিজের চামড়া নিয়ে চান্স নিতে রাজি নই আমি, যেখানে বিপক্ষের একটা গুলিতে চামড়ায় ক্ষত তৈরি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। অবস্থা বেগতিক দেখলে হয়তো একাই সামাল দেব ওকে, কিন্তু সেরকম যাতে না হয় সে-চেষ্টাই করছি।'

'তোমার নোংরা কাজে আমাকে জড়িয়ে, তাই না? না, গ্লিসন! ঠিক সময়ে প্লাজায় থাকব আমি, মুখোমুখি লড়ব ওর সাথে!'

'মানছি সাহস আছে তোমার,' নির্লিপ্ত স্বরে বলে গেল বিল গ্লিসন। 'কিন্তু ভেবে দেখেছ এই সাহস কোথায় নিয়ে যাবে তোমাকে? এ পর্যন্ত ঠিক কতটা আসতে পেরেছ? হ্যাঁ, ওর মোকাবিলা করতে পারো তুমি এবং শরীরে একগাদা বুলেট নিয়ে মরা কুকুরের মত রাস্তায় পড়েও থাকতে পারো। আইনের অগ্রগতি হবে তাতে, তাই না? তাছাড়া···'

'একটা বুলেটে যে কোন লোকই প্রাণ হারাতে পারে! ধরো প্রথম শটেই খুন হয়ে গেলাম আমি?'

'না, তেমন কিছু হবে না। ওর ব্যাপারে কোন চান্স নিচ্ছ না তুমি, অন্তত ফেয়ার ফাইটে। ওকে যদি সমান সুযোগ দাও, নিশ্চিত বলতে পারি, সেদিনই হবে তোমার জীবনের শেষ দিন, কারণ তোমার চেয়ে অনেক ফাস্ট ও, নিশানাও দারুণ।'

'হয়তো, কিন্তু কখনও কি ভয় পেয়ে পিছিয়ে এসেছি আমি?'

'দেখো, এড, নিজে সৎ না হলেও যে কোন সৎ লোকের কাজ দেখতে পছন্দ করি আমি, অন্যের সততার প্রশংসাও করি। কিন্তু অসৎ লোকের প্রতি সততা দেখানোর কোন মানে নেই। আরমিন কি সৎ? আইনের হাত থেকে একাধিকবার পালিয়েছে ও, আইনের লোকের মাথায় পিস্তল চালানোর ধৃষ্টতা দেখিয়েছে, ড্যান ফিঞ্চের কাছ থেকে মেয়ারটা চুরি করেছে–এসব কি ওকে ঝোলানোর জন্যে যথেষ্ট নয়?'

'ড্যান ফিঞ্চের কাছ থেকে ঘোড়াটা ও চুরি করেছে তা কখনোই প্রমাণ করা যায়নি।'

'কি মনে করো তুমি, আরমিনের দাবি অনুযায়ী নিজের ঘোড়া জুয়ায় হেরেছে ফিঞ্চ?'

'অসম্ভব হলেও হয়তো তাই ঘটেছে।'

'ঠিক আছে, বাদ দাও ওসব। নিজের ভাইকে খুন করেছে আরমিন। একটা কুকুরের মত মৃত্যু হওয়া উচিত ওর।'

'তারও কোন প্রমাণ নেই।'

'প্রমাণ? অবশ্যই আছে! ওই শ্যাকের কাছে আর কে ছিল?'

'যেমন, বুড়ো ওয়ালি হ্যামন্ড।'

Boighar.com

'হ্যামন্ড! হায় খোদা, তুমি নিশ্চই বলছ না ও-ই জঘন্য কাজটা করেছে?'

'কিন্তু তোমার সাথে রাইড করার মত বুড়িয়ে যায়নি সে, যা শুনেছি তা যদি সত্যি হয়ে থাকে।'

'আমার বন্ধু সে। মাঝে মধ্যে টাকা-পয়সা ধার দেই ওকে। আমাকে খুশি করার জন্যে বিনিময়ে এটা-ওটা করে দেয়। কিন্তু তাই বলে জেমস আরমিনকে খুন করবে? খোদার দুনিয়ায় এমন অসম্ভব কাজ আর ক'টা হতে পারে?'

'জানি না। শুধু সম্ভাবনার কথা বলেছি।'

'নিশ্চই!' অসন্তোষের সাথে বিদ্রূপ করল গ্লিসন।

একটা চেয়ারে বসে পড়ল লিন্টন। একাধারে বিরক্ত, চিন্তিত এবং শঙ্কিত। 'তাহলে তুমি চাইছ জায়গায় জায়গায় লোক নিয়োগ করি আমি, যাতে শহরে ঢোকার পরপরই খুন হয়ে যায় জেসন আরমিন?'

'নিশ্চই, এবং নিশ্চিত হতে হবে যে সত্যিই খুন হয়েছে সে!'

'দারুণ পরামর্শ, গ্লিসন–তোমার কাছ থেকে যেমন আশা করা উচিত!'

'বোকার মত কথা বলছ, লিন্টন। আসলে তুমি নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারছ না। আগে নিজের মন ঠিক করে নাও। আরমিনকে জীবিত চাও, যাতে সে তোমার খ্যাতির প্রশ্নে আজীবন একটা হুমকি হয়ে থাকুক? নাকি ওকে মৃতই চাও?'

'মৃত দেখতে চাই, কিন্তু স্রেফ ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে নয়।'

'একজন ফেরারী, খুনী বা আউট-লকে যদি কোন শেরিফ খুন করে তো সেটা কি খুন হয়?'

কিছুটা থমকে গেল এড লিন্টন। 'আমি আসলে সঠিক কাজটা করতে চাই,' পরে মৃদু গোঙানির সুরে বলল সে, নিজেকেই প্রবোধ দিচ্ছে যেন। 'আমি চাই না ঈর্ষা বা ভয়ের কারণে বেতাল কিছু করে বসি।'

'তেমন কিছু হওয়ার সুযোগ নেই। সবকিছু তৈরি থাকবে, এড। তোমার নিজেরই তো লোক আছে, তাই না?'

'আটজন।'

'আরও বেশি হলে ভাল হত। না, আটজনই যথেষ্ট। প্লাজার পুব দিকের প্রবেশপথে চারজনকে রেখো, পশ্চিম দিকে থাকবে অন্যরা। ওরাই আরমিনকে সামলাতে পারবে।'

'ধরো, ওদেরকে পেরিয়ে এল সে?'

'তাহলে আমার মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ পাবে ও।'

'প্লাজায় থাকার চিন্তা করছ তুমি?'

'নিশ্চই। কাপুরুষের মত দূরে থাকতে চাই না আমি। আরমিনের জন্যে অপেক্ষায় থাকব, কিন্তু আমার সামনে পৌঁছার আগেই ওকে গ্রেফতার করবে এড লিন্টন–কারণ হিসেবে এই শহরে কোন ডুয়েল লড়তে না দেয়ার ইচ্ছের

বইঘর.কম

কথা বলবে ডেপুটি। আইনের হস্তক্ষেপ তো এমন ঘটনার আগেই হয়!' কথা বলার সময় এমন ভাবে হাত নাড়ল গ্লিসন যেন ডেপুটির যে কোন আপত্তি বাতিল করে দিচ্ছে।

'তুমি কি মনে করো লোকজন এই আইডিয়া সমর্থন করবে?' অসন্তোষের সাথে জানতে চাইল লিন্টন।

'নিজের মত ঠিক করে নাও, এড।'

'নিজের সিদ্ধান্ত আমি নিজেই নিতে পারি, কিন্তু মনে হচ্ছে আধ-পাগল হওয়ার আগে এ নিয়ে ধ্যানই করতে হবে!'

'একটুও না! আরমিনের ডান হাতের তর্জনী যেমন পিস্তলের ট্রিগারে লেগে থাকে, তোমার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারটাও তেমন সহজ।'

'আইন খুঁজছে ওকে!' নিজেকেই যেন আশ্বস্ত করল ডেপুটি।

'এই তো, কাজের কথা বলেছ! শুধু এই একটা কাজ করতে হবে তোমাকে। আরমিন জঘন্য অপরাধী, খুনী; ওর বিরুদ্ধে তোমার ভূমিকা একজন শেরিফের। কিছুটা অহঙ্কার তোমাকে অন্ধ করে দিয়েছে, এড। এটাই তোমার সমস্যা।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

'তোমার লোকদের ডেকে এনে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করো। ওদের জানাও যে শহরে কোন ডুয়েল হতে দিয়ে নিজের সুনাম নষ্ট করতে রাজি নও, অন্তত যতক্ষণ তুমি এখানকার ডেপুটি। দরকার হলে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করে নিজের শক্তি বাড়াও। কাজটা করতেই হবে, এড। লস ক্যাভালসের মত শান্তিপূর্ণ শহরে কোন ডুয়েল হওয়া মানে তোমার মৃত্যু!

'কারও আপত্তি করার প্রশ্নই আসে না, আসলে কোন উত্তর দিতে পারবে না কেউ। গোধূলির আগেই জায়গায় জায়গায় পজিশন নিতে বলবে ওদের, এরমধ্যে পুরো শহরে নজর রাখব আমি। এমন ভাবে যাতে একটা কালো কাকও যেন আমার অজান্তে লস ক্যাভালসে ঢুকতে না পারে। মলি ম্যালোনকে দেখা মাত্র তোমাকে সঙ্কেত পাঠাব।'

'ঠিক আছে, তাই হবে। লোকজন নিয়ে তৈরি থাকব আমি। খোদা সাহায্য করুক আরমিনকে–হয়তো আজকে, কিংবা আগামীকাল বা যেদিনই আসে সে এখানে! কিন্তু, সত্যিই কি আসবে?'

'নিশ্চই। বীরের খ্যাতি চায় ও, বেপরোয়া স্বভাবের জন্যেই অসম্ভব যে কোন ব্যাপার ঘটাতে চায়। তাছাড়া কেট লরেন্সের প্রেমে পড়েছে ও।'

'তাই?'

'এ খবর তো এতদিনে বাসি হয়ে গেছে, শোনোনি? গরম খবরটা এবার আমার কাছ থেকে শুনে নাও–মেয়েটাও ভালবেসে ফেলেছে ওকে!'

'খোদা!' রাগে কুৎসিত হয়ে গেল ডেপুটির মুখ, তীব্র বিদ্বেষ ঝরে পড়ল

Boighar.com

চাহনিতে। বুকের গভীর থেকে ঠেলে আসা দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে শেষে বলল: 'ওই অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটা? কুত্তাটাকে খুন করব আমি, গ্লিসন, একটা নেকড়েকে গুলি করে যে আনন্দ পাওয়া যায় তাই পাব!'

তেরো

অসহায় বোধ করছে জেসন, অনড় দাঁড়িয়ে থাকল কয়েক মিনিট। দূরে ক্রমশ সরে যাচ্ছে মেয়ার আর কেট লরেন্সের অবয়ব। ঘাড় ফিরিয়ে একবার পেছনে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকা জেসনকে দেখল মেয়েটা, কিন্তু গতি কমাল না জানে কিছুক্ষণের মধ্যে পিছু নেবে জেসন।

দ্রুত পাশে রাখা রাইফেল তুলে নিল জেসন। জানে মেয়েটিকে থামানোর কোন উপায় নেই–যদি না মেয়ারটাকে আহত করা যায় বা মেরে ফেলা যায়। কিন্তু নিশানা করার পরপরই কাঁপতে থাকল হাত, অজান্তে রাইফেলের সাইট থেকে রাইডারের ওপর সরে গেল দৃষ্টি। ট্রিগার টানার সাহস হলো না ওর।

ঠিক সেই মুহূর্তে পেছন ফিরে ওর উদ্দেশে হাত নাড়ল কেট। রাইফেল ফেলে স্থির বসে থাকল জেসন।

দরদর করে ঘাম ঝরছে কপাল বেয়ে, অনুভব করল ও, উত্তেজিত হয়ে উঠেছে অজান্তেই। মরিয়া হয়ে ভাবল কি করা উচিত, শেষ মুহূর্তে ক্ষীণ আশা দেখতে পেয়ে কিছুটা স্বস্তি বোধ করল।

লস ক্যাভালসের পথ মোটামুটি সমতল, প্রায়শই এঁকেবেঁকে গেছে। ট্রেইল এড়িয়ে কোণাকুণি গেলে হয়তো কেটের আগে পৌঁছতে পারবে ও কিন্তু সমস্যাও আছে, পথটা বন্ধুর এবং ঢালু, তাছাড়া লস ক্যাভালসের উত্তরে গিয়ে পৌঁছবে। তবে একটা আশা অন্তত থাকবে তাতে, কেট পশ্চিমের গেটে পৌঁছার আগেই উত্তরের গেটে পৌঁছতে পারবে ও। অবশ্য সেটা নির্ভর করছে মেয়েটা কিভাবে মলিকে ছোটায় তার ওপর।

প্রথম কয়েক মাইল মলিকে অনুসরণ করল ও, দিগন্তের শেষ সীমানায় ছোট্ট একটা বিন্দুর মত দেখতে পাচ্ছে ঘোড়াটাকে। এদিকে সোজাসুজি পথ ধরে ছুটছে সোরেলটা। ক্রমশ দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে। অজান্তে দাঁতে দাঁত চাপল জেসন, অসহায় ভাবে তাকাল নিজের ঘোড়ার দিকে। মলির ধারে-কাছেও যাবে না সোরেলটা–না গতিতে, না সামর্থ্যের বিবেচনায়। তবে এই ঘোড়াই একবার জীবন বাঁচিয়েছিল ওর, গ্লিসন-বাহিনীর চূড়ান্ত, চ্যালেঞ্জ উৎরে

বইঘর.কম

গিয়েছিল সাফল্যের সাথে। সেটা যদি সৌভাগ্যের পূর্বাভাস হয়ে থাকে, হয়তো আজকেও খানিকটা পাওয়া যাবে।

মূল ট্রেইল ছেড়ে কোণাকুণি লস ক্যাভালসের দিকে ঘোড়া ছোটাল জেসন। সূর্যের আলো সরাসরি পড়ছে ওর মুখে, কিন্তু পরোয়া করছে না। বাতাসের দাপটে মাথা থেকে সরে গেছে হ্যাট, উড়ছে চুলগুলো। মিনিট কয়েকের মধ্যে রুক্ষ জমিতে এসে উঠল ওরা, এবং জেসন খেয়াল করল নিজের ক্ষমতা এবার দেখাতে শুরু করেছে ঘোড়াটা–পাহাড়ী জমি পাড়ি দিতে দারুণ দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। অনায়াসে চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে যাচ্ছে, পাহাড়ী ছাগলের মত দক্ষতা বা মলির মত চাতুর্যের পরিচয় না দিলেও নিশ্চিত, সাহসী পদক্ষেপ ফেলছে। নতুন করে আশা জাগল ওর মনে। চড়াই বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা, টানা ক্লান্তিহীন ভাবে উঠতে থাকল। মলির মত, ওপরে ওঠার সময় স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলেও সহিষ্ণু এবং সাহসী পদক্ষেপ ফেলছে ঘোড়াটা, দ্রুত চূড়ায় উঠে এল একসময়।

বহু দূরে, নীল আকাশের নীলিমার নিচে লস ক্যাভালসের সাদা দেয়াল নীলচে ছোঁয়া পেয়েছে। পাহাড়ের চূড়ায় সোনালী রোদ ঢেলে দিচ্ছে বিকেলের সূর্য, গলে যাওয়া তামার তৈরি মনে হচ্ছে ওগুলোকে। লস ক্যাভালসের দালানের জানালাগুলো জ্বলজ্বল করছে আলোর সঙ্কেতের মত। ঘোড়ার খুরের আঘাতে উড়ন্ত ধুলোর মেঘ ছড়িয়ে পড়ছে পেছনের ট্রেইলে, থিতিয়ে আসার আগেই বহু দূর পথ পাড়ি দিচ্ছে ঘোড়াটা।

ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করেছে সোরেলটা–একেবারে মসৃণ পথ, এতটা মসৃণ যে ঘাসও নেই। কিছু কিছু জায়গা খানাখন্দে ভরা, আশপাশে গাছ দেখা যাচ্ছে। রাইডিং নয়, বরং ওপর থেকে পিছলে পড়া মনে হলো জেসনের কাছে।

নাক সিটকাল সোরেলটা, ঢালু পথে নেমে যাওয়া পছন্দ করতে পারছে না। কান খাড়া হয়ে আছে ওটার। অনড় স্যাডলে বসে আছে জেসন, হাঁটু চেপে জুত হয়ে বসেছে। ভাগ্য আর সোরেলের সামর্থ্যের ওপর বিশ্বাস রেখেছে।

একটা ঘোড়া তার সওয়ারীর প্রতি এরচেয়ে বেশি নিষ্ঠা দেখাতে পারত না, সবে যখন নামতে শুরু করেছে ওরা, আচমকা নরম ঝুরঝুরে মাটিতে পা পড়তে পিছলে গেল খুরগুলো। পিছলে একপাশে সরে গেল সোরেলটা, ছুঁড়ে দেওয়া পাথরের মত ছিটকে পড়ল ওরা দু'জনেই। চোখ তুলতে সামনে একটা বোল্ডার দেখতে পেল জেসন, সাগরের পানিতে কোন হাঙরের ফিন যেমন উঁচু হয়ে থাকে, তেমনি পাহাড়ের পিঠে ভেসে আছে বোল্ডারটা। মনে হলো এখানেই জেসন আরমিনের সমাপ্তি, কিন্তু কিভাবে যেন শেষ মুহূর্তে সামলে নিল সোরেলটা, দোদুল্যমান অবস্থায় স্থির হয়ে দাঁড়াল অদৃশ্য শক্তির ভরসায়। নিমেষে পেরিয়ে গেল বোল্ডারটা, জেসনের চ্যাপসের সাথে মৃদু ঘষা

Boighar.com

খেল বোল্ডারের শরীর।

দ্রুত বাড়ছে ঘোড়ার গতি। গাছ এড়িয়ে চলছে ওটা। একের পর এক পাথর ছুটে আসছে ওদের দিকে, ঝড়ো বাতাসের ন্যায় পাশ কাটিয়ে পেছনে পড়ে যাচ্ছে মুহূর্তের মধ্যে। ধুলো আর নুড়িপাথরের পাহাড় ওদের পেছনে, বড়সড় পাথরগুলো মাটি থেকে উপড়ে যাচ্ছে খুরের আঘাতে। মিছিল করে নেমে আসছে ওদের পিছু পিছু, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদেরকে হারিয়ে দিল গতিতে। কানে বাতাসের গর্জন আর ধাক্কা অনুভব করছে জেসন।

প্রচণ্ড গতিতে সমান জমিতে নেমে এল ওরা। গতির কারণে প্রায় হাঁটু মুড়ে পড়ার দশা হলো সোরেলটার, স্যাডলে স্থির হয়ে বসে থাকা জেসন কেবল নিঃশ্বাস আটকে শঙ্কিত হয়েই থাকল। সোরেলের মরিয়া চেষ্টার পরও ভরাডুবি ঠেকানো গেল না। শেষ মুহূর্তে একটা পাথরে পা হড়কে হোঁচট খেল ঘোড়াটা, বাতাসে নিক্ষিপ্ত হলো জেসন। উড়ে যাওয়ার সময় পেছন ফিরে দেখল বলের মত ড্রপ খাচ্ছে ঘোড়াটা, ও নিজেও গড়াচ্ছে।

মিনিট খানেক পর দেখা গেল ঘোড়া ও আরোহী দু'জনেই অক্ষত। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল ওরা, কোন রকমে শরীর টেনে স্যাডলে চাপল জেসন, লস ক্যাভালসের উত্তরের গেট বরাবর সোরেলকে ছোটাল আবার। ঘোড়াটার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা অনুভব করছে, মনে প্রত্যাশার ক্ষীণ প্রবাহ ধরে রেখেছে এখনও। বুঝতে পারছে যতটা ভেবেছিল তারচেয়ে বেশিই সম্ভাবনা আছে ওর। মলির গতি বেশি, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু দীর্ঘ পথ এড়িয়ে সংক্ষিপ্ত পথ বেছে নিয়েছে জেসন। হয়তো শেষপর্যন্ত মলির আগেই লস ক্যাভালসে পৌঁছতে পারবে সোরেলটা।

ফের হতাশা জাগল ওর মধ্যে, মনে হলো ঘোড়াটা ছুটছে না, ফেলে আসা ঢালু পথেই যেন পড়ে আছে এখনও। কিন্তু অচিরেই ভুল ভাঙল। খড়ের একটা ওয়্যাগনকে শহরের গেট দিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখতে পেল ও। দ্রুত রাশ টানল জেসন, সমানে খিস্তি করছে। বিশাল ওয়্যাগনটা ওর ঢোকার পথ সাময়িক ভাবে বন্ধ করে দেওয়ায় অযথা মূল্যবান কয়েকটা মিনিট নষ্ট হলো। হতে পারে এ কয়েকটি মুহূর্তের ওপর ক্যাথেরিন লরেন্সের বাঁচা-মরা নির্ভর করছে!

রাস্তার পাশে এক লোককে দেখা গেল, খড়ের সমব্রেরো তুলে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। সমানে হাত নাড়ছে লোকটা। কয়েকটা পেনি দরকার, জানাল সে, এমনই দুর্ভাগা যে গত একমাস ধরে বেকার কাটাচ্ছে। সেনরকে দয়ালু মনে হচ্ছে তার এবং যদি দয়া করেন তিনি…

খিস্তির সাথে একটা কয়েন ছুঁড়ে দিল জেসন। ওয়্যাগনটা গেট দিয়ে বেরিয়ে আসতে দ্রুত স্পার দাবাল। চোখের কোণে নড়াচড়া ধরা পড়তে পেছন ফিরে তাকাল ও, দেখল দূরের দেয়ালের দিকে হাত নেড়ে কি যেন

বইঘর.কম

দেখাচ্ছে ভিখারী লোকটা–একক সংখ্যা বোঝাচ্ছে।

দাঁতে দাঁত চাপল জেসন, বুঝতে পারছে ভিখারী আসলে শেরিফ বা গ্লিসনের নিযুক্ত লোক। রাগে গা জ্বলতে শুরু করলেও সোরেলটাকে এগিয়ে নিয়ে চলল। 'প্লাজা কোন্ দিকে?' চিৎকার করল ও।

'খোয়া বিছানো রাস্তা ধরে যেতে হবে, সেনর!'

খুরের আঘাতে গম্ভীর শব্দ হচ্ছে, যেন নেহাইয়ে আঘাত করছে কেউ। অন্ধকার একটা গলিতে ঢুকে পড়ল জেসন। 'প্লাজা কোন্ দিকে?' ফের জানতে চাইল এক পথচারীর কাছে।

'আরও দুই গলি পেছনে যেতে হবে, তারপর হাতের বামে…'

ঝটিতি সোরেলের মুখ ঘুরিয়ে নিল জেসন, দুটো গলি পেরিয়ে বাম দিকে প্রথমটায় ঢুকে পড়ল। আগেরগুলোর চেয়ে অনেক পরিসর এটা, খোয়াও বিছানো নেই।

'প্লাজা?'

'ভুল করেছ! পেছনের গলি ধরে যেতে হবে–ছোট্ট গলিটা, সেনর!'

'শয়তান এই শহর তৈরি করেছে!' তিক্ত মনে, বিরক্তিতে স্বগতোক্তি করল জেসন। 'এখনও এই শহরে বাস করছে শয়তান!' গলির মুখে পৌঁছে পাশের গলি ধরে এগোল ও, ঘোড়ার প্রতিটি ধাপ ফেলার সাথে সাথে খিস্তি করছে নিজের দুর্ভাগ্যকে। বোর্ডওঅক ধরে হাঁটা লোকজন দেখছে ওকে। কিন্তু সেদিকে তাকানোর সুযোগ নেই ওর, তুমুল গতিতে ছুটছে সোরেলটা। কিছু বাচ্চা খেলছিল গলির মুখে, আরেকটু হলে তাদের ওপর ঘোড়া তুলে দিয়েছিল জেসন, কোন রকমে এড়িয়ে গেল বাচ্চা কোলে নিয়ে রাস্তা পার হওয়া এক মহিলাকে। বিরক্তি আর অসন্তোষ ঝরে পড়ল ওর উদ্দেশে।

'প্লাজা?'

'ওই যে, সেনর! হাতের বামে প্রথম রাস্তা ধরে যেতে হবে!'

ঘোড়া ঘুরিয়ে এগোল জেসন, গলির শেষ প্রান্তে পৌঁছতে বইয়ে আঁকা ছবির মত উজ্জ্বল একটা দৃশ্য দেখতে পেল। গোধূলি পেরিয়ে গেছে এরই মধ্যে। পশ্চিম আকাশে মেঘের দল গ্রাস করে ফেলেছে সূর্যকে, দিগন্তের কাছে দুটো আগুনের বলয় তৈরি করেছে। ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসছে পৃথিবী–পুরো শহর যেন গুটিসুটি মেরে পড়ে আছে, আকাশের উজ্জ্বল আভার বিপরীতে করুণ আর কাহিল দেখাচ্ছে; রাস্তার লোকগুলোকে মনে হচ্ছে অশরীরী, প্রাণহীন আঁধারের প্রতিকৃতি।

গলির শেষ মাথায় উজ্জ্বল একটা অবয়ব চোখে পড়ল ওর, জেসন জানে মলি ম্যালোন ওটা, স্যাডলে আসীন মেয়েটিকে একজন পুরুষের মতই দেখাচ্ছে। মেয়েটার ছদ্মবেশ এতই নিখুঁত হয়েছে ওর মনে হলো হয়তো কেট লরেন্স নয়, অন্য কেউ রসে আছে স্যাডলে।

Boighar.com

কিন্তু কেটই মলির স্যাডলে চেপে এগিয়ে আসছে, এবং ও নিজে ঠিক সময়ে পৌঁছেছে। দশ সেকেন্ডের মধ্যে মেয়েটির পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারে!

জেসন মোড় ঘুরতে কোণের দালানের আড়ালে পড়ে গেল মলি আর ওর রাইডার। তীব্র গতিতে ছুটল ও। স্বস্তি অনুভব করছে, একইসঙ্গে এক ধরনের বুনো জেদ আর নিষ্ঠুরতা আবিষ্কার করল নিজের মধ্যে। এগিয়ে যাওয়ার প্রতিটি মুহূর্তে ওর মনে হলো কেট লরেন্সকে নিজের হৃদয়ের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসছে, অধিকার প্রতিষ্ঠিত করছে, নিজের ভালবাসায় মেয়েটির সবকিছু জড়িয়ে নিচ্ছে–মেয়েটিকে নিজের একটি অংশ হিসেবে তৈরি করে নিচ্ছে, আজীবনের জন্যে।

গলির মোড় ঘোরার সময় আচমকা রাশ টানল ও, ফলে হুড়মুড় করে পড়ে যাওয়ার দশা হলো ঘোড়াটার। গলির অর্ধেক আসার পর মুহুর্মুহু রাইফেলের গর্জন কানে এল, আবছা অন্ধকারের মধ্যে কমলা আগুনই কেবল চোখে পড়ল ওর। মেয়েলি কণ্ঠের চাপা আর্তনাদ শুনতে পেল এবার। ভয়-শঙ্কায় অসহায় বোধ করল জেসন। গোঙানিটা অনেক, অনেকক্ষণ ওর কানে লেগে থাকল, তীব্র ভাবে আঘাত করছে হৃদয়ে, সাথে রাইফেলের গর্জন মাথার ভেতর যন্ত্রণার অনুভূতি এনে দিচ্ছে।

মুহূর্তের মধ্যে জেসন বুঝে গেল কি ঘটেছে। গলির উল্টোদিকের ভিড় লক্ষ্য করে তুফান বেগে ঘোড়া ছোটাল ও। একটা বাড়ির কোণে এড লিন্টনকে উঠে দাঁড়াতে দেখল, কাঁধ ঝুলে পড়েছে ডেপুটির, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। 'গুলি করার নির্দেশ দিল কে? আমি তো দেইনি!' খেপা সুরে বিতৃষ্ণা প্রকাশ করল সে। 'এ নিশ্চই গ্লিসনের কাজ! শয়তানটা বেঈমানি করেছে আমার সঙ্গে!' দ্রুত এগিয়ে এল সে, মলির পিঠে নিশ্চল শরীরটা চুম্বকের মত আকর্ষণ করছে তাকে, মুহূর্তের জন্যেও দৃষ্টি সরছে না। 'এ তো একটা মেয়ে! কেট লরেন্স!' অস্ফুট গোঙানির মত শব্দগুলো বেরিয়ে এল লিন্টনের গলার গভীর থেকে।

ছুটে গিয়ে স্যাডল থেকে কেটের নিশ্চল শরীর টেনে নামাল ডেপুটি। এক দিকে হেলে পড়েছে মেয়েটির মাথা, গলা উন্মুক্ত হতে দূর থেকেই রক্তের ধারা স্পষ্ট চোখে পড়ল জেসনের।

নিমেষে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল ও। কেউই দেখেনি ওকে, কিংবা ওর উপস্থিতি টের পায়নি। বোর্ডওঅকে কেটকে শুইয়ে দিয়েছে লিন্টন, সূর্যের শেষ আভায় আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে অপূর্ব মুখটা, চারপাশ থেকে কৌতূহলী লোকজন এগিয়ে যেতে থাকল। ডেপুটির অসহায়, ব্যথাতুর মুখটাও আগ্রহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভিড়ের মধ্যে একটা ফিসফিসানির জোয়ার বয়ে গেল, একটু পর চেঁচামেচি শুরু হলো–কি ঘটেছে পরস্পরের কাছে জানতে চাইছে লোকজন।

বইঘর.কম

হয়তো পুরো ব্যাপারটাই তামাশার বিষয় ছিল, কিন্তু এখন করুণ মৃত্যুর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে!–কেটের ছদ্মবেশ নেয়ার ঘটনা মনে পড়তে তিক্ত মনে ভাবল জেসন। সরু গলি ধরে সরে এল ও। মাথায় ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে। জানে অস্থির স্বভাবের হলেও এড লিন্টন মূলত সৎ এবং ভাল মানুষ, ক্যাথেরিন লরেন্সের দুঃখজনক মৃত্যুর পেছনে তার হাত নেই হয়তো, অন্তত তাকে দোষ দেওয়ার উপায় নেই। নির্ঘাত এসবের পেছনে গ্লিসন আছে।

হিস্টিরিয়ার মত কোন আবেগ নেই জেসনের মধ্যে, বরং এক ধরনের শীতল ক্রোধ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে ওর সারা সত্তায়। এমনকি কপালে জমা বিন্দু বিন্দু ঘামের ফোঁটাগুলোকেও শীতল মনে হচ্ছে, সবচেয়ে গরম দিনে লোহা যেমন ঠাণ্ডা থাকে!

নিচু স্বরে শিস দিল ও। গলির মুখে নিশ্চল দাঁড়িয়ে ছিল মলি, শিসের শব্দে মুখ তুলে তাকাল, তারপর ধীরে ধীরে সরে এল। ঘোড়াটা পাশে আসতে মলির স্যাডলে চাপল জেসন, হালকা চালে এগোল প্লাজার দিকে। চারপাশে প্রচণ্ড ভিড়, ভাবতেই পারেনি লস ক্যাভালসে এত লোকের সমাগম হতে পারে। হাজারো লোক যেন কোন প্রদর্শনী দেখতে এসেছে। ওই প্রদর্শনী কি, অনায়াসে আন্দাজ করা যায়–দুই বিখ্যাত বন্দুকবাজের গানফাইট। যথেষ্ট প্রচার পেয়েছে চ্যালেঞ্জের ব্যাপারটা, কিন্তু প্রতারণা আর নোংরা কৌশল তাতে বাধ সেধেছে।

রাইফেলের গর্জন যেদিক থেকে এসেছে, সেদিকে যাচ্ছে সবাই। ইতোমধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়েছে–জেসন আরমিন নয় বরং এক মহিলা, কেট লরেন্স ভূপতিত হয়েছে, সৃষ্টির সবচেয়ে সুন্দর সৃষ্টি ক্যাথেরিন লরেন্স এখন মৃত্যুশয্যা নিয়েছে!

গ্লিসন বা লিন্টন, যেই এই পরিকল্পনা করুক, কেট লরেন্সের উপস্থিতিতে ভজকট হয়ে গেছে পুরো ব্যাপারটা। স্রেফ পরিকল্পিত একটা অ্যাম্বুশে পা দিয়েছে মেয়েটা। বিহ্বল ডেপুটির বিস্ময় আর নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে তখন সটকে পড়েছে স্বেচ্ছাসেবী স্নাইপাররা, হয়তো এদের প্রত্যেকেই বিল গ্লিসনের পোষা লোক।

'গ্লিসনকে খুঁজে বের করো!' পেছনে ডেপুটির চড়া কণ্ঠ শুনতে পেল জেসন। 'আরমিন্ন নয়, আগে ওকে চাই আমি! কেট লরেন্সকে খুনের দায়ে ওকে ফাঁসিতে যদি না ঝুলিয়েছি তো আমার নাম এড লিন্টন নয়!'

ভিড়ের মধ্যে পথ করে নিল জেসন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলাচ্ছে চারপাশে। ডেপুটির ঘোষণায় অন্তত একটা লাভ হয়েছে, গ্লিসনের অধীন লোকেরা পালাতে ব্যস্ত এখন। এদের মুখোমুখি হতে হবে না।

স্নায়ুর বিন্দুমাত্র জড়তা নেই ওর মধ্যে, নিজেকে কর্তব্যনিষ্ঠ ভয়ঙ্কর একটা মেশিনের মত মনে হচ্ছে, পৃথিবীতে যেন একটা কাজ করার জন্যেই

Boighar.com

পাঠানো হয়েছে ওকে। এর আগে কখনও জানা ছিল না উদ্দেশ্যটি, কিন্তু এখন জানে। গ্লিসনকে খুন করতে হবে, যেভাবেই হোক। ঈশ্বরই ওকে প্রেরণ করেছেন, শরীর আর আত্মার রূপ দিয়েছেন; সেইসঙ্গে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা দিয়েছেন, যা হতে পারে ওর প্রধান অস্ত্র। এ মুহূর্তে অসাধারণ এক ঘোড়ার পিঠে আসীন করেছেন, শীতল বেদনা আর তপ্ত ক্রোধ দিয়ে ওর আত্মাকে ইস্পাতের মত বিশোধিত করেছেন–গ্লিসনের ধ্বংসের জন্যে সবই জরুরী করে তুলেছেন।

সামনে ভিড় আলগা হয়ে যেতে দেখল জেসন। ঘটনাস্থলের দিকে ছুটছে সবাই, কিন্তু কাছেই, একটা জেনারেল স্টোরের পোর্চে দীর্ঘ সুঠামদেহী এক লোককে দেখতে পেল। বিশাল বুকের ছাতি, চওড়া কাঁধ লোকটার। রাতের ঘন অন্ধকারেও তাকে চিনতে অসুবিধে হবে না ওর। লোকটির মধ্যে এমন কিছু আছে যাতে অনায়াসে অন্যদের থেকে আলাদা করতে পারবে।

'গ্লিসন! বিল গ্লিসন!' শীতল কণ্ঠে ডাকল জেসন।

গোড়ালির ওপর ঘুরে দাঁড়াল বিল গ্লিসন, বুঝতে পেরেছে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই আর। বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর হাতে, ভোজবাজির মত ডান হাতে উঠে এল একটা পিস্তল। পিস্তলের নলটা উঠে আসছে জেসনের বুক বরাবর···এখনই কমলা আগুন ওগরে দেবে···

লোকটার চোখে খুনের নেশা দেখতে পেল জেসন। দানবীয় উল্লাসে হেসে উঠল বিল গ্লিসন। কিন্তু তাড়াহুড়োয় মিস্ করল সে, গুলিটা উড়িয়ে নিয়ে গেল জেসনের হ্যাট।

জেসনেরটা মিস্ হয়নি। শেষ মুহূর্তে স্যাডলে বসেই ড্র করেছে ও, কোমরের কাছ থেকে গুলি করেছে। সামান্য ডানে সরে গেছে শয়তানটা, তাই বুকে না লেগে বাহুতে বিঁধল গুলিটা। অস্ফুট স্বরে ককিয়ে উঠল গ্লিসন, খিস্তি করে ফের গুলি করল। কিন্তু ছুটন্ত টার্গেট ভেদ করার মত সময় বা নিশানা করার সুযোগ নেই তার। একের পর এক গুলি করছে সে, কিন্তু একটাও লাগছে না জেসনের গায়ে।

গ্লিসনের পিস্তল থেকে বের হওয়া আগুনের ঝলক দীর্ঘক্ষণ আভা বিতরণ করল, নির্নিমেষ নয়নে দেখল জেসন, এমনকি তার হাত থেকে ওটা মাটিতে পড়ে যাওয়ার পরও। তীব্র খিস্তি করে ঘুরে হোটেলের ফটকের দিকে দৌড় লাগাল গ্লিসন। পিস্তল তুলে তার পিঠে নিশানা করল জেসন, তীব্র ক্রোধে উন্মাদ হয়ে পড়ার দশা হয়েছে ওর। কিন্তু গুলি করার আগেই কাছাকাছি একটা পিস্তলের গর্জন শুনতে পেল, পরমুহূর্তে মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল ওর। নিমেষে স্যাডল চ্যুত হলো ও, মাটিতে পড়েই গড়ান দিয়ে কয়েক ফুট সরে গেল।

পাশ ফিরে উল্টোদিকে ফিড স্টেবলের দিকে তাকাল জেসন। ধুলো

বইঘর.কম

উড়ছে বাতাসের সাথে, আবছা ভাবে ছুটন্ত একটা লোককে দেখতে পেল–খাটো, চওড়া দেহ লোকটার–ওয়ালি হ্যামন্ড। কুখ্যাত ট্র্যাপার এবং শিকারী, জেমস আরমিনের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল এর। তাতে কি? গ্লিসনের লোক সে, সুতরাং···

গুলি করল জেসন, লোকটাকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে দেখল। টের পেল মুখের পাশ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু পরোয়া না করে উঠে দাঁড়াল ও। তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন দেখতে পাচ্ছে না, বেদনা বা হতাশা সবই বিদায় নিয়েছে, নিজের ইতিকর্তব্য সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত, আত্মবিশ্বাসী–জানে আজকেই বিল গ্লিসনের সমুদয় পাওনা মিটিয়ে দেবে।

হোটেলের দিকে এগোল ও। পেছনে চিৎকার করছে লোকজন, ছোটাছুটি করছে, অনুসরণ করছে ওকে–ইচ্ছে লড়াইয়ের শেষটুকু দেখা। সামনের লোকেরা সরে গিয়ে জায়গা করে দিচ্ছে। হোটেলের কোণার দিকে একটা রাইফেলের গর্জন শোনা গেল আবার। কিন্তু স্থির দাঁড়িয়ে থাকল জেসন, ঝটিতি ঘুরেই গুলি করল আন্দাজের ওপর, লোকটা দ্বিতীয়বার গুলি করার আগেই।

নিজের নিশানা সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই ওর। অদ্ভুত এক দূরদর্শিতা ঠাঁই নিয়েছে ওর মধ্যে, ভবিষ্যৎ যেন স্পষ্ট অনুধাবন করতে পারছে। আবার গুলি করল জেসন, তারপর ফলাফল দেখার জন্যে পিস্তলের নল নিচু করল। ছায়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল লোকটা, এলোমেলো কয়েক পা ফেলে হুমড়ি খেয়ে পড়ল বোর্ডের ওপর। দু'হাতে বুক চেপে ধরেছে, গড়ান দিয়ে বোর্ড থেকে মাটিতে পড়ে গেল রাইফেলটা।

লোকটার দিকে এগিয়ে গেল জেসন।

ড্যানিয়েল ফিঞ্চ। হাতের আঙুলের ফাঁক গলে রক্ত উপচে পড়ছে, মৃত্যুভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ, মাঝে মধ্যে যন্ত্রণায় মোচড় খাচ্ছে শরীরটা। করুণা বা দয়া কোনটাই অনুভব করছে না জেসন, পিস্তল তুলে নলটা ফিঞ্চের কপালে ঠেকাল। তখনও এক হাতে বুকের ক্ষত চেপে ধরে রেখেছে জুয়াড়ী, অন্য হাত তুলে ওর বাহু স্পর্শ করল।

'একটা সুযোগ দাও আমাকে, খোদার দোহাই! বাঁচতে দাও আমাকে! অনেক ক্ষতি করেছি তোমার, কিন্তু শেষবারের মত···ভাল হয়ে যাওয়ার একটা সুযোগ দাও আমাকে, ম্যান! আরমিন, তুমি নিশ্চই একটা কৃমিকে পিষে মারতে চাও না?' টেনে টেনে বললেও করুণ মিনতি ফুটে উঠল ড্যানিয়েল ফিঞ্চের কণ্ঠে।

'গ্লিসন কোথায়?'

'বলছি,' দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিল ফিঞ্চ, অস্থির চোখ লেগে আছে জেসনের অস্পষ্ট মুখে। 'স্টেবলের দিকে গেছে ও, একটা ঘোড়া নিয়ে শহর

Boighar.com

থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে।'

'তাহলে মুখোমুখি লড়ার ইচ্ছে নেই ওর?'

'না! ও বুঝে গেছে আজ তোমার দিন!'

'তুমি একটা বেওয়ারিশ কুকুর, ফিঞ্চ। মলিকে গছিয়ে দিয়ে আমাকে এখানে পাঠিয়েছিলে মরার জন্যে। তাই না?'

'সত্যি। স্বীকার করছি সব। জেসন, সবকিছু লিখে দেওয়া পর্যন্ত বাঁচতে দাও আমাকে! তাতে তোমার লাভ ছাড়া ক্ষতি হবে না। ওদের সবার সর্বনাশ করে ছাড়ব আমি। মুখোশ খুলে দেব সবক'টার!'

কিন্তু ইতোমধ্যে স্টেবলের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে জেসন। জানে শেষ হয়ে গেছে ড্যানিয়েল ফিঞ্চ, পরাজিত কোন লোকের কাছ থেকে কিছুই পাওয়ার নেই ওর। বাঁচুক বা মরুক, আর কখনও সত্যিকার মানুষ হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না ফিঞ্চ।

ফিঞ্চ নয়, বরং গ্লিসনকে চাই ওর।

স্টেবলের দরজা পথে এক রাইডারকে বেরিয়ে আসতে দেখল ও। মুহূর্তের মধ্যে ওকে পেরিয়ে গেল ঘোড়াটা। ঘুরেই ছুটন্ত লোকটার উদ্দেশে গুলি করল জেসন, কিন্তু মিস্ করল। ক্রোধ আর অসন্তোষ আরও বেড়ে গেল ওর, রক্তের অতৃপ্ত নেশায় পেয়ে বসেছে যেন, চাপা স্বরের গোঙানি বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। লাফিয়ে মলির পিঠে চেপে বসল ও, তারপর স্পার দাবাল।

রাস্তায় ভিড় করা মানুষের পরোয়া করছে না বিল গ্লিসন। ঘোড়ার সাথে সংঘর্ষের ফলে ছিটকে গিয়ে ধুলোর ওপর আছড়ে পড়ল এক লোক, সমানে গালাগাল শুরু করল। গ্লিসনের জন্যে পথ ছেড়ে দিল লোকগুলো, পথটা বন্ধ হওয়ার আগেই একই পথে অনুসরণ করছে জেসন।

চৌকস ঘোড়া আছে সঙ্গে, তাছাড়া এ শহর হাতের তালুর মত পরিচিত গ্লিসনের; অভিজ্ঞতা কাজে লাগাচ্ছে শয়তানটা। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুবের গেটের কাছে পৌঁছে গেল সে।

আচ্ছা অন্ধকারে কেবল ছুটন্ত একটা কাঠামো দেখতে পাচ্ছে জেসন, যদিও অনুসরণ করতে অসুবিধে হচ্ছে না। খুব বেশি হলে এক ফার্লং দূরে আছে গ্লিসন। অজান্তে প্রসারিত হলো ওর মুখ, নিয়তির কি বিচিত্র খেলা—একদিন যেখান থেকে মরার জন্যে এসেছিল জেসন, সেই মরুভূমির দিকেই পালাতে হচ্ছে গ্লিসনকে। কিন্তু বাঁচতে পারবে না সে। এখানেই তার অবশ্যম্ভাবী নিষ্ঠুর নিয়তি, জানে জেসন।

ঠোঁটের কোণে হাসি লেগে আছে ওর, চোখে সতর্ক দৃষ্টি; শরীরে এমন কোন স্নায়ু নেই যেটা নিস্তেজ হয়ে আছে কিংবা কাঁপছে। তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে মলি, কান খাড়া করে ছুটছে না, বরং কান দুটো মাথার সাথে লেগে আছে, ঘোড়াটা যেন বুঝতে পেরেছে প্রতিহিংসার বজ্র পিঠে নিয়ে ছুটতে হচ্ছে।

বইঘর.কম

গ্লিসনের ঘোড়াটা দীর্ঘ এবং শক্তিশালী, কিন্তু মলি ছুটছে ঠিক বাতাসের মত, গড়িয়ে যাওয়া পানির স্রোতের পেছনে বাতাস যেমন ছোটে। দু'বার পেছন ফিরে গুলি করল গ্লিসন। প্রতিবারই মাথার ওপর দিয়ে তপ্ত সীসা ছুটে গেছে, এবং উচ্চস্বরে হেসে উঠেছে জেসন, ইচ্ছে করে অবজ্ঞা আর বিদ্বেষ প্রকাশ করেছে।

নিজেকে ঈশ্বরের প্রেরিত দূত মনে হচ্ছে না ওর, কিন্তু অনুভব করছে নিজের ক্রোধের যৌক্তিকতা। সেটাই ওর আসল বর্ম।

ক্রমশ দূরত্ব কমছে। এখন এতটাই কাছে যে গ্লিসনের ঘোড়ার খুরের দাপটে ওড়া ধুলো এসে পড়ছে জেসনের মুখে, ধুলোর সাথে মেশা অ্যালকালির ছোঁয়া কটু লাগছে নাকের ছিদ্রে। উৎসুক শিকারী পাখির মত মুখ বাড়িয়ে দিল ও, নিজের শিকারের দিকে যেভাবে নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে থাকে কোন পাখি।

আচমকা ঘোড়া ঘুরিয়ে ফেলল গ্লিসন, ছুটে এল ওর দিকে। ঘটনার আকস্মিকতা আর প্রতিদ্বন্দ্বীর ঘোড়ার গতি দেখে কিছুটা বিস্মিত হলো জেসন। ঠিক ওর মুখের সোজাসুজি কমলা আগুন ওগরাল একটা পিস্তল, এই ফাঁকে নিজের কোল্টের ট্রিগার টানল ও, কিন্তু জ্যাম হয়ে গেছে ওটা!

স্টিরাপ থেকে পা ছাড়িয়ে ঝাঁপ দিল জেসন, দু'হাতে চেপে ধরল গ্লিসনের বিশাল শরীর। বেচাল দেখে শরীর মোচড়াল সে, বিশাল দেহে কতটা জোর আছে হাড়ে হাড়ে টের পেল জেসন। হাত ছুটে যাওয়ার উপক্রম হলো ওর, কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে হ্যাঁচকা টান দিল। দু'জনেই স্যাডল চ্যুত হলো ওরা, গ্লিসন পড়ল নিচে। থ্যাপ করে আওয়াজ হলো কিছুর, এবং গুঙিয়ে উঠল সে।

মুহূর্তের মধ্যে জেসন বুঝে ফেলল লোকটার মাথার সাথে সংঘর্ষ হয়েছে শক্ত কিছুর। সুযোগটা নিতে ভুল করল না ও, জানে গ্লিসনের হাতে পিস্তলটা রয়ে গেছে। একটা গুলি করতে পারলেই শেষ হয়ে যাবে লড়াই। ঝটিতি উঠে বসল ও, গ্লিসনের মাথা চেপে ধরে খানিকটা ওপরে তুলে আছাড় মারল। শক্ত পাথরের সাথে খুলির সংঘর্ষের আওয়াজ প্রশান্তি এনে দিল ওর শরীরে। কয়েকবার আছাড় মারার পর পিছিয়ে এল ও, সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে স্থির দেহটার ওপর।

দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে আলো ফেলল গ্লিসনের মুখে, রোদপোড়া ত্বক ক্রমশ ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে। চোখ দুটো খোলা। চিৎ হয়ে পড়ে আছে সে, ছড়িয়ে আছে বিশাল দুই বাহু, শয়তানি হাসি খেলা করছে ঠোঁটের কোণে। ঘোলাটে চোখে বিদ্বেষ আর ঈর্ষা লেগে আছে এখনও।

কিন্তু মারা গেছে বিল গ্লিসন।

গর্ব অনুভব করছে না জেসন, বরং এক ধরনের স্বস্তি আর সন্তুষ্টি বোধ

Boighar.com

করছে। গ্লিসন মারা গেছে নিশ্চিত জানার সঙ্গে সঙ্গেই যেন ওর দেহের দুই-তৃতীয়াংশ শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে।

খুব ধার্মিক লোক বলা যাবে না ওকে, কিন্তু প্রসন্ন দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকাল জেসন। গোধূলির শেষ লগ্নের আলো নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে দ্রুত, বহু দূরে মিটমিট করতে শুরু করেছে কয়েকটা তারা। দক্ষিণের আকাশে জ্বলজ্বলে শনি গ্রহের ঠিক নিচেই রয়েছে অ্যান্টারেজ, বিন্দু বিন্দু লালচে গ্রহাণুপুঞ্জ। আচমকা নিজের ভেতর অদ্ভুত এক বিশ্বাস অনুভব করল ও যা কখনোই কারও কাছে স্বীকার করেনি–ওর সমস্ত ক্ষমতা আর সামর্থ্যের সবটুকুই ওপর থেকে আসা, এবং আজকে যে অসম্ভবকে সম্ভব করেছে, সেই ক্ষমতা না থাকলে তা হত না।

লস ক্যাভালসের পথ ধরল ও। শহরে পৌঁছে বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করল একেবারে নীরব হয়ে গেছে শহরটা। এদিক ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে লোকজন, নিচু স্বরে আলাপ করছে নিজেদের মধ্যে। আবছা আঁধারের মধ্যেও ওকে চিনতে পারল তারা। ফিসফিসানির একটা প্রবাহ বয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে, সরাসরি তাদের দিকে এগোল জেসন।

'কেট লরেন্স কোথায়?' অধীর কণ্ঠে জানতে চাইল ও।

'মেয়রের বাড়িতে আছে ও, সেনর আরমিন।'

হোটেলের উল্টোদিকের বাড়িটা দেখিয়ে দিল একজন। দ্রুত সেদিকে এগোল জেসন। অন্তত শ'খানেক লোক জমায়েত হয়েছে পোর্চে। 'ফিরে এসেছে ও! গ্লিসনকে শেষ করেছে!' মলিকে হিচিং রেইলে বাঁধার সময় একজনের চাপা স্বর কানে এল ওর।

দরজা আর সিঁড়িতে অপেক্ষায় থাকা লোকজন সরে গিয়ে জায়গা দিল ওকে। দোতলার একটা কামরায় এল জেসন, বন্ধ দরজার নবে হাত রাখল।

'তুমি বরং মিনিট খানেক অপেক্ষা করো,' ওর আস্তিনে হাত রেখে বলল একজন।

'কেমন আছে ও?'

'ওই দুর্ঘটনার জন্যে আমিই দায়ী,' ভিক্ত স্বরে বলল লোকটা।

'তুমি এড লিন্টন?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার কাছে বোধহয় একটা ওয়ারেন্ট আছে–আমার নামে?'

'তেমন কিছুই নেই আমার কাছে,' মুহূর্তের দ্বিধা শেষে বলল ডেপুটি শেরিফ। 'একটু আগেই একটা বার্তা পেয়েছি কাউন্টি অফিস থেকে। তুমি নাকি সমস্ত লুটের মালের হদিশ জানিয়েছ ওদের? তাছাড়া মুমূর্ষু অবস্থায় আছে হ্যামন্ড, কিন্তু সবকিছু স্বীকার করেছে–ও-ই খুন করেছে জিমিকে।' জেসন এগোতে উদ্যত হতে ওর কাঁধে একটা হাত রাখল সে। 'ডাক্তার

বইঘর.কম

অনুমতি দেয়ার আগে ভেতরে যেয়ো না।'

'কোন চান্স নেই, তাই না?' অজান্তে কেঁপে উঠল ওর কণ্ঠ।

'খোদা জানে! তিনটা বুলেট ঢুকেছে ওর শরীরে, কিন্তু আমি–আমি জানি না!'

মৃদু শব্দে খুলে গেল দরজাটা। 'আরমিনকে পাওয়া গেছে?' ভরাট একটা কণ্ঠ ভেসে এল খোলা দরজা দিয়ে।

'হ্যাঁ।'

'জেসনের নাম ধরে প্রলাপ বকছে মেয়েটা। ওকে বরং ভেতরে আসতে দাও।'

'এসেছি আমি,' বলে দরজার দিকে এগোল জেসন।

'কিছু মনে কোরো না,' একই রকমের নির্লিপ্ত, মাপা স্বরে বলল ডাক্তার। 'জোরে কথা বলা বা আবেগ প্রকাশ করা যাবে না।'

'তাই হবে, ডক।'

'তুমি তো একটা পাতার মত কাঁপছ!' বিস্ময় প্রকাশ করল ডাক্তার। 'তুমি জেসন আরমিন হতেই পারো না!'

'তাহলে আমি তার ভূত! মেয়েটার কাছে যেতে দাও আমাকে।'

কামরায় পা রাখল জেসন। কোণে একটা লণ্ঠন মৃদু আলো বিতরণ করছে সারা ঘরে। পশ্চিমের জানালা দিয়ে এখনও গোধূলির শেষ আলোর কিছুটা এসে পড়েছে বিছানা আর তাতে শায়িত ক্যাথেরিন লরেন্সের মুখে–ঠিক গোলাপী কুয়াশার মত স্পর্শ নিয়ে। সাদা বিছানাটাকে মনে হচ্ছে তুষারের স্তূপ, তাতে শুইয়ে রাখা হয়েছে মেয়েটিকে। শিয়রের পাশে দাঁড়িয়ে আছে এক মহিলা।

আচমকা জেসন অনুভব করল পা জোড়া ওর ওজন বইতে পারছে না আর, দুর্বল বোধ হচ্ছে হাঁটুতে। কোন রকমে বিছানার কাছে পৌঁছল ও, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

'ডাক্তার?' দুর্বল, ক্ষীণ একটা স্বর শোনা গেল। জেসনের মনে হলো বহু দূর থেকে এসেছে শব্দটা, মৃত্যুপথযাত্রী কোন লোক যেন নিজের শেষ ইচ্ছে প্রকাশ করছে।

'এই তো, এখানেই আছি আমি,' জানাল ডাক্তার।

'জেসন আরমিনের কোন খোঁজ পেয়েছ? সবাইকে ওর কথা জিজ্ঞেস করছি আমি···দিনের পর দিন···কিন্তু কেউ কিছু বলছে না! ও কি মারা গেছে?'

'বেঁচে আছে, এবং ভাল আছে,' উত্তর দিল ডাক্তার। 'তোমার বিছানার পাশেই বসে আছে ও।'

হঠাৎ করেই যেন ঘোর কাটিয়ে উঠল মেয়েটা। আয়ত দুই চোখ মেলল, চোখে শূন্য দৃষ্টি। শীতল একটা হাত জেসনের মুখ স্পর্শ করল। 'জেস!'

Boighar.com

'এই তো আমি।'

'মলির কিছু হয়নি তো?'

'একটা চুলও খোয়া যায়নি ওর।'

'তুমি, ডার্লিং?'

'একটা টোকাও নয়।'

'মনে হচ্ছে ঝামেলা সব আমার ওপর দিয়ে গেছে,' ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল মেয়েটির বিবর্ণ মুখে। 'শক্ত করে আমার হাত চেপে ধরো, জেস। এবার ঘুমাব আমি! তোমার কিছু হয়নি, মলি ভাল আছে! কত দিন এখানে আছি···কতক্ষণ···' ম্লান হয়ে গেল স্বরটা, জেসনের মুঠিতে ধরা হাত শিথিল হয়ে এল।

ওভাবেই সারা রাত বসে থাকল জেসন, প্রায়শই মেয়েটির হাত ওর মুঠি থেকে আলগা হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু সচেতন হতে পরমুহূর্তে জীবনের ছোঁয়া খুঁজে পাচ্ছিল হাতখানা।

ডাক্তারও একবারের জন্যেও ছেড়ে যায়নি ওদের।

'তোমার হাতে ওর জীবনের সুতো, জেসন,' গম্ভীর স্বরে বলল ডাক্তার। 'শেষ প্রান্তটা এখন তোমার মুঠিতে। নিজের ইচ্ছে আর প্রাণশক্তি ব্যবহার করো। তুমি একজন লড়াকু লোক। নিজের জন্যে লড়েছ, এবার ওর জীবনের জন্যে লড়াই করো। আমি যতদূর সম্ভব করেছি।'

সুতরাং কেট লরেন্সের জীবনের জন্যে লড়াই করল জেসন—নীরবে, যতক্ষণ না ওর মস্তিষ্ক বিভ্রান্ত বোধ করল, দুর্বলতায় একসময় শব্দ ফুটল না ঠোঁট দিয়ে।

কিন্তু শেষপর্যন্ত জয়ী হয়েছে ও।

***

বইঘর.কম

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকে সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোন কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই **মানি-অর্ডার যোগে** ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সকল সিরিজ বা যে-কোন এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ১৬ পৃষ্ঠার মূল্য তালিকার জন্য সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।**

ভি. পি. পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

১৭/১২/'০২ আবার ষড়যন্ত্র (মাসুদ রানা) কাজী আনোয়ার হোসেন
বিষয়: বাংলাদেশকে নিয়ে নতুন করে বিপজ্জনক খেলায় মেতে উঠেছে বিশেষ একটি মহল, '৭১-এর পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে চায়। তাদের সাথে হাত মিলিয়েছে খায়রুল কবির। সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন। জড়িয়ে পড়ল মাসুদ রানা, খোদ বিসিআই ভবনে ওকে হত্যার জন্যে মরিয়া আক্রমণ চালাল একদল ফ্যানাটিক। এই সূত্রে জড়িয়ে পড়ল গিল্টি মিয়াও। দু'জনে মিলে হাজির হলো কে-কে ভবনে, প্রমাণ জোগাড় করতে। কিন্তু ধরা পড়ে গেল। ওদেরকে 'জবাই' করতে প্রস্তুত বিহারী কসাই সমশের আলি।

১৭/১২/'০২ স্বর্ণশিখর (আত্ম-উন্নয়ন) বিশু চৌধুরী
বিষয়: মানুষ, আমরা সবাই, অসীম ক্ষমতার অধিকারী; প্রয়োজন শুধু সচেতনতার। কোন সমস্যাই অনতিক্রম্য নয়, দরকার শুধু সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির। আসুন আমাদের সঙ্গে, আমরা নিজের ভেতরে ডুব দিই, অজ্ঞাত স্বরূপকে চিনে নিয়ে পৌঁছে যাই সুখ সমৃদ্ধি ও সাফল্যের স্বর্ণশিখরে।

আরও আসছে

২৩/১২/'০২ বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা (সেবা/শোভন/কিশোর থ্রিলার) রকিব হাসান
২৩/১২/'০২ রূপালী জ্যোৎস্না (সেবা/শোভন/উপন্যাস) শাহেদ ইকবাল
২৩/১২/'০২ শেষ লড়াই (সেবা/শোভন/কিশোর উপন্যাস) শরীফ খান

Boighar.com